শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২৫শে বর্ষ

১ম সংখ্যা

বিশেষ-সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৯১

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২২১২০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীল প্রভুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
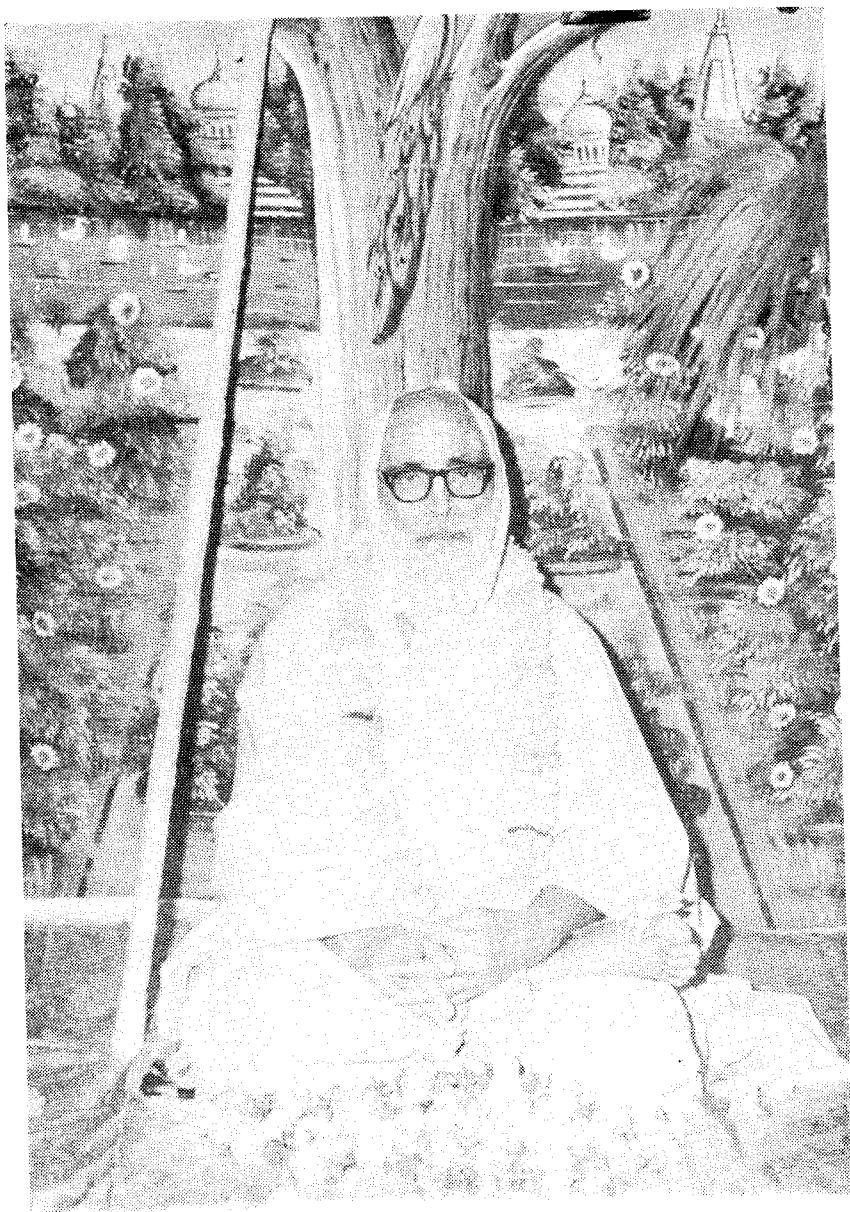
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৫শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৯১
২২ গোবিন্দ, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, বুধবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ | ১ম সংখ্যা

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রথমেই স্তুতিমুখে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—

"স্তমস্তং চৈতনাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুন্।
বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ।।"

[অর্থাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেমসিন্ধু সমুত্থিত হর্ষাদি মধুর অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য, যিনি নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ 'শ্রীনবদ্বীপ' নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি।]

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক ভগবদ্ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার অত্যদ্ভুত প্রেমপ্রভাব-সম্পন্ন নিজজনগণ-সমীপে তাহার কিছুই অপ্রকাশিত থাকিতে পারে নাই। শ্রীপুরী-ধামে সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের মূলমন্দিরের বহির্ভাগে শ্রীমন্দিরগাত্রে দক্ষিণাভিমুখে ষড়্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি, নাট্য-মন্দির মধ্যে উত্তরদিকে প্রাচীরগাত্রে পূর্ব্বাভিমুখে ষড়্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি এবং দক্ষিণদ্বারে সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে একটি প্রকোষ্ঠে পশ্চিমাভিমুখী প্রমাণাকার অপূর্ব্ব-দর্শন ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি বিশেষ যত্নের সহিত নিত্য পূজিত হইতেছেন। নীলাচলের প্রায় সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর স্মৃতিতে ভরপূর। মহাপ্রভুর আবির্ভাবক্ষেত্র বঙ্গদেশেও এরূপ সমাদর দৃষ্ট হয় না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূলমন্দিরে কূর্ম্মবেড়ের অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্র-সেবিত বলিয়া বিদিত 'গুপ্তগৌরাঙ্গ' মূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ব্যতীত কূর্ম্মবেড়মধ্যস্থ অসংখ্য পার্শ্বদেবতার মন্দির

বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন মন্দিরেই ঘণ্টাদির বাদ্যধ্বনি অনুমোদিত নাই। কিন্তু ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরে সর্ব্বসময়েই ঘণ্টা বাদ্যাদি এবং বাদ্যাদি-সংযোগে কীর্ত্তনও হইতে পারে। 'পুরুণা নহর' বা প্রাচীন রাজপ্রাসাদের মধ্যে অদ্যাপি মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও তদধস্তনগণসেবিত নৃত্যপরায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরগদাধর মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। এইরূপে উৎকলের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ রূপে প্রপূজিত হইতেছেন।

আমরা কলিহত জীব, আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্থল কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমরা বিশেষজ্ঞ গণের গবেষণা হইতে জানিতে পাই — "৮৯২ বঙ্গাব্দ, ১৪০৭ শকাব্দ, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১৫৪২ সংবৎ, ২৩ ফাল্গুন, শনিবার, পৌর্ণমাসী তিথি শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, সন্ধ্যার প্রাক্কাল। ঐ দিন পূর্ণিমা তিথির ৪০ দণ্ড, ১৩ পল অবস্থিতি ছিল। মতান্তরে উহা প্রায় ৪২ দণ্ড। পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রের মান—৫০ দণ্ড ৩৭ পল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল—সূর্য্যোদয় হইতে ২৮ দণ্ড ৪৫ পল পরে। সেই দিন দিবামান প্রায় ২৯ দণ্ড ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৫টা ৫২ মিনিটে (নবদ্বীপের সময়) শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব। ইংরাজী মতে জুলিয়ান্ ক্যালেণ্ডার অনুসারে গণনায় ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং অধুনাপ্রচলিত 'গ্রেগরীয়ান্ ক্যালেণ্ডার' অনুসারে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্মহা-প্রভুর আবির্ভাব।"

জ্যোতির্ব্বিদ্গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালীয় লগ্ন-রাশি-নক্ষত্রাদির বিচার এইরূপ প্রদর্শন করেন—

["শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে সিংহলগ্ন ও সিংহরাশি। রবি, বুধ ও রাহু (মূল ত্রিকোণে) কুম্ভস্থ; বৃহস্পতি স্বগৃহে উচ্চপ্রায় মঙ্গলসহ ধনুতে ; শনি উচ্চ-প্রায় বৃশ্চিকস্থ ; শুক্র উচ্চপ্রায় মেষস্থ ; চন্দ্র ও কেতু (মূল ত্রিকোণে) সিংহলগ্নস্থ ছিল। ঐ লগ্ন রবির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, মঙ্গলের দ্রেক্কাণ, শুক্রের নবাংশ, শুক্রের দ্বাদশাংশ ও বুধের ত্রিংশাংশ—এইরূপ শুভ ষড়্বর্গযুক্ত। নবমপতি মঙ্গল, দশমপতি শুক্র ও সপ্তমপতি শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্বস্থ হইয়া ধর্ম্ম-স্থানগত শুক্রকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করিতেছেন; মঙ্গল ও বৃহস্পতির পঞ্চমে শুভযোগ, লগ্নে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি ছিল।

ঐদিবস চন্দ্রগ্রহণ আংশিকভাবে হইয়াছিল। গ্রহণের প্রাক্কালে উপচ্ছায়া স্পর্শে চন্দ্রের মালিন্য উপস্থিত হইলে শাস্ত্রে সমুদয় পুণ্য কর্ম্ম বা শ্রীহরিসংকীর্ত্তন করিবার বিধান আছে। ঐ 'উপচ্ছায়া গ্রহণ' দুই-তিন ঘণ্টা পূর্ব্বেও হইয়া থাকে।]

শ্রীমদ্ভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১।৩।২৮) বাক্যে কৃষ্ণকেই সর্ব্ব অবতারের অবতারী বলা হইয়াছে—

'অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্ব অবতংস ॥'

—চৈঃ চঃ আঃ ২।৭১

এতদ্ব্যতীত সামোপনিষদে, প্রভাসখণ্ডে, পদ্মপুরাণে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে, শ্রীগীতায়, মহাভারতে (উঃ পর্ব্ব ৭১।৪১) ; গৌতমীয় তন্ত্রে, বৃহদ্ গৌতমীয়ে, শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতি প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

এই সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকে বস্তুতত্ত্বনির্দ্দেশ এইপ্রকার জানাইতেছেন—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

[অর্থাৎ "উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি ; যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ ; যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই। —অঃ প্রঃ ভাঃ]—চৈঃ চঃ আ ২।৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে আরও জানাইতেছেন—

"শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে,—বিষ্ণুতত্ত্বের পরতত্ত্ব স্বয়ং

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া যাঁহার গান শুনা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। অতএব আমি কৃষ্ণ ও চৈতন্য একান্ত অভেদ পূর্ব্বক বিচার-স্থলে উক্তি করিব। সুতরাং সেই পরতত্ত্ব বস্তুর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও স্বয়ংভগবান্ বলিয়া যে প্রকাশত্রয় কথিত আছে, সে সকলই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া বলিতে পারি।" —ঐ আ ২১৬-৯ অঃ প্রঃ ভাঃ

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥

—চৈঃ চঃ আ ২।৮-৯

শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ অবতার—পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার। **পুরুষাবতার** — কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী; **লীলাবতার** — মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ, রঘুনাথরামাদি; **গুণাবতার**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; **মন্বন্তরাবতার**—স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু', উত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি', রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন', সাবর্ণ্যে 'সার্ব্বভৌম', দক্ষসাবর্ণ্যে 'ঋষভ', ব্রহ্মসাবর্ণ্যে 'বিশ্বক্‌সেন', ধর্ম্মসাবর্ণ্যে 'ধর্ম্মসেতু', রুদ্রসাবর্ণ্যে 'সুধামা', দেবসাবর্ণ্যে 'যোগেশ্বর' এবং ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু'—এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার। **শক্ত্যাবেশাবতার**—মুখ্য ও গৌণ দুইপ্রকার, গৌণশক্ত্যাবেশাভাস 'বিভূতি' বলিয়া কথিত। বিভূতি বলিতে ঐশ্বর্য্য। যেসকল জীব বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্ তাঁহাদিগকে শ্রীভগবান্ তাঁহার তেজোঽংশসম্ভূত বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীগীতা ১০।৪১-৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মুখ্যশক্তিভেদে মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার—সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি, ব্রহ্মাতে সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি, শেষে—শ্রীভগবানের স্বীয় সেবনশক্তি, পৃথুতে পালনশক্তি এবং পরশুরামে—দুষ্টদলনশক্তি বিদ্যমান্। এই সপ্তমূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির আবেশ। শ্রীকপিলদেব ও শ্রীঋষভদেবে ভগবদাবেশ। **যুগাবতার**—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে কৃষ্ণ শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত—এই চারিবর্ণ ধারণ করিয়া যুগধর্ম্ম পালন করেন। শ্রীবিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞস্থলে সমাগত নবযোগেন্দ্রের অন্যতম নবম যোগেন্দ্র শ্রীকরভাজন ঋষি সমীপে 'ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ কালে কোন্ বর্ণ ও কিপ্রকার আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া কোন্ নামে কোন্ বিধি অনুসারে মানবগণের নিকট পূজিত হইয়া থাকেন', ইহা শ্রবণ করিতে চাহিলে মুনিবর কহিতে লাগিলেন—'হে রাজন্ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি চারিবর্ণ, নাম ও আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিধানানুসারে পূজিত হইয়া থাকেন। **সত্যযুগে** ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কল, কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম), যজ্ঞসূত্র, অক্ষমালা (অক্ষোঽকারাদি ক্ষকারান্ত-বর্ণময়ী মালা তান্ অক্ষান্—বিঃ চঃ টীঃ) অর্থাৎ 'অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণময়ী মালা', দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে আবির্ভূত হন। তখন শ্রীভগবান্ হংস, সুবর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা—এইসকল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। **ত্রেতাযুগে** শ্রীভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণমেখলাযুক্ত, পিঙ্গল (নীল-পীতমিশ্রবর্ণ—কপিল বর্ণ বা তামাটে বর্ণ) কেশ বিশিষ্ট, বেদত্রয়প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক্‌স্রুবাদি উপলক্ষণ বা চিহ্নধারী হইয়া অবির্ভূত হন। [স্রুক্—যজ্ঞাদিতে আহুতি দিবার জন্য খদির কাষ্ঠনির্ম্মিত অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় গোলাকার মুখভাগযুক্ত ও স্রুব—নাসিকার ন্যায় অর্দ্ধ পর্ব্বাকৃতি খাতযুক্ত পাত্র বিশেষ।] তৎকালে বেদার্থে অভিজ্ঞ ধর্ম্মিষ্ঠ মানবগণ বেদত্রয়বিহিত কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞবিধিতে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ ত্রেতাযুগে বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরুগায় ইত্যাদি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। [শ্রীবিষ্ণুর যে অবতারমূর্ত্তি স্মরণমাত্র ভক্তের অভীষ্ট কাম বর্ষণ করেন ও ক্লেশ সমূহ বিচালিত করেন—'বর্ষতি কামান্ আকম্পয়তি ক্লেশান্'—ভাঃ ১০।১।২০ চঃ টীঃ—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। জয়ন্ত অর্থাৎ ভগবানের যে মূর্ত্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বোপরি জয়লাভ করেন।] **দ্বাপরযুগে** শ্রীভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎস (শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাবর্ত্ত রোম চিহ্ন) প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষি মনুষ্যগণ ছত্রচামরাদি মহারাজ-লক্ষণ

যুক্ত সেই পরমপুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক অর্থাৎ আগম বা সাত্বত পঞ্চরাত্রবিহিত মার্গে পূজা করিয়া থাকেন এবং 'হে ভগবন্ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপী আপনাকে নমস্কার ; হে দেব, বিশ্বেশ্বর সর্ব্বভূতাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী), বিশ্ব (বিশ্বমূর্ত্তি), নারায়ণ ঋষিসংজ্ঞক মহাপুরুষরূপী আপনাকে প্রণাম করি' ইত্যাদিরূপে তাঁহাকে নতি স্তুতি করিয়া থাকেন। অতঃপর মুনিবর করভাজন মহারাজ নিমিকে বলিলেন—

"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥"

[অর্থাৎ হে রাজন্, দ্বাপরযুগে এইপ্রকারে মানবগণ জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার বিধান শ্রবণ করুন।]

" 'নানাতন্ত্রবিধানেন' শব্দে কলিযুগে তন্ত্রমার্গের অর্থাৎ সাত্বত পঞ্চরাত্রবিহিত মার্গেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইতেছে।"

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

[অর্থাৎ "যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা, অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তন-দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর ; যাঁহার অঙ্গ— শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় এবং উপাঙ্গ—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধ ভক্তগণ, যাঁহার অস্ত্র—হরিনাম-শব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌরবর্ণ), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত— শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধোগণ (উত্তম বুদ্ধিমান্ জনগণ) সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।"]

এই শ্লোকের অভিধা-অর্থে সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু সুস্পষ্টরূপেই উপলক্ষিত হন। শ্রীভগবান্ সত্যে শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়া ধ্যানধর্ম্ম, ত্রেতায় রক্তবর্ণ ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞধর্ম্ম এবং দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করতঃ কৃষ্ণার্চ্চনধর্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করাইয়াছেন। "ওঁ নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥" এই মন্ত্রে কৃষ্ণার্চ্চন করাইয়াছেন। কলিযুগের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করতঃ ঐ নাম-সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক ভক্তগণসহ লোকসকলকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রদান করিলেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিনযুগের ধ্যানাদিতে যে ফল লভ্য হয়, কলিতে—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে সেই সমুদয় ফলই লভ্য হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫১-৫২) "কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ কৃতে—যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্‌হরিকীর্ত্তনাৎ ॥" বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭)—"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥" এবং শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১১।৫।৩৬) "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥" —এই সমস্ত বাক্যে সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যে ফল লভ্য হয়, কলিতে একমাত্র নামসংকীর্ত্তন দ্বারা তৎসমুদয় ফলই লভ্য হইয়া থাকে, ইহাই সুস্পষ্টরূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে চারিযুগের চারি অবতার ও তত্তদ্‌যুগে পালনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরলীলারহস্যবিৎ শ্রীকৃষ্ণভজনচতুর শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে কলিযুগাবতারের উদ্দেশ্য ও রহস্য জানিয়া লইবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রভুরই কৃপায় নির্ভয় ও অসঙ্কোচমতি হইয়া সাতিশয় দৈন্যের সহিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"অতিক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ?"

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুও আত্মগোপনপূর্ব্বক সদৈন্যে কলিযুগাবতারের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে কহিতেছেন—অন্যান্য যুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবতার যেমন শাস্ত্রদ্বারেই জানা যায়, কলিযুগাবতারও তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্য হইতেই জানিয়া লইতে হইবে। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়শূন্য সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণবাক্যই শাস্ত্র, তাহাই যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক। সুতরাং মাদৃশ জীবগণের সেই শাস্ত্রবাক্য হইতেই ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১০।১০।৩৪) কৃষ্ণ-

কৃপাপ্রাপ্ত কুবেরাত্মজ শ্রীনলকুবর ও মণিগ্রীববাক্যে কথিত হইয়াছে—

"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥"

['প্রাকৃতশরীরহীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতার-তত্ত্ব (-জ্ঞানলাভ) জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য'। প্রাকৃতশরীরে যে সকল বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্য-কূর্ম্ম প্রভৃতি ভগবদবতার-বিগ্রহে সেই সকল অতুলনীয় গুণ-যুক্ত অত্যধিক ও অলৌকিক বীর্য্যদর্শনে লোকসকল তাঁহারা যে প্রাকৃত মৎস্যাদি প্রাণী নহেন, পরন্তু অশরীরী অর্থাৎ প্রাকৃত শরীররহিত অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই তত্তদ্বিগ্রহে অর্থাৎ উক্ত মৎস্যাদিরূপে অবতার, তাহা বুঝিতে পারেন।]

স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ—এই দুই লক্ষণানুসারে মুনিগণ বস্তুতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। আকৃতি (আকার), প্রকৃতি (স্বভাব) ও স্বরূপ (মূর্ত্তি বা বিগ্রহ)—এই তিনটি স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ এবং কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ-প্রারম্ভে (জন্মাদ্যস্য যতঃ শ্লোকে) 'সত্যং' ও 'পরং' শব্দদ্বয়ে স্বরূপলক্ষণ এবং বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বা বস্তুজ্ঞান প্রকটন, অর্থাভিজ্ঞতা ও স্বরূপশক্তিতে মায়া অপসারণ বা নিরসন প্রভৃতি তটস্থলক্ষণ ব্যক্ত করিয়া বাস্তব বস্তু পরমেশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এইসকল তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণে বস্তুতত্ত্ব এইরূপ নিরূপণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে,—"কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপলক্ষণ—তিনি পীতবর্ণ আকৃতি এবং তটস্থলক্ষণ—তাঁহার প্রেমদান ও সঙ্কীর্ত্তন-কার্য্য। সুতরাং আপনার শ্রীমুখোদিত ঐ লক্ষণদ্বয়ে লক্ষিত হইয়া নিশ্চয়ই কলিকালে সেই কৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি সুদৃঢ় করিয়া—স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করুন, যাহাতে আমাদের সকলেরই সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়।" ভক্ত-প্রেমবশ্য শ্রীভগবান্ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট তখন পরাজয় স্বীকার করিয়াও বাহিরে 'চতুরালি ছাড় সনাতন' বলিতে বলিতে আত্মগোপনার্থ তাঁহার নিকট শক্ত্যাবেশাদি কথার অবতারণা করতঃ তাঁহাকে ভাবান্তরে প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন।

(চৈঃ চঃ ম ২০।৩৪৭-৩৬৪ দ্রষ্টব্য) কিন্তু—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীসনাতন গূঢ় রহস্য সবই ধরিয়া ফেলিলেন।

গোদাবরীতটে শ্রীরায় রামানন্দও ঐরূপ কলিযুগপাবনাবতারের গূঢ় রহস্য ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দ পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তিবলেই প্রভুসহ 'কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বসার। রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥' আলোচনার পর মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া সদৈন্যে নিবেদন করিলেন—'প্রভো, আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমার হৃদয়ে এত তত্ত্বকথা প্রবেশ করাইয়া আমার মুখমাধ্যমে আবার তৎসমুদয় ব্যক্ত করাইয়া নিজে শ্রোতা সাজিয়া শ্রবণলীলাভিনয় করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও দেখি, শ্রীভগবান্ আদি কবি ব্রহ্মাকে অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরও মুহুর্মুহুঃ মোহ জন্মিয়া থাকে। অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের ইহাই রীতি যে, স্বপ্রকাশতত্ত্ব তিনি বাহিরে কিছু না কহিলেও শুদ্ধভক্তের শুদ্ধহৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন দ্বারা তথায় বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি নিজে তাঁহাকে না বুঝাইলে কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারে না—নিজেই নিজেকে ধরা না দিলে কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে না। শ্রীরামানন্দ কহিতে লাগিলেন—

"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি' কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমায় সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু, কারণ ইহার॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২৬৬-২৭০

শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপনার্থ কহিলেন—রায়, তুমি মহাভাগবত, কৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ়প্রেম বিদ্যমান্, এজন্য সর্ব্বভূতে তোমার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতেছে—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি ॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২৭২-২৭৩, ২৭৬

ইহা শুনিয়া রায় স্পষ্টভাবেই মহাপ্রভুর অবতারোদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"(রায় কহে—) প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজগূঢ় কার্য্য তোমার—প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২৭৭-২৮০

অতঃপর মহাপ্রভু যখন দেখিলেন, রায় তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তাঁহার অন্তর বাহির সবই জানিয়া ফেলিয়াছেন, তখন তিনি তৎসমীপে নিজ শ্যাম ও গৌররূপ প্রকট করতঃ তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করিলেন—

"তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই একরূপ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২৮১

অর্থাৎ রসরাজস্বরূপ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসের মূর্ত্ত বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধিকা—এই দুইতত্ত্ব মিলিত হইয়াই যে একতত্ত্ব—একতত্ত্বে দুই ও দুইতত্ত্বই যে এক, এরূপ একটি অপূর্ব্ব স্বরূপ অর্থাৎ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ দেখাইলেন। ইহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্।

রায় রামানন্দ তাঁহারই অভীপ্সিত—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব স্বরূপদর্শনে আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত স্পর্শ করিতেই রায় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মহাপ্রভুর পূর্ব্ববৎ সন্ন্যাসমূর্ত্তি দর্শন করতঃ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—রায়, তুমি ব্যতীত আমার এই রূপ অন্য কেহই দেখিতে পায় না। আমার তত্ত্ব, লীলা-রস—সবই তোমার গোচরীভূত, এইজন্যই তোমাকে আমি এই রূপ দেখাইলাম। তুমি যে আমাকে পৃথক্ একটি গৌর-বর্ণ অঙ্গ—গৌরপুরুষরূপে দর্শন করিতেছ, আমি কিন্তু তাহা নই। আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, রাধাঙ্গ-স্পর্শনরূপ আমার এই গৌরভাবই নিত্য। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি। "গৌর অঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।

গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত করি আত্ম-মন।
তবে নিজমাধুর্য্য করি আস্বাদন ॥"

তোমার নিকট আমার কোন কর্ম্মই গুপ্ত থাকিতে পারে না। আমি যদিই বা লুকাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু তুমি তোমার প্রেমবলে আমার সমস্ত কর্ম্মেরই মর্ম্ম অবগত হইতে পার। তবে অপ্রাকৃত ভজনরহস্য যত্রতত্র প্রকাশ্য নহে। —(চৈঃ চঃ ম ৮।২৮২-২৮৮ অঃ প্রঃ ভাঃ সহ আলোচ্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরলীলার গূঢ়রহস্য সম্বন্ধীয় যে দুইটি শ্লোক তাঁহার কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলায় মঙ্গলাচরণ-প্রারম্ভেই (৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) সেই দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন (গৌরতত্ত্ব ও অবতারের গুহ্য কারণত্রয়) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্লোক দুইটি এই—

'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা-তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৪।৫৫

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৪।২৩০

[অনুবাদ—"রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি (অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রেমবিলাসরূপা) হ্লাদিনী শক্তিক্রমে রাধা-কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুইতত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও কান্তিদ্বারা সুবলিত (যুক্ত) সেই (অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর) কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।"

"শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।"]

—ঐ অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও লীলাবিলাসার্থ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার সেই দুই দেহ মিলিত হইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপশক্তি হলাদিনী শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি সুবলিত (যুক্ত) হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীগৌরসুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রণয়ের বিশেষ কার্য্য-স্বরূপ। কৃষ্ণপ্রেমই মূর্ত্ত হইয়া শ্রীরাধারাণীরূপে প্রকাশিত; তিনি প্রেমময়ী। পূর্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের একই চিচ্ছক্তির ত্রিবিধ রূপ বা মূর্ত্তি—সৎ-অংশে সন্ধিনী, চিৎ-অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দ-অংশে হ্লাদিনী। "ভগবান্ যে শক্তি-দ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশ-কাল-দ্রব্যাদি প্রকাশিকা 'সন্ধিনী' (সত্তা-বিস্তারিণী); যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'সম্বিৎ' এবং চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন ও অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'হ্লাদিনী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।" —শ্রীল প্রভুপাদ

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি —'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥
হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হলাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হলাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (৬৫ সংখ্যায়) বিচার করিয়াছেন—"সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই একমাত্র হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিত্রয় অবস্থিত। হ্লাদিনী নাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা, যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দবিশেষ লক্ষিত হয় এবং ভগবান্ এই শক্তি দ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন। হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী নিত্যবৃত্তি ভক্তবৃন্দে প্রদত্ত হইলে উহা ভগবৎ প্রীতি আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তের প্রীতি গ্রহণ করেন।"

"সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব; বস্তুসত্তারই নাম সত্ত্ব। সন্ধিনীক্রিয়া ব্যতীত কোন সত্ত্বই (উদ্ভূত) হইতে পারে না। ভগবানের সত্তাপ্রকাশও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধচিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমস্তই কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতামাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন।"

"চিচ্ছক্তিগত সম্বিচ্ছক্তি যখন হলাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবকে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা-

জ্ঞান জন্মে, অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞান তাহার পরিবার অর্থাৎ অবস্থা-ভেদে আবরণমাত্র।"

"হ্লাদিনীর ক্রিয়ার নাম প্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধসম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের কৃষ্ণপ্রেম হয়। জীবগণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপী-মণ্ডলী; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎ-স্বরূপগত হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনি সর্ব্বগুণের আকর আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি।"

সেই মহাভাবস্বরূপিণী কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা-কৃষ্ণ-মিলিততনুই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিলেন—'আমাকে সকলে পূর্ণানন্দরসস্বরূপ বলে, আমা হইতেই ত্রিভুবন আনন্দ প্রাপ্ত হয়। আমাকে আনন্দ দিতে পারে, এমন কে আছে? তবে এক হইতে পারে যে, আমা হইতে যাহার মাধুর্য্য শত শত গুণে অধিক, একমাত্র সে-ই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যস্বরূপ আমাকে জয় করিতে পারে। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধার আস্বাদ্য আমার অত্যদ্ভুত মধুরিমাই বা কীদৃশ এবং সেই মাধুর্য্যাস্বাদন হইতে রাধারাণী কি জাতীয় সুখ লাভ করেন, আমার এই তিনটি তৃষ্ণা ত' বিষয়জাতীয় ভাবে কখনই নিবারিত হইতে পারে না? সুতরাং আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর ভাবকান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক আশ্রয়জাতীয় ভাবে বিভাবিত হইতে না পারিলে আমি ঐ তিনটি সুখ কখনই বিষয়-জাতীয়ভাবে আস্বাদনসৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব না', ইহা চিন্তা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ও তাঁহার বর্ণ অঙ্গীকার পূর্ব্বক—'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' গৌর-সুন্দররূপে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প দৃঢ় করিলেন। আরও চিন্তা করিলেন,—'আমার ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে যে সর্ব্বোত্তম নরলীলা-মাধুর্য্য আছে, তাহা ত' বিধিমার্গ-গত ভক্তগণের আস্বাদনীয় নহে—'বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি', সুতরাং আমি রাধাপ্রেমরস আস্বা-দনার্থ গৌরাবতার স্বীকার পূর্ব্বক বিবিধপ্রকার প্রেমরস আস্বাদন করিব এবং ব্রজরসাস্বাদনোপযোগী রাগ-ভজনবিধিরও আচার ও প্রচার-রত হইব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃপাময় কৃষ্ণ যখন অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল রস স্বভক্তিসম্পদ্ বিতরণার্থ অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিলেন, সেই সময়ে যুগাবতার কালও উপস্থিত হইল এবং মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীল অদ্বৈতা-চার্য্য প্রভুও অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেন। তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শ্রীশচীগর্ভে গৌরাঙ্গস্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন। বিধিভক্তি প্রচারার্থ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাব আর রাগভক্তি প্রচারার্থই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুইহেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি, না হই অধীন॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে॥
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"
(গীঃ ৪।১১)
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
*　　*　　*
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।১৫-২১, ২৭

অবতারী শ্রীকৃষ্ণাবতারে যেমন যুগাবতারোচিত ধরাভারহরণকার্য্যে অসুরমারণ ও পালনাদি লীলা মুখ্য প্রয়োজন ছিল না, তদ্রূপ শ্রীগৌরাবতারেও পূর্ণ-তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন তাঁহার নিজকার্য্য ছিল না। পরন্তু কোন গূঢ় কারণের জন্য যখন পূর্ণভগবান্ অবতীর্ণ হইতে মনঃস্থ করিলেন, সেই সময়ে ঘটনাক্রমে যুগ-ধর্ম্মকালও আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং গৌরাঙ্গের গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্মপ্রচাররূপ বাহ্য

প্রয়োজন—এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেম ও নামসংকীর্ত্তন ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ আ ৪র্থ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু ঐ নামে 'নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা'—'সর্ব্ব-শক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ' বলিয়া উহাতে রাগ-ভক্তি-শক্তিও সুতরাং আহিত এবং শ্রীমুখের মহাশ্বাস-বাক্যও—'ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার' ও 'নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়', 'ভজনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন' প্রভৃতি থাকায় কলিহত জীব আমাদের বড় ভরসাস্থল ঐ শ্রীনাম। কিন্তু 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন' এবং 'যেরূপে লৈলে নাম প্রেম উপজয়, তাহার লক্ষণ-শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়।।' ইত্যাদি উক্তিদ্বারা মহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।' বাক্যে চারিটি গুণে গুণী হইবার উপদেশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে আমরা সাধনে শীঘ্র শীঘ্র সুফল অর্জ্জন করিতে পারিব না। "সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।।" ইত্যাদি উপদেশ-বাক্যদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার কলিযুগপাবনাবতা-রিত্বের জাজ্জ্বল্যমান্ নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ছিলেন শ্রীমহেশ্বর বিশারদ। তিনি সমুদ্রগড়ের নিকটবর্ত্তী বিদ্যানগরে বাস করিতেন। তাঁহার দুইপুত্র—মধুসূদন বাচস্পতি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং জামাতা—গোপীনাথ আচার্য্য। এই শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভুর তত্ত্বও তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পর মহাপ্রভু যখন প্রথম পুরীধামে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে প্রেমমূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হন, সেই সময়ে দৈব-ক্রমে সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অধিরূঢ় মহাভাবের সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক প্রণয়বিকার দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সাবধানে নিজগৃহে আনিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তৃতীয় প্রহরে তাঁহার বাহ্যদশা-প্রাপ্তি হয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর অনেক পশ্চাতে ছিলেন। তাঁহারা পুরীধামে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রভুর অন্বেষণ করিয়াছিলেন। লোকপরম্পরায় তাঁহার সার্ব্বভৌমভবনে অবস্থিতির কথা শুনিয়া তথায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীমুকুন্দ দত্তের পূর্ব্বপরিচিত শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের দর্শন পাইয়া তৎসহ সার্ব্বভৌমভবনে প্রবেশ করতঃ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। পরে শ্রীসার্ব্ব-ভৌমপুত্র চন্দনেশ্বর সহ তাঁহারা শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে মহাপ্রভুর নিকট বসিয়া উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সকলের সহিত মিলিত হইলেন। তৎপর সপার্ষদ মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানাদির পর শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ সম্মানান্তে উপবিষ্ট হইলে শ্রীগোপীনাথ সার্ব্বভৌম-সমীপে সকলের পরিচয় প্রদান করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় পাইয়া খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু গোপীনাথাচার্য্যমুখে মহাপ্রভুর 'ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা'—এই কথা শুনিয়া তাহা মানিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যদিও ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন যে, নিত্যসিদ্ধভক্ত ব্যতীত এইপ্রকার লোকাতীত মহাভাব অন্য কুত্রাপি সম্ভব হইতে পারে না, তথাপি তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। সশিষ্য সার্ব্ব-ভৌম ভগ্নীপতির সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে আচার্য্য কহিলেন—ভট্টাচার্য্য, তর্কপন্থায় পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা কখনও ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না, তিনি শ্রৌতপন্থায় লভ্য। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে। সেইত' ঈশর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।।" তুমি জাগতিক বিচারে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপালেশ নাই, তজ্জন্য তুমি ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না। ইহাতে সার্ব্বভৌম কহিলেন, তুমিই যে ঈশ্বরকৃপা লাভ করিয়াছ, তাহার কি প্রমাণ আছে? তাহাতে আচার্য্য কহিলেন—বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ। তুমি সাক্ষাদ্ভাবে ইঁহাতে মহাপ্রেমাবেশ-স্বরূপ ঈশ্বরলক্ষণ দেখিয়াও ঈশ্বরের বহিরঙ্গা মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে

পারিতেছ না। বহির্ম্মুখ জনগণ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম একটু হাস্যসহকারে কহিলেন—আমি ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করিতেছি, তুমি রাগ করিও না। শাস্ত্রদৃষ্টি পূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিতেছি—শ্রীচৈতন্য গোসাঞি মহাভাগবত বটে, কিন্তু এই কলিযুগে ত' বিষ্ণুর অবতার নাই, এইজন্যই ত' বিষ্ণুর একনাম 'ত্রিযুগ'। ইহা শুনিয়া আচার্য্য মনে একটু দুঃখ পাইয়া কহিলেন—সার্ব্বভৌম, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত এই দুইটি প্রধান প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্যে তোমার আদৌ মনোযোগ নাই। এই দুই গ্রন্থই কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছেন, ইহা ত' স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কলিতে শ্রীভগবান্ লীলাবতার করেন না বলিয়া তাঁহার একনাম 'ত্রিযুগ'। প্রতিযুগেই ত' কৃষ্ণের যুগাবতার হয়, ইহা তুমি তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে বুঝিতে পার না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'
—গীঃ ৪।৭-৮

[অর্থাৎ যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার একান্ত ভক্তগণকে আমার অদর্শন জনিত দুঃখ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ও যাহারা দুষ্কৃতিশালী অর্থাৎ আমার ভক্তলোকের দুঃখদাতা, তাহাদের বিনাশ-হেতু এবং মদীয় ধ্যান-যজন-পরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে স্থাপন করিবার নিমিত্ত আমি প্রতিযুগে আবির্ভূত হই।]

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষা ভাষ্যে উক্ত ৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন—

"* * (আমার) পরমভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শন-লালসোত্থ দুঃখ হইতে তাহাদের পরিত্রাণের জন্য আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ-কংসাদিকে বধ করতঃ উদ্ধার করি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করি। 'আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই'—এই কথা দ্বারা 'কলিকালেও যে আমার অবতার হয়' ইহা স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন; তাঁহাতে অন্যতাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজন-নিস্তারকাবতার-কর্ত্তৃক দুষ্কৃতজনের দুষ্কৃতি-বিনাশ ব্যতীত অসুরবিনাশ-কার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য।"

ভক্তরাজ প্রহলাদও তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিতেছেন—

'ইত্থং নৃ-তির্য্যগ্-ঋষি-দেব-ঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥'
—ভাঃ ৭।৯।৩৮

অর্থাৎ হে ভগবন্, আপনি এইপ্রকারে নৃ (কৃষ্ণ-রামাদি)-তির্য্যক্ (বরাহ প্রভৃতি)-ঋষি (পরশুরামাদি)-দেব (বামন দেবাদি)-ঝষ (মৎস্য-কূর্ম্মাদি) প্রভৃতি অবতার কর্ত্তৃক ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগদ্দ্রোহিগণকে (অসুরাদিকে) বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যুগক্রমাগত কর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আর কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনি 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থ-দীপিকা টীকায় লিখিতেছেন—

"* * হংসি ঘাতয়সি। কলৌ তু তৎ (বধাদিকং) ন করোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ। অতস্ত্রিস্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবম্ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।"

অর্থাৎ জগৎপ্রতীপগণকে বিনাশ করেন। কলিতে সেইপ্রকার অসুরমারণাদি কার্য্য আপনার নাই। যেহেতু কলিকালে আপনি ছন্ন অর্থাৎ আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করেন। এইজন্য অপর তিনযুগে আপনার আবির্ভাব সর্ব্বজনবিদিত বলিয়া আপনি 'ত্রিযুগ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং 'ত্রিযুগ' বলিলে যে কলিযুগে

ভগবদাবির্ভাব নাই, ইহা কোনক্রমেই শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না।

স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজস্বরূপ আচ্ছাদন করাই তাঁহার প্রকৃত ছন্নত্ব। শ্রীগর্গ ঋষি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে বলিয়াছিলেন—

'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥'
—ভাঃ ১০।৮।১৩

অর্থাৎ হে ব্রজরাজ, তোমার এই পুত্র প্রতিযুগেই স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনবর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল, সম্প্রতি দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হইয়াছেন।

এই শ্রীগর্গোক্তি হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হয়—ইনি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ এবং কলিতে পীত অর্থাৎ গৌরবর্ণ। প্রাচীনাবতারাপেক্ষায় আসন্ এইরূপ অতীত কালোক্তি হইয়াছে। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ আবির্ভূত হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই কৃষ্ণেরই গৌররূপে প্রকটলীলা। মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য-লীলাই কৃষ্ণলীলা আর ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যলীলাই গৌরলীলা। একটি সম্ভোগ, অপরটি বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনলীলা। যে কৃষ্ণ রাধারাণীকে তাঁহার বিরহে কাঁদাইতেছেন, আবার সেই কৃষ্ণই রাধাভাববিভাবিত গৌরলীলায় নীলাম্বুধিতটে 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলী-বদন। কাঁহা যাঁউ কাঁহা পাঁউ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥' বলিয়া কাঁদিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন, আর শিক্ষা দিতেছেন, কৃষ্ণকে পাইতে হইলে কিভাবে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইতে হয়। এজন্য কৃষ্ণলীলারই অবিচ্ছেদ্য পরিশিষ্ট গৌরলীলা। গৌরানুগত্য ব্যতীত কখনই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের আরাধনা হয় না। শ্রীরাধা সেই প্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনই আমাদের আরাধ্যবস্তু এবং ব্রজবধূশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর কৃষ্ণা-রাধনাই আমাদের অনুসরণীয়া আরাধনা। "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥" (ভাঃ ১০।৩০। ২৮) এই ভাগবতীয় শ্লোকেই সেই আরাধনার ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই আরাধনাতেই কৃষ্ণপ্রীতি-পরাকাষ্ঠা সুনিহিত। ইহা আস্বাদনার্থই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলার প্রকটন-রহস্য। শ্রীগৌরমুখোদ্‌গীর্ণ নামভজনই ঐ রসাস্বাদনের পরম উপায়। তাই কৃষ্ণের নামকরণকালে সর্ব্বজ্ঞ গর্গ মুনি কৃষ্ণের পরম গূঢ় গৌরাবতার-রহস্য উক্ত 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ' শ্লোকে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

'শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥
কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তঁহি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
চৈঃ চঃ আ ৩।৩৭-৩৮, ৪০

নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে নবম যোগেন্দ্র করভাজন ঋষি-প্রোক্ত 'ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ' ও 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' বাক্যদ্বয়ে তাহা স্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর ঐ শ্লোকের ভাষ্যের (ক্রমসন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী দ্রষ্টব্য) মর্ম্মানুবাদ নিম্নে পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধার করিতেছি—

'ত্বিষা অর্থাৎ কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, বুধগণ তাঁহার উপাসনা করেন। প্রতিযুগে তনু (বিগ্রহ) ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ স্বয়ং শ্রীহরিস্বরূপ তোমার এই পুত্রের পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীত,—এই তিনটি বর্ণ ছিল, ইদানীং তিনি কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।' —শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩) শ্রীনন্দমহারাজের প্রতি কথিত গর্গমুনির এই বাক্যে পূর্ব্বোক্ত শুক্ল, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট 'পীতবর্ণ' প্রমাণ হইতে ইঁহার গৌরবর্ণের কথা পাওয়া যায়। 'ইদানীং' অর্থাৎ বর্ত্তমান অবতার-কালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এই উক্তি নিবন্ধন এবং সত্য ও ত্রেতাযুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব (কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক সেই সেই) অবতারকে উদ্দেশ করিয়াই এই (কলিযুগাবতারে গৃহীত) পীতবর্ণের অতীতকালত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ স্বরূপে পরে কীর্ত্তিত হইবেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া একমাত্র তাঁহাতেই যে সেই সমস্ত অবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার যুগাবতারত্ব ঘটিল। অতএব যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন,

তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অর্থাৎ সেই চতুর্যুগান্তর্ব্বর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরও যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,—এরূপ তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে ; যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, এবিষয় গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে নিম্নলিখিত বিশেষণ-দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন,—যথা 'কৃষ্ণবর্ণ'—'কৃ' এবং 'ষ্ণ', এই দুইটি বর্ণ (অক্ষর) আছে যাঁহাতে, অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' নামের মধ্যে কৃষ্ণত্ব (স্বয়ং ভগবত্তা)-সূচক 'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিদ্যমান ; যেমন (ভাঃ ৩।৩।৩) শ্রীউদ্ধব কথিত 'সমাহূতাঃ' ইত্যাদি পদ্যস্থিত 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন', এই অংশের শ্রীধর-স্বামিকৃত টীকায় 'শ্রী'র বা রুক্মিণীর সবর্ণ বা সমান বর্ণদ্বয় (অর্থাৎ 'রুক্মী' এই বর্ণদ্বয়) হইয়াছে বাচক যাহার, সেই ব্যক্তিই 'শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ (অর্থাৎ রুক্মী) —ইত্যাদি (বহুস্থলে সমাসাশ্রয়ে এরূপ) অর্থ করিতেও দেখা যায় ;

অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ' পদে যিনি কৃষ্ণনাম 'বর্ণন' করেন অর্থাৎ তাদৃশ স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণ-জনিত উল্লাস-বশতঃ স্বয়ং ঐ নাম গান করেন এবং পরম করুণাবশতঃ সমস্ত লোককেই ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি ;

অথবা যিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌর হইয়াও 'ত্বিষ্' বা স্বশোভাবিশেষ দ্বারাই সমস্ত লোককে 'কৃষ্ণ-নাম উপদেশ প্রদান করেন' অর্থাৎ যাঁহার দর্শনেই সমস্ত লোকের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তিনি ;

অথবা সর্ব্বলোকদ্রষ্টা কৃষ্ণ 'গৌর' রূপে অবতীর্ণ হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে যিনি 'ত্বিষ্' বা কান্তি-বিশেষের দ্বারা 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামসুন্দর-রূপেই বর্ত্তমান, তিনি ;

অতএব শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই প্রাকট্য-হেতু অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ায়, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং' এই পদ দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন, — 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ' অর্থাৎ যিনি অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসহ বর্ত্তমান, 'অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ' পদটি কর্ম্মধারয় সমাসাশ্রয়ে সাধিত হইয়াছে ; ইহার ব্যাসবাক্য এইরূপ,—যাহা 'অঙ্গ', তাহাই 'উপাঙ্গ' ; তাহাই 'অস্ত্র', তাহাই 'পার্ষদ' ; ভগবানের অভিন্ন 'অঙ্গ'সমূহ পরমমনোহর বলিয়া 'উপাঙ্গ' বা ভূষণরূপে, মহাপ্রভাবযুক্ত বলিয়া 'অস্ত্র'-রূপে এবং সর্ব্বদাই একান্ত-ভাবে ভগবৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া 'পার্ষদ'-রূপে প্রকটিত ; বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবম্বিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকল প্রভৃতি দেশবাসি লোকগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে ; অথবা উক্ত পদে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রের তুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বহু প্রভাবশালী পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান,—এরূপ অর্থান্তরেও তিনি ব্যক্ত হইতেছেন। এমন যে গৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে 'যজ্ঞ' অর্থাৎ পূজাসম্ভার দ্বারাই আরাধনা করেন ; যেহেতু 'ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ' ইত্যাদি (ভাঃ ৫।১৯।২৩ শ্লোকে) দেব-গণের গীতবাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতে সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ এই বিশেষণ-দ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয় রূপে ব্যক্ত করিতেছেন ; তন্মধ্যে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহুলোকের যে শ্রীকৃষ্ণনামগান, সেই সংকীর্ত্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্ত্তমান যাহাতে, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞাদিদ্বারা, এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সংকীর্ত্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞই যে এইরূপে অভিধেয়, ইহা স্পষ্ট ভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব মহাভারতেও দানধর্ম্মে (১৪৯ অঃ শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামে ৯২ ও ৯৫ সংখ্যায়)—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

(—এই বাক্যে) তাঁহার (শ্রীগৌরের) অবতার-সূচক 'সুবর্ণবর্ণ, হেমতনু, সুঠাম ও চন্দন-বলয়যুক্ত এবং সন্ন্যাস লীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত ও শান্ত' ইত্যাদি নামসমূহ কথিত হইয়াছে। পরমপণ্ডিতশিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ঐবিষয় (শ্রীগৌরা-বির্ভাব) 'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং

লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥'—এইশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন,—কালক্রমে অন্তর্হিত স্বীয় ভক্তিযোগ যিনি পুনর্ব্বার প্রকটিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোমধুপ গাঢ়ভাবে লীন হউক।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (আ ৩।৪০-৪৯) উক্ত সহস্রনাম মধ্যে উল্লিখিত সুবর্ণবর্ণাদিনাম সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥
তপ্তহেমসমকান্তি প্রকাণ্ডশরীর।
নবমেঘ জিনি' কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥
দৈর্ঘ্যবিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারিহস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত ॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু চৈতন্য গুণধাম ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল জিনি' নাসা সুধাংশু-বদন ॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তিনিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥
চন্দনের অঙ্গদবালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥
এইসব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥
দুইলীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুইলীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ।"

["সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমালা-শোভিত"—এই চারিটি (আদি অর্থাৎ ২৪ বৎসর) গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। (শেষ বা সন্ন্যাস-লীলায় ২৪ বৎসর) সন্ন্যাসাশ্রমী, হরিরহস্যালোচনরূপ শমগুন-বিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্তনিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহা-ভাবপরায়ণ (—এই চারিটী লক্ষিত)। অঃ প্রঃ ভাঃ]

ঐ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৩য় অধ্যায়ে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা কৃষ্ণবর্ণং শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে—

'শুন ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা। (কৃষ্ণবর্ণং) এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ 'কৃষ্ণ' এই দুইবর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥ কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ। কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ। আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ ॥ দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ। অকৃষ্ণ-বরণে তাঁর কহে পীতবরণ। প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি। যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥ জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে। 'অঙ্গ' 'উপাঙ্গ' নাম নানা 'অস্ত্র' ধরে ॥ * * অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে। চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্যসাধন। 'অঙ্গ' শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ 'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ। অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান ॥ * * অদ্বৈত নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই 'অঙ্গ'। অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ'॥ অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে। সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর। অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা। দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥ * * সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥ সেইত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥"

শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্যালক শ্রীভট্টাচার্য্যকে নিন্দা, স্তুতি ও হাস্যসহকারে শ্রীমদ্ভাগবতের 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ' (ভাঃ ১০।৮।১৩) এবং 'ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ' ও 'কৃষ্ণ-বর্ণং' (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২) এবং মহাভারত দানধর্ম্মের (১৪৯অঃ ৯২ ও ৯৫ সংখ্যা) সুবর্ণবর্ণঃ, সন্ন্যাসকৃৎ ইত্যাদি বহু প্রামাণিক বাক্য শ্রবণ করাইলেও ভট্টাচার্য্যের তাহাতে অনবধানতা দেখিয়া আচার্য্য একটু দুঃখিতচিত্তে কহিলেন—উষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় তোমার নিকট এক্ষণে এসকল কথা বলা নিরর্থক। 'তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে। এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ॥' সার্ব্বভৌম যেন একটু উপেক্ষার সহিত কহিলেন—আচার্য্য, তোমার এসকল কথা এখন রাখিয়া দাও। তুমি আগে গিয়া গণ-সহ শ্রীচৈতন্যদেবকে আমার ভবনে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাও,

তাঁহার ভিক্ষা গ্রহণ হইয়া গেলে পশ্চাতে আসিয়া আমাকে শিক্ষা করাইও। শ্রীগোপীনাথ, ভট্টাচার্য্যের নামে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন এবং মুকুন্দ ও আচার্য্য উভয়েই সার্ব্বভৌমের মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ করাইবার বিচারকে গর্হণ করিতে লাগিলেন। অমানী মানদ মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়া কহিতে লাগিলেন—তোমরা তাঁহাকে অমর্য্যাদা করিও না। তিনি স্নেহবশতঃ আমার প্রতি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে বেদান্ত শুনাইয়া আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহিতেছেন, ইহাতে দোষের কথা কি আছে? যাহা হউক সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বেদান্ত শুনাইতেছেন, মহাপ্রভুও নিঃশব্দে সাতদিন শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু সপ্তদিবসাবধি মহাপ্রভুকে মৌন ধারণ করিতে দেখিয়া সার্ব্বভৌম তাহার কারণ জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু কহিলেন—আমি সন্ন্যাসীর ধর্ম্মবোধে আপনার নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু সূত্রের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝিলেও আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি শব্দের 'অভিধা' বৃত্তি ছাড়িয়া 'লক্ষণা' বৃত্তি দ্বারা সূত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিতেছেন, ইহাতেই শ্রুতির 'স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি' দোষ উপস্থিত হইতেছে। ইহা বলিয়া সূত্রের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে সার্ব্বভৌম নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে মহাপ্রভুর শ্রীমুখে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করতঃ প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে স্বকীয় দ্বিভুজ স্বরূপ দর্শন করাইলেন। সার্ব্বভৌম পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে করিতে করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভুকৃপায় তাঁহার হৃদয়ে সকল অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। একদণ্ড অতিক্রান্ত হইতে না হইতে তিনি শতশ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমদানাদি মহত্ত্ব বর্ণন করিলেন। মহাপ্রভু পরমসুখে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ পাইবামাত্র সার্ব্বভৌম প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন। অশ্রুকম্পপুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। গোপীনাথাচার্য্য প্রভৃতির আর আনন্দের সীমা নাই। সার্ব্বভৌমের অবস্থা দর্শনে সকলেই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আজ সার্ব্বভৌমের কুতর্ককর্কশ হৃদয় প্রেমে বিগলিত। গোপীনাথ বলিতে লাগিলেন—'সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি॥' মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—গোপীনাথ, তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হওয়ায় ইঁহার উপর শ্রীজগন্নাথের কৃপা হইয়াছে। মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকে সুস্থির করিলেন, ভট্টাচার্য্য স্থির হইয়া বহু স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিতে লাগিলেন—

"জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।২১৩-২১৪

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থানদর্শনলীলা করিলেন। তৎকালে পূজারী তাঁহার শ্রীহস্তে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদান্ন মালা দিলে মহাপ্রভু পরমানন্দে তাহা অঞ্চলে বাঁধিয়া অতি দ্রুতগতিতে ভট্টাচার্য্য গৃহে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য সেই সময়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জাগ্রত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রত্যূষে ভক্তমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণে বড়ই আনন্দ হইল। সার্ব্বভৌমও সেই সময়ে বাহিরে আসিয়া মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রে আনন্দে আত্মহারা হইয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভুকে বসিতে আসন দিলেন। সার্ব্বভৌমও মহাপ্রভুর চরণান্তিকে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বাগ্রে সার্ব্বভৌম হস্তে প্রসাদান্ন দিলেন। সার্ব্বভৌমের দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, স্নানাহ্নিকাদি প্রাতঃকৃত্য কিছুই হয় নাই। তথাপি সার্ব্বভৌম পরমানন্দে মহাপ্রসাদের জয় গান করিতে করিতে সেই প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের মনের সকল জাড্য অপসারিত হইয়াছে। মহাপ্রভু পরমানন্দে সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু-ভৃত্য উভয়েই প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন—

"আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ-ভক্ষণ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।২৩০-২৩৪

আর একদিন সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দর্শনের অগ্রেই মহাপ্রভুর দর্শনে আসিয়া মহাপ্রভুকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড-বন্নতিস্তুতি করিতে করিতে সদৈন্যে নিজের পূর্ব্বদুর্ম্মতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। অতঃপর—

"ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল—নামসংকীর্ত্তন ॥"

ঐ মঃ ৬।২৪১

মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া জানাইয়া বৃহন্নারদীয়বাক্য 'হরের্নাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেন। যে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বেদান্ত শুনাইয়া তাঁহার সন্ন্যাস রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, আজ শ্রীগৌরকৃপাপ্রাপ্ত সেই সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।২৫৪-২৫৫

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"এই দুইশ্লোক ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥"

—ঐ ২৫৬

শ্রীসার্ব্বভৌমের ন্যায় ভক্তরাজ মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রও মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ঐ ষড়্ভুজ —শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মূষল ধারী।

পূর্ণভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ "গোকুলের বৈভব-রূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণসহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকটবিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি এক একবার প্রকটবিহার করেন।" (চৈঃ চঃ আ ৩।৫-৬ অঃ প্রঃ ভাঃ)

"পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৫-৬

সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি কল্পে এইরূপ প্রকটবিহারের পরবর্ত্তী কলির প্রথম সন্ধ্যায়ই স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁহার গৌরলীলার প্রাকট্য বিধান করেন— গৌর-কৃষ্ণের এইরূপ লীলা নিত্যকাল চলিয়া আসিতেছে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রমাণবাক্যানু-সারে তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন — "৪৩২০০০ সৌরবর্ষে 'কলিযুগ'। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণ বর্ষসংখ্যা 'দ্বাপর', তিনগুণ—'ত্রেতা' এবং চতুর্গুণ— 'সত্য'। সুতরাং সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। (এই চতুর্যুগকে এক 'মহাযুগ' বলে।) এই মহাযুগকে দিব্যযুগ'-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক 'মন্বন্তর' (অর্থাৎ এক মনুর রাজত্বকাল)। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকাল পরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক-দিবস বা কল্প।" —ঐ আ ৩।৭-৮ অনুভাষ্য

বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজ ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া ভৌমব্রজে প্রকটলীলা করেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা শৃঙ্গার—এই পঞ্চ মুখ্য রসের মধ্যে শান্ত ব্যতীত দাস্যাদি চারিরসের ভক্তগণের প্রেমে কৃষ্ণ একান্ত বশীভূত, তিনি যথেষ্ট বিহার করিয়া অন্তর্দ্ধান করতঃ মনে মনে বিচার করিলেন— "আমি এযাবৎ জগৎকে প্রেমভক্তি দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠে লোকে জ্ঞান লাভ করিয়া বিধিমার্গীয় ভক্তিতেই আমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাদৃশী বিধিভক্তিতে আমার যে পরম ভাব—ব্রজভাব, তাহা ত' তাহারা লাভ করিতে পারিবে না। —'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি'। বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই

প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে আমি প্রীত হই না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজনকারিগণ সার্ষ্টি (বিষ্ণুর সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি), সারূপ্য (বিষ্ণুর সমান রূপ লাভ), সালোক্য (সমান লোকে বাস) এবং সামীপ্য (বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি)—এই মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অবশ্য ব্রহ্মের সহিত ঐক্য লাভ রূপ সাযুজ্য মুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। প্রেমভক্তি পাইলে ভক্তগণের নিকট ঐ প্রকার মুক্তিসুখও তুচ্ছীকৃত হয়। জগতে বিধিভক্তির অতীত এইপ্রকার প্রেমভক্তি প্রচারই আমার অভীষ্ট। আমি কলিযুগধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররসের সহিত দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব, নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বীয় আচরণ দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিব। আচার ব্যতীত প্রচার নিরর্থক হইয়া পড়ে। যুগধর্ম্ম প্রচার আমার অংশ অবতারগণ-দ্বারাও হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ ভগবান্ অবতারী ব্রজেন্দ্রনন্দন আমা ব্যতীত ব্রজপ্রেম-বিতরণ-কার্য্য ত' অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারিবে না। এজন্য আমি নিজেই নিজ পার্ষদভক্তগণসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নামসংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন এবং অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল রস—স্বভক্তি সম্পৎ বিতরণ করিব।"

"এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
প্রথমলীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূত গ্রাম।
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।২৯,৩২-৩৪

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তৎকৃত লঘুভাগবতামৃতের শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ নামক পূর্ব্বখণ্ডে মঙ্গলাচরণের ২য় শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।৫।৩২) শ্রীকরভাজন মুনিপ্রোক্ত 'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক মহাপ্রভুর জয়গান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৪র্থ মঙ্গলাচরণেও লিখিতেছেন—

'শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥'

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরির সম্বোধনাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামাবলী জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোপরি জয়-যুক্ত হন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভ নামক শ্রীভাগবত সন্দর্ভের প্রথম তত্ত্বসন্দর্ভের সর্ব্বপ্রথমেই উক্ত শ্রীকরভাজন কথিত 'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোক দ্বারাই নিজ ইষ্টবস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং ২য় শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ, তাহা উক্ত ভাগবতীয় কৃষ্ণবর্ণং শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বরূপে প্রকাশ করিতেছেন—

'অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥'

—চৈঃ চঃ আ ৩।৮০ ধৃত

অর্থাৎ যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ ও বাহিরে গৌরবর্ণ এবং যিনি নিজ অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদাদির বৈভব জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে নাম-সংকীর্ত্তনাদি রূপ সাধন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত বা শরণাগত হই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সকল পার্ষদ ভক্তই তাঁহার ঐ অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রূপ গৌরাঙ্গস্বরূপের আরাধনা করিয়াছেন এবং শ্রীরাধার ভাবকান্তিসুবলিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন।

উপপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

'অহমেব কৃচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥'

—চৈঃ চঃ আ ৩।৮২ সংখ্যা ধৃত

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্ কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে —

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহহং মহীতলে।
ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

অর্থাৎ আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় ধরাতলে পরমমনোহর ভাগীরথীতটে শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইব।

গরুড়পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

'কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাম্।
জন্ম প্রথম সন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥'
'অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥'
'কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসীগৌরবিগ্রহঃ ।'

অর্থাৎ কলিকর্ত্তৃক দহ্যমান জীবসমূহের পরিত্রাণার্থ আমি কলিযুগের প্রথমসন্ধ্যায় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিব।

পূর্ণব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ আমি বিশেষতঃ (কলি) যুগসন্ধিকালে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশচীসুতরূপে আবির্ভূত হইব।

কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ং লক্ষ্মীকান্ত গৌরবিগ্রহ ও সন্ন্যাসিরূপে দারু ব্রহ্মের সমীপস্থ হইবেন।

বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

'শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীর-সম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥'

আমি কলিযুগে ভাগীরথীতীরে সুদীর্ঘতনু, শুদ্ধ ও গৌরবিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া জীবপ্রতি দয়াবশতঃ তাহাদিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তন উপদেশ করিব।

স্কন্দ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

'অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াৎ মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ ॥'

অর্থাৎ অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সমন্বিত আমি মায়ামনুষ্যের কর্ম্ম আচরণসহকারে (অথবা 'মায়া' অর্থে কৃপা, 'কর্ম্ম' বলিতে 'লীলা'—জীবপ্রতি কৃপা-বশতঃ মনুষ্যলীলা অঙ্গীকারপূর্ব্বক) শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিব।

বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

কলৌ ঘোরস্তমচ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥

হে নারদ, আমি কলিযুগে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া ঘোর তমসাচ্ছন্ন, সর্ব্বসদাচার বিবর্জ্জিত লোকসকলকে উদ্ধার করিব।

নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

'দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥'
'অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্‌ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা ॥'

অর্থাৎ হে দেবগণ, আপনারা শীঘ্র ভক্তরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হউন, আমি কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে শচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হইব।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই নিত্য প্রচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া ভগবদ্‌ভক্তরূপে সর্ব্বদা (কলিযুগে) লোক সকলকে রক্ষা করি।

ভবিষ্যপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

'আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্ ॥'

অর্থাৎ হে তপোধন, কলিযুগে জীবসকল আমাকে প্রেমানন্দজনিত অশ্রুকলাপূর্ণ, রোমহর্ষযুক্ত এবং সন্ন্যাসিরূপী দর্শন করিবে।

শ্রীনৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"সত্যে দৈত্যকুলাধিনাশসময়ে সিংহোহর্দ্ধমর্ত্ত্যাকৃতি-
স্ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামেতিনামাকৃতিঃ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা প্রভুঃ ॥"

অর্থাৎ সত্যযুগে যে প্রভু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিধনকালে নৃসিংহাকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ত্রেতাযুগে যিনি দশস্কন্ধ রাবণকে তিরস্কার করণার্থ পরম মনোহর শ্রীরাম নামক শ্রীবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক প্রকটলীলা করিয়াছিলেন এবং দ্বাপরযুগে ভূভার হরণার্থ এবং গোপবালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য যিনি ত্রিভুবনমোহন রূপে শ্রীব্রজধামে বিরাজ করিয়াছিলেন, কলিযুগে সেই প্রভু—কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গদেব 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামে বিখ্যাত হইবেন।

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

'সন্ধৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাদ্ দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥
অবতারমিমং কৃত্বা জীবনিস্তার হেতুনা।
কলৌ মায়াপুরীং গত্বা ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥'

অর্থাৎ নিজ ভাবুক ভক্তের ইচ্ছানুসারে রূপধারণ-কারী সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরের পশ্চিম সন্ধ্যায় শ্রীদেবকীবসুদেব পুত্ররূপে প্রকটলীলা করেন, সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলির পূর্ব্বসন্ধ্যায় সেই প্রভুই শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দর পুত্র

শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। সেই প্রভুই স্বয়ং বলিতেছেন যে, কলিযুগে আমি গৌরাবতার প্রকট-পূর্ব্বক জীবকল্যাণার্থ মায়াপুরীতে গিয়া শ্রীশচীসুত রূপে প্রকটলীলা করিব।

কৃষ্ণযামলে শ্রীগোকুলনাথ বাক্য—

'অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ॥'

অর্থাৎ আমি বিশেষতঃ কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপে মায়াপুরে একবার শচীনন্দনরূপে পরিপূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হইব।

বায়ুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনস্য ফল্গুনীঋক্ষযোগতঃ।
ভবিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ॥

স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামি জনালয়ে॥

ভক্তিযোগপ্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসরূপমাস্থায় কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্॥

যেন লোকস্য নিস্তারস্তৎ কুরুধ্বং মমাজ্ঞয়া।
ধরিত্রী ভবিতা চাহভীর্ময়ৈব দ্বিজদেহিনা॥"

শ্রীভগবান্ স্বয়ং কহিতেছেন—হে দেবগণ, ভাগীরথীতটবর্ত্তী ভক্তজনাশ্রিত নবদ্বীপধামে ভক্তজনালয়ে ব্রাহ্মণকুলে উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযোগযুক্ত ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দরকে অবলম্বন পূর্ব্বক গৌররূপে অবতীর্ণ হইব।

ঐ সময়ে ভক্তিযোগপ্রদানার্থ এবং লোকসকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সন্ন্যাসবেষ স্বীকারপূর্ব্বক 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করিব।

হে দেবগণ, তোমরা আমার আদেশ অনুসারে যাহাতে লোকসকল (সংসার দুঃখজলধি হইতে) নিস্তার লাভ করিতে পারে, এইরূপ কর্ম্ম কর। ব্রাহ্মণ শরীরধারী আমাকর্ত্তৃকই পৃথিবী ভয়রহিত হইবে।

এইরূপে প্রতিকল্পে যে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র প্রকটলীলা করেন, তৎপরবর্তী কলিযুগারম্ভে তিনিই আবার গৌরলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত কুতর্ক-কর্কশ হৃদয়ে পরম করুণাময় শ্রীভগবানের এই অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চাবতরণলীলা নিঃসংশয়িতভাবে বোধগম্য হয় না। 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ' এই শ্রীমুখের বাক্যানুসারে—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"

অনন্যা ভক্তিদ্বারাই ভক্ত তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে, তাঁহাকে দর্শন করিতে এবং তাঁহার দুরবগাহ লীলারহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্রদ্বারাই শুদ্ধভক্ত সাধুগণ তাঁহাদের শুদ্ধভক্তিপূত হৃদয়ে শ্রীভগবান্ শ্যামসুন্দরের অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপের দর্শন ও অনুভব সামর্থ্য লাভ করেন। শ্রুতিও তাই বলেন—ভক্তিই আমাদিগকে তাঁহার পদান্তিকে লইয়া যাইতে, তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে একমাত্র সমর্থা। সেই শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ একমাত্র ভক্তিবশ্য। ভক্তিরই প্রশস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত। শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নামরূপগুণলীলা কখনই প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত তত্ত্ব। শুদ্ধভক্ত সদ্গুরুপাদাশ্রয়েই সেই দিব্যজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে।
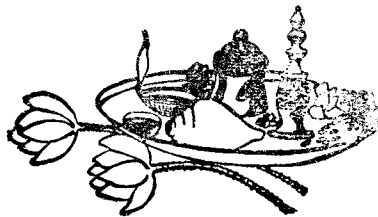
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ভগবত্তাপ্রকাশক লীলাসমূহ

নিমাইর শেষ-শয্যায় শয়নলীলা—ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব সর্প-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতারী শ্রীগৌরহরির সেবা করিয়াছিলেন। শিশু নিমাই একদিন অঙ্গনে হামাগুড়ি দিয়া মনোহরভঙ্গীতে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে, কোমরে কিঙ্কিনীর ধ্বনি হইতেছে, অজ্ঞ শিশুর ন্যায় যাহা সম্মুখে দেখিতেছে তাহাই ধরিতেছে। একটী সর্প অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া নিমাই তাহাকে ধরিল। সর্পটী ফণা ধারণ করিয়া কুণ্ডলী হইয়া রহিলে নিমাই তাহাতে শয়ন করিল। শিশুকে ঐ ভাবে সর্পের কোলে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সকলে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 'হায়, সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া শচী-জগন্নাথ কাঁদিতে লাগিলেন, নিমাইকে সর্প হইতে রক্ষার জন্য গরুড়কে আর্ত্তির সহিত আহ্বান করিলেন। নিমাই নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া থাকিয়া খল খল করিয়া হাসিতেছে। ভক্তগণের দুঃখার্ত্তি দেখিয়া শ্রীঅনন্তদেব নিমাইকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে নিমাই পুনরায় সর্পটীকে ধরিতে যায়। নারীগণ তৎক্ষণাৎ নিমাইকে আনিয়া ক্রোড়ে করিয়া নিমাইএর মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ ও স্বস্তিবাচনমন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

নিমাইর পায়ে নূপুরধ্বনি ও বিষ্ণুপদচিহ্ন—অন্য একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আদেশে নিমাই পুস্তক আনিবার জন্য ধাবিত হইলে শচী-জগন্নাথ অদ্ভুত নূপুরধ্বনি শুনিতে পাইলেন, পায়ে নূপুর নাই, অথচ নূপুর ধ্বনি কি করিয়া হইল ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। নিমাই গ্রন্থ প্রদান করিয়া খেলার জন্য বাহিরে গেলে গৃহ মধ্যে—ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, অঙ্কুশ, পতাকাদি বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমে শচী-জগন্নাথ নিমাইএর পদচিহ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন উহা গৃহদেবতা দামোদর-শালগ্রামের পদচিহ্ন, দামোদর-শালগ্রাম গৃহে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা পরমোল্লাসে দামোদর-শালগ্রামের মহাভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন করিলেন।

তৈর্থিক বিপ্রের নিকট অষ্টভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন—একদা কোনও তৈর্থিক বিপ্র তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রে নিত্য গোপালের উপাসনা এবং তাঁহারই প্রসাদ সেবা করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া প্রণতি, পাদপ্রক্ষালন ও আসন প্রদানাদির দ্বারা তাঁহার সম্যক্ পূজা বিধান করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রার্থনায় তিনি আহারে সম্মত হইলে তাঁহাকে রন্ধনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৈর্থিক বিপ্র রন্ধন করিয়া বালগোপাল মন্ত্রে ভোগ নিবেদন করা মাত্র নিমাই আসিয়া সেই নৈবেদ্য খাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া শিশুকে প্রহার করিতে গেলে তৈর্থিক বিপ্র নিবারণ করিলেন। তৈর্থিক বিপ্র দ্বিতীয়বার রন্ধন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রার্থনায় পুনঃ রন্ধন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বালককে প্রতিবেশীর বাড়ীতে লইয়া গেলেন, যাহাতে সে উৎপাত না করে। কিন্তু তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বালগোপাল মন্ত্রে যেই ভোগ নিবেদন করিবা মাত্র গৌরগোপাল আসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ 'নষ্ট হইল, নষ্ট হইল' বলিয়া পুনরায় চীৎকার করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রকে শাসন করিতে গেলে তৈর্থিক বিপ্র এই বলিয়া নিবারণ করিলেন—'শিশুর বোধ নাই, ইঁহার কি দোষ, অদ্য আমার অদৃষ্টে ভোজন নাই', কিন্তু তৃতীয়বার নিমাইর বড় ভাই বিশ্বরূপের অপূর্ব্ব-রূপলাবণ্যে ও মধুরবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় পুনরায় রন্ধন করিলেন। তখন অনেক রাত্রি

হইয়াছে, নিমাই ঘরের মধ্যে যোগনিদ্রাভিভূত আছেন, ঘরের দ্বার রুদ্ধ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র দ্বারে বসিয়া পাহারা দিতেছেন। সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সকলে যখন নিদ্রাভিভূত, সেই সময় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ভোগ নিবেদন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গৌরগোপাল আসিয়া খাইতে লাগিলেন। এইবার গৌরগোপাল (নিমাই) অপরূপ অষ্টভুজ মূর্ত্তি তৈর্থিক বিপ্রকে প্রদর্শন করিলেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, তদ্ব্যতীত একহস্তে নবনী ধারণ, অপর হস্তে ভক্ষণ এবং অপর দুই হস্তে মুরলীবাদন। ব্রাহ্মণ সেই অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

"সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—অষ্টভুজরূপ ।।
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়। আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ।।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার। সর্ব্ব-অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ।।
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে। চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে ।।
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল। বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল ।।
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর। নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ।।
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে। বৃন্দাবনে দেখে,—নাদ করে পক্ষিগণে ।।
গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে। যাহা ধ্যান করে—তাই দেখে পরতেকে ।।
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ। আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ।।"

—চৈতন্যভাগবত আ ৫।১২৭-১৩৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে উক্ত গুহ্যকথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণ অন্যত্র ভিক্ষাদি করিয়া প্রতিদিন মিশ্রভবনে আসিয়া ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া যাইতেন।

"প্রভু বলে—শুন শুন, অয়ে বিপ্রবর। অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর ।।
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে। অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে ।।
আর জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি। দেখা দিলুঁ তোমারে, না স্মর তাহা তুমি ।।
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে। সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে ।।
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে। এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে ।।
তাহাতেও এই মত করিয়া কৌতুক। খাই তোর অন্ন দেখাইলুঁ এইরূপ ।।
এতেকে আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস। দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ ।।"

—চৈতন্যভাগবত আ ৫।১৪২-১৪৮

নিমাইর বর্জ্জ্য হাঁড়িতে উপবেশন এবং দত্তাত্রেয়ভাবে তত্ত্বোপদেশ—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শচী-জগন্নাথ এবং অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। 'অচিরেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রকটিত হইয়া সকলের দুঃখ দূর করিবেন' এই কথা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। কিছুদিন বাদে নিমাই পিতামাতার নিকট অবস্থান করতঃ অধ্যয়নে মনোনিবেশ এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রকাশ করিলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আশঙ্কা হইল এই পুত্রও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করতঃ সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া বিশ্বরূপের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণারাধনার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইবে। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ঘরে থাকিতে বলিলেন। শচীদেবী ইহাতে আপত্তি করিলে তাঁহাকে বুঝাইয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বলিলেন — "আমা সবার কৃষ্ণ আছেন রক্ষয়িতা। কিবা চিন্তা, তুমি যা'র মাতা পতিব্রতা ।। পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিলুঁ তোমারে। মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে।।" —চৈঃ ভাঃ আ ৭।১৪৪-১৪৫। পিতা লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলে নিমাই দুঃখিত হইয়া পুনরায় বালচাপল্য ও দৌরাত্ম্য-লীলা প্রকাশ করিতে লাগিল। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রের সমস্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করিলেন। একদিন নিমাই ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর নৈবেদ্য রন্ধনের কতগুলি বর্জ্জ্য হাঁড়িকে সিংহাসন করিয়া বসিয়া রহিলেন। শিশুগণ যাইয়া শচীমাতাকে নালিশ

করিল। শচীমাতা দৌড়িয়া আসিলেন, নিমাইকে অস্পৃশ্য বর্জ্জ্য হাঁড়িতে বসিতে দেখিয়া হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। নিমাইকে বলিলেন,—"তোর শুচি অশুচি বোধ নাই, এইটুকু বুদ্ধি হয় নাই—বর্জ্জ্য হাঁড়িকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।" তখন নিমাই বিষ্ণুর অবতার দত্তাত্রেয়ভাবে * মাতাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"মূর্খের কিপ্রকারে শুচি-অশুচি বোধ হইবে। এজন্য আমার সর্ব্বত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান। শুচি-অশুচি বিচার প্রাকৃত লোকের মনঃকল্পিত। যে স্থানেতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান তাহা কি কখনও অপবিত্র হয়? অপবিত্রস্থানে আমি কখনও বসি না। আমার স্পর্শে সব পবিত্র হয়। যে মৃৎপাত্রে ভগবানের নৈবেদ্য রান্না হইয়াছে তাহা তো পবিত্র বটেই, এমনকি তাহার স্পর্শে অন্য সমস্ত বস্তু পবিত্র হয়।" বালক নিমাই কিছুতেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শচীমাতা ধরিয়া আনিয়া তাহাকে স্নান করাইলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে তপন মিশ্রের নিমাইর সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপ অনুভব—যেকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গে শুভ পদার্পণ করতঃ সকলকে নামসংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, সেইকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা শ্রীতপন মিশ্রের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। বহু শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে তপনমিশ্রের সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে ভ্রম হয়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে নিমাইপণ্ডিতের সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন। স্বপ্নে একজন বিপ্র আসিয়া তপন মিশ্রকে নিমাইপণ্ডিতের কাছে যাইয়া সংশয় নিরসন করিতে বলিলেন এবং নিমাইপণ্ডিত সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহাও জানাইলেন।

"স্বপ্নে এক বিপ্র কহে, শুনহ তপন। নিমাঞিপণ্ডিত স্থানে করহ গমন॥
তিঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো—নাহিক সংশয়॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৬।১২-১৩

শ্রীতপন মিশ্র শ্রীনিমাইপণ্ডিতের নিকট আসিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া হরিনামকেই সাধ্য-সাধনরূপে নির্ণয় করতঃ নামসংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন।

"অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ, যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"

—চৈতন্যভাগবত আদি ১৪।১৩৯-১৪৩

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মিরীর নিমাইকে স্বয়ং ভগবান্‌রূপে অনুভব—শ্রীনবদ্বীপে নিমাইপণ্ডিত যখন অধ্যাপনালীলাকালে অধ্যাপক শিরোরত্নরূপে বিরাজিত ছিলেন, সরস্বতীদেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত (কেশবকাশ্মিরী) সর্ব্বদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অসামান্য পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে জয় করিবার জন্য মহাদম্ভভরে তথায় উপনীত হইলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমনে বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। নিমাইপণ্ডিতের ছাত্রগণ নিমাইকে পণ্ডিতমণ্ডলীর ভীতির কথা জানাইলে নিমাই আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'দর্পহারী ভগবান্ দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ করিবেন'। নিমাই একদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণসহ গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময় পূর্ণচন্দ্রবতী নিশায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাইপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতঃ তাঁহার নিকট গঙ্গার মহিমা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

* অত্রিঋষি ও তৎপত্নী অনসূয়াকে অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর অবতার দত্তাত্রেয়ের আবির্ভাব। তিনি অলর্ক নামক ব্রাহ্মণকে, দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে, হৈহয়াদি রাজগণকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক একশত শ্লোক দ্রুতগতি রচনা করতঃ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। দিগ্বিজয়ীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর ঝটিকার ন্যায় উচ্চারিত শ্লোকসমূহের মধ্যে একটী শ্লোক উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর অলৌকিক স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। মহাপ্রভু উক্ত শ্লোকের কি কি দোষ গুণ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। দিগ্বিজয়ী তদুত্তরে বলিলেন, শ্লোকেতে কোনও দোষ নাই, গুণই আছে। মহাপ্রভু শ্লোকের পাঁচটী দোষ ও পাঁচটীগুণ বর্ণন করিয়া শুনাইলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হতবাক্ ও স্তম্ভিত হইলেন। তাহাতে নিমাইপণ্ডিতের ছাত্রগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে নিমাইপণ্ডিত তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া দিগ্বজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একটী তরুণ ব্যাকরণের পণ্ডিতের নিকট পরাস্ত হওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত ও দুঃখিত হইয়া রাত্রিতে সরস্বতীর মন্ত্র জপ করতঃ তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইলেন। স্বপ্নযোগে শ্রীসরস্বতীদেবী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি কেন দুঃখ করিতেছ। নিমাইপণ্ডিত সামান্য পণ্ডিত নহেন, সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্। আমি তাঁহার দাসী, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে ভয় পাই। সৌভাগ্যফলে তুমি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথের দর্শন পাইয়াছ।"

"সরস্বতী বলেন—'শুনহ বিপ্রবর! বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
কারো স্থানে কহো যদি এ-সকল কথা। তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥
যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী। সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥
আমি যে বলিয়ে, বিপ্র তোমার জিহ্বায়। তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥
আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্। সহস্র-বদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥
অজ-ভব আদি যাঁর উপাসনা করে। হেন শেষ মোহ মানে যাঁহার গোচরে॥"

* * * * —চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১২৭-১৩৪

"মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি যত, শুন অবতার। এই প্রভু বিনা, বিপ্র, কিছু নহে আর॥
এই সে বরাহরূপে ক্ষিতি স্থাপয়িতা। এই সে নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা॥
এই সে বামন-রূপে বলির জীবন। যাঁর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার জনম॥
এই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়। বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষলীলায়॥
উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি। এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতূহলী॥
বেদেও কি জানেন উহান অবতার? জানাইলে জানয়ে, অন্যথা শক্তি কার?
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার। দিগ্বিজয়ী পদ-ফল না হয় তাহার॥
মন্ত্রে যে ফল তাহা এবে সে পাইলা। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা॥
যাহ শীঘ্র, বিপ্র, তুমি ইহান চরণে। দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥"

—চৈতন্যভাগবত আদি ১৩।১৩৯-১৪৭

"এই মতে নিজ ঘরে গেলা দুইজন। কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন॥
সরস্বতী রাত্রে তারে উপদেশ কৈল। সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৬।১০৫-১০৬

শ্রীবাসের নিকট ঈশ্বররূপ প্রদর্শন—গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনামকীর্ত্তনে ও কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। তাঁহার ও শ্রীবাসের গৃহে উচ্চসংকীর্ত্তন হইত। উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ভগবদ্‌বিমুখ পাষণ্ডিগণ নানাপ্রকার যুক্তি করিতে থাকে। তাহারা এইরূপ গুজব রটাইতে

লাগিল যে, 'এখনই রাজা আসিয়া ইহাদিগকে উপযুক্তশাস্তি প্রদান করিবেন।' সরলমতি শ্রীবাসপণ্ডিত উহা বিশ্বাস করিয়া ভীত হইলেন এবং শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ভক্তার্ত্তিহর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে অভয় প্রদানের জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়া রুদ্ধদ্বারে পদাঘাত করিলেন। শ্রীবাস কপাট খুলিয়া দিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"তুই কাহাকে পূজা করিয়া ধ্যান করিতেছিস্? যাঁহার পূজা করিতেছিস্—এই দেখ আমি সেই। আমি সাধুগণের উদ্ধারসাধন ও দুষ্টগণকে বিনাশ করিব। তোর কিছু চিন্তা নাই।" —এই বলিয়া বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নিজ ঈশ্বররূপ প্রদর্শন করিলেন। অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতিবর্গ সকলকেই তাঁহার সেই ঐশ্বররূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকেও নিজের অবশেষ প্রসাদ দিয়া ও কৃষ্ণনাম করাইয়া কৃপা করিলেন।

শ্রীমুরারি গুপ্তকে বরাহরূপ ও চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন—"একদিন মহাপ্রভু শূকর শূকর বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারি গুপ্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। জলপূর্ণ একটী পাত্রকে (গাড়ু) পৃথিবীর উত্তোলনের ন্যায় দশনদ্বারা উঠাইয়া জলপান করিয়াছিলেন। কোনদিন প্রভু আবার মুরারির স্কন্ধে চড়িয়া বহু নৃত্য করিয়াছিলেন।" —ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

"বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে। তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে।।"
—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৯

মধ্য খণ্ডে, মহাপ্রভু বরাহ হইয়া। নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া।।
মধ্য খণ্ডে, মুরারির স্কন্ধে আরোহণ। চতুর্ভুজ হঞা কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ।।"
—চৈতন্যভাগবত আদি ১।১৩২-৩৩

শ্রীনিত্যানন্দকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন—একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীব্যাসপূজা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে শ্রীবাসগৃহে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন হইল। শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস কীর্ত্তনে মহাপ্রভু বলদেবাবেশে শ্রীনিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং 'নাড়া' 'নাড়া' বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আহ্বানচ্ছলে নিজ অবতারমর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। পরদিবস শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীব্যাসপূজা করিতে গিয়া অর্ঘ্যমালা মহাপ্রভুর মস্তকে অর্পণ করিলে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ শ্রীনিত্যানন্দকে ষড়্ভুজরূপ প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ প্রদর্শন—শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজা সমাপ্তির পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও ভক্তগণসহ যখন কীর্ত্তনবিলাসে প্রমত্ত ছিলেন, একদিন ঈশ্বর আবেশে নিজ প্রকাশবার্ত্তা জানাইতে এবং পূজোপকরণসহ সস্ত্রীক উপস্থিত হইতে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামাই পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু প্রথমে মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য গুপ্তভাবে নন্দনাচার্য্য ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে মহাপ্রভু জানিতে পারিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে উপনীত হইলে মহাপ্রভুর মহৈশ্বর্য্যরূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিকট নিজপ্রকাশতত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করিলেন। "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।" —এই মন্ত্রে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম এবং পরে অনেক স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলেন।

'শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত মিলন। অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন।।" —চৈঃ চঃ আ ১৭।১০

শ্রীবাসভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশলীলা—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসভবনে মহাপ্রকাশলীলা প্রকটকালে ভক্তভাব ও আবেশভাব সংবরণপূর্ব্বক অমায়ায় স্ব-স্বরূপে বিষ্ণুখট্টায় সাতপ্রহরকাল উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ শ্রীগৌরনারায়ণের রাজরাজেশ্বর-অভিষেক পুরুষসূক্তমন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া পূজা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্রীচরণ অকপটে প্রসারিত করিয়া সকলের অভীষ্ট পূজা গ্রহণ করিলেন এবং সকল ভক্তগণকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। এই সাতপ্রহরিয়া মহাপ্রকাশলীলায় গৌরসুন্দর বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস। খাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ॥"—চৈঃ চঃ আ ১৭।১১

"তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে। যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে॥"—চৈঃ চঃ আ ১৭।১৮

শ্রীবাসগৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃসিংহাবেশ লীলার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বজ্ঞের মহাপ্রভুকে পরমেশ্বররূপে দর্শন—

"আর দিন জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল। তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
কে আছিলুঁ পূর্ব্বজন্মে আমি, কহ গণি'। গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি'॥
গণি' ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ,—মহাজ্যোতির্ম্ময়। অনন্তবৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড,—সবার আশ্রয়॥
পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম-ঈশ্বর। দেখি' প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।১০৩-১০৬

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শনঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন প্রথম পুরীর পথে আঠারনালায় আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়াতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চলিলেন এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্দিরের পড়িছা সেবকগণ মহাপ্রভুকে প্রহার করিতে গেলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও প্রেমবিকার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, বুঝিলেন ইনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন, নতুবা এইপ্রকার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সম্ভব নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তিনি যত্নের সহিত শিষ্যপড়িছাগণের সহায়তায় নিজালয়ে (গঙ্গামাতা মঠে)* লইয়া আসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সার্ব্বভৌম আলয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহারা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য এবং অন্যান্য ভক্তগণ সার্ব্বভৌম ভবনে ক্রমশঃ আসিয়া মিলিত হইলেন। ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পরিচয় জানিতে পারিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সুখ ও মহাপ্রভুর প্রতি স্নেহ হইল। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা শ্রীমহেশ্বর বিশারদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সেই সম্বন্ধে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া বলিলেন, "তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সর্ব্বোত্তম, কিন্তু তুমি যে ভারতী সম্প্রদায় হইতে

---

* রাজসাহী জেলার পুটিয়ারের রাজা শ্রীনরেশ নারায়ণের কন্যা শ্রীশচীদেবী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরম্পরায় শ্রীহরিদাস গোস্বামীর শিষ্যা ছিলেন। শ্রীহরিদাস গোস্বামীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীশচীদেবী পুরুষোত্তমধামে অবস্থান করতঃ শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থানের পুনরুদ্ধার সাধন ও সংস্কার করেন। কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণীযোগে গঙ্গাস্নানের ফল শ্রীজগন্নাথদেবের নির্দ্দেশক্রমে শচীদেবী পুরীতে শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গার কৃপা পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গঙ্গামাতা হয়। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের লুপ্ত স্থানটী তাঁহার দ্বারা উদ্ধৃত হওয়ায় পরবর্ত্তিকালে উহা গঙ্গামাতা মঠ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সন্ন্যাস লইয়াছ তাহা মধ্যম সম্প্রদায়, আমি তোমাকে উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত করিব।" গোপীনাথ আচার্য্য তাহা শুনিয়া প্রতিবাদ করিলেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, ইঁহার সম্প্রদায় অপেক্ষা নাই।' —ইত্যাদি কথা লইয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের এবং তাঁহার শিষ্যগণের অনেক বাদানুবাদ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীনাথ আচার্য্যকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত তর্ক করিতে নিষেধ করিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন, "তোমার এই পরমসুন্দর নবীন যৌবন বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তোমাকে নিত্য বেদান্ত শ্রবণ করিতে হইবে। বেদান্ত শ্রবণে বৈরাগ্যের উদয় হইবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদান্ত শ্রবণ করিতে সম্মত হইলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করান। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বেদান্তের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'আপনি আমাকে শুনিতে বলিয়াছেন ; বুঝিতে পারিয়াছি কি না তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন নাই। আপনার উচ্চারিত বেদান্তসূত্র বুঝিতে আমার কোন কষ্ট হয়, নাই কারণ বেদান্তসূত্র সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু আপনার বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে সমর্থ হই নাই, মনে হইয়াছে আপনার ব্যাখ্যা মেঘের ন্যায় বেদান্তসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ অর্থকে আবৃত করিতেছে।" শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম উহা শুনিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তৎপর মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ লইয়া বিচার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করিলেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থ-ম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" (ভাঃ ১।৭।১০)—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নয়প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত নয় প্রকারের ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রপন্ন হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি (প্রথমে চতুর্ভুজ পরে শ্যাম বংশীধারী দ্বিভুজরূপ) প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রেমাপ্লুত হইয়া শতশ্লোকে মহাপ্রভুর স্তুতি করিলেন। তৎপর শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তালপত্রে নিম্নোক্ত দুইটী শ্লোক লিখিয়া শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥"

"বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।"

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥"

"কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।"

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজমূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়া আজও তাঁহার সাক্ষী প্রদান করিতেছে।

শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু গৌরহরিরূপে দর্শন ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যবাসীকে উদ্ধারের জন্য দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীরায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হয় কভূরে (কভূর—গোষ্পদতীর্থে)। ব্রহ্মগিরি অঞ্চল (আলালনাথ অঞ্চল) নিবাসী শ্রীরায় ভবানন্দের পঞ্চপুত্রের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীরায় রামানন্দ। তিনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ বিদ্যানগরে প্রধান কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতেন। কৃষ্ণলীলায় যিনি বিশাখা, তিনি গৌরলীলায় শ্রীরায় রামানন্দ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গোদাবরীতটে শ্রীরায় রামানন্দের মিলন এবং সাধ্য-সাধনতত্ত্ব,

রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব আদি সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময় শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রথমে সন্ন্যাসীরূপে, পরে শ্যাম-গোপরূপে এবং তৎপরে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে দর্শন করেন।

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন। নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৬৭-২৬৯

শ্রীরঙ্গনাথধামে জনৈক ব্রাহ্মণের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কৃষ্ণরূপে দর্শন ঃ—শ্রীরঙ্গনাথধামে 'যুধিষ্ঠির' নামক এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল। তিনি তাঁহার গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে বসিয়া একাগ্র-চিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের গীতাপাঠ কালে পুলকাশ্রু আদি সাত্ত্বিক প্রেমবিকারসমূহ দেখিয়া পরমানন্দিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে গীতাপাঠকালে এই আনন্দের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আমি মূর্খ, গীতার শব্দার্থ জানি না, গুরু-আজ্ঞায় গীতা পাঠ করি। যতক্ষণ গীতা পাঠ করি, দেখি অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডনায়ক শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার সারথির কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণের সেই ভক্ত-বাৎসল্যমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ দশন করায় আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু "গীতাপাঠে তোমারই অধিকার"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্পর্শে সেই ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপে অনুভব হয়।

"এতবলি' সেই বিপ্রে কৈলা আলিঙ্গন। প্রভুপদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন ॥
তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়। সেই কৃষ্ণ তুমি,—হেন মোর মনে লয় ॥
কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল। অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১০৩-১০৫

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রনিবাসী বেঙ্কটভট্টের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কৃষ্ণরূপে দর্শন ঃ— শ্রীরঙ্গনাথধামে শ্রীবেঙ্কটভট্ট, শ্রীত্রিমল্লভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বেঙ্কটভট্টের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবেঙ্কটভট্টের বিশেষ প্রার্থনায় চাতুর্ম্মাস্য-কালে তাঁহার গৃহে চারিমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীবেঙ্কটভট্টের এবং তাঁহার পরিজনবর্গের তৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীবেঙ্কট ভট্টের শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ এইরূপ অভিমান ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া তাঁহার সেই অভিমানকে চূর্ণ করিলেন। বেঙ্কটভট্ট সপরিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের ভক্ত হন। এই প্রসঙ্গটি চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেই সময় বেঙ্কটভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন।

"তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজ কর্ম্ম। যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১২৬

"ভট্ট কহে—কাঁহা আমি জীব পামর। কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছুই না জানি। তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি মানি ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৫৮-১৫৯

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন ঃ—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"—এই শ্লোকের শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বহু স্তবস্তুতি করিলেন। এই প্রসঙ্গটি চৈতন্যচরিতামৃত ২৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সেইকালে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন। তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ব বেদপ্রবর্ত্তন ॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৩০৯

অনন্তকোটি বিশ্ববান্ধব মহাবদান্য গৌরহরি

লীলাপুরুষোত্তম—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার বাৎসল্যরসের নিত্যপরিকর পিতা শ্রীব্রজরাজ নন্দ ও মাতা শ্রীযশোমতী দেবীকে অবলম্বন পূর্ব্বক ভৌমব্রজে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, তদভিন্ন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও তদ্রূপ পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শ্রীশচীদেবীকে অবলম্বন করিয়া অভিন্ন ব্রজধাম শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি প্রাকৃতের ন্যায় অনুভূত বা দৃষ্ট হইলেও তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির অতীত—'অপ্রাকৃত তত্ত্ব'। এজন্য অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব হইতেও অপ্রাকৃততত্ত্বে অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্যচমৎকারিতা বিদ্যমান্। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-পৌগণ্ডাদি লীলার অপ্রাকৃতত্ত্বানুভূতি লাভে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পর্য্যন্ত মোহ জন্মিয়া থাকে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১২।১০১

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিভিন্ন অবতারে যেসকল লীলা করিয়াছেন, তৎসমুদয় মধ্যে তারতম্যবিচারে নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—'নরবপু,' 'গোপবেশ', 'বেণুকর,' 'নবকিশোর,' ও 'নটবর,'। এই স্বরূপ নরলীলার সদৃশ হইলেও ইহা "হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে।"—(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

'জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুনঃ ॥"
—গীতা ৪।৯

[অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম অর্থাৎ লীলাকে যিনি অপ্রাকৃত বলিয়া জানেন, তিনি বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় আর জন্ম গ্রহণ করেন না এবং আমাকে প্রাপ্ত হন।"]

সুতরাং শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মে যিনি প্রাকৃত বুদ্ধি করেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপজ্বালাময় জন্ম স্বীকার করিতে হয়।

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥'
—গীঃ ৯।১১

[মূঢ় অর্থাৎ মায়ামোহমুগ্ধ অবিবেকিগণ মনুষ্য-দেহাশ্রিত—মনুষ্যাকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত আমাকে সাক্ষাৎ 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ' 'নরাকৃতি পরংব্রহ্ম' মায়াধীশ সর্ব্বোৎকৃষ্টতত্ত্ব—সর্ব্বভূতের মহামহেশ্বর স্বরূপ না জানিয়া আমাকে সাধারণ মায়াবশ মর্ত্ত্য মানব বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা জীববৎ আমার দেহ

দেহীতে ভেদবুদ্ধি করে। আমি যে অখণ্ড পূর্ণব্রহ্ম বস্তু, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না, এজন্য তাহারা নিষ্ফল-কাম, নিষ্ফলকর্ম্মা, নিষ্ফলজ্ঞান ও বিবেকহীন হইয়া মোহজনক তামস ও রাক্ষস স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হে পার্থ, যাদৃচ্ছিক মদ্ভক্তকৃপা-লব্ধ ভগবদ্ভক্তিপ্রবৃত্ত মহাত্মগণ দেবস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অনন্যচিত্তে মনুষ্যাকৃতি আমাকেই সর্ব্বভূতের কারণ ও অনশ্বর—নিত্যারাধ্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ জানিয়া ভজন করিয়া থাকেন। সেই বিদ্বৎ প্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তগণ সর্ব্বদা আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন-রত হন। অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন এবং আমার স্বরূপগুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল হইয়া অপতিতভাবে একাদশ্যাদিব্রত ও নামগ্রহণাদি নিয়ম পালনক্রমে আমাকে নমস্কার বিধান করিতে করিতে ভবিষ্যতে আমার নিত্যসংযোগের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তি-যোগদ্বারা আমাকে উপাসনা করেন। (অর্থাৎ বিধি-মার্গে ভজন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা রাগমার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।) —গীঃ ৯।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।]

সুতরাং সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম মায়াধীশ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত প্রকট বা অপ্রকটলীলায় সর্ব্বকালেই স্বীয় নিত্যসিদ্ধস্বরূপগত স্বভাবকে অবিকৃত রাখিয়াই স্বীয় ইচ্ছানুরূপ লীলা-বিলাস করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহাকে জীববৎ মায়াধীন বা মায়াবশযোগ্য হইতে হয় না। পরমাত্মা রূপে তিনি জীবহৃদয়ে অবস্থান করিলেও মায়া তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, প্রকৃতিস্থ হইয়াও তিনি তদ্গুণ-সংস্পৃষ্ট বা তদ্গুণে অভিভূত হইয়া পড়েন না (এত-দীশনমীশস্য, হরির্হিনির্গুণঃ সাক্ষাৎ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্রষ্টব্য)।

অতএব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর জন্মলীলা স্বীকার করিলেও তাঁহারা কোন মায়াধীন তত্ত্ববিশেষ নহেন। তাঁহারা সর্ব্বা-বস্থাতেই মায়াধীশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, জীব—মায়াবশ-যোগ্য, ভগবৎপ্রপত্তিক্রমেই তিনি সেই মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন। এজন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে কহিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহত' অভেদ॥"

আমরা পূর্ব্বেই মহাজন-বাক্যানুসরণে বলিয়াছি—যে দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা করেন, তৎপরবর্ত্তী তদব্যবহিত কলির প্রথম সন্ধিতে শ্রীগৌর-সুন্দর প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন, একজন (অর্থাৎ কৃষ্ণ)— মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্যলীল, আর একজন অর্থাৎ গৌরসুন্দর ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল। এতবড় ঔদার্য্যলীলা আর ইতঃপূর্ব্বে কখনই প্রকটিত হয় নাই। এমন আপামরে অকাতরে যাচিয়া যাচিয়া প্রেমদানলীলা আর কখনও কোন অবতারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

[অর্থাৎ (প্রাকৃত) জন্মরহিত, অবিনশ্বরস্বরূপ ও সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বকীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া আত্মভূতা মায়া অর্থাৎ যোগমায়া দ্বারা দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি লোকে আবির্ভূত হইয়া থাকি।] লীলাময় শ্রীহরি এইরূপে প্রকটলীলা স্বীকার করিলেও তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপটি কখনও বদলাইয়া যায় না। সর্ব্বদাই সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। লীলাময় শ্রীহরির অসংখ্য অবতারলীলা মধ্যে সর্ব্বোত্তম নরলীলা—শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ মনে করেন— শ্রীভগবানের জন্মাদি লীলাবিশেষ স্বীকার করিতে গেলে তাঁহাকে মায়াসঙ্গী করাইতে হয়। এজন্য তাঁহারা তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-শক্তিপ্রভাবে তিনি জন্মাদি স্বীকার করিলেও তাঁহাকে কখনই তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার অধীনতা স্বীকার করতঃ মায়িক গুণাকৃষ্ট হইতে হয় না, তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই যে তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপের নির্গুণত্ব—অপ্রাকৃতত্ব—নির্ব্বিকারত্ব সংরক্ষণ করিতে পারেন, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার জন্মাদিলীলা অস্বীকার করিবার কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। প্রাকৃত নাম-রূপ-গুণলীলাদি নিষেধ করিবার জন্যই

তাঁহার সম্বন্ধে নিরাকার নির্বিশেষাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বস্তুতঃ তিনি নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় মায়াতীত পরব্রহ্ম তত্ত্ব। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥" এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপেই তাঁহার হস্তপদচক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব নিষেধ করতঃ অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি সকলকে জানিতে পারেন, অথচ তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শ্রীভগবানের প্রাকৃত হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় ও ঐ ইন্দ্রিয়জ বা আধ্যক্ষিক জ্ঞান নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহার অপ্রাকৃত আকার বা বিশেষাদি কখনই নিষিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার অপ্রাকৃত সবিশেষ স্বরূপ ও লীলাবিলাসাদি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহে, একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারাই তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপোপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে। এইজন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার জন্মাদিলীলার অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

"সর্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥
'নির্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবাক্য) —চৈঃ চঃ ম ৬।১৪০-১৪২

[অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপালন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।"]

তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম' [অর্থাৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উদয়, যে ব্রহ্ম কর্তৃক বিশ্ব পালিত, 'যৎ' অর্থাৎ 'যস্মিন্'—যে ব্রহ্মে বিশ্বের প্রবেশ হয়,—এই সকল বেদবাক্যদ্বারা পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক রূপ তিনপ্রকার নিত্য লক্ষণদ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। একোহহং 'বহু স্যাম্' (তৈঃ উঃ) ও 'স ঐক্ষত' (ঐতঃ উঃ)—অর্থাৎ ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি প্রাকৃত শক্তিতে দৃষ্টিপাত করিলেন ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বরের মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই ছিল, সুতরাং তাহা যে অপ্রাকৃত, ইহা সর্ব্ববেদসম্মত বলিয়াই প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রুতিবাক্যে প্রায় সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম' শব্দ পাওয়া যায়, এই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্। বেদার্থপূরক বা নির্ণায়ক পুরাণ-বাক্যে ইহা সম্পূর্ণরূপেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ব্রহ্মার বাক্য—

"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৩২

[অর্থাৎ "নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।"]

এই সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌমকে কহিতেছেন—

" 'অপাণি পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৫০-১৫২

অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্তপদাদি নাই বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে, সকল বস্তু গ্রহণ করে' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত হস্তপদাদি স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার নিত্য সবিশেষত্বই স্থাপন করিতেছেন। শ্রুতির 'অভিধা' বৃত্তিগত মুখ্যার্থ ছাড়িয়া 'লক্ষণা' বৃত্তিগত

গৌণার্থ কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ সবিশেষত্ব-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন-প্রয়াস অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—এই ত্রিশক্তি থাকা সত্ত্বেও মায়াবাদিগণ তাঁহাকে নিঃশক্তিকরূপে প্রতিপাদন করিতে চাহেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮) ইত্যাদি শ্রুতি এবং "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা-পরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥" (বিষ্ণুপুরাণ) ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী তিন শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। শাস্ত্রের এই সকল জাজ্জ্বল্যমান্ প্রমাণবাক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার জন্মাদিলীলার অপ্রাকৃতত্ব অস্বীকার করা খুবই দুঃখদায়ক।

এইরূপে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম সমীপে সূত্রার্থকথনমুখে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের, সুতরাং তদভিন্ন-বিগ্রহ তাঁহার জন্মাদিলীলার অপ্রাকৃতত্ব সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—

'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥'

মহাবদান্য গৌরাবতারে তাঁহার অমন্দোদয়া দয়া অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাকে অতিমানব, মহামানব, রাজনীতিবিদ্ আদি রূপে বা একজন বড় রাজনৈতিক আদর্শ নেতার পদে বরণ করিতে চাহিলে বা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আইন-অমান্য আন্দোলন করিয়াছিলেন ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান কালোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নৈতিক আন্দোলনের নেতা সাজাইতে গেলে স্বয়ং ভগবান্ অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পৎ প্রদাতা তাঁহাকে ভগবত্তাধিষ্ঠান হইতে অত্যন্ত নিম্নস্তরে জীবসাম্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহার চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধের আবাহন করা হয়। ইহা অপেক্ষা গুরুতর মর্ত্ত্যবুদ্ধি আর কিছুই হইতে পারে না। তাঁহার প্রেমসম্পদ্ দানরূপ মহা-বদান্যতার মানকে অতি হেয় স্ব-পরভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাকৃত রাজনীতির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে তাঁহার ভগবত্তার হানি হয়। স্ব-পরভেদবুদ্ধিই সঙ্কীর্ণতাদ্যোতক এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই উদা-রতা-বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মহাপ্রভুর অবদান অনন্তকোটি বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মে তাদৃশ কোন সঙ্কীর্ণ অনুদারভাব নাই। একমাত্র ভক্তিই আত্মার নিত্য-বৃত্তি, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস', সেই শুদ্ধস্বরূপধর্ম্মে জীবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে ক্রমশঃ ব্রজপ্রেমের অধিকারী করিয়া তোলাই মহা-প্রভুর অমন্দ-উদয়া দয়া, সে দয়া হইতে জীবকে বঞ্চিত করিয়া অতি সঙ্কীর্ণ স্ব-পরভেদবুদ্ধির পূতিগন্ধ-ময় পঙ্কে তাহাকে নিমজ্জিত করিবার চেষ্টা করা কখনই মহাপ্রভুর গৌরাবতারের মহাবদান্যতার মান হইতে পারে না। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবৃন্দ যেভাবে তাঁহার মহাবদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের পরমপূত পদাঙ্কানুসরণে সেইরূপ দান ও দয়ার মহিমা কীর্ত্তনে ও স্মরণে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিলেই তচ্চরণে প্রকৃত ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার॥ শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরু চরণা-শ্রয়ে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন করিয়া পরোপচিকীর্ষাই প্রকৃত পরার্থ নিষ্ঠা ও পর শুভানুধ্যান। ভগবৎ কৃপাসংপ্রাপ্ত মুক্তানর্থ নিষ্কপট গৌরভক্ত সাধু-সঙ্গই আমাদের সর্ব্বদোষাপহারক এবং প্রকৃত নিঃশ্রেয়স—গৌরপ্রীতি সম্পাদক।

প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীধামমায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীশ্রী'নবদ্বীপশতকম্' গ্রন্থে শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরকে এইপ্রকার স্তব করিয়াছেন—

"শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকম্
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোহয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্॥
ভুমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাদ্যাশ্চর্য্য রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর কেলিভবনং **মায়াপুরং** জীবনং॥"

অর্থাৎ "ছান্দোগ্য" নামক উপনিষদে যাহা 'পর-ব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরলরসিক-ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তিপ্রকটিত পরমসুখদ **শ্রীনবদ্বীপধামকে** বন্দনা করি।"

"যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বলরত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য প্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্যনিনাদে মুখরিত, যে স্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুত শোভাধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-বিলাসভূমি **শ্রীমায়াপুরই** আমার জীবন।"

এই শ্রীনবদ্বীপধামে নয়টী দ্বীপের চারিটি দ্বীপ অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ —ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে এবং আর পাঁচটি দ্বীপ অর্থাৎ কোলদ্বীপ, ঋতু-দ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ—ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। এই নয়টি দ্বীপ লইয়াই সমগ্র ষোলক্রোশ ব্যাপী নবদ্বীপ ধাম। প্রত্যব্দ ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বে আমরা নবধাভক্তির পীঠ-স্বরূপ এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসব পালন করিয়া থাকি। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য বা শ্রীঘন-শ্যামদাস বা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই শ্রীনবদ্বীপ ধামমাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে।

শ্রীধামমায়াপুরস্থ যোগপীঠের শ্রীমন্দির

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্রীমায়াপুর পরিক্রমার কথা এইরূপ লিখিত **আছে—**

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
যৈছে বৃন্দাবন যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর-মহিমা কেন নাহি গায়।
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর ॥"

অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনাখ্য, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তনাখ্য, মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্য, কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনাখ্য, জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্য, মোদদ্রুম দ্বীপ—দাস্যাখ্য এবং রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল। আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল অন্তর্দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য শ্রবণাদি অষ্ট ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল পরিক্রমা করা হইয়া থাকে এবং ইহাই পরিক্রমার বিধি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলা-স্থানকেই যোগমায়াপীঠ বা যোগপীঠ বলা হয়।

শ্রীভগবান্ জীবের ন্যায় প্রাকৃত জন্মকর্ম্মাদি রহিত হইয়াও স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীহরি তাঁহার 'আত্মমায়া' বা যোগমায়া চিচ্ছক্তিকে অবলম্বনপূর্ব্বক অবিকৃত-স্বরূপে জন্মাদি লীলাবিলাস স্বীকার করিয়া থাকেন, এজন্য 'অজ' ভগবানের স্থান ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রীভগবানের ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে আবির্ভাবস্থান মাথুরমণ্ডলান্তর্গত ব্রজমণ্ডলের মহাযোগপীঠ গোকুল মহাবনের শ্রেষ্ঠতা। আবার তাহা হইতেও রাসরসোৎ-সব নিবন্ধন রাসস্থলী বৃন্দারণ্যের শ্রেষ্ঠতা। সেই বৃন্দাবন মধ্যে উদারপানি শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার রমণ বা লীলাবিলাসস্থান বলিয়া শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতা, সেই শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিতটেই শ্রীরাধাকুণ্ড বিরা-জিত। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম দ্রবীভূত হইয়াই এই শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। আর ঐ কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত বা মূর্ত্ত অবস্থাই শ্রীবৃষভানুরাজ-নন্দিনী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাকুণ্ড স্বরূপতঃ একই বস্তু। কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্, আর শ্রীরাধা তাঁহার পূর্ণ শক্তি—স্বরূপ-শক্তিহ্লাদিনী। তাই গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া ঐ শ্রীরাধাকুণ্ডই রসিক-শেখর দ্বাদশরসের মূর্ত্ত বিগ্রহ রসরাজ কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম রসাস্বাদন স্থান। এই শ্রীরাধাকুণ্ডতটেই শ্রীরাধানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার মধ্যাহ্নকালীয় লীলায় প্রেমময়ী শ্রীরাধার সর্ব্বোত্তমা প্রাণময়ী সেবারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধারাণী এই লীলায় প্রাণগোবিন্দকে নিঃসঙ্কোচে প্রাণ ভরিয়া নিজগণসহ সেবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের রাধাভাবকান্তি সুবলিত গৌরলীলায়ও অভিন্ন ব্রজধাম—শ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপধামে অভিন্ন রাধাকুণ্ড—শ্রীসরস্বতী-ভাগীরথী সঙ্গম স্থলের অতি নিকটবর্ত্তী প্রাণপ্রিয়তম ঈশোদ্যান। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণ সমভিব্যাহারে মাধ্যাহ্নিক বিহারস্থল। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর শ্রীহরি তথায় নিজশক্তি শ্রীগদাধরাদিসহ রসবিশেষাস্বাদনরত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই পরমপ্রিয়তম স্থানের কথা তন্নিজজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার স্বরচিত শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"মায়াপুর দক্ষিণাংশ জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥
'ঈশোদ্যান' নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা-ভজনস্থান হউক আমার ॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন ॥
বনশোভা হেরি' রাধাকৃষ্ণ পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে ॥
বনস্পতি বৃক্ষলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌরগুণগান ॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা পায়।
হিরণ্যহীরক নীল পীত মণিভায় ॥
বহির্ম্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে ॥
দেখে মাত্র কণ্টক আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনীবন্যার বেগে সদা লণ্ড ভণ্ড ॥"

* * *

"যে বন সংলগ্ন সরস্বতী নদীতটে।
ঈশোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী নিকটে ॥
ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন ॥

সে লীলাদর্শনে তুমি যুগলবিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ॥"

শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন নিজজন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরও ঐ স্থান বড় প্রিয়। সেই স্থানেই পরমারাধ্য প্রভুপাদের নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ এবং তাঁহার সতীর্থবৃন্দ মঠমন্দিরাদি স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয়-তম ঈশোদ্যানের নিত্যসেবা সম্পাদন করিতেছেন!

"গৌড় ব্রজবনে ভেদ না হেরিব হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে হইব রাধার দাসী॥"
(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

মিলিততনু। যুগলবিলাস-সেবাভিলাষীকে তিনিই মধুররসে প্রবেশাধিকার দিয়া যুগলসেবার অধিকার দেন।

সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাক্তন (লাহোর) বেদান্তভূষণ মহোদয়ের সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের যে 'পরিচয়' নামক একটি ভূমিকা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—তিনি ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যভার গ্রহণকালে দুর্গম অরণ্যানীবেষ্টিত ময়ূরভঞ্জের মধ্যে শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিম্বকাষ্ঠের যে প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি ঈশোদ্যানস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের এই ঈশোদ্যান ছিল 'জীবাতু' স্বরূপ। ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস। শ্রীগৌরহরি মহাবদান্য, তাঁহার নামধামাদিও তদ্রূপ মহাবদান্য অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব। শ্রীগৌরধাম কৃপায়ই ব্রজধামপ্রাপ্তি—গৌরধামেই ব্রজধামবাসের সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীগৌর—রাধাকৃষ্ণ

তাহা তৎসঙ্কলিত প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। মহাত্মা শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় ঐ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ অপূর্ব্বসুন্দর শ্রীমূর্ত্তির একটি চিত্র উক্ত ইংরাজী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মহাপ্রভুর পরমভক্ত উৎকলপতি মহারাজ

প্রতাপরুদ্রই উপযুক্ত শিল্পী আনাইয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। অদ্যাপি সেই সুপবিত্র শ্রীমূর্ত্তি ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী হরিপুরের নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুরে বিরাজ করিতেছেন। ঐ শ্রীবিগ্রহের মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের পরিচয়-সূচক বহু প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। দৈবক্রমে অগ্নিদাহে ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থরাজির অনেকগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। ভগবদিচ্ছায় মহাপ্রভুর বিগ্রহটি একটি পর্ণকুটীরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে ঐ স্থানের কএকজন পাণ্ডা ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমায় অবস্থিত 'পেরাগড়ি' গ্রামে আসেন। তাঁহাদের নিকট অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ রহিয়াছেন সংবাদ পাইয়া বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয় কিছুদিন পরে স্বয়ং ঐ গ্রামে গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থ দর্শনের সুযোগ পান। ঐ সকল গ্রন্থমধ্য হইতে 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহার বহু পূর্ব্বেই বিশ্বকোষ সম্পাদন কালে তিনি ঐ প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান এবং তাহার কিছু কিছু অংশ বিশ্বকোষের নানা শব্দে প্রকাশ করেন। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালায় তিনি উহার সম্পূর্ণ পুঁথি পান নাই, এক্ষণে ঐ পেরাগড়ি গ্রামে উক্ত ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের সম্পূর্ণ পুঁথিখানি পাইয়া তিনি খুবই চমৎকৃত হন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত H. H. Wilson সাহেব ঐ পুঁথিখানির বিষয় সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquary নামক পত্রিকায় উইলসন সাহেবের আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে সমগ্র উত্তর ভারতের ভূবৃত্তান্ত, প্রাচীন নগর ও পুণ্যস্থান সমূহের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে সুললিত সংস্কৃত ছন্দে বিবৃত আছে। শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেবের মতে উহা ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত। উক্ত ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড মতে পুণ্ড্রদেশ— গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব—এই সপ্তপ্রদেশে বিভক্ত। উহার মধ্যে বর্দ্ধমানমণ্ডল ২০ যোজন বিস্তৃত। ইহার বিস্তৃত ভৌগোলিক বর্ণনা ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে চারিবর্ণের নিবাস

TRUE COPY OF A MAP

FROM

"Interesting Historical Events Relative to the Provinces of Bengal and the Empire of Indostan"

BY

J. Z. HOLWELL.

Printed in 1765 London.
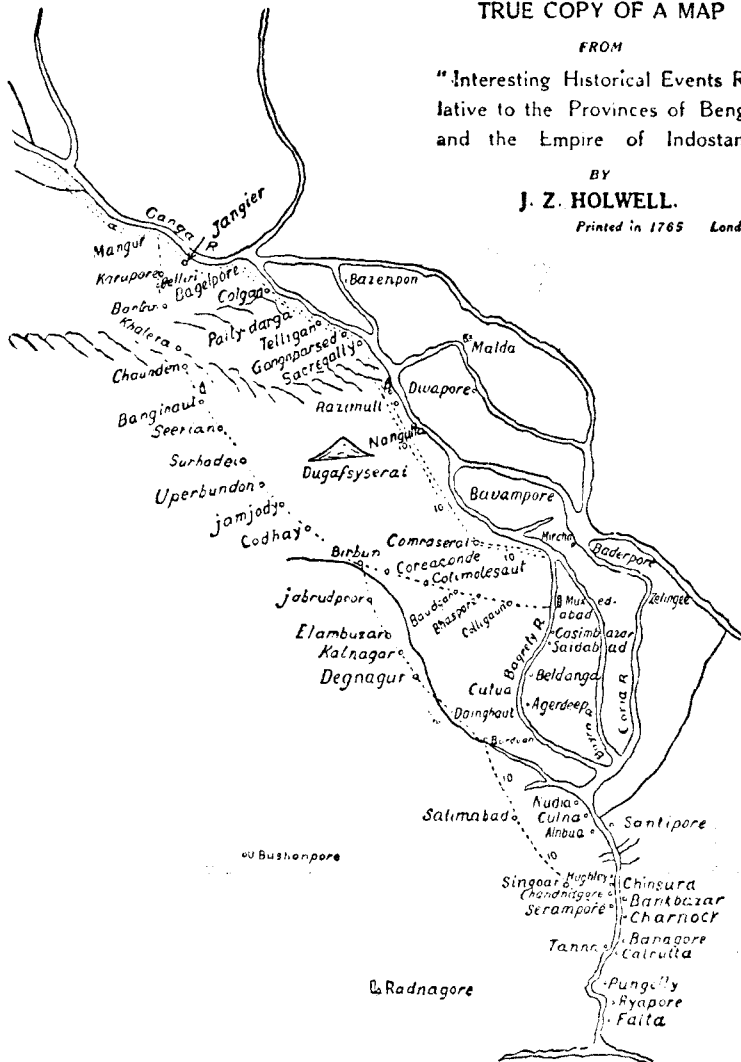
বয়রার সংস্থিতি-নির্দ্দেশক হলওয়েলের মানচিত্র

স্থান বারহাজার গ্রাম বর্ত্তমান। তন্মধ্যে ব্রহ্মখণ্ডকার সর্ব্বপ্রথমেই খাটুল ও **"মায়াপুরের"** কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগীরথীর পার্শ্বভাগে মায়াপুর, নবদ্বীপের প্রাদুর্ভাব এবং ঐ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লোকানুগ্রহ হেতু ভক্তিযোগপ্রকাশাদির কথা আছে। বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—"সুতরাং এই স্থানটিকে (অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরকে) নবদ্বীপের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করিতে পারি।" "আজও 'বল্লাল-টিপি' ও 'বল্লালদীঘি' মায়াপুরের অতীত সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিতেছে।" "মায়াপুর-সংলগ্ন প্রাচীনস্থানই আদি নবদ্বীপ।"

প্রাক্ত রায় মহোদয়ের 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের প্রচুর প্রশংসাসহকারে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় বলিতেছেন—"বলিতে কি, নবদ্বীপ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ও সুলিখিত চিত্র আর কেহ দিতে পারেন নাই।"

শ্রীধাম অপ্রাকৃত চিন্ময় ক্ষেত্র হওয়ায় ইহা কোন আধ্যক্ষিকের প্রাকৃত জ্ঞানগম্য বিষয় নহে। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রমুখ লোকোত্তর মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত দর্শন বা চিন্ময় অনুভব হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধামনবদ্বীপ-মায়াপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে যাহা কিছু অনুভব বা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, মাৎসর্য্যপ্রপীড়িত আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই অমার্জ্জনীয় মহদপরাধে লিপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন নবদ্বীপনগর যে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত, ইহা ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই উল্লিখিত আছে। তৎসত্ত্বেও বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিবার জন্য কতকগুলি লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ষোলক্রোশ ব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনধাম—মহাতীর্থ। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কোলদ্বীপেরই অন্তর্গত। অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নবদ্বীপাত্মক নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত কোলদ্বীপ সাক্ষাৎ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন তত্ত্ব। এইস্থানে সত্যযুগে শ্রীকোল বা বরাহ মূর্ত্তির উপাসক শ্রীবাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণকুমারকে শ্রীভগবান্ বরাহদেব বা কোলদেব পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ-শরীর ধারণপূর্ব্বক দর্শন দিয়াছিলেন। এইজন্য এস্থানের নাম কুলিয়া পাহাড়পুর হইয়াছে। তিনশত বৎসরেরও কিছু অধিক পূর্ব্বে প্রকাশিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ১২শ তরঙ্গে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, এই গ্রন্থের লেখক শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা শ্রীনরহরি দাস। ইনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র, ইঁহার শ্রীঘনশ্যাম দাস ও শ্রীনরোত্তম দাস—এই দুই নামে প্রসিদ্ধি। তিনি নিজেই নিজ পরিচয় এইরূপ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন—

"বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা-বিপ্রজগন্নাথ ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্যাম ॥"

ইঁহারই প্রণীত শ্রীনরোত্তমবিলাস নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—"মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী। জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্ত্তি ॥" শ্রীঘনশ্যাম দাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞ্চাপুরে বাস করিতেন। (শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীহরিবোল কুটীর হইতে শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

উক্ত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশতরঙ্গের প্রথমেই লিখিত আছে—

"পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥

* * *

নবদ্বীপ-মধ্যে 'মায়াপুর' নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
মায়াপুরশোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কেবা নাহি গায় ॥

যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর ॥"

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীঘনশ্যামদাস অবশ্য গৌড়ীয় মঠের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত শ্রীমায়াপুর-মহিমা বর্ণন করেন নাই। তিনি তাঁহার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা নামক গ্রন্থেও লিখিতেছেন—

"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম 'নয়'।
নবদ্বীপ নবদ্বীপ-বেষ্টিত যে হয় ॥
নবদ্বীপে নব দ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥
শ্রীসুরধুনীর পূর্ব্ব তীরে।
অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে ॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে।
কোলদ্বীপাদি পঞ্চ বিখ্যাত জগতে ॥
**নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর ॥"**

ঊর্দ্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্রে—

বর্ত্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্তু গোকুলম্ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ১।৮৬ ও ১৩।১৮)—

"গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়।"
"নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।"

শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে বহু গ্রামের সমাবেশ, শ্রীভক্তি-রত্নাকরে লিখিত আছে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীমায়াপুরে আসিতে হইয়াছিল, 'নবদ্বীপ' নামই সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ঃ—

"নবদ্বীপ-মধ্যে গ্রাম-নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয় ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ

বড়ই দুঃখের বিষয়—কতকগুলি লোকের ধারণা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী

যে, 'মায়াপুর' নামটি যেন আমাদেরই একটা গড়িয়া তোলা নাম! ধন্যকলি! অনেকের নিকট হইতে আবার এতাদৃশ কূটপ্রশ্নও উত্থিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থেও কেন 'মায়াপুর' নামের উল্লেখ দেখা যায় নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপকে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করেন নাই বলিয়া তৎকালে সেই সকল দ্বীপের অবস্থিতি ছিল না, তাহা নহে। 'নবদ্বীপ' নামটিই সর্ব্বতঃ প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগণা একটি সর্ব্বজন-বিদিত প্রসিদ্ধ স্থান। উহার মধ্যে বহুগ্রাম বিদ্যমান। তত্তৎস্থানের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাদের নিবাসের পরিচয় দিবার সময় সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুরেরই নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রবাক্যে মায়াপুর নামোল্লেখ দেখাইয়াছি। কাপিলতন্ত্রেও লিখিত আছে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সাকং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি ॥

ব্রহ্মযামলে—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে ॥

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ-কৃত নবদ্বীপশতকে—

'যে মায়াপুরবৈভবে শ্রুতিগতেহপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ।'

ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গধৃত প্রাচীনবাক্যে—

"মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্।"

ভক্তিরত্নাকরে যেরূপ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ও শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা বিবরণ বিশদ্রূপে বর্ণন করা হইয়াছে, তাদৃশ বিভিন্ন দ্বীপ বা বনপ্রসঙ্গ অন্য গ্রন্থে নাই বলিয়া তৎসমুদয় যে অপ্রামাণিক হইয়া পড়িবে, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?

শ্রীধাম মায়াপুর সংলগ্ন স্থানই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, ইহার বহু প্রমাণ 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা তন্মধ্যে কএকটি এই প্রবন্ধ-পাঠক-গণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি—

(১) প্রাচীন কুলিয়া নবদ্বীপ সহরের প্রাচীন অধিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়ের স্বহস্তলিখিত পত্রে প্রকাশ—

"আমি স্বর্গীয় কেদার বাবুর (অর্থাৎ শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) মতের বিরুদ্ধ কোন মত প্রকাশ করি নাই। * * আমি কেদার বাবুর মুখে (যাহা শুনিয়াছি) এবং তাঁহার পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আমার মত।

ঐ পত্রখানি ব্লক করিয়া উক্ত 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে মুদ্রিত করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহোদয় বহু প্রকাশ্য সভায় শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

(২) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংস আদর্শ চরিত্র বহু গ্রন্থলেখক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ শ্যামলাল গোস্বামি-মহোদয়ও তাঁহার রচিত শ্রীগৌরসুন্দর গ্রন্থে বল্লাল-দীঘির নিকটস্থ শ্রীমায়াপুরধামকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত-বংশাবতংস স্বধামগত শ্রীমৎ লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীমদ্ রাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীমদ্ জয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এল্; সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ—এম্-এ, পি-এইচ্-ডি; শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, রায় বাহাদুর মহেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য—এম্-এ, বি-এল্; ঐতি-হাসিক পণ্ডিতবর রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর; কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্; শান্তিপুর নিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রমুখ বহু তদানীন্তন প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য নিরপেক্ষ সজ্জন শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের পরম বান্ধব শ্রীভগ-বানের শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবত-দাতা স্বধামগত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর; তৎপরে তদীয় পুত্র বদান্যবর বারাণসী-লব্ধ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য ধর্ম্মরাজ

বাহাদুর ; তৎপরে তদীয় সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং তৎপুত্র মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ক্রমান্বয়ে আমাদের শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেব্‌ল্ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন—রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্, শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয়।

১২৯৯ সালের ২রা মাঘ, রবিবার কৃষ্ণনগর আমিনবাজার এ, ভি, স্কুল-প্রাঙ্গণে একটি বিশিষ্ট বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বহু প্রাচীন প্রমাণ, প্রাচীন দলিলপত্র ও মানচিত্রাদি অকাট্য প্রমাণ-দর্শনে সভাস্থ সকলেই বল্লাল-দীঘির নিকটস্থ মায়াপুরকেই একবাক্যে 'শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হন এবং 'শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা' নাম্নী একটি সভাও গঠিত হয়। এই সভায় মঃ মঃ ন্যায়রত্ন মহোদয় এবং নদীয়ার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ২০১—২০৭ পৃষ্ঠায় এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' অভিধানে যে 'নবদ্বীপ' শব্দ সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত অভিধান-সম্পাদক মহোদয় বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধামমায়া-পুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে—

"নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট।

* * *

শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বল্লালরাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥"

(১ম—২য় পৃষ্ঠা)

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥"

(৪র্থ পৃষ্ঠা)

(৬) বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে ১লা আশ্বিন আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নবদ্বীপ ও বহুস্থানের যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষর সমন্বিত পত্রিকাযুক্ত 'কায়স্থ কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে সেন রাজবংশীয়গণের রাজ-ধানীতেই মায়াপুর গ্রাম এবং সেই মায়াপুরেই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাবের কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—

"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়ায়াং এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ' ইতি ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র।"

(—কায়স্থকৌস্তুভ ৯৮ পৃষ্ঠা)

"লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন।" (ঐ ১২৪ পৃঃ)

"নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন ; ইহার এক নাম মায়াপুর শাস্ত্রে কহিয়াছেন।" (ঐ ১২৩ পৃঃ)

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচী-গর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী-পরিবারিতে॥

—অনন্তসংহিতা ৫৭ অঃ (কাঃ কৌঃ ১২৪ ও ১৩০ পৃঃ)

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অংশাবতারগণ প্রকটিত হইয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ বৃন্দাবনে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলা প্রকট করায় তাঁহার সেই লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য অত্যন্ত ভজনোন্নত ভাগ্যবান্ ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও অনুভূতি বা আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয় নাই, তাই প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ—সকল শ্রেণীর ভক্তের জন্য বা মাদৃশ—নিতান্ত পতিত দুর্গত অতি শোচ্য-জীব-সাধারণের কল্যাণার্থ অপার করুণাময় শ্রীভগবান্ আজ ভারতান্তর্গত এই বঙ্গভূমিতে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলা প্রকট করতঃ শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হই-য়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে

স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব আর হয় নাই। তাই আপামরে প্রেমপ্রদানলীল মহাবদান্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবপূত বঙ্গদেশ আজ অতীব ধন্য—ধন্যাতিধন্য। আমরা সেই দেশে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া সত্যই আপনাদিগকে খুবই ধন্য—গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু যাঁহার জন্য আমাদের এই গৌরব—আত্মশ্লাঘা, সেই পরমোদার শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরের শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইবার চেষ্টা না করিলে সেই গৌরব প্রকাশের কি মূল্য থাকিতে পারে? কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীমতী একসময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"তোমার গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" তদাদর্শানুসরণে প্রকৃত গৌরগতপ্রাণ হইতে পারিলেই আমরা প্রকৃত গৌর গৌরবে গৌর-বান্বিত হইবার সার্থকতা লাভ করিতে পারি। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন—" 'গোরার আমি' 'গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ৮৯২ বঙ্গাব্দে ২৩শে ফাল্গুন, ইং ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাসন্তী বা ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণের ছলে সমগ্র
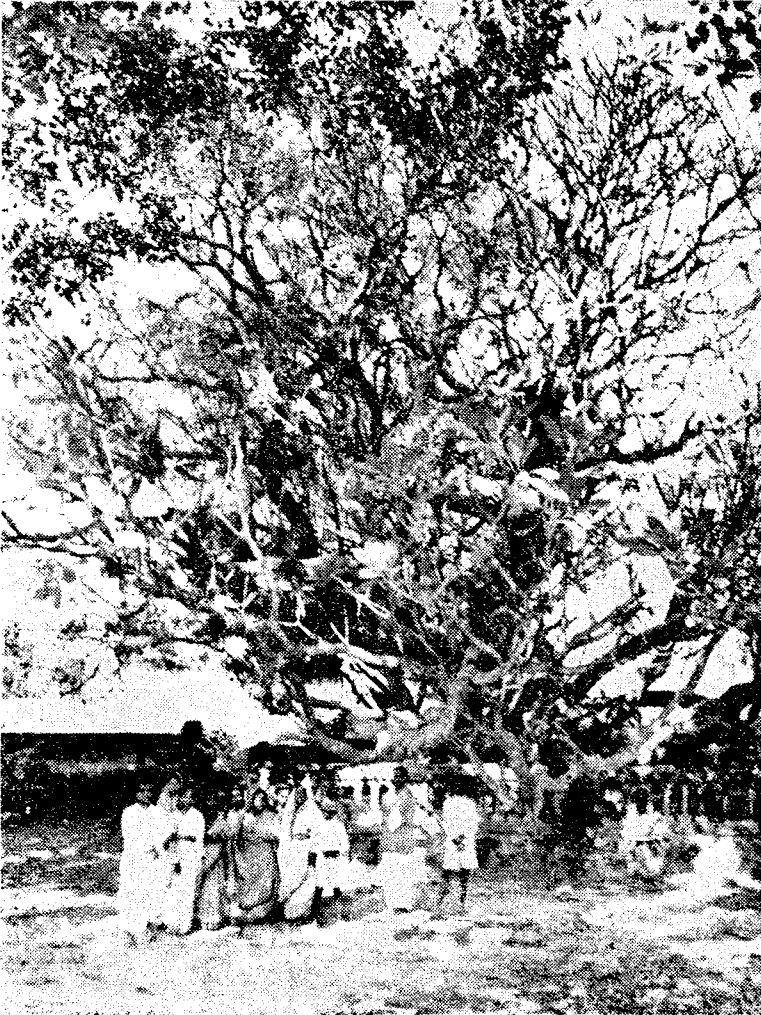
মৌলানাসিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি

নবদ্বীপধাম—শ্রীহরিনামে মুখরিত করিয়া সেই নামের মধ্যে শ্রীভাগীরথী-পূর্ব্বকূলে গৌড়দেশ বা বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরকে পিতৃরূপে ও শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী-দুহিতা শ্রীশচীদেবীকে মাতৃরূপে বরণপূর্ব্বক শ্রীশচী-জগন্নাথ-মিশ্রনন্দন গৌরবিশ্বম্ভররূপে আবির্ভূত হন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপ সেন-বংশীয়গণের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুর সংলগ্নভূমিই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, তাহার জাজ্জ্বল্য-নিদর্শনস্বরূপ এখনও 'বল্লালদীঘি' নামক একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার খাত এবং তদুত্তরে 'বল্লাল ঢিপি' নামক মহারাজ বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদের মৃত্তিকা-চ্ছাদিত ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কিছুদিন হইল ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে এই স্তূপটীর খনন আরম্ভ হইয়াছে। শুনিয়াছি, ঐ স্তূপমধ্য হইতে অনেক পুরাতন বস্তু পাওয়া যাইতেছে। ৩৭ ফুট মাত্র খনিত হইয়াছে। (যুগান্তর ১৮ ফাল্গুন, ১৩৯০; ২ মার্চ্চ, ১৯৮৪ শুক্রবার সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) প্রাচীন গৌড়নগর মালদহ হইতে সেনবংশীয় রাজগণ তাঁহা-দের রাজসিংহাসন এই নবদ্বীপে ভাগীরথীতটে আনয়ন করায় কেহ কেহ বলেন, এই স্থানকে এজন্য 'গৌড়ভূমি'ও বলা হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯৮-১৫১১) বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন সাহ ফৌজদার মৌলানাসিরাজউদ্দীন চাঁদকাজীকে এই নবদ্বীপের শাসন পরিচালনার্থ নিযুক্ত করেন। উক্ত বল্লালঢিপির নিকটবর্ত্তী বামনপুকুর গ্রামে ঐ **চাঁদ-কাজীর সমাধি** এখনও প্রায় পাঁচশত বৎসরের একটি গোলোকচাঁপা বৃক্ষ বক্ষে লইয়া বিদ্যমান।

নদীয়া গেজেটীয়ারে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে—

"Nabadwip is a very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A. D. by one of the Sen Kings of Bengal. In the 'Aini Akbari' it is noted that in the time of Laxman Sen Nadia was the capital of Bengal."

(Nadia Gazetteer)

অর্থাৎ নবদ্বীপ একটি অতি প্রাচীন নগর এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় কোন নৃপতিদ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'আইন-ই-আকবরী'তে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ে নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

Sir Willium Hunter's Statistical Account—Page 142 এ লিখিত আছে—

"Nadia was founded by Laxman Sen in 1063."

অর্থাৎ নদীয়া লক্ষ্মণসেনের দ্বারা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৪৬ সালের ক্যাল্কাটা রিভিউ ৩৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"The earliest that we know of Nadia is that in 1203 it was the Capital of Bengal."

—Calcutta Review, 1846—page 398

অর্থাৎ নদীয়া সম্বন্ধে আমরা যে সর্ব্বপ্রাথমিক বিবরণ পাই, তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ নগরী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

উক্ত হাণ্টার্স ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল য়্যাকাউণ্ট ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"It was on the east of the Bhagirathi and on the West of Jalangi."

অর্থাৎ নবদ্বীপনগর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এবং জলঙ্গী অর্থাৎ খড়িয়ার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও য়্যাড্মিরালটি ভবনে সংরক্ষিত দুইটি মানচিত্র জলঙ্গী বা খড়িয়ানদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ্ এক্সেলেন্সী দি রাইট্ অনারেব্ল্ স্যর জন্ য়্যাণ্ডারসন্ গত ১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ দর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে ঐ মানচিত্রদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে ম্যাথু ভাণ্ডার ব্রুকের (Mathew Vander Broucke) নির্দ্দেশানুসারে নির্ম্মিত বঙ্গের একটি প্রাচীনতম মানচিত্রের যে কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নদীয়াকে Nudia—এইরূপ লেখা হইয়াছে। উহাতে নদীয়ার অবস্থিতি যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

জন থরটন (John Thorton)-কৃত বঙ্গের আর একটি প্রাচীন মানচিত্র—যাহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া 'The Third Book of the English Pilot' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি যে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। উহাতে নদীয়াকে 'Neddia' এইরূপ লেখা হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিফিউ' এর ৩৯৮ পৃষ্ঠায় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বলিয়া লিখিত আছে। হান্টার্স ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল য্যাকাউন্টের ১৪২ পৃষ্ঠায়ও নদীয়া লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। আইনি আকবরীতেও লিখিত আছে—লক্ষ্মণসেনের সময়ে নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এইরূপে বহু প্রমাণই প্রাচীন নবদ্বীপই যে সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ট্রাভেল্‌স্ অফ্ এ হিন্দু' ('Travels of a Hindu Published in 1896') গ্রন্থের ২৭শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"In the 12th century it was the Capital of Luchmunya, the last of the Sen Kings."

অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীতে নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজগণের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল।

নদীয়া গেজেটিয়ারেও লিখিত আছে—

"On the east bank of the river, immediately opposite the Present Nabadwip, is the village Bamanpukur, in which are to be found a large mound known as Ballaldhipi, said to be the ruins of the King's Palace."

অর্থাৎ "নদীর (ভাগীরথীর) পূর্ব্বপারে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে 'বামনপুকুর' নামক গ্রামে 'বল্লালঢিবি' নামে খ্যাত একটি বৃহৎ উচ্চ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত।"

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার হইতে আরও অবগত হওয়া যায়—

"Nature of Mahammadi Baktier's Conquest (A. D, 1203) appears to have been exaggerated, the expedition to Nadia was only an inroad, a dash for securing booty. The troopers looted the city with the palace and went away. They did not take possession of the part. It seems probable that the hold of Mahommedans upon the part of Bengal in which Nadia district lies was very slight for the two centuries which succeeded the sack of Nabadwip by Baktier Khan. It appears, however, that by the middle of the Fifteenth Century the Indipendant Mahommedan Kings of Bengal had established their authority."

অর্থাৎ "বক্তিয়ারের নবদ্বীপ-বিজয়ের (১২০৩ খৃঃ) বিবরণ অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বক্তিয়ারের নদীয়ায় অভিযান কেবল ধনাদির লুণ্ঠনের জন্য আকস্মিক আক্রমণ মাত্র। অশ্বারোহী সৈনিকের দল রাজপ্রাসাদের সহিত নবদ্বীপ-নগর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই স্থানে কোনপ্রকার আধিপত্য স্থাপন করে নাই। ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, বঙ্গদেশের যে অংশে নদীয়া জেলা অবস্থিত, তাহার উপর মুসলমানগণের আধিপত্য বক্তিয়ার খাঁর নবদ্বীপ আক্রমণের দুই শতাব্দী যাবৎ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের স্বাধীন মুসলমান রাজগণ তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়।"

১৮৯৬ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের হাইকোর্টের
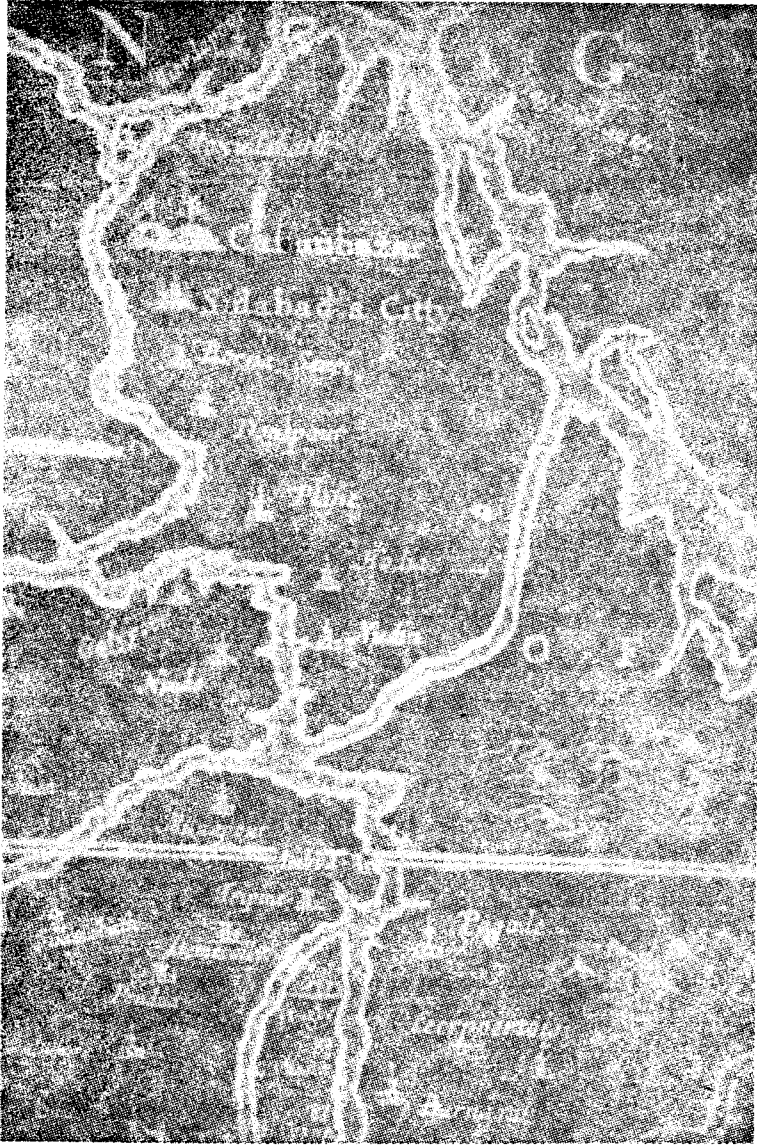
মেথু ভেন্‌ডের ব্রুকের (Mathew Vander Broucke) নির্দ্দেশানুসারে
নির্ম্মিত বঙ্গের প্রাচীনতম মানচিত্রের কিয়দংশ ; ইহাতে
নদীয়াকে Nudia লেখা হইয়াছে ।

রায় ও ডিক্রী হইতে যে প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান নির্ণীত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

Judgement & Decree of the High Court, 12th August, 1896,—

" * * According to Major Renell's map of 1780, there were three places in the river Ganges below Belpukur, where two streams met, one above the island of Nuddea, one below that island and the third below the island of Mahisura. * * It would probably be the first confluence below Belpukur, which would be meant by the words 'Dogangnir Mura' in the huddabandis of 1199. In this proceedings Mr. Dampier on the authority of a decision of Mr. Moore, District Judge of Nadia dated 28th December, 1830 declared that the southern boundary of Jalkar Kashimpur was a point where two streams passing by both sides of old Nabadwip met."

জন্ থর্‌টন্ (John Thorton)-কৃত বঙ্গের প্রাচীন মানচিত্র। ইহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া "The Third Book of the English Pilot"এ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে 'নদীয়া'কে Neddia লেখা হইয়াছে।

"১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মেজর রেণেলের ম্যাপ্ হইতে জানা যায় যে, বেলপুকুরের দক্ষিণদিকে গঙ্গার তিনস্থানে দুইটি স্রোত অর্থাৎ গঙ্গার স্রোত এবং জলঙ্গীর স্রোত মিশিয়াছে ; একটী স্থান নবদ্বীপের উত্তরে (অর্থাৎ জলকর দম্‌দমার নিকটে), একটি উক্ত নবদ্বীপের দক্ষিণে (অর্থাৎ জলকর কাশিমপুরের বা হুলোর ঘাটের নিকটে) এবং তৃতীয়টি মহীশুঁড়ার দক্ষিণে।" ১১৯৯ সালের হুদ্দাবান্দী কাগজে 'দোগাঙ্গনীর মুড়া' বলিয়া যে সঙ্গমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ বেলপুকুরের দক্ষিণে অবস্থিত প্রথম সঙ্গমস্থলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমাতে মিঃ ড্যাম্পীয়ার সাহেব নদীয়ার জজ মুর সাহেবের ১৮৩০ সালের একটি রায়ের উপর নির্ভর করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, জলকর কাশিমপুরের দক্ষিণপ্রান্তে প্রাচীন নবদ্বীপের উভয়পার্শ্বস্থ স্রোত দুইটি একত্রে মিশিয়াছে।"

'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা উপরিউক্ত হাইকোর্টের রায় হইতে প্রতিপাদন করিতেছেন যে, তাঁহার পুস্তিকায় মুদ্রিত ম্যাপ বা যে কোন সেট্‌লমেণ্ট সার্ভে ম্যাপ দেখিলেই গঙ্গা ও জলঙ্গীর ঐ তিনটি সঙ্গমস্থল পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইবে এবং তাহা হইতে জানিতে পারা যাইবে যে, নক্সার জলকর-দমদমা নামক স্থানটি প্রথম সঙ্গমস্থল এবং তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে 'হুলোর ঘাট' নামক স্থানটি দ্বিতীয় সঙ্গমস্থল এবং ইহা প্রাচীন নবদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং আদালতের রায় হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীমায়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বল্লালদীঘি ইত্যাদি স্থান সমূহই প্রাচীন নবদ্বীপ।

হাণ্টার সাহেব তাঁহার ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে লিখিতেছেন—

"Nadia (Nabadwip), ancient capital of Nadia District and residence of Laxhan Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Laxhan Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya."

—Hunter's Imperial Gazetteer, 1880

অর্থাৎ "নদীয়া (নবদ্বীপ)—নদীয়া জেলার প্রাচীন রাজধানী এবং লক্ষ্মণসেনের বাসস্থলী। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরী লক্ষ্মণ সেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

উক্ত হাণ্টার সাহেব তাঁহার ষ্ট্যাটিষ্টিকাল অ্যাকাউণ্ট অফ্ বেঙ্গল (vol-1) নামক পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin who is said to have been the teacher of Husain Sha, King of Bengal (1494—1522)."

অর্থাৎ "বয়রার নিকটে মায়াপুর নামক একটি ছোট নগর (বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তের সন্নিহিত প্রদেশে) অবস্থিত। এইস্থানে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবরের অবস্থানের বিষয় আমি শ্রুত হইয়াছি। মৌলানা সিরাজুদ্দিন বঙ্গের বাদশাহ (১৪৯৪—১৫২২) হুসেন সাহের শিক্ষক বলিয়া কথিত।"

এইরূপে পশ্চিমে প্রবাহিতা ভাগীরথী ও পূর্ব্বে প্রবাহিতা জলঙ্গী (খড়িয়া, যাহা শুদ্ধভক্তদর্শনে সরস্বতী) নদীর মধ্যস্থিত ভূখণ্ডই যে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর এবং তন্মধ্যস্থলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী বিরাজিত ইহা বহু বহু প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য দ্বারা সমর্থিত। তথাপি "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।" "অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয়-ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে। শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তানুগ্রহপ্রাপ্ত—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্র দ্বারাই পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও তদ্রূপবৈভব চিদ্ধামের চিন্ময় সৌভাগ্য দর্শন ও উপলব্ধির বিষয় হয়। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও সেই ইন্দ্রিয় লব্ধ প্রাকৃত জ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবান্ ও তদ্ধামের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-নির্ণয়ের দম্ভ অতীব ভয়াবহ বিষম ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ দম্ভাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্গুরুপাদাশ্রিত হইয়া তৎকৃপালব্ধ সেবোন্মুখ মনোনয়নাদি দ্বারাই তাঁহার ও তাঁহার ধামের চিন্ময় স্বরূপানুভূতির যত্ন করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

'হান্টার্স ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল য়্যাকাউন্ট' গ্রন্থে ১৪২ পৃষ্ঠায়ও 'বল্লালঢিবি' সম্বন্ধে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. The founder Lakhan Sen built a palace of which the ruins are still extent."

অর্থাৎ "নদীর (ভাগীরথীর) অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎ স্তূপ তখনও বল্লালসেনের নামানুসারে পরিচিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেন যে একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিরাজমান।"

বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত শ্রীসারদাকান্ত পদরত্ন মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, এক্ষণে যেস্থান 'নবদ্বীপ' বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের 'নবদ্বীপ' নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদের ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল, তাহাও 'বল্লাল দীঘি' নামে খ্যাত হইয়া অতীত কালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। ঐস্থানের দক্ষিণপশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর। ঐস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভক্তগণের খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত আছে। ঐস্থানের অব্যবহিত উত্তর-পশ্চিমে শ্রীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে, রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির দানপত্রে 'নবদ্বীপের মাঠ'

বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ ভূমির পরিচয় দিয়াছেন।"

শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিত পরলোকগত শ্রীল রাধিকা নাথ দেবগোস্বামী, সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পরলোকগত শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়, (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর দেওঘর হইতে) মহাত্মা শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সুস্পষ্টভাবে শ্রীধামমায়াপুরকেই 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ স্বনামধন্য দেশমান্য পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটী হলে যে বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত বিরাট্ সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পিএইচ-ডি মহোদয় বক্তৃস্বরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লুপ্তজন্মস্থানের উদ্ধার বিষয়ে যে সারগর্ভ ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন — "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করেন * * *।"

শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন দেখা যায়—

["দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥"
—ভাঃ ১১।৩১।২৩

(অর্থৎ "হে মহারাজ, শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র তদীয় নিবাসস্থান ব্যতীত সমগ্র পুরীকে ক্ষণকাল মধ্যে জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত করিল।")

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥"
—ভাঃ ১১।৩১।২৪

(অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থিত নিজমন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্ত মন্দিরের স্মরণমাত্রই মানবগণের সকল প্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।")]

—কৃষ্ণের গৃহ ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরী জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, শ্রীধাম মায়াপুরেও তদ্রূপ দেখা যায়। মহাযোগপীঠ গৌরজন্মস্থান ব্যতীত মায়াপুরের অনেক স্থানই গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রামগুলি একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, গ্রামের অধিবাসিগণ নানাস্থানে সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেনরাজবংশের ভগ্ন প্রাসাদস্তূপ ও প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি গঙ্গাগর্ভগত না হইয়া অদ্যাপি শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলীর অক্ষুন্ন ও জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনস্বরূপে বিরাজমান আছে। আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, মায়াপুর গ্রামের ভূমি প্রাচীন এঁটেল মাটি, চরজমি— বালিয়া মাটি নহে। কুইন-কুইনিয়াল কাগজে এই স্থানকে শ্রীমায়াপুর বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজে 'সিদ্ধ মহাজন' বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত, এবিষয়ে কাহারও কোন মতভেদ দৃষ্ট হয় না। এখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজ সর্ব্বত্র তাঁহাকে 'পরমারাধ্য গুরুদেব' বলিয়া ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল বিহারী দাস বাবাজী নামক একজন বলিষ্ঠ ব্রজবাসী তাঁহাকে একটি চুপড়ীতে রাখিয়া মস্তকে করিয়া বহন করিতেন। বাবাজী মহারাজের বয়ঃক্রম ১৫০ বা ততোঽধিক হইবে। তথাপি তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অটুট ছিল, কেবল ভ্রূ নামিয়া গিয়া চক্ষু আবৃত করিয়া ফেলিত। একজন ভ্রূ টানিয়া উঠাইলে তিনি বেশ ভাল ভাবেই দেখিতে পাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহার কীর্ত্তনদলসহ পরমোল্লাসভরে শ্রীমায়াপুর **যোগপীঠে** উপনীত হন, মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়, বাবাজী মহাশয় একদিব্যভাবাবেশে 'এই সেই মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি' বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে সমাধিস্থ হন। এইজন্য আমরা তাঁহাকে 'গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥' —মন্ত্রে প্রণাম করিয়া থাকি। বাবাজী মহারাজ অতঃপর তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-গোষ্ঠী-সহ শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করেন। এস্থানে বৈষ্ণবগণের পরমোল্লাসে উদ্দণ্ডনৃত্য-কীর্ত্তন-কালে তাঁহার কীর্ত্তনের বৃহৎ মৃদঙ্গখানি ভাঙ্গিয়া যায়। বাবাজী মহারাজ অপূর্ব্বভাবাবেশে

হুঙ্কার করিয়া উঠেন—'এই সেই খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা'। এসকল ঘটনা—সম্পূর্ণ সত্য, কোন অলীক কল্পনা-প্রসূত অতিরঞ্জিত বর্ণনা নহে। মহাজনবাক্য, তাঁহাদের দিব্যানুভূতি, নির্দ্দেশ অপেক্ষা আর অকাট্য প্রমাণ কি থাকিতে পারে ?

আমাদের পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজও বৈষ্ণবজগতে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ রূপে সর্ব্বত্র পূজিত। তাঁহার শ্রীগৌর-ধাম মায়াপুরানুরাগ আমাদের ক্ষুদ্র প্রাকৃত লেখনী বর্ণনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তিনি কোলদ্বীপে গঙ্গাতটে একটি ছুঁইএর মধ্যে থাকিয়া ভজন করিতেন। পরমা-রাধ্য প্রভুপাদই তাঁহার একমাত্র শিষ্য ছিলেন ; তিনি তখন শ্রীধাম মায়াপুর **যোগপীঠে** অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিতেন। গৌরগতপ্রাণ বাবাজী মহাশয় প্রায়ই মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান দর্শনে আসিতেন। তখনও উচ্চচূড় বৃহৎ মন্দিরটি প্রকটিত হন নাই। ঐস্থানে একটি বৃহৎ কাঁঠাল গাছ ছিল। তাহাতে বারমাস কাঁঠাল ফলিত। একদা প্রায় অর্দ্ধরাত্রে বাবাজী মহা-রাজ কি এক দিব্য ভাবাবেশে ঐ কাঁঠালতলায় আসিয়া উপবিষ্ট হন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ গভীর রাত্রে তাঁহাকে ঐস্থান উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় তৎকালে তাঁহার উভয়নেত্রেই দৃষ্টিশক্তিহীনতার লীলা অভিনয় করিতেছেন। রাত্রি ১০টার পর খেয়া থাকে না, কে তাঁহাকে খেয়া পার করিয়া দিল, তখন হুলোর ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিবার কোন ভাল পথও ছিল না, কেই বা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া এখানে লইয়া আসিল ! প্রভুপাদ অতীব বিস্ময়াবেশে বাবাজী মহারাজকে তাঁহার শুভাগমন-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী মহারাজের 'পার করিয়া দিল একজন, পথ দেখাইয়া হাত ধরিয়া আনিল একজন'—এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়া বুঝিলেন, সে 'একজন' তাঁহার ইষ্টদেবতা ব্যতীত আর কে হইবেন ? শ্রীলীলাশুক অন্ধ বিল্ব-মঙ্গলের হাত ধরিয়া আনিয়া যিনি বৃন্দাবনের পথে পথে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তিনিই বাবাজী মহাশয়কেও এত রাত্রে এখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, প্রভুপাদ বাবাজী মহাশয়ের অনেক সেবা করিলেন। পরবর্ত্তি-কালে বাবাজী মহারাজের এই উপবেশন-স্থানেই বর্ত্তমান বৃহৎ মন্দিরের ভিত্তি খননকালে প্রায় দেড় হাত দুই হাত মাটির নিম্নে **শ্রীঅধোক্ষজ** নামধেয় চতুর্ভুজ শৈলী বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া যায়। প্রভুপাদ কএকজন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎকে ঐ মূর্ত্তি দেখান। তাঁহারা সকলেই উহা খুব প্রাচীন মুদ্রা বলিয়া মন্তব্য করেন। প্রভুপাদ কহিলেন—উহা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রেরই পূজিত বিগ্রহ। ঐ মূর্ত্তিটি এখনও শ্রীধাম মায়াপুর **যোগপীঠস্থ শ্রীমন্দিরে সযত্নে পূজিত হইতেছেন।** শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের উক্ত কাঁঠাল তলায় বসিবার কারণ শীঘ্রই ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

এইরূপে কোলদ্বীপ—নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ এবং তৎসমসাময়িক যাবতীয় মহাজনই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালদীঘির নিকটবর্ত্তী স্থানকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কোন জড়ীয় স্বার্থসাধনোদ্দেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। মহাপ্রভুর নিজজন তিনি, প্রভুর আবির্ভাবস্থান দর্শনার্থ তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়া ছিল, তাই শ্রীগৌরধাম অবিলম্বে তাঁহার সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের— চিন্ময় নেত্রের গোচরীভূত হইলেন, শাস্ত্রও বলিতেছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা এবং ধামাদি কখনও প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, তাঁহারা স্বপ্রকাশ বস্তু, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়াদির নিকট স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকেন।

ঠাকুর তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমি ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম। কএকটি ভক্তের সঙ্গে আমার মনে বিশেষ বৈরাগ্য জন্মিতে লাগিল। মনে করিলাম—মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুনপুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। * * সেই সময় আমি শ্রীআম্নায়সূত্র রচনা করিতেছিলাম। * * কোন কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বর গেলাম। তথায়

রাত্রে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন যে,—'তুমি বৃন্দাবনে যাইবে ; কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামে যে সমস্ত কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে ?' ”

১৮৮৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর কৃষ্ণনগরে আসেন। এবং তথায় বিশেষভাবে ভক্তি-শাস্ত্র আলোচনা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে উপরিউক্ত স্বপ্ন দর্শনের পর ঠাকুর ঐ সালের বড়দিনের সময় কুলিয়া নবদ্বীপে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) আসিলেন এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ের কথা তিনি তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার লোকেরা * * প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। ১০টা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে, গঙ্গা পার উত্তরদিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে সেই রাণীর বাড়ীর ছাদ হইতে সেই স্থানটি ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, তথায় একটি তাল গাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, ঐস্থান বল্লালদীঘি, তথায় লক্ষ্মণসেনের দুর্গচিহ্ন ইত্যাদি আছে। সেই সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর' জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমা-পদ্ধতি', 'ভক্তিরত্নাকর' এবং শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'চৈতন্যভাগবতে' যে সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে বসিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য' রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণ-নগরের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারিকা বাবুকে সমস্ত কথা বুঝাইলে তিনি স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে সকল বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপমণ্ডলের নক্সা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধামমাহাত্ম্যে স্বল্পাকারে ছাপা হইল। * *।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩শ অধ্যায় কাজী-উদ্ধার-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরসংকীর্ত্তনের পথ এইরূপ বর্ণিত আছে—

"গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি' যায় গৌর-রায় ॥ ২৯৮ ॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'।
তবে **মাধায়ের ঘাটে** গেলা গৌরহরি ॥ ২৯৯ ॥
বারকোণা ঘাটে, নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা **সিমুলিয়া** ॥ ৩০০ ॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া ॥ ৩৫৭ ॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্যকোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥ ৩৫৮ ॥
সর্ব্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা **কাজীর নগর** ॥ ৩৭৭ ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা **শঙ্খবণিকনগর** ॥ ৪২৪ ॥
এইমত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর **তন্তুবায়ের নগরে** ॥ ৪২৯ ॥
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি' প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু **শ্রীধরের বাসে** ॥ ৪৩২ ॥
সর্ব্বনবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায় ॥ ৪৯৪ ॥"

উপরিউক্ত নগরসংকীর্ত্তন-পথ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনসহ নিজের ঘাট, মাধায়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাটে নৃত্য করিয়া, গঙ্গানগর হইয়া সিমুলিয়া পৌঁছিয়া কাজীর বাড়ীর পথ ধরিয়া কাজীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং কাজী উদ্ধার করতঃ শঙ্খবণিক্ নগর, তন্তুবায়ের নগর, শ্রীধরের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং তৎপর গাদি-গাছা, পারডাঙ্গা, মাজিদা হইয়া গঙ্গা তীরে তীরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনের পথটি মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া লইলে শ্রীমায়াপুরই

যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নভোজনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১২শ অধ্যায়ে যে ভ্রমণবিবরণ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনপথের বিবরণের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান যে শ্রীমায়াপুরই, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

কুমারহট্ট হইতে তিনমাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে কএকবৎসর হইল 'কুলিয়া পাটের মেলা' বলিয়া একটি মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর পৌষ মাসে ঐ মেলা বসে। কতিপয় ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দ পণ্ডিতের পাট' কুলিয়ার সহিত এক মনে করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ উহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা ধারণা। প্রাচীন গ্রন্থোক্ত কুলিয়া ষোলক্রোশ পরিধি মধ্যে বিরাজমান, পরন্তু ঐ কুলিয়া তদ্‌বহির্ভূত কোন স্থানবিশেষ। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

কুলিয়া নগর আইলেন ন্যাসিমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়।

ঐ গ্রন্থে স্থানান্তরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে—

খালাছাড়া,বড়গাছি, আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল **নগর কুলিয়া॥**
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তাঁর মর্ম্ম॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥"

উল্লিখিত বর্ণনে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়—কুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক গঙ্গা পার। তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘরও বারকোণা ঘাটের নিকটে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে—

"অতঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ। ততো অদ্বৈত বাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়ানামগ্রামে মাধব-দাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।"

ঐ বর্ণন হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, নবদ্বীপ দুই-পারে বিদ্যমান হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ নামক বিপুল গ্রাম এবং গঙ্গার সাক্ষাৎ পশ্চিমপারে কুলিয়া গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে বিংশতি সর্গে লিখিত আছে—শ্রীবাসের বাটি হইতে রাত্রিযোগে কাঞ্চনপল্লী-গ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন, যথা—

"অন্যেদ্যুঃ স **শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে** শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে।"

উল্লিখিত বর্ণনসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়ানগর গঙ্গার পশ্চিমপারে। কাঁচড়াপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত কুলিয়া কখনও দেবানন্দাদির অপরাধভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। আবার 'সাতকুলিয়া' বলিয়া যে গ্রামটি আছে, তাহাও প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিনচারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। সুতরাং তাহাও অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না।

আরও দেখা যায়, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়া গ্রাম অধিক দূরে অবস্থিত নহে। যেহেতু মহাপ্রভুর কুলিয়া গ্রামে উপস্থিতি শুনিবামাত্র বাচস্পতি ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন। আর কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে পারও হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর একপারেই অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২১শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

সার্ব্বভৌমপিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥

অর্থাৎ মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের বাসগৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সুতরাং দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাট অন্যত্র কি করিয়া হইতে পারে?

অতএব নির্ম্মৎসর হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও জলঙ্গীর পশ্চিমে অবস্থিত, বল্লালদীঘি, বল্লালটিপি ও চাঁদকাজীর সমাধিসন্নিহিত শ্রীমায়াপুর সংলগ্ন স্থানই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর ভূখণ্ডই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবিসংবাদিত প্রকৃত আবির্ভাবস্থান।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরচিত)

অনুবাদ—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিবৃতি—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদেপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন স্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

বিবৃতি—অনন্ত প্রকার সাধনভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহু সংখ্যক ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন আছে। প্রধানতঃ ভক্তিসাধনে চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগ-বিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিতেও আমরা শুদ্ধভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান"।

তত্ত্ববিদ্‌গণ চিন্মাত্রাবলম্বনে অর্থাৎ কেবল-জ্ঞানদ্বারা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে 'ব্রহ্ম', সচ্চিদ্ বৃত্তি দ্বারা সেই বস্তুকে 'পরমাত্মা' এবং সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিক্রমে সেই বস্তুকে 'ভগবান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্য্যদর্শনে বাসুদেব ও ঐশ্বর্য্যশিথিল মাধুর্য্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনারায়ণ সার্দ্ধদ্বিতয় রসের উপাস্য বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণ রস-পঞ্চকের ভজনীয় ধন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বৈভব-প্রকাশ-বিগ্রহ বলদেব প্রভুর মহাবৈকুণ্ঠ-লীলা। তথায় নিত্য ব্যূহচতুষ্টয় নিত্য বিরাজিত।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্র জপ হয়। সেইকালে জপকর্ত্তা মননকারী প্রয়োজন-সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্তন হইয়া যায়। কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীর শ্রেয়োলাভ ঘটে। 'সঙ্কীর্ত্তন' শব্দে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে অন্য প্রকার সাধনাঙ্গের

সাহায্য আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন 'সঙ্কীর্ত্তন' শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্বশুভোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তি-বিষয়ে অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। বিষয়-কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয়। সর্ব্বসিদ্ধির মধ্যে সাতটী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট। তাহাই এস্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী। ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা দ্বারা বদ্ধ জীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। জীবচিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নি দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গল শোভা বিতরণ করে। 'শ্রেয়ঃ'—মঙ্গল ; 'কৈরব'—কুমুদ ; 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভ্রত্ব বিকাশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডক উপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী-বিদ্যা ও পরাবিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরাবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিদ্যার লক্ষ্যীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সমুদ্র শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে স্নিগ্ধতা লাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্মলতা লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্মভাবে যে-সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্ত্তন-প্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের অন্যতম শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,— "অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব" ॥ ১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না ॥ ২ ॥

বিবৃতি—হে ভগবন্, আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমূহের বহু সংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা কোনকালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু, আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না। 'বহুপ্রকার' বলিতে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নামসমূহ বুঝায়। মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ, রাধারমণ, গোপীজনবল্লভ ; ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, রাম ও নৃসিংহ প্রভৃতি মুখ্য নাম। ভগবদভিন্ন খণ্ড বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্মপরমাত্মাদি নামসমূহ ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্যনামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন, তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমর্পিত আছে ; গৌণ নামসমূহেও বিবিধ শক্তি আংশিকভাবে বর্ত্তমান।

জীব ঈশবিমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। সেবা-বিমুখতাই দুর্দ্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতাবশে তিনি ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত। সৎকর্ম্মপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদিসুখ প্রার্থী এবং ভোগত্যাগেচ্ছায় তিনি নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত। কৃষ্ণ-সেবনেচ্ছা জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম, তাহা কথিত ত্রিবিধ পথের আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়াছে। তৎফলে তিনি কখনও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম নামক ত্রিবর্গসংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া দশ অপরাধের আবাহন পূর্ব্বক নামসেবা করিতে গিয়া অপরাধ করিতেছেন। সেইকালে তিনি যে নামগ্রহণ করেন, তাহা শুদ্ধ নাম গ্রহণ নহে, পরন্তু নামাপরাধ। নিজের অশান্তভাব অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভোদ্দেশে ভুক্তি পিপাসায় চালিত না হইয়া তিনি যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হইয়া নামগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নাম-সেবনে আভাস মাত্র উদিত হয় ; সেইকালে তাঁহার নামগ্রহণ হয় না, নামাভাস মাত্র হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চ জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। দুর্দ্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনামগ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন। বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি হয় অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনাম গ্রহণে জীবের অধিকার হয়। এইসকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। মুখ্যনাম গ্রহণ-প্রভাবে জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে। যেখানে তুচ্ছ অবান্তর ফললাভ লালসা, সেখানে কালের বিধি ও যোগ্যতা প্রভৃতির কঠিন বিধি। কিন্তু, ভগবানের দয়া কালাকালের কঠিন নিগড় হইতে নামোচ্চারণকারীকে অবসর দিয়াছেন। কালের বিধি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে—"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ কৃষ্ণনাম বলহ বদনে ॥" "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।" শ্রীচরিতামৃতে—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥" ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী ॥ ৩ ॥

বিবৃতি—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার ইহ জগতে ও স্বধামে অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম। হরিকীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার অন্য কোন উপায় বা উপেয়ের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। কীর্ত্তনদ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সর্ব্বশুভোদয় হয়। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যাহার চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয় ভোগে প্রমত্ত হয়, তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোক্তার ধর্ম্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার ধর্ম্মে সহনশীলতা নাই। ভোক্তা কখনও জড়াভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নহেন। বিষয়ভোগী সমৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহ্যগুণ-সম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন এবং পরকে প্রতিষ্ঠা দানে উদ্‌গ্রীব। ইহ জগতে তিনিই সর্ব্বদা হরিনাম করিবার যোগ্য ও সমর্থ। শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজ নিজ আচার্য্য শ্রীগুরুদেব ও অপর বৈষ্ণবকে যে সকল সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠার আরোপ করেন, তাহা তাঁহাদের মানদ ধর্ম্ম হইতেই উত্থিত হয়, আবার তাঁহাদের অনুগতজনের ভজনে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য যে সকল সমাদর ও গৌরব স্নেহাদি অভিব্যক্ত করেন, উহা শুদ্ধভক্তের অমানী স্বভাবের প্রকাশক মাত্র। শুদ্ধভক্ত তাদৃশ গৌরবাত্মক প্রতিষ্ঠাকে জড় প্রতিষ্ঠা না জানিয়া মুর্খের কটাক্ষ সহ্য করিয়াও নিজ সহনশীলতার পরিচয় দেন। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত আপনাকে প্রাকৃত জগতে সর্ব্বপ্রাণিপদদলিত তৃণ হইতেও নিম্নভাগে অবস্থিত ধারণা করেন। শুদ্ধ ভক্ত আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুচিৎ জীব কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। নামোচ্চারণকারী জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। অপরে তাঁহার হিংসা করিলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না, উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কীর্ত্তনকারী কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রাপ্ত প্রণালী পরিহার পূর্ব্বক নবীন মত প্রচারবাসনায় মহামন্ত্র শ্রীহরিনামের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক নাম লইয়া ছড়া সৃষ্টি করেন না। শ্রীগুরুদেবের অনুগমনে শ্রীনামের মহিমা-কীর্ত্তনাদি প্রচার মুখে গ্রন্থ রচনা ও কীর্ত্তন করিলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না। কপটতার উদ্দেশ্যে লোক প্রতারণার জন্য নিজের সরলতার অভাববশতঃ কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নহে। মহাভাগবত-গণ কৃষ্ণনামোচ্চারণকালে স্থাবর জঙ্গমের প্রাকৃত ভোগ্য মূর্ত্তিসমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবনোন্মুখ হইয়া জগৎ দর্শন করেন। ভোগপ্রবৃত্তিক্রমে জগৎকে নিজ ভোগ্য মনে করেন না। মন্ত্রের স্রষ্টা হইয়া গুরু হইতে লব্ধ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ছাড়েন না এবং নবীন মত প্রচারোদ্দেশেও ব্যস্ত হন না। আপনাকে কোন বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া মনে করা সুনীচতার অন্তরায়। সৎকথা—শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের কথা না শুনিয়া অর্থ প্রতিষ্ঠা লোভে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইলে বৈষ্ণব বা গুরুপদা-কাঙ্ক্ষীর মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে না। তাদৃশ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্যও হরিনাম শ্রবণে অধিকার লাভ করেন না ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; (আমি মনে এই কামনা করি যে) জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—হে জগদীশ, আমি 'ধন, জন ও সুন্দরী কবিতা' কামনা করি না। আমার জন্মজন্মান্তরে সেব্য তুমি, তোমাতেই যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। 'সুন্দরী-কবিতা' শব্দে বেদ-কথিত ধর্ম্ম, 'ধন' শব্দে অর্থ এবং 'জন' শব্দে কলত্রাদি কামনার বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল যে ধর্ম্মার্থকামরূপ ভুক্তি আমার অনভীপ্সিত এরূপ নহে, অপুনর্ভবরূপ জন্মজন্মান্তররহিত মুক্তিরও আমি প্রার্থী নহি। এই চতুর্ব্বর্গহেতুমূলে বা কামনা-প্রণোদিত হইয়া আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তোমার সেবার জন্য আমি সেবা করিতে ব্যগ্র। এস্থলে কুলশেখরের উক্তি আলোচ্য ঃ—

'নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ-প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।"

"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং। রম্যারামা-মৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

ধর্ম্মকামী বেদনিষ্ঠ সবিতার উপাসক, অর্থকামী গণেশের উপাসক, কামকামী শক্তির উপাসক এবং মোক্ষকামী রুদ্রোপাসক এবং হেতুমূলে অর্থাৎ সকাম বিষ্ণুর উপাসক সুতরাং বিদ্ধভক্ত। পঞ্চোপাসনা সকাম এবং নিষ্কাম অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ। অহৈতুকী ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ বিষ্ণুর উপাসনা হয়॥ ৪॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥

অনুবাদ—ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর॥ ৫॥

বিবৃতি—সেব্যবস্তু নন্দনন্দন। জীবের নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য বর্ত্তমান। সেই কৃষ্ণদাস দাস্যে উদাসীন হওয়ায় দুষ্পার ভয়ঙ্কর সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন। এক্ষণে ভগবৎকৃপাই তাহার একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বীয় পাদপদ্মের ধূলি-সদৃশ বলিয়া স্বীকার করিলেই জীবের আচ্ছাদিত নিত্যবৃত্তি পুনঃ প্রকাশিত হয়। জীব স্বীয় কামনা প্রবল করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আরোহণ করা তাহার ধর্ম্ম নহে পরন্তু কৃষ্ণেচ্ছায় অনুগত হইয়া সেবা-প্রবৃত্তিযুক্ত হন, ইহাই তাৎপর্য্য। "পদধূলি" শব্দ প্রয়োগে জীবের স্বরূপ ভগবদ্ বিভিন্নাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জীবের স্বরূপাবস্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনর্থ থাকে; সেইকালে পরমার্থপ্রতীতির নির্ম্মলতা নাই। সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদ্‌গমে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের যোগ্যতা হয়। সে-কালে জীব জাতরতি বলিয়া কথিত হন। অজাতরতি সাধক ও জাতরতি ভাবুকের মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনে পার্থক্য আছে। কপটতা করিয়া আমাদের সময়ের পূর্ব্বে জাতরতি ভক্তের সজ্জা শোভনীয় নহে। অনর্থ নিবৃত্তির পর নৈরন্তর্য্য, তৎপরে স্বেচ্ছ পূর্ব্বিকা ও তাহার পর স্বারসিকী অবস্থাত্রয়, তৎপরে প্রেমভূমি॥ ৫॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

অনুবাদ—হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্য-নিঃসরণ সময়ে বদনে গদ্‌গদ-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে? ৬॥

বিবৃতি—হে গোপীজনবল্লভ, কবে তোমার নাম গ্রহণকালে মাদৃশ গোপললনার চক্ষে দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদ্‌গদ হইয়া বাক্যরুদ্ধ হইবে এবং শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইবে। ইহা লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তির একটী উদাহরণ। "কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্।" এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। গৌণনামাদিতে প্রেমনাম-সঙ্কীর্ত্তনের অবসর হয় না;

অতএব শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচিত্তকম্পাশ্রু-পুলকাদয়ঃ ॥"

ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম হরিকথামৃতের প্রসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত। যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা এবং কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে নিসর্গপিচ্ছিল চক্ষু ও ভাবাভাসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিকার উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলেই অনুকূল মন ও স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ নিত্যভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় না, সুতরাং চিত্তের দ্রবতা ও সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকারসমূহ অনর্থমুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেই লক্ষিত হয়। যে-সকল কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি মহাভাগবতের অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারাদি প্রদর্শন করিয়া লোকবঞ্চনা করেন, তাহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠান শুদ্ধ-ভক্তির বিরোধী ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগত সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে ॥ ৭ ॥

বিবৃতি—হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে আমার সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে, চক্ষু বর্ষাকালের বারি-ধারার ন্যায় অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে, অক্ষিপত্রের পতনকাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহা বিপ্রলম্ভরসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাতরতি ভক্তগণের সম্ভোগের পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভরসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা। জড় বিপ্রলম্ভরসে বা বিরহরসে কেবল দুঃখ অবস্থিত। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভে অভ্যন্তর প্রদেশ পরমানন্দপূর্ণ, বাহিরে যন্ত্রণাবিশিষ্ট, "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥" বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। আবার বিপ্রলম্ভের মধ্যে প্রেম-বৈচিত্র্য নামক অবস্থায় বাহ্যদর্শনে সম্ভোগ বিরাজমান। বিপ্রলম্ভকালে কৃষ্ণের স্মরণপ্রাচুর্য্যে হরিবিস্মৃতির অভাব, উহাই ভজন পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণবিমুখ গৌরনাগরীদলে যে সম্ভোগ রসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ অপ্রাকৃতরসের বাধা মাত্র। সম্ভোগবাদী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা-বিশিষ্ট; সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিরহিত। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম' এই কথা বুঝিতে পারিলে নিজ সম্ভোগরসের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইতে ধাবিত হইবেন না। শ্রীগৌরলীলার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভোগরসের পুষ্টির উদ্দেশে আশ্রয়-জাতীয় জীবের পূর্ণবিকাশের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভেই অবস্থিত; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণবিপ্রলম্ভ-রসাবতার নিত্য শ্রীগৌরস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। তাহাতে সম্ভোগবাদীর কু-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মহতাই করুন, তিনি—লম্পটপুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥ ৮ ॥

বিবৃতি—পাদসেবানিরতা গোপীর কিঙ্করী আমি, আমাকে আলিঙ্গন করুন, অথবা আত্মসাৎ করুন, অথবা অদর্শনজন্য মর্ম্মাহত করুন, সেই গোপবধূবিট্ লম্পটের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ। তদ্ব্যতীত তিনি অন্য কেহ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা,

তাঁহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। জীবের সিদ্ধিতে দেহ বা মন উভয় উপাধিই নাই। সেইকালে নন্দ-নন্দনের স্বেচ্ছাবিহারক্ষেত্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিনীর সহচরী হইয়া সিদ্ধ-দেহে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেচ্ছাপূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ। জীব কখনই আপনাকে আশ্রয়বিগ্রহ মনে করিবেন না, তাহাতেও অহংগ্রহোপাসনা হইয়া যায়। আশ্রয়জাতীয়ের আনুগত্যই শুদ্ধ জীবাত্মার নির্ম্মল অবস্থিতি। জীব কৃষ্ণের প্রিয় হইলেও তাঁহার গঠনে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বিভিন্নাংশ সংশ্লিষ্ট ॥ ৮ ॥

শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকেই অভিধেয়মুখে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ সাধন; দ্বিতীয়ে তাদৃশ শ্রেষ্ঠসাধনে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি; তৃতীয় শ্লোকে শ্রীনামগ্রহণ-প্রণালী; চতুর্থে প্রতিকূল বাঞ্ছা বা কৈতব বর্জ্জন; পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপজ্ঞান; ষষ্ঠে কৃষ্ণসান্নিধ্যে স্বসৌভাগ্যবর্ণন; সপ্তমে উন্নতাধিকারে বিপ্রলম্ভরসবর্ণন এবং অষ্টম শ্লোকে স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপদেশ পাওয়া যায়।

প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অভিধেয়-মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা। আটটি শ্লোকেই অভিধেয় এবং শেষ তিনটি শ্লোকে প্রয়োজন-বিষয়ক শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচটী শ্লোকে অভিধেয়-বিচারে "সাধন-ভক্তি", পরের দুইটি শ্লোকে 'ভাবভক্তি' এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্লোকে বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য 'প্রেমভক্তি' প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এখানে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রীচরণে প্রণত হইলাম।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরোঃ নঃ পরঃ ॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক শিক্ষাসার শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনাদি তৎপ্রিয় পার্ষদ-সহ মিলন-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—বেদশাস্ত্রই একমাত্র 'প্রমাণ'। 'প্রমা' শব্দে যথার্থ জ্ঞান। সেই প্রমা-জনক বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া তাহাকে প্রমাণ বলা হয়। 'স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি' (চৈঃ চঃ আ ৭।১৩২)। 'মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥' (চৈঃ চঃ ম ২০।১২২) বেদার্থ পূরণ করেন বলিয়াই 'পুরাণ' নাম। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের শেষ সমাধিলব্ধ বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্ব-বেদবেদান্তসার মহাপুরাণ। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥"

[অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য গ্রন্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য-দ্বারা সংবর্দ্ধিত।]

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক পুরাণরত্ন। সুতরাং ভাগবতশাস্ত্র ও তদনুগত পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রও প্রমাণ মধ্যে গণিত।

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে কোন কোন ভাগ্যবান্

জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে ঐ শ্রীভাগবত ও তদনুগত শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা বা স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়, তখন জীব শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে ঐ সকল শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমই যে জীবের নিত্য-ধর্ম্মধন, তাহা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামুগ্ধ জীবের ঐ ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। জীব যে স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাহা ভুলিয়া গিয়া তিনি মায়াকৃত সংসার-দুঃখ-জলধিতে নিমজ্জমান হন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-শ্রবণক্রমে 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যই যে আমার নিত্যধর্ম্ম' এই কথাটি পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া পড়ে। জীব তাঁহার নিত্যধর্ম্মধন হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥"
"'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।৯ ও ২২।৬২

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিক্রমেই জীবের সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসোদয়ে জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য থাকে না। এই শ্রদ্ধা প্রথমে কোমল অবস্থায় থাকে। শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে উহা ক্রমে দৃঢ় শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। সেই দৃঢ় শ্রদ্ধা হইতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবতী ও স্বভাবতঃ ভাবরূপা। এই দৃঢ়-শ্রদ্ধামূলে হরিনামানুরাগের উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে প্রদত্ত হইয়াছে। কোমল শ্রদ্ধা সম্বন্ধে মহাপ্রভু তৎপ্রিয় পার্ষদ—সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণকীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন' ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে 'প্রীতির অঙ্কুর ॥'
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ ধাম ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।৯-১৩

কোমলশ্রদ্ধ সাধক এই প্রকারে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমধনের অধিকারী হইতে পারেন। দৃঢ় শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির কার্য্য নাই, কোমল-শ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে দীক্ষাগ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা আছে। সদ্‌গুরুমুখে সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ, তৎসমীপে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ ও তদুপদিষ্ট মতে অর্চ্চনাদি করিতে করিতে তাঁহাদের সাধনমার্গে ক্রমোন্নতি লাভ হয়। ইঁহাদের জন্যই দশমূল শিক্ষা। 'প্রমাণ' একটি মূল ও যে বিষয়গুলি ঐ প্রমাণমূলে প্রমাণিত হইবে, তাহাই 'প্রমেয়', এই প্রমেয় নয় প্রকার। দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস-জনিত হরিনামমাত্র সাধনে সকল প্রমেয়ই নামকৃপায় আপনা হইতেই উদিত হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষগণের প্রমাণ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নাই। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রমাণ আলোচনা ব্যতীত দুষ্টসঙ্গক্রমে স্থানচ্যুতির বিশেষ সম্ভাবনা বা আশঙ্কা আছে। বেদশাস্ত্রে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি বিভিন্ন অধিকারীর জন্য অনেক ব্যবস্থা থাকায় শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে বেদার্থ-বিবৃতি স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ পঞ্চরাত্রাদি সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥
'অভিধেয়' নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১২৪-১২৫

ঐ সনাতন শিক্ষায় পুনঃ কথিত হইয়াছে—
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন।

—চৈঃ চঃ ম ২০।১২৪

"বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥
বেদাদি সকলশাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াগন্ধ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৩-১৪৪

শ্রীগীতাশাস্ত্রে ভগবান্ কহিতেছেন— 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ, বেদবিদেব চাহম্'। শ্রীভাগবতও বলিতেছেন— 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। 'বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে'—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৬।

চিৎ (জীব), অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিনটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাই 'সম্বন্ধ' শব্দে উল্লিখিত। বস্তুতঃ কৃষ্ণই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। অচিচ্ছক্তি ও জীবশক্তি, তাঁহারই দুইশক্তি। অচিচ্ছক্তির পরিণাম অচিজ্জগৎ এবং জীবশক্তির পরিণাম—জৈবজগৎ। সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখা যায়—জীবের কৃষ্ণদাস্য পুনঃপ্রাপ্তির নামই সম্বন্ধ-স্থাপন। এই সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে সাতটি বিষয় প্রমেয়স্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

(১) কৃষ্ণবিচার, (২) কৃষ্ণশক্তি বিচার, (৩) কৃষ্ণরসতত্ত্ব বিচার, (৪) জীবতত্ত্ব বিচার, (৫) জীবের সংসার বিচার, (৬) জীবের নিস্তার বিচার ; এবং (৭) অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার।

ঐ সাতটি তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিচার করিলে সম্বন্ধ-জ্ঞান লভ্য হয়।

৮ম **'অভিধেয়'**-তত্ত্ববিচারে ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় প্রমেয় এবং ৯ম **'প্রয়োজন'**-তত্ত্ববিচারে প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন প্রমেয়। অতএব প্রমাণ—১ ও প্রমেয়—৯—এই দশটি মূলতত্ত্ব 'দশমূল শিক্ষা' নামে পরিচিত। ইহাতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিচারে সাধ্যসাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বাত্মিকা সমস্ত শিক্ষাই সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতেও সাধ্যসাধন-তত্ত্বসার কথিত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন শিক্ষায়ও উক্ত হইয়াছে—

"এই ত' কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার ॥
এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৩-৪

'অভিধেয়' শব্দটি 'অভিধা' হইতে উৎপন্ন। শব্দের দুইটি বৃত্তি—অভিধা ও লক্ষণা। সহজ শব্দার্থ যে শক্তিদ্বারা বোধ হয়, তাহারই নাম অভিধা শক্তি বা অভিধা বৃত্তি। যেমন 'দশটি হাতী' বলিলে সহজেই দশসংখ্যক হস্তী—এইরূপ জ্ঞান লাভ হয়। এই সহজ অর্থকে 'অভিধেয়' বলা যায়। 'লক্ষণা' নামক শব্দের আর একটি বৃত্তি বা শক্তি আছে, যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষপল্লী' বলিলে গঙ্গামধ্যে ত' আর ঘোষপাড়া হইতে পারে না, 'গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী'—লক্ষণা শক্তিদ্বারা এইরূপ অর্থ করিয়া লইতে হয়। যেস্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেস্থলে অভিধা শক্তির কার্য্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ লাভ করা যায়,—এরূপ স্থলেই কেবল অভিধা কার্য্য করে। বেদশাস্ত্রে অভিধা দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য। বেদশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ—বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। তাহাই আমাদের জানা কর্ত্তব্য। সমগ্র বেদ বিচার করিলে দেখা যায়, ভগবদ্ভক্তিই বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ্য সম্বন্ধ নহে। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তির যে মুখ্য উপায় ঐ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সাধনভক্তি, ইহাই অষ্টম প্রমেয়। যাহার উদ্দেশ্যে এই উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই প্রয়োজন। জীবের প্রেমসিদ্ধিরূপ প্রয়োজনই নবম প্রমেয়। (শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্ম নামক গ্রন্থে ১৩শ অধ্যায় হইতে ২২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত (২২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪০১ পৃঃ) বারটি শ্লোকে এই দশমূলতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তদ্‌রচিত মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার তৎকৃত বঙ্গানুবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। এই ১২টি শ্লোকের প্রথম 'আম্নায়ঃ প্রাহ' এই শ্লোকটি দশমূলরহস্যের সমষ্টি শ্লোক, ২য় হইতে ৯ম শ্লোক পর্য্যন্ত 'সম্বন্ধ'তত্ত্বের বিবৃতি, ১০ম শ্লোকে 'অভিধেয়'-তত্ত্ব এবং ১১শ শ্লোকে প্রয়োজনতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সমষ্টি শ্লোকটি এই—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ
স্বয়ং সঃ ॥ ১ ॥

[গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, "হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু ; মুক্ত ও বদ্ধ—দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত ; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।]

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি বিষয়ান্ তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২ ॥

[শ্রীহরির কৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্য বিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না।]

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩ ॥

[ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরম-তত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ।]

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

[তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরম পুরুষ স্বমহিম-স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়া-শক্তিরূপ-ত্রিপদিকা পরাশক্তিকে উপযুক্ত বিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকার পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান।]

স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥

[স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—'হ্লাদিনী', 'সম্বিৎ' ও 'সন্ধিনী'। হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্ব্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্ম্মল বৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্নভাবে বিরাজমান।]

স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যেবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥

[উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্। ঈশ্বর ও জীবের নিত্যভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ-ধর্ম্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্যবশীভূতা দাসী আছেন ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনি ঈশ্বর ; যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া-প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব।]

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া-দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৭ ॥

[স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগতদাস। সেই স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়সমূহ-দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ পরিপূর্ণকর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।]

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্-বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৮ ॥

[সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হন।]

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে ॥৯॥

[সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি; বিবর্ত্ত-বাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞান-বিরুদ্ধ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয়।]

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥ ১০॥

[শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য, পরিচরণ ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা বৈধী-ভক্তি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।]

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ স্বজনজনভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎ সুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে ॥১১॥

[সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুর-রসে ভাবোদয় হয়—ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগত ভাব হৃদয়ে উদিত হয়; ক্রমশঃ পরানন্দতত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পৎসুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্য্যা লাভ হয়—ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই।]

এই শ্লোকে প্রয়োজনরূপ প্রেমাবস্থারই বর্ণন হইয়াছে।

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥১২॥

[কৃষ্ণ কে? আমি জীবই বা কে? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি? এই সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক হরি-ভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকলপ্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিদাস স্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন।]

দশমূলের সংক্ষেপমাহাত্ম্য এইরূপ—

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥

এই দশমূল সেবন করতঃ জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংসপূর্ব্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুরে প্রকটলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক ২৪ বৎসর গৃহে অবস্থানলীলা করতঃ ঐ ২৪শ বর্ষশেষে মাঘমাসে শুক্লপক্ষে কাটোয়ায় শ্রীল কেশব ভারতী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণলীলা করিলেন। অতঃপর ফাল্গুনে আসিয়া নীলাচলে বাস করতঃ ফাল্গুনের শেষভাগে দোলযাত্রা দর্শন করিলেন। চৈত্রমাসে নীলাচলে অবস্থান করতঃ সার্ব্বভৌমবিমোচন-লীলা করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথমে দক্ষিণভারতীয় তীর্থ দর্শনেচ্ছায় দক্ষিণযাত্রা করিলেন। একাকী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ অনুরোধে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণদাস' নামক এক বিপ্রকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই কৃষ্ণদাস, নিত্যসিদ্ধ ব্রজসখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম নিত্যানন্দৈকপ্রাণ কালাকৃষ্ণদাস হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। (চৈঃ চঃ ম ৭।৩৯ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।) যাত্রাকালে শ্রীসার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে গোদাবরীতটে বিদ্যানগরের অধিকারী রায় রামানন্দসহ মিলিত হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করতঃ 'পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার বৈষ্ণবতার প্রচুর প্রশংসা করেন। মহাপ্রভু তাঁহার বচন অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, সার্ব্বভৌম অত্যধিক বিরহ বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, অন্যান্য ভক্তগণেরও ঐরূপ অবস্থা হইল। মহাপ্রভু এইরূপ নিরপেক্ষ 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—

'মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥' গ্রামের পর গ্রাম বৈষ্ণব করিতে করিতে মহাপ্রভু মহাতীর্থ গোদাবরীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীরায় রামানন্দ-সহ তাঁহার মিলন হইল। ক্রমে দুইজনে কৃষ্ণকথারম্ভে মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া নিজেই শ্রোতা সাজিয়া সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং রায়ের হৃদয়ে সেই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তরদানশক্তি সঞ্চারণপূর্ব্বক তন্মুখে তদুত্তর শ্রবণরত হইলেন। ইহাই 'রায় রামানন্দ-সংবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। "মহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্যনির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। রামানন্দ রায় প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সজ্জন-সামান্যধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া (কৃষ্ণে) 'কর্ম্মার্পণ', পরে 'আসক্তিশূন্য কর্ম্ম', পরে 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' ও অবশেষে 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি' সম্বন্ধে কএকটি শ্লোক পাঠ করিলে মহাপ্রভু শেষটীকে সাধ্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। আবার ভক্তি সম্বন্ধে (প্রভু রায়কে) উচ্চ অধিকার বর্ণন করিতে বলিলে রায় প্রথমে 'শুদ্ধকৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি', পরে 'দাস্যপ্রেম', পরে 'সখ্যপ্রেম', পরে 'বাৎসল্যপ্রেম' এবং (অবশেষে) 'কান্তভাবগত প্রেম'কে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও রায় বিবিধরূপে কহিলেন। প্রভু উহাকে সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার করিলে রায় কর্ত্তৃক রাধিকার প্রেম বর্ণিত হইল। পরে রায় কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে রামানন্দ রায় 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত'রূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ় ভাবময় স্ব-কৃত একটি গীত বলিলেন। অবশেষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ পরম সাধ্যবস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ ব্রজসখীর আনুগত্য বিশেষভাবে বিবরিত হইল। কএকদিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর মহাপ্রভুর মূলতত্ত্ব ও স্বরূপ দেখিতে পাইয়া রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন। কএকদিন পরে রামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম যাইতে আজ্ঞা করতঃ প্রভু দক্ষিণযাত্রা করিলেন। এই সমস্ত বিবরণ স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন।" (চৈঃ চঃ ম ৮ অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীরামানন্দ-সহ সাধ্যসাধন-তত্ত্বালাপে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন — রায়, আমি সার্ব্ব-ভৌমমুখে তোমার মহিমা যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিলাম, 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা'। তুমি আমাকে দশদিন থাকিয়া যাইতে বলিতেছ,—'দশ দিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব। তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব। নীলাচলে তুমি আমি থাকিব একসঙ্গে। সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ-কথারঙ্গে ॥' ইহা বলিয়া উভয়েই নিজ নিজকার্য্য-গৌরবে চলিলেন, পরে সন্ধ্যাকালে উভয়ে পুনঃ মিলিত হইয়া সানন্দচিত্তে প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রশ্ন করিতেছেন, রায় তাহার উত্তর দিতেছেন ঃ—

"প্রভু কহে,—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্তশিরোমণি ॥
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥
কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান ॥
সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?
শ্রীবৃন্দাবনভূমি যাঁহা নিত্যলীলারাস ॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা কর্ণ রসায়ন ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥
মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি ?
স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৪-২৫৮

এইরূপে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ উভয়ে সারারাত্রি কৃষ্ণকথা-রসাস্বাদনে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে নিজনিজ কার্য্যে গমনপূর্ব্বক পুনরায় সন্ধ্যায় আসিয়া মিলিত হইলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে কৃষ্ণকথা ইণ্টগোষ্ঠী করতঃ রায় মহাপ্রভুর চরণ ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—'প্রভো, পূর্ব্বে শ্রীনারায়ণ যেমন ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদার্থ প্রকাশ করাইয়াছিলেন, আমার হৃদয়েও আপনি তদ্রূপ বিবিধপ্রকার কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বসার, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদি প্রকাশ করাইয়া আমার মুখমাধ্যমে তাহা শ্রবণলীলাভিনয় করিলেন। আমি আপনার প্রচ্ছন্ন স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না।' বস্তুতঃ ভক্তপ্রেমবশ্য-ভগবান্ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তসমীপে আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। ব্রজের নিগূঢ় রসতত্ত্ব-বিচার প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করতঃ তাঁহাকে নিজ স্বরূপ দর্শন দিয়া এবং প্রেমানন্দদানে কৃতার্থ করিয়া মহাপ্রভু দক্ষিণ দিকে চলিলেন।

শ্রীরূপ-শিক্ষা— শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে মিলিত হইয়া তাঁহাকে "কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বপ্রান্ত। সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা। রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা ॥ শ্রীরূপহৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া। সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা ॥" (চৈঃ চঃ ম ১৯।১১৫-১১৭) শ্রীরূপ-শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ ঃ—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ। চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। তার সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি ॥ তার মধ্যে 'স্থাবর' 'জঙ্গম' দুই ভেদ। জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥ তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥ কোটি জ্ঞানীমধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'। কোটি মুক্তমধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥ কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত' ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়। 'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥ তবে যায় তদুপরি 'গোলোক বৃন্দাবন'। কৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল ॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥ তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ। অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম। কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটী', 'জীবহিংসন'। 'লাভ' 'পূজা' 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়। স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥ প্রেমফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥ এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ। যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধা-ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি-রুত্তমা ॥' অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়। পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ (পঞ্চরাত্রে) 'সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥" ভাগবতে (৩।২৯।১১-১৪)—মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ইত্যাদি। ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়। রতি গাঢ় হৈলে

তার প্রেম নাম হয় ॥ প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ এইসব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়ি ভাব। স্থায়ি ভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥ সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ভক্ত-ভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥ বাৎসল্যরতি, মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চভেদ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩৮-১৮৪ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে প্রবন্ধ-বিস্তৃতিভয়ে কেবল মূল শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত হইল। এই সকল রসতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীরূপপাদ প্রণীত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বিভাগ এবং তৎপরিশিষ্ট শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ ভজনপরায়ণ ও ভজনরহস্যবিদ্ তত্ত্বজ্ঞ শ্রীচৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব গুরুর নিকট বসিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরু শিষ্যের অধিকারানুসারে তৎসমীপে রসতত্ত্ব আলো-চনা করেন। প্রাকৃত রসাস্বাদনোন্মত্ততা থাকাকালে অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের অনধিকারচর্চ্চা কখনই সুফলপ্রদ হয় না। এজন্য আমাদের তত্ত্বদর্শী হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুবর্গ আমাদিগকে ভক্তিমার্গে ভজনরাজ্যে ক্রমোন্নতি লাভের জন্য পরমাদরে এই শ্রীনামভজনের জন্যই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়া থাকেন। নামভজনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতঃ রসিকভক্ত সাজিবার চেষ্টা খুবই বিপজ্জনক। সর্ব্বশক্তিমান্ নামই আমাদের ভজনমার্গের যাবতীয় বিঘ্ন দূর করিয়া সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —"(প্রভু কহে—) কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥ কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥" "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"— "কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার। * * সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ॥" ইত্যাদি। বিধিমার্গে নামভজন করিতে করিতে পরম করুণাময় নামই আমাদিগকে রাগমার্গে লইয়া গিয়া 'ব্রজভাব' প্রাপ্তির অধিকার দিবেন। 'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।' —চৈঃ চঃ আ ৩।১৫

শ্রীসনাতনশিক্ষা—শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার-মুখে যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীচরিতামৃতের ২০শ হইতে ২৫শ পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও দিগ্‌দর্শন মাত্র। আমরা সংক্ষেপে উহার কএকটি কথা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি ঃ—

পূর্ব্বে যেমন রায় রামানন্দ সমীপে মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারই সঞ্চারিত শক্তিপ্রভাবে রায় তাহার উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, শ্রীসনাতন-সম্বন্ধেও তদ্রূপ মহাপ্রভুর সঞ্চারিত শক্তিপ্রভাবে সনাতন সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিলেন, স্বয়ং মহাপ্রভুই আবার তাহার উত্তরদান-প্রসঙ্গে তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু জানাইলেন—

'কৃষ্ণ-স্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-মাধুর্য্য, স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য ও ভক্তিরসাশ্রয়রূপ তত্ত্ব, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে উপদেশ করিলেন। শ্রীসনাতন প্রথমেই জীবের স্বরূপ ও মায়াবন্ধন-জনিত দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন —"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ॥ সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥" তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু কহিলেন—"সনাতন, তুমি সবতত্ত্বই জান, তোমাতে কৃষ্ণকৃপা পরিপূর্ণরূপেই বিদ্যমান, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় তোমাকে স্পর্শ করিতেই পারে না। সবতত্ত্ব জানিয়াও 'দার্ঢ্য লাগি' পুছে—সাধুর স্বভাব', ভক্তিরস প্রবর্ত্তনে তুমিই যোগ্য পাত্র, আমি তোমাকে ক্রমশঃ সকল তত্ত্বই বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর"— 'জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি— ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥' অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ এই উভয় জগতের

মধ্যস্থলে স্থিত হইয়া উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ, কৃষ্ণ—বিভু বা বৃহৎচৈতন্য বস্তু, জীব—অণুচৈতন্য। একই চিদ্বস্তু বলিয়া চিন্ময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীব—কৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ এবং অণুচৈতন্যধর্ম্মবশতঃ বৃহৎচৈতন্য কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ—অর্থাৎ চিৎ-এ চিৎ-এ অভেদ, বৃহত্ত্বে অণুত্বে ভেদ। এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। একই কালে ভেদ ও অভেদতত্ত্ব—জীবচিন্তার অগম্য বলিয়া ইহাকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব বলা হইয়াছে। তথাপি অচিন্ত্য হইলেও ইহা শাস্ত্রৈক-জ্ঞানগম্য। জীবের তটস্থ স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদপ্রকাশ সিদ্ধ।

জীব সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের অংশ-কিরণ অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ জ্বালামালা সদৃশ বিভিন্নাংশ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৪।৩।৯ মন্ত্রে) কথিত হইয়াছে—

'তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।'

অর্থাৎ সেই জীবপুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড় জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ। জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি এই সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান। ঐ বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।১৮ মন্ত্রেও বলা হইয়াছে—

"তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেহনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।"

অর্থাৎ জীবের তাটস্থ্য ধর্ম্ম এইরূপ—যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পর,—এই উভয় তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীব-পুরুষ জড় ও চিদ্‌বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয় কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

তটস্থাশক্তিপ্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট; সূর্য্যকিরণপরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণ। যথা বৃহদারণ্যক শ্রুতি (২।১।২০ মন্ত্র)—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরান্তি।"

অর্থাৎ অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্র চেতনসকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগত সত্তা-বিশেষ। উভয়কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহৃত হয়। সেই কৃষ্ণস্মৃতিভ্রমবশতঃ তাহারা অনাদি-বহির্ম্মুখ। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-অপচয়-অপরাধেই তাহাদের এদশা। এই দুর্দ্দশার জন্য কৃষ্ণে বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য আরোপ করা যায় না। যেহেতু কৌতুকী কৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্য-রূপ চিদ্ধর্ম্ম অপচয় কার্য্যে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব রাখেন না। (জীব স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের) অপচয় করিলে (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন-সময়ে জীবরূপ বীজ প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না, মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণপূর্ব্বক অপরাধী জীবনিচয়কে প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন। সেই অপরাধক্রমেই মায়া-প্রকৃতি জীবকে সংসার দুঃখ দিয়া দণ্ড বিধান করেন। ভগবানের অংশ দুই প্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ-অবতারগণ সকলেই স্বাংশবিস্তার। জীবই বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্নাভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী। স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্। কৃষ্ণ হইতে এরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইলেও কৃষ্ণের পূর্ণতার হানি হয় না। ঐসকল জীবের মায়াপ্রবেশের পূর্ব্বেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ অপরাধ। অতএব মায়িক কালের পূর্ব্ব হইতে সেই অপরাধের মূল হওয়ায় 'অনাদিবহির্ম্মুখতা' বলা যায়। মায়াসঙ্গবিকার দ্বারা রুদ্রদেবতাও ভেদা-

ভেদ স্বরূপ, অতএব কৃষ্ণ-স্বরূপ নন। অম্লযোগে দুগ্ধ দধি হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধান্তর বস্তু বলা যায় না এবং দধিও বস্তুতঃ দুগ্ধ নয় (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩০৭-৩০৯)। —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায় বিশেষে ঈশ্বরে ও জীবে 'কেবল অভেদ'—এইরূপ একটি মতবাদ স্বীকৃত হয়। তাহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন—"মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহত' অভেদ?॥ গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?॥" (চৈঃ চঃ ম ৬।১৬২-১৬৩) এস্থলে বেদের সিদ্ধান্ত এই যে—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥" —শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০

অর্থাৎ মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড় বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড় বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এক তত্ত্ব জীব মায়াকর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া একটি শক্তি ও মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর। এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন নহে। গীতা শাস্ত্রেও (৭।৪-৫) ভূমিরাপোঽনল-বায়ুঃ ইত্যাদি বাক্যে জীবকে স্পষ্টই শক্তি বলা হইয়াছে।

জীব সদ্গুরুপাদাশ্রিত হইয়া তৎসমীপে বেদোক্ত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করেন। কৃষ্ণই—প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তিই সেই প্রাপ্যের একমাত্র সাধন, এজন্য উহাকে 'অভিধেয়' তত্ত্ব বলা হয়। সর্ব্ব-পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন-তত্ত্ব। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পন্থাবলম্বনে লভ্য ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রভৃতি আত্মার প্রকৃত প্রাপ্য বস্তু নহে। শুদ্ধভক্ত মহৎকৃপা ব্যতীত কখনও শুদ্ধভক্তি লভ্য হয় না। শুদ্ধাভক্তি হইতেই প্রেমোদয় সম্ভব হয়। যোষিৎ সঙ্গ ও যোষিতের সঙ্গীর সঙ্গ, কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি মিছাভক্তিরত কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, ইহাই বৈষ্ণব সদাচার, বর্ণাশ্রমাদি ঔপাধিকধর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতিই জীবের পরমধর্ম্ম। আত্মনিবেদন, দৈন্য, গোপ্তৃত্বে বরণ, কৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস পালন, ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্য্য স্বীকার ও ভক্তিপ্রতিকূলভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক বর্জ্জন,—শরণাগতির এই ছয়টি লক্ষণ। ভক্তির সাধন, ভাব ও প্রেম এই তিন অবস্থা। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধনভক্তি দুই প্রকার। বৈধী ভক্তির ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ প্রধান—'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ॥ এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥" জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগাদি কখনই ভক্তির অঙ্গ নহে; অহিংসা, যম, নিয়মাদির জন্য ভক্তিমার্গাব-লম্বীর কোন পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না, উহারা ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই লভ্য হইয়া থাকে। রাগা-নুগা ভক্তি ব্রজবাসীর স্বাভাবিকী রাগাত্মিকা ভক্তিরই অনুগামিনী, কৃষ্ণে পরমাবেশময়ী স্বাভাবিকী রতিই রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তি। স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র দ্বাদশ রসের মূর্ত্তবিগ্রহ অখিলরসা-মৃতমূর্ত্তি, কৃষ্ণই রাধাপ্রাণবন্ধু, তিনিই গৌরভক্তগণের একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সযূথ ব্রজবধূশিরোমণি বৃষভানু-রাজনন্দিনীর কৃষ্ণারাধনাই তাঁহাদের অনুসরণীয়া আরাধনা, সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের অমল প্রমাণ গ্রন্থ, পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন-তত্ত্ব। প্রেমভক্তি লাভের ক্রমপন্থা এইরূপ—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন'—সর্ব্বানন্দ ধাম॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম-সমীপে 'আত্মা-রামাশ্চ' শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীসনাতন-সমীপে ৬১ প্রকার অর্থ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উহা মধ্য ২৪শ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিসমীপে মহাপ্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থে

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সূত্র বর্ণনপূর্ব্বক উহার মূল-ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন। মহাপ্রভু তৎকৃপাপ্রাপ্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে ব্রহ্মসম্প্রদায়সিদ্ধ বেদান্তসম্মত অপূর্ব্ব ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতই যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং ভাগবত চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমস্ত ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্বাবতারী শ্রীভগবান্ কৃষ্ণতত্ত্ব, তদীয় অবতার, ধাম, নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব উপদেশ করতঃ তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ দিয়া নিজে শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং পরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুকেও মহাপ্রভু বৃন্দাবনে স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা অপূর্ব্ব বৈরাগ্য সহ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন এবং শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রচারাদি দ্বারা মহাপ্রভুর সুখ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। বারাণসীতে অবস্থান কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে নামোপদেশ করতঃ স্মার্ত্তকবল হইতে উদ্ধার করেন। পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রায় যখন গৌড়ের অধিকারী ছিলেন, সেই সময়ে হুসেন খাঁ সৈয়দ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্ম-চারী ছিলেন। তৎকালে একটি দীর্ঘিকা খনন ব্যাপারে হুসেন খাঁ 'মুন্সীফ' রূপে নিযুক্ত হন। সেই কার্য্যে তাঁহার কোন বিশেষ ছিদ্র বা দোষ পাইয়া সুবুদ্ধি রায় তাঁহার পৃষ্ঠে চাবুক মারেন। উহাতে তাঁহার পৃষ্ঠে একটি দাগ বসিয়া যায়। দৈবক্রমে হুসেন খাঁ যখন গৌড়ের রাজা হন, সুবুদ্ধি রায় সেই সময়ে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। একদিন হুসেন খাঁর বেগম তাঁহার পৃষ্ঠে এক দাগ দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিলেন, ইহা সুবুদ্ধি রায়ের চাবুক প্রহারের দাগ, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধে স্বামীকে, সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণে মারিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হুসেন খাঁ তাঁহার একসময়ে পোষ্টা পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দিতে স্বীকৃত না হইলে বেগম সাহেবা তাঁহার জাতি লইবার জন্য অনুরোধ জানান। অগত্যা হুসেন খাঁ 'করোঁয়ার পানি' সুবুদ্ধি রায়ের মুখে দেওয়াইয়া তাঁহার জাতি লইলেন। তখনকার সমাজে জাতিদোষঘটন সমাজে একটা বিরাট্ ব্যাপার ছিল। রায় সমাজচ্যুত হইয়া বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিধান লইতে লইতে ক্রমে কাশীতে গেলেন। সেখানকার স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণও তপ্তঘৃত ভক্ষণ বা ঐপ্রকার বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তাবলম্বনে প্রাণত্যাগেরই ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতি জানিয়া রায় তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন—"(প্রভু কহে—) ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে। আর 'নাম' হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে। আর কৃষ্ণনাম হৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি। মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥" (চৈঃ চঃ ম ২৫।১৯১-১৯৩) মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া রায় বৃন্দাবনে আসিলেন। ইনিই পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন ভ্রমণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃন্দা-বনে আসিলে সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে পূর্ব্বাশ্রমোচিত 'ব্যবহার-স্নেহ' অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধীয় স্নেহ প্রীতিপ্রদর্শন করিতে থাকিলে মহাবিরক্ত সনাতন তাহাতে অপ্রীতি বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া একাকী এক এক বনে এক এক অহোরাত্র কাটাইয়া অপূর্ব্ব ভাবাবেশে কৃষ্ণা-ন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচরিতামৃতের ২০শ হইতে ২৫শ পরিচ্ছেদে যে সংক্ষেপে শ্রীসনাতনশিক্ষা বর্ণন করিয়া-ছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গেলেই ঐ এক বিরাট্ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে উহার কিছু দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র। উক্ত সুবুদ্ধি রায়ের আখ্যায়িকাটি এসকল প্রসঙ্গ-ক্রমে উদ্ধার করা হইল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

(সংক্ষিপ্ত-চরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খৃঃ, ৮৯৩ বঙ্গাব্দ) ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে সন্ধ্যায় দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ সংযোজিত হইলে হরিসংকীর্ত্তন মুখরিত শুভমুহূর্ত্তে শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রালয়ে শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথমিশ্রকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হন। [শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান শ্রীহট্ট টাউন হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে ঢাকা দক্ষিণ। শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্রের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পঞ্চম পুত্র। শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের শ্রীহট্টে বড়গঙ্গা নামক স্থানেও শ্রীপাট ছিল বলিয়া জানা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর (শ্রীশচীদেবীর পিতৃদেব) পূর্ব্বনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলান্তর্গত মগ্‌ডোবা গ্রামে (মতান্তরে শ্রীহট্টে)। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে বিল্বপুষ্করিণীতে (বেলপুকুরিয়ায়) আসিয়া বাস করেন।] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভৌমলীলায় ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলাকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—আদিলীলা ও শেষলীলা। আদিলীলার মধ্যে গার্হস্থ্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি গার্হস্থ্যলীলাকে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন। বাল্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রন্দনছলে হরিনামকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। নারীগণ গৌরহরি বলিয়া সম্বোধন করতঃ হাস্য করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'গৌরহরি' হয়। বিদ্যারম্ভ হাতেখড়ি পর্য্যন্ত বাল্যলীলাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎপর অধ্যয়নলীলা আরম্ভ, লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পৌগণ্ডলীলা। নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনলীলা, নামকীর্ত্তনের দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গ উদ্ধার, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অপ্রাকট্য, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ এবং কেশব-কাশ্মীরী দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় পর্য্যন্ত কৈশোরলীলা। [শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর, বিক্রমপুর, রামপুর (তপন মিশ্রের স্থান), বদরপুর, এগারসিন্দুর, বৈতালগ্রাম, ভিটাদিয়া, বড়গঙ্গা প্রভৃতি স্থানসমূহে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন।] গয়ায় গমন, ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও প্রেম-প্রকাশলীলা, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সহিত মিলন, শ্রীবাসগৃহে নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ, বিষ্ণু অবতারবেশে ভক্তগণকে কৃপা, কাজীর দমন, কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত যৌবনলীলা। ২৪ বৎসর শেষ মাঘ মাসে কণ্টকনগরে (কাটোয়া) শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শেষলীলার চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর প্রেমপ্রচার-লীলা, কাশীবাসীকে বৈষ্ণবকরণ ও নীলাচলে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মধ্যলীলা। নীলাচলধামে শেষ অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অন্ত্যলীলা। আঠার বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে প্রেমভক্তি প্রদান ও নৃত্য-গীতলীলা। শেষ দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর রাধাভাবে বিভাবিত থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবলমাত্র অন্তরঙ্গতম ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীকাশীমিশ্রভবনে (গম্ভীরা) গূঢ় প্রেমরস আস্বাদনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২।৭৭)

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন তদ্রূপ ব্যাসাভিন্ন বিগ্রহদ্বয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি চমৎকারময়ী অলৌকিক প্রেমময়ী লীলাসমূহ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সকল লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সূত্ররূপে লিখিয়াছেন এবং যে সকল লীলা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সংক্ষেপে সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"চৈতন্যলীলার ব্যাস, দাস বৃন্দাবন। মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে। সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখানে ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৩।৪৮-৪৯

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনে অত্যাবেশ হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ লীলার সম্যক্ ধারণা গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উভয় গ্রন্থই অধ্যয়ন করিতে হইবে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা যেভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে গার্হস্থ্যলীলাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—আদিখণ্ড ও মধ্যখণ্ড। আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইতে গয়াযাত্রা ও ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট দীক্ষালীলা গ্রহণ পর্য্যন্ত এবং মধ্যখণ্ডে গয়া হইতে ফিরিয়া প্রেমপ্রকাশ-লীলা, সূত্র-বৃত্তির কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তনারম্ভ, সাতপ্রহরিয়া ভাব, জগাই মাধাই উদ্ধার, কাজী উদ্ধার প্রভৃতি লীলা বর্ণনান্তে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীনামপ্রেম প্রচারলীলা হইতে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নীলাচল আগমন পর্য্যন্ত লীলা-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

আদিলীলা

জন্মলীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তিহীনতাবশতঃ কলির প্রথম সন্ধ্যাতেই ভাবিকালোচিত ভীষণ অনাচার সমূহের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইল। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে রাত্রি জাগরণ, বিষহরি পূজা, বাশুলীদেবী পূজা, মদ্যমাংস দিয়া যক্ষপূজা, বহুধনের দ্বারা পুত্রকন্যার বিবাহ এমন কি পুতুলপূজা—এইসব কার্য্যের দ্বারাই গৃহমেধীগণের সময় ব্যর্থ অতিবাহিত হইত। যাহারা তথাকথিত ত্যাগী সন্ন্যাসী-নামধারী ব্যক্তি সমাজে ছিল তাহারাও কৃষ্ণভক্তিরহিত এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণে অনিচ্ছুক ছিল। গীতা-ভাগবত ব্যাখ্যাতা-গণও ভক্তির কথা বলিতেন না। বিষ্ণুমায়ামোহিত সংসারের এইপ্রকার দুর্গতি দেখিয়া জগদ্‌বাসী উদ্ধারের জন্য মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু গোলোকপতি শ্রীহরির আবির্ভাবের জন্য তুলসী গঙ্গাজলের দ্বারা কৃষ্ণপূজামুখে সঘন হুঙ্কারের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। গৌরাবতারের পূর্ব্বে শচীদেবীর গর্ভে আটটি কন্যার পর পর জন্ম ও মৃত্যু হয়। জগন্নাথ মিশ্র দুঃখী হইয়া পুত্রের জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করেন। পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার মহাগুণবান্ শ্রীবিশ্বরূপের প্রথম আবির্ভাব হয়। বলদেব অংশ শ্রীবিশ্বরূপকে পুত্ররূপে পাইয়া জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর আনন্দ হয়। তাঁহারা উভয়েই শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম বিশেষভাবে সেবা করিতে থাকেন। ১৪০৬ শকের মাঘমাসের শেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথ-শচীর দেহে প্রবিষ্ট হন। জগন্নাথ-শচীর অলৌকিক তেজ দর্শন করিয়া সমস্ত লোক স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হন এবং বহু সম্মান প্রদর্শনকরতঃ ধন, বস্ত্র, দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী দিব্যনেত্রে দর্শন করেন—দিবমূর্ত্তিসমূহ স্তুতি করিতেছেন। কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে এইরূপ প্রত্যয় তাঁহাদের হৃদয়ে জন্মিল। তাঁহারা হর্ষান্বিত হইয়া শালগ্রাম পূজা করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশমাস অতিক্রান্ত হইলে ও পুত্র ভূমিষ্ট না হওয়ায় জগন্নাথমিশ্র চিন্তিত হইলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া বলিলেন, চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুনীপূর্ণিমাতিথিতে সন্ধ্যাকালে শুভক্ষণ পাইয়া পুত্র ভূমিষ্ট

হইবেন। তৎকালে চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিলে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে লক্ষকোটিমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ত্রিভুবন পরিপূরিত হইল। জগদ্‌বাসীর মন অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, এমনকি যবনগণও হরিনাম উচ্চারণ করিয়া হিন্দুগণকে উপহাস করিতে লাগিল। নারীগণ হুলুধ্বনি-হরিনাম কীর্ত্তনে, স্বর্গে দেবতাগণ নৃত্যগীতে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। সমস্তদিক্ প্রসন্ন, স্থাবর-জঙ্গম আনন্দে বিহ্বল, এইরূপ সুমঙ্গলময় অনির্ব্বচনীয় পরিবেশে শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব হইল।

"অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥" —চৈঃ চঃ আ ১৩।৯১

স্বর্গের দেবীগণ গৌরদর্শনের জন্য ব্রাহ্মণীবেশে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন। দেবতাগণ অন্তরীক্ষে আনন্দে নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্র যথাবিহিত শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করতঃ বিপ্রগণ, নর্ত্তক, গায়ক সকলকেই যথাযোগ্যরূপে ধনাদিপ্রদানের দ্বারা পূজা করিলেন।

"পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হইল।
পাইয়া অমৃত ধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত পানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥" —চৈঃ চঃ আ ১৩।২৩

ক্রমশঃ শিশুর উত্থান, চিত হইয়া শয়ন ইত্যাদি লীলা দর্শন করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শচীদেবী ও অন্যান্য নারীগণের আনন্দ হয়। শিশুর পদতলে শঙ্খ-চক্র-ধ্বজ-বজ্র-মীন চিহ্ন দর্শন করিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। বালকের আবির্ভাবে সর্ব্বদেশ প্রফুল্লিত, সমস্ত দুঃখ বিদূরিত, হরিনাম সংকীর্ত্তন প্লাবিত হইয়া হরিকীর্ত্তন দুর্ভিক্ষদূরীভূত হওয়ায় বিদ্বদ্‌গণ শ্রীগৌরহরির নাম 'বিশ্বম্ভর' রাখিলেন। বাৎসল্য রসাপ্লুতা পতিব্রতাগণ বালকের চিরায়ু কামনা করিয়া যমের মুখ হইতে উদ্ধারের জন্য 'নিমাই' নাম রাখিলেন। উদ্দেশ্য নিম্বতিক্ত হওয়ায় যম ভয়ে আসিবেন না। নিম্ববৃক্ষের তলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া 'নিমাই' নাম রাখার অন্যতম কারণ।

"দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥" —চৈঃ চঃ আ ১৩।১১৭

অতঃপর নিমাইর জানুচংক্রমণ লীলা দর্শন করিয়া ভক্তগণ চমৎকৃত হন।

বাল্যলীলা

নিমাইর ক্রন্দনচ্ছলে হরিনামকীর্ত্তন শিক্ষা—যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু শিশু অবস্থা হইতেই ক্রন্দনচ্ছলে সকলকে হরিনাম করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। নিমাই এমনই একলীলার ভঙ্গী করিয়াছিলেন যে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ছাড়া নিমাইর ক্রন্দন কেহই থামাইতে পারিতেন না। যতক্ষণ সকলে হরিনাম না করিতেন ততক্ষণ নিমাই কান্দিতে থাকিতেন। এইজন্য সকলে বুঝিলেন,—নিমাই কান্দিলেই হরিনাম করিতে হইবে। সকলে হরিনাম করিলে শিশু নিমাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। এইভাবে হরিনাম করাইয়া শচীর ভবনকে হরিসংকীর্ত্তনময় করিয়া তুলিলেন। এই লীলার দ্বারা গৌরহরি আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন হরিনাম করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিবার এত সহজ পন্থা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ সেই হরিনামে রুচি নাই।

"ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম। নারী সব হরি বলে—হাসে গৌরধাম॥—চৈঃ চঃ আ ১৪।২২
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন। কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥ —চৈঃ ভাঃ আ ৪।৮-৯
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন। এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন ॥
যত যত প্রবোধ করে নারীগণ। প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন ॥
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে। তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে ॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মেলি। সদায় বলেন হরি দিয়া করতালি ॥
আনন্দে করয়ে সবে হরিসংকীর্ত্তন। হরিনামে পূর্ণ হইল শচীর ভবন ॥"—চৈঃ ভাঃ আ ৪।২৪-২৮

নিমাই যখন চারিমাসের বালক, জানুচংক্রমন, পদচংক্রমন-লীলা যখন আরম্ভ হয় নাই, সেই সময় জনক-জননীর অনুপস্থিতকালে গৃহের যাবতীয় সামগ্রী মাটীতে বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিতেন, জননী আসিতেছেন বুঝিবামাত্র আবার বিছানায় শুইয়া কান্দিতে থাকিতেন। শচীমাতা বালককে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া হরিনাম করতঃ ক্রন্দন নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেন। সেই সময় গৃহের দ্রব্যগুলি এলোমেলো দেখিয়া জনক-জননী উভয়েই বিস্মিত হইতেন এবং চারিমাসের শিশুর পক্ষে এইরূপ কার্য্য সম্ভব নয় চিন্তা করিয়া কোন দানবের দ্বারা এইরূপ কার্য্য হইয়াছে মনে করিতেন। জগন্নাথ মিশ্র শচী-মাতার শুদ্ধবাৎসল্য প্রেম থাকায় নিমাইর ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও দেখিতেন না।

নিমাইর মৃত্তিকাভক্ষণলীলা দ্বারা শিক্ষা প্রদান—নিমাই এখন বড় হইয়াছেন, হাটিতে শিখিয়াছেন। শিশুগণের সহিত মিলিত হইয়া খেলারসে মাতিয়া উঠিয়াছেন। একদিন শচীমাতা নিমাইকে পাত্রে ভর্ত্তি করিয়া খাইবার জন্য খই সন্দেশ আনিয়া দিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইলে নিমাই লুকাইয়া মাটি খাইতে লাগিলেন। শচীমাতা উহা দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন এবং শিশুর মুখ হইতে মাটি কাড়িয়া লইলেন। তখন শিশু কান্দিয়া ব্যাকুল হইল এবং মাকে বলিতে লাগিলেন—'খই, সন্দেশ, অন্ন সবইত মাটির বিকার, মাটি হইতে খই, সন্দেশের তফাৎ কি? দেহটাও মাটি, দেহের খাদ্যও মাটি, এতে আমি কি দোষ করিলাম'? শচীমাতা এইরূপ জ্ঞানের কথা শিশুর নিকট শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—'কে তোকে মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিল। মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহের পুষ্টি হয়, কিন্তু শুধু মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ নষ্ট হয়। দেখ, মাটির বিকার ঘটের মধ্যে জল রাখা যায়, কিন্তু মাটির পিণ্ড জল শোষণ করিয়া লয়।' তখন নিমাই ঈষৎ হাস্য করিয়া মাকে বলিল, 'এখন আমার শিক্ষা হইল, আমি আর মাটি খাইব না, ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন পান করিব।'

"ভোজ্য বিষয় গ্রহণই অচিৎ-জাতীয় চেষ্টা, তাহাতে হরিসেবা নাই। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ প্রতিকূল বিষয়ের সহিত কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়কেও ভ্রমক্রমে সমজাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐপ্রকার ধারণা যে প্রাকৃত সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ, তাহা, অর্থাৎ তাদৃশ মৃত্—নির্ব্বিশেষ-চিন্তার অকর্ম্মণ্যতা, মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিলেন।"

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

নিমাইর শেষ-শয্যায় শয়নলীলা—এই প্রসঙ্গটি, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তাপ্রকাশক লীলাসমূহ' শীর্ষক শিরোনামায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাইর তৈর্থিক বিপ্রের নিকট অন্নভোজন ও উদ্ধারলীলা—এই প্রসঙ্গটি, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তাপ্রকাশক লীলাসমূহ' শীর্ষক শিরোনামায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

শিশু নিমাইর চোরদ্বয় মোহন—"মহাপ্রভু অতি শিশুকালে স্বর্ণালংকারে ভূষিত হইয়া দ্বারের বহির্দ্দেশে খেলা করিতেছিলেন। দুইটী চোর তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে লইয়া চলিল। চোরেরা মনে

করিল যে, 'বনের ভিতর লইয়া বালকটিকে বিনষ্ট করতঃ ইঁহার অলঙ্কার সকল লইব।' মহাপ্রভু স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া পুনরায় নিজ গৃহের দ্বারে তাহাদের স্কন্ধে চড়িয়া আসিলেন। যেসকল আত্মীয়বর্গ তাঁহার অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে চোরেরা শিশুকে রাখিয়া পলাইয়া গেল। শিশুটি বহুযত্নে শচীর অঙ্গনে নীত হইলেন।" —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে (১০৮-১৪২) এই প্রসঙ্গটি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"পরমার্থে দুই চোর—মহা-ভাগ্যবান। নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উথান॥"—চৈঃ ভাঃ আ ৪।১৩২

হিরণ্য-জগদীশের গৃহে বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনলীলা—"জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীতে একাদশী দিবসে বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। মহাপ্রভু সেই নৈবেদ্য খাইবার আশায় তাঁহার জনককে হিরণ্য-জগদীশের বাটীতে পাঠান। হিরণ্য-জগদীশ বালকের প্রার্থনা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে, 'অদ্য একাদশী এবং আমাদিগের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে, একথা সেরূপ শিশু কিরূপে জানিলেন? অবশ্যই তাঁহাতে কোন বৈষ্ণবী শক্তি আছে'। তাঁহারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য বালকের খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, 'শরীরের পীড়া হইয়াছে, বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইলে সে পীড়া আরোগ্য হইবে',—এই ছল করিয়া মহাপ্রভু নৈবেদ্য আনাইয়াছিলেন। আনীত নৈবেদ্য বালকদিগকে খাওয়াইলেন আপনিও কিছু খাইলেন; তাহাতে তাঁহার ব্যাধি ভাল হইল। জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশের বাড়ী একটু দুরে, প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব; শিশুর পক্ষে অতদূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব।" —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিমাই ক্রন্দনচ্ছলে হিরণ্য-জগদীশ পণ্ডিতের বিষ্ণু-নৈবেদ্য জোরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিরণ্য-জগদীশ পণ্ডিত মহাপ্রভুর কত প্রিয় ছিলেন তাহা এই লীলায় সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে। বিষ্ণু-নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে॥"—চৈঃ চঃ আ ১০।৭০-৭১

"শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ পাবন। কৃষ্ণ প্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন॥" —চৈঃ চঃ আ ১১।৩০

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (১৬-৪০) এই লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নদীয়া জেলার চাকদহ রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া গ্রামে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু অধস্তনগণ শ্রীপাটের সেবা পরিচালনে অসমর্থ হইলে এবং মন্দিরটী অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িলে বিগত ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যশড়া শ্রীপাটের (প্রায় পাঁচশত বৎসরের পুরাতন) প্রাচীন সেবাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীহস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিলে তাঁহার প্রচেষ্টায় শ্রীপাটের জীর্ণোদ্ধার সম্পাদিত হয়। তদবধি শ্রীজদগীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

নিমাইর বিদ্যারম্ভলীলা—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৌরগোপালের হাতে খড়ি, কর্ম্মবেদ ও চূড়াকরণ সংস্কার সমাপণ করিলেন। নিমাই দৃষ্টিমাত্রেই সমস্ত অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ২।৩ দিন মধ্যেই ফলা, বানান সব শিখিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ নিমাইর বালকগণের সহিত পরিহাস, কলহ, গঙ্গাস্নানকালে জল-ক্রীড়া, জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নিকট প্রত্যহ বালক-বালিকাগণের নিমাইর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার চাঞ্চল্যলীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে।

পৌগণ্ডলীলা

নিমাইর বর্জ্জ্যহাঁড়িতে বসিয়া তত্ত্বোপদেশ—নিমাইর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শচী-দেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিরহ সন্তপ্ত হইলেন। নিমাইও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জগতের নশ্বরতা উপলব্ধি

করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহাতে নিমাই একদিন ক্রোধলীলা প্রকট করিয়া বর্জ্জ্যহাঁড়িতে উপবেশন করিলেন। বর্জ্জ্যহাঁড়িতে উপবেশন করতঃ নিমাই দত্তাত্রেয়ভাবে যে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন তাহা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রকাশক লীলাসমূহ' শীর্ষক শিরোনামায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাইর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়নলীলা—উপনয়ন সংস্কার গ্রহণলীলা এবং জীবের কল্যাণের জন্য বামনবেশে ভিক্ষা গ্রহণলীলান্তে নিমাই নবদ্বীপে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত ছাত্রগণের মধ্যে নিমাইকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি গঙ্গাদাসের ছাত্রগণ নিমাই অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। নিমাই তাহাদিগকেও নানাপ্রকার ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তপ্ত করিতেন। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অন্যান্য পড়ুয়াগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতেন—একবার নিজেই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন আবার তাহা খণ্ডন করিয়া পুনরায় অতি সুন্দরভাবে সেই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিতেন। পড়ুয়াগণ নিমাইর অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। নিমাইর এই বিদ্যারস লীলা দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতিও শিষ্যের সহিত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীএকাদশীব্রতে অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ তাহা শচীদেবীর নিকট নিমাইর বাক্য হইতে জানা যায়।

"একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম। প্রভু কহে, মাতা মোরে দেহ একদান॥
মাতা বলে তাই দিব যা তুমি মাগিবে। প্রভু কহে, একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে, না খাইব ভালই কহিলা। সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"—চৈঃ চঃ আ ১৫।৮-১০

নিমাইর প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, যথাবিহিতভাবে বিষ্ণুপূজা, তুলসীতে জলদান, ভগবৎ প্রসাদ সেবা, গৃহেতে নির্জ্জনে অধ্যয়ন এবং সূত্রের টিপ্পনী প্রণয়ন ইত্যাদি সব দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পরমানন্দিত হইলেন। একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নযোগে নিমাইর অত্যদ্ভুত সন্ন্যাসী-বেশ ধারণলীলা এবং বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করতঃ ভক্তগণের উপর কৃপাবর্ষণলীলা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বুঝিলেন নিমাই নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিবেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তজ্জন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলে শচীদেবী পতিকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিমাইর সন্ন্যাসগ্রহণলীলার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া পূর্ব্বেই অপ্রকট হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র অন্তর্দ্ধান করিলে শ্রীরামচন্দ্র যেপ্রকার শ্রীদশরথ বিরহে ক্রন্দন করিয়াছিলেন নিমাইও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বিরহে বিস্তর ক্রন্দন করিলেন।

মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ বিজয়ে যে-হেন রঘুবর॥　—চৈঃ ভাঃ আ ৮।১১০

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ইহা পূর্ব্বে পিতামাতাকে ইশারাতে জানাইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপের বিবাহের উদ্যোগ করিলে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহাতে শচী-জগন্নাথ বিরহ-সন্তপ্ত হইলে নিমাই তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে, ইহাতে পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার হইবে। আমি গৃহে থাকিয়া তোমাদিগকে সেবা করিব।" নিমাই পিতামাতাকে আরও বলিলেন, বিশ্বরূপ তাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য স্বপ্নে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাকে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতামাতা অনাথ, তিনি গৃহস্থ থাকিয়া তাহাদের সেবা করিবেন।

শ্রীযশোদাদেবী যেরূপ গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত চাপল্য সহ্য করিয়াছেন তদ্রূপ শচীদেবীও নিমাইর সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য ক্রোধের দ্বারা দ্রব্যাদি অপচয় প্রভৃতি সবই সহ্য করিতেন। গৃহে দ্রব্যাদির অভাব হইলে নিমাই জননীদেবীকে যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোথা হইতে সুবর্ণ আনিয়া দিতেন, তাহা দেখিয়া শচীদেবী বিস্মিতা হইতেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাইর বিবাহলীলা ঃ—শ্রীশচীমাতা নিমাইর বিবাহযোগ্য বয়স দেখিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে দৈবক্রমে নবদ্বীপবাসী সদ্‌ব্রাহ্মণ শ্রীবল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাইর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া ঘটক বিপ্র শ্রীবনমালী শচীদেবীর নিকট আসিলেন। শচীদেবী প্রথমে উক্ত প্রস্তাবে মনোযোগ না দিলেও নিমাইর ইচ্ছা জানিয়া পরে সম্মতিপ্রদান করিলেন। শ্রীগৌর-নারায়ণের শক্তি শ্রীলক্ষ্মীদেবী। নরলীলার অনুকরণে নিমাই ভঙ্গী করিয়া জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য উহা প্রদর্শন করিলেন। মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্নান উপলক্ষে শ্রীগঙ্গাঘাটে আসিয়া শ্রীগৌর-নারায়ণের দর্শনলাভ করামাত্র নিত্যসিদ্ধভাবের প্রাকট্যহেতু তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করতঃ তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য উক্ত বিবাহপ্রস্তাব শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন কিন্তু তিনি দারিদ্রনিবন্ধন জামাতাকে পঞ্চ হরিতকী ভিন্ন আর কোন যৌতুক দিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইলেন। বিবাহের শুভদিন স্থির হইলে বল্লভাচার্য্য পূর্ব্বদিন আসিয়া জামাতা নিমাইর অধিবাস করাইলেন। বৈদিক ও লৌকিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আদি যথাবিহিত সম্পাদিত হইল। পরদিবস নিমাই শুভ গোধূলিলগ্নে সগোষ্ঠী বল্লভাচার্য্যের গৃহে শুভবিজয় করিলে মহাধুমধামের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। শচীমাতা পুত্র-বধূকে গৃহে বরণ করিয়া আনিলেন। লক্ষ্মীদেবী গৃহে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক জ্যোতি, সৌরভ, নানাবিধ সম্পদ ও বৈভবের আবির্ভাব হইল। পরব্যোমপতি শ্রীগৌরনারায়ণ ও তদীয় স্বরূপশক্তি 'শ্রী'-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অবস্থানহেতু শচীগৃহ সাক্ষাৎ অভিন্ন বৈকুণ্ঠরূপে প্রকটিত হইল।

"ব্যবহারিক জগতে বরকন্যার সম্মিলন-নামক বিবাহকথা শ্রবণে বিশেষ উল্লাস দৃষ্ট হয়। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বদ্ধজীবগণ সংসার-বন্ধনে ক্লেশ পাইতে যত্ন করে। কিন্তু মায়াধীশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্বাহাভিমানের কথা সেরূপ নহে। সংসারের নিরর্থকতা প্রদর্শনের জন্যই প্রভুর এই লীলা। জড় সম্ভোগবাদী জীব প্রাকৃত বরকন্যার মিলনকে যেরূপ স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে, শ্রীভগবানের বিবাহোৎসবরূপ চিল্লীলা-বিলাসকেও তাদৃশ আপাতমধুর অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ্য-কর্ম্মের সহিত সম বা সদৃশমান করিলে সে নিশ্চয়ই ঘোর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়; কিন্তু সকল-সম্ভোগের এক-মাত্র বিষয় শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার আশ্রয় যাবতীয় সেবক-সেবিকা ও সেবোপকরণ-নিচয়রূপ বিচিত্র অধিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। যেস্থানে ভগবৎসুখাপ্তি বর্ত্তমান, তথায় জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই * * ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু মায়াধীশ অপ্রাকৃত বস্তু; সুতরাং তাঁহাকে প্রাকৃত বা জীব-বুদ্ধি মহাপরাধের কারণ। ভগবদ্‌বিষ্ণু-বস্তুতে অপ্রাকৃত সেবাবুদ্ধি উদিত হইলেই সেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত ভক্ত সংসার বন্ধনে আর আবদ্ধ হন না অর্থাৎ ভগবদ্ সুখতাৎপর্য্যময় হইলেই জীব ভগবদিতর সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে আর কখনও জড়ভোগী হন না।" —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

"যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্যকথা। তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥
প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান। শচীগৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১০।১২০-১২১

কৈশোরলীলা

নিমাইর অধ্যাপনালীলা ঃ—শ্রীনিমাই পণ্ডিত সহস্র ছাত্রগণের সহিত নবদ্বীপে অধ্যাপনালীলায় প্রমত্ত হইলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। নিমাইর বিদ্যাবিলাসলীলাকালে চট্টগ্রামনিবাসী অনেক বৈষ্ণব গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতসভায় চট্টগ্রামনিবাসী সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীমুকুন্দ দত্তের হরিকীর্ত্তন

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ উল্লসিত হইলেন। নিমাই-অন্তরে মুকুন্দের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলেও তাহাকে দেখিবামাত্র ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রেমকলহ হইত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিলেও তাঁহাদিগকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে ভক্তগণ নিমাইকে দেখিলেই পলায়ন করিত। ভক্তগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নিমাই বলিলেন, 'আমি কৃষ্ণভক্তির কথা বলিতেছি না বলিয়া ভক্তগণ আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে কিন্তু আর বেশীদিন পলায়ন করিতে পারিবে না। আমি জগতে এমন শুদ্ধভক্তি ও বৈষ্ণবতা প্রকট করিব যে অজ-ভবাদি পর্য্যন্ত আমার নিকট আসিয়া নিপতিত হইবেন।' শ্রীবাসাদি ভক্তগণও মনে মনে চিন্তা করিতেন নিমাই যদি ভক্ত হইত কত ভাল হইত। কৃষ্ণ-ভক্তিহীন জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিতে পারিত। বিদ্যাবিলাস-লীলায় নিমাই পণ্ডিতগণকে সর্ব্বশাস্ত্রে পরাজয় করিলেও তাঁহার বিনয় ভঙ্গী কৌশলে পণ্ডিতগণের মানসিক সন্তাপ হইত না, বরং হৃদয়ে সন্তোষ হইত।

ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার ঃ—যে সময় শ্রীনিমাই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনালীলায় মগ্ন ছিলেন সেই সময় শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীঅদ্বৈত মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের অপূর্ব্ব প্রেম দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। একদিন নিমাই অধ্যাপনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। নিমাইর পরিচয় জানিয়া ঈশ্বরপুরীপাদ তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। নিমাই তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। নিমাইর বিশেষ প্রার্থনায় ঈশ্বরপুরীপাদ নিমাইর গৃহে আসিলেন। শ্রীশচীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া ঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইলেন। ঈশ্বরপুরীপাদ নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। নিমাই প্রত্যহ তথায় যাইয়া ঈশ্বরপুরীপাদকে দর্শন করিতেন। একদিন শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ নিমাই পণ্ডিতকে স্ব-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থের দোষ সংশোধনের জন্য বলিলে নিমাই বলিলেন, ভক্তের বাক্যে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে তাহারই মহাদোষ হইয়া থাকে ; এমন কোন দুঃসাহসী ব্যক্তি নাই যে মহাভাগবত ঈশ্বরপুরীপাদের হরিকথা বর্ণনের মধ্যে দোষ ধরিতে সমর্থ।

নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাবিলাস-লীলাকালে তন্তুবায়, গোপগণ, তাম্বুলী এবং সর্ব্বজ্ঞের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্ত শ্রীধরের সহিত রহস্যালাপের দ্বারা নিমাই শ্রীধরের মহিমাও ব্যক্ত করেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে পরাজয় ঃ—এই প্রসঙ্গটি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তা-প্রকাশক লীলাসমূহ' শীর্ষক শিরোনামায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাইর পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় ও তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার—এই প্রসঙ্গটি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তাপ্রকাশক লীলাসমূহ' শীর্ষক শিরোনামায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্দ্ধান ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ—শ্রীনিমাই পণ্ডিত অর্থাদি সংগ্রহ-ব্যপদেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলে এবং তথায়ও অধ্যাপনালীলায় প্রমত্ত হইলে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব হওয়ায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া (বিরহ সর্পাঘাতলীলা প্রকট করতঃ) প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং মাতাকে সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতঃ প্রবোধ দিলেন।

নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া যখন অধ্যাপনা করিতেন, তখন কোন ছাত্রের কপালে তিলক না দেখিলে 'যে বিপ্রের কপালে তিলক নাই, তাহার কপাল শ্মশান সদৃশ'—এই বলিয়া

ভৎ র্সনা করিতেন। নিমাই পণ্ডিত শ্রীহট্টবাসীগণের সঙ্গে শব্দের উচ্চারণ লইয়া হাস্য-পরিহাসলীলাও প্রকট করিয়াছিলেন।

নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা কন্যার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিতকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁন নামক একজন ধনাঢ্য প্রভুভক্ত ব্যক্তি বিবাহের যাবতীয় ব্যয় ভার বহনের স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন। শুভদিনে অধিবাস উৎসব সম্পন্ন হইলে নিমাই গোধূলিলগ্নে পাল্কীর সাহায্যে রাজপণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন যথাশাস্ত্র পরম সমারোহের সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরহরির বিবাহলীলা সম্পন্ন হইল। শ্রীসনাতন মিশ্র বিষ্ণু-প্রীতি কামনা লইয়া নিজ কন্যাকে সমর্পণ করিলেন এবং জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক দিলেন। বিবাহের পরদিবস অপরাহ্নে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত দোলায় চড়িয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিবারকালে পুষ্পবৃষ্টি গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির দ্বারা সকলে হৃদয়ে আনন্দোল্লাস ব্যক্ত করিলেন। গৃহে আসিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরহরি অধিষ্ঠিত হইলে ভুবন ব্যাপিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের বিবাহলীলা শ্রবণ করিলে জীবের পুরুষ-প্রকৃতিভাব বিদূরিত হয় এবং নারায়ণকেই জগতে একমাত্র ভোক্তা বলিয়া জ্ঞান হয়।

"যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে। পাপ মুক্ত হই যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ। তেঞি তান নাম-দয়াময় দীননাথ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ২১৬-২১৭

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর (যাঁহার মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনামের মহিমা প্রচার করেন)—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন গৃহস্থাশ্রমে অধ্যাপনালীলা করিতেছিলেন, তখন সমস্ত দেশ পরমার্থ শূন্য ছিল, তুচ্ছ ব্যবহার রসে সকলে প্রমত্ত ছিল, কৃষ্ণকীর্ত্তনে আদর ছিল না, বরং কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীকে উপহাস ও নির্য্যাতনের পাত্র হইতে হইত। ঠিক সেই সময় ঠাকুর হরিদাসের নদীয়ায় শুভাগমন হয়। হরিদাস ঠাকুর পূর্ব্বে যশোহর জেলা বর্ত্তমানে খুলনা জেলায় বূঢ়নগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য প্রথমে নদীয়া জেলান্তর্গত ফুলিয়ায় পরে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানের দ্বারা পালিত হওয়ায় যবন হরিদাস নামে খ্যাত হন। মতান্তরে 'অদ্বৈত-বিলাসে' লিখিত হইয়াছে যে হরিদাস ঠাকুর খানাউল্লা কাজীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলীলায় যিনি ব্রহ্মা তিনি গৌরলীলা পুষ্টির জন্য হরিদাস ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে ব্রহ্মহরিদাসও বলে। তাঁহাকে প্রহ্লাদের অবতারও বলা হয়। হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণনাম প্রেমে উন্মত্ত হওয়ায় তাঁহার শুদ্ধ-সাত্ত্বিকবিকারসমূহ দর্শন করিয়া ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইলে মহা পাপী কাজী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া যবন মুলুকপতির নিকট অভিযোগ করিয়া বলেন, হরিদাস যবনকুলে জন্ম লইয়া কেন হিন্দুর দেবতার নাম কীর্ত্তন করিবে। মুলুকপতি উক্ত অভিযোগ শুনিয়া হরিদাস ঠাকুরকে কারাগৃহে আনয়ন করিলে কারাগারবাসী বন্দিগণ হরিদাসের দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল। হরিদাস ঠাকুর তাহাদিগকে কৃষ্ণভজন করিবার জন্য উপদেশ করিলেন। মুসলমান অধিপতি হরিদাসকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হরিদাস বলেন,—সকলেরই ঈশ্বর এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হইয়া প্রয়োজক কর্ত্তারূপে যাহাকে যেরূপকার্য্যে প্রবর্ত্তন করেন প্রযোজ্য কর্ত্তারূপে জীব তাহাই করিয়া থাকে। হরিদাসের বাক্যে সকল যবন সন্তুষ্ট হইলেও পাপিষ্ঠ কাজীর প্ররোচনায় যবনাধিপতি হরিদাসকে স্বধর্ম্মগ্রহণ না করিলে ও হরিনাম ত্যাগ না করিলে কঠোর শাস্তিবিধান করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। তদুত্তরে হরিদাস বলিলেন তাঁহার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত হইলেও তিনি হরিনাম ত্যাগ করিবেন না।

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"—(চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৯৪) কাজীর পরামর্শে যবনাধিপতি হরিদাসকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিতে বলিলেন। কিন্তু হরিদাসকে বাজারে বাজারে বেত্রাঘাত করা সত্ত্বেও হরিদাসের কোন প্রকার দুঃখ না হওয়ায়, সর্ব্বদা নামানন্দে নিমগ্ন থাকায় প্রহারকারী যবনগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কৃপালু হরিদাস ঠাকুর যবনগণের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াও তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর না মরিলে প্রহারকারী যবনগণের প্রাণদণ্ড হইবে এইরূপ জানাইলে ঠাকুর মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ সমাধিস্থ হইয়া থাকিলেন। হরিদাসকে কব্বর দিলে হরিদাসের সদ্‌গতি হইবে বিবেচনা করিয়া কাজী হরিদাসকে গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গাতীর-সমীপে আসিয়া বাহ্যদশা লাভ করিলেন। তিনি ফুলিয়াগ্রামে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। মুলুকপতি এবং যবনগণ হরিদাসের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মহা-পীর জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মুলুকপতি হরিদাস ঠাকুরকে সর্ব্বত্র হরিনাম করিবার জন্য অবাধ অনুমতি প্রদান করিলেন।

হরিদাস গঙ্গাতীরে গুহামধ্যে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই গুহামধ্যে এক ভীষণ মহানাগ অবস্থিত ছিল। লোকসকল তীব্র বিষজ্বালার দরুণ অবস্থান করিতে পারিতেছে না বলিয়া হরিদাসকে জানাইলে তিনি তথা হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন। হরিদাস ঠাকুর স্থান ত্যাগ করিবেন জানিয়া মহানাগ সন্ধ্যার প্রারম্ভেই গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

একদিন একজন ডঙ্ক একটি ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে কালিয়দহে কৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর উক্ত কীর্ত্তন শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। হরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া উপস্থিত সকলে তাঁহার চরণধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিল। ইহা দেখিয়া একজন প্রতিষ্ঠাকামী কপট ব্রাহ্মণ হরিদাস হইতেও অধিক প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণে নানাপ্রকার কৃত্রিমভাবসমূহ দেখাইতে লাগিল। ডঙ্ক সেই ঢঙ্গবিপ্রের কপটতা জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করিলে সে তথা হইতে পলাইয়া যায়। ডঙ্ক হরিদাস ঠাকুরের স্বাভাবিকপ্রেম এবং ঢঙ্গবিপ্রের কপটতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

তৎকালে পাষণ্ডিগণ উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী থাকায়, হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণব্রুব হরিদাস ঠাকুর উচ্চকীর্ত্তনের মহিমাস্থাপন করিলে, ঠাকুরকে জাতিবুদ্ধিবশতঃ অপমান করে এবং নাক কান কাটিয়া এই বিষয়ে সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে প্রস্তাব করে। হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধহেতু সেই ব্রাহ্মণাধমের বসন্তরোগে নাক কান খসিয়া পড়ে। হরিদাস অদ্বৈতাদি শুদ্ধভক্তের সঙ্গলালসায় নবদ্বীপে গমন করিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—যশোহর জেলার গ্রাম বেনাপোলে (বনগাঁও জংসনের পর বেনাপোল রেলষ্টেশন) যখন হরিদাস ঠাকুর ভজন করিতেছিলেন তখন জমিদার রামচন্দ্র খাঁন হরিদাস ঠাকুরকে পতিত করিবার জন্য লক্ষহীরা বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়াছিল, হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় সেই বেশ্যার উদ্ধার, বৈষ্ণব-অপরাধহেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক রামচন্দ্র খাঁনের দণ্ড, বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের গৃহে হরিদাস ঠাকুরের অবস্থান, সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী নিবাসী হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় নামমহিমা বিচার লইয়া হরিদাস ঠাকুর ও আরিন্দাব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্ত্তীর কথোপকথন, হরিদাস ঠাকুরের প্রতি অপরাধহেতু গোপাল চক্রবর্ত্তীর কুষ্ঠরোগ, হরিদাস ঠাকুরের চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যগৃহে অবস্থান, তথায় মায়াদেবীর হরিদাস ঠাকুরকে ছলনা করিতে আসিয়া হরিদাসের কৃপায় কৃষ্ণনাম প্রাপ্তি, কলিকালে যবনসকল কিরূপে উদ্ধার পাইবে এবং উচ্চহরিনাম

সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে পুরীতে সিদ্ধবকুলে মহাপ্রভুর সহিত হরিদাস ঠাকুরের কথোপকথন—এই প্রসঙ্গগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

যৌবনলীলা

গয়াতে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত ঈশ্বর পুরীপাদের মিলন—যেকালে নবদ্বীপে পাষণ্ড স্মার্ত্তবাদ গুরুতর ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, দুষ্টগণ বৈষ্ণবগণের নিন্দায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইকালে শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া শিষ্যগণের সহিত লৌকিক বিচার পালনের জন্য গয়া তীর্থযাত্রার অভিনয় করিয়াছিলেন। পথে আসিবার কালে জ্বরলীলা প্রকাশ করতঃ বিপ্রপাদোদক সেবনে ব্যাধি হইতে মুক্তি শিক্ষা প্রদান করিলেন। জননী শচীদেবীর আজ্ঞা লইয়া মহাপ্রভু মন্দারে মধুসূদন এবং পাটনার নিকটবর্ত্তী পুনপুনাতীর্থ দর্শন করিয়া গয়াধামে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, যথাবিহিত পিতৃদেবার্চ্চন সমাপন করতঃ শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের জন্য 'চক্রবেড়ের' অভ্যন্তরে শীঘ্র আসিয়া উপনীত হইলেন (চক্রবেড়-গয়াতীর্থ, এই স্থানেই বিষ্ণুপাদপদ্ম অবস্থিত)। বিপ্রগণের মুখে গদাধর পাদপদ্মের অত্যদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার দুই নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের সেইখানে সাক্ষাৎকার হয়।

"অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার জন্য গৌরচন্দ্র কিছুদিন বায়ু-ব্যাধিছল করিয়া ছাত্রদিগকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিয়া সকল ব্যাকরণসূত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখাইয়া তাহাদিগকে অধ্যয়ন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'পরলোকগত পিতার গয়ায় শ্রাদ্ধ করিব' এই মানসে মহাপ্রভু অনেকগুলি ছাত্রের সহিত গয়াযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জ্বর হওয়ায় ব্রাহ্মণের পাদোদক পানকরতঃ সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলেন। এই লীলাদ্বারা সংসারি-লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ সম্মানের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গয়ায় পোঁছিয়া শ্রীঈশ্বর পুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই মন্ত্র গ্রহণ হইতে মহাপ্রভুর প্রেম প্রকাশ পাইতে লাগিল।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ঈশ্বর পুরীপাদের ন্যায় মহাভাগবত দর্শনই যে গয়াযাত্রার সফলতা, গয়াতীর্থে পিতৃদেবার্চ্চন হইতেও বৈষ্ণবদর্শন শ্রেষ্ঠ এবং শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা প্রদানের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"প্রভু বলে,—গয়াযাত্রা সফল আমার। যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ। সেহ যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেইজন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটী-পিতৃগণ। সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে। এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥"—চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫০-৫৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পাচিত অন্নাদি সমস্তই স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া শ্রীঈশ্বর পুরীপাদকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। এই লীলাদ্বারাও শ্রীগুরুদেবের সেবা কিভাবে করিতে হয় সেই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিলেন। নিষ্কপটভাবে সদ্‌গুরুচরণে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তির দিব্যজ্ঞান ও প্রেমভক্তি লাভ হয়। ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট দীক্ষালীলা অভিনয়ের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলতা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করতঃ শিষ্যগণসহ শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

'শ্রীবাসের নিকট ঈশ্বররূপ প্রদর্শন,' 'শ্রীমুরারি গুপ্তকে বরাহরূপ ও চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন', 'শ্রীনিত্যানন্দকে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন, 'শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ প্রদর্শন' 'শ্রীবাসভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহা-

প্রকাশ লীলা', সর্ব্বজ্ঞের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পরমেশ্বররূপে দর্শন', এই প্রসঙ্গগুলি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রকাশক লীলাসমূহ' শীর্ষক শিরোনামায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গগুলিছাড়া যৌবনলীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্যান্য যেসকল লীলা হইয়াছিল তাহা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বিবৃত হইল ঃ—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষা গ্রহণ—যেকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মালিনীদেবী পুত্রভাবে নিত্যানন্দের সেবা করিতেছিলেন সেকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নাম লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

'পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে। কবে তোমা দেখিব আরেরে বাপরে ॥"—চৈঃ ভাঃ ম ৭।১৩

(পুণ্ডরীক ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানুরাজ, তজ্জন্য গৌরসুন্দর তাঁহাকে 'বাপ্' বলিয়া সম্বোধন করিলেন)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চট্টগ্রামে আবির্ভূত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অলৌকিক চরিত্র ভক্তগণকে বর্ণন করিয়া শুনাইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইলেও নিজেকে সংগোপিত করিয়া রাখিবার জন্য ভোগী বিষয়ীর ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীগঙ্গাভক্তি অসাধারণ ছিল। দিনের বেলা গঙ্গার অমর্য্যাদা হয় বলিয়া তিনি অধিক রাত্রিতে গঙ্গা দর্শন করিতেন, পাদস্পর্শভয়ে স্নান করিতেন না। চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীমুকুন্দ দত্ত বিদ্যানিধির তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তিনি একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইবার জন্য বিদ্যানিধির নিকট লইয়া আসিলেন। বিদ্যানিধি তখন ভোগীর ন্যায় আতরের গন্ধযুক্ত দিব্য খট্টার উপরে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে আজন্মবিরক্ত গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অশ্রদ্ধা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শ্রীমুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শুদ্ধভক্তের স্বরূপ প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক শ্রীমদ্ভাগবতের—'অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম্ ॥' (ভাঃ ৩।২।২৩) শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহা শ্রবণ মাত্র পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাব প্রকাশিত হইল। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বিদ্যানিধি প্রভুর অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে অপরাধ করার দরুণ অনুতপ্ত হইলেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণান্তর নিজকৃত অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন।

জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলা ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে প্রতিদ্বারে গমন পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণের শিক্ষা প্রচারের জন্য আদেশ করিলেন।

'শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা। দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব। তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥'

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৮-১১

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর প্রচার করিতে করিতে মহাপাপিষ্ঠ মদ্যপ জগাই-মাধাইর দর্শন পাইলেন। জগাই-মাধাই মহাপাপিষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণব-অপরাধ সঞ্চয়ের সুযোগ না ঘটায় তাঁহারা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দা গুরুতর অপরাধ, সকল প্রকার অধঃপতনের হেতু। শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাস দস্যুদ্বয়ের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে বলিলে দস্যুদ্বয় স্বচ্ছন্দে অবস্থানের ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহাদিগকে মারিবার

জন্য তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস পলায়ন লীলা করিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য এবং নিজের বিপদের কথা অভিযোগ করিলে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করেন। জগাই-মাধাই গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর স্নানঘাটে আড্ডা করিলে সকল লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। পতিতপাবন পরম করুণাময় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু একদিন রাত্রিতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য একাকী উহাদের নিকট আসিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে বলিলেন, তাহাতে জগাইয়ের বাধাসত্ত্বেও মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দের মস্তকে মুটকী দ্বারা আঘাত করিলেন।

"উদ্ধারিব দুইজন—হেন আছে মনে। অতএব নিশায় আইলা সেইস্থানে ॥
'অবধূত নাম' শুনি মাধাই কুপিয়া। মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥
ফুটিল মুটকী শিরে,—রক্ত পড়ে ধারে। নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।১৭৭-১৭৯

নিত্যানন্দের আঘাতের সংবাদ পাইবামাত্র মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গসহ তথায় উপস্থিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবর নিত্যানন্দকে দেখিয়া পাপীদ্বয়কে শাস্তি দিবার জন্য সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। জগাই-মাধাই সুদর্শনকে দেখিতে পাইয়া ভীত হইল। পরম দয়ালু নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিকট দুইজনের প্রাণভিক্ষা চাহিলে মহাপ্রভু প্রথমে জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বর প্রদান করিলেন। জগাইর সৌভাগ্য দেখিয়া মাধাইর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। মাধাই মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে মহাপ্রভু তাহাকে নিত্যানন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। মাধাই নিত্যানন্দের পাদপদ্মে শরণাগত হইলে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। নিত্যানন্দ মাধাইর দেহেতে প্রবিষ্ট হইলেন। এইভাবে জগাই-মাধাইর উদ্ধার সাধিত হইল।

"বিশ্বম্ভর বলে,—'যদি ক্ষমিলা সকল। মাধাইরে কোলদেহ', হউক সফল ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল, দৃঢ় আলিঙ্গন। মাধাইর হইল সর্ব্ববন্ধন মোচন ॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মাধাই হইলা ॥
হেনমতে দু'জনেতে পাইল মোচন। দুইজনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ ॥
প্রভু বলে,—'তোরা আর না করিস্ পাপ'। জগাই মাধাই বলে,—'আর নারে বাপ' ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।২২১-২২৫

জগাই-মাধাই আর পাপ করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিলে মহাপ্রভু তাহাদের কোটী কোটী জন্মের পাপভার গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা উপলব্ধি করিয়া জগাই-মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মহাপ্রভুর কৃপায় তাহাদের জিহ্বায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দতত্ত্ব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইল।

ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও মহাপাতকীদ্বয়ের উদ্ধার দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর অপার মহিমা উপলব্ধি করতঃ বিস্মিত হইলেন এবং নিজেদেরও উদ্ধারের আশা হৃদয়ে পোষণ করিলেন। চিত্রগুপ্তমুখে জগাই-মাধাইর অপরিসীম পাপের কথা এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাহাদের উদ্ধার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যমরাজও কৃষ্ণ-প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং চিত্রগুপ্তাদি যমরাজের অনুগত জনগণ তাঁহাকে ধরিয়া বিস্তর ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীদেবীকে প্রেমপ্রদান এবং অদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন—"একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া বলিলেন যে মদীয় জননী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব অপরাধ করিয়াছেন। সেই অপরাধ না ক্ষমাইলে, অদ্বৈতকর্ত্তৃক ক্ষমাপিত না হইলে তিনি প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইবেন না। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে আনয়ন করিলে পর, শ্রীঅদ্বৈত (আইর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে) প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী সেই অবসরে অদ্বৈতের চরণধূলি লইয়া নিরপরাধিনী

হইলেন। তখন 'প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে। এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমারে ।। অদ্বৈতস্থানে অপরাধ নাহি আর।' সেই হইতে শচীদেবী প্রেমভক্তি পাইলেন।

"একদিবস প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈত শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুকে কহিলেন যে, 'পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখান', তাহাতে প্রভু দয়া করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শুক্লাম্বরের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা প্রদর্শন—নবদ্বীপে শুক্লাম্বর নামে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইতেন তাহা কৃষ্ণকে সমর্পণ করতঃ মহাপ্রসাদের দ্বারা দেহরক্ষা করিতেন। তিনি দিবারাত্র কৃষ্ণনামগুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকিতেন বলিয়া দারিদ্রদুঃখ অনুভব করিতেন না। সাধারণ লোক তাহাকে ভিক্ষুক বলিয়া জানিত। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা ব্যতীত গৌরাঙ্গের সেবককে কেহই চিনিতে পারে না। একদিবস মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট আছেন, এমন সময় ভিক্ষারঝুলি কান্ধে করিয়া শুক্লাম্বর তথায় আসিয়া কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরের প্রেমবিহ্বল অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন এবং স্বয়ং তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া খাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভুকে নিকৃষ্ট চাল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া শুক্লাম্বর অপ্রস্তুত হইলেন। শুক্লাম্বরের ভীত অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন তিনি ভক্তের দ্রব্য সর্ব্বদাই পরমাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অভক্তের দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। মহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে প্রেমভক্তিবর প্রদান করিলেন। শুক্লাম্বরের নৈবেদ্য অর্পণের অর্চ্চনমার্গীয় মুদ্রা জানা না থাকিলেও মহাপ্রভু জোর পূর্ব্বক তাহার তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া অর্চ্চন অপেক্ষা অনুরাগময়ী ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোপাল-চাপালের প্রতি ক্রোধ ও পরে কৃপা প্রদর্শনঃ— শ্রীমন্মহাপ্রভু, 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।' —বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে হরিনামের মহিমাকীর্ত্তন করতঃ যে সময় শ্রীবাস অঙ্গনে সম্বৎসরকাল সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময় অনেক বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-গণকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপাত্মক ভাষায় পরিহাস করিতেন। দ্বাররুদ্ধ হইয়া কীর্ত্তন হইত বলিয়া শ্রীবাসগৃহে প্রবেশ করিতে না পারায় দুর্ম্মুখ বাচাল পাষণ্ডিপ্রধান গোপাল-চাপাল নামক একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ শ্রীবাসকে অপদস্থ করিবার জন্য জবাফুল, রক্তচন্দন, মদ্যভাণ্ডাদি প্রভৃতি দেবীপূজার সামগ্রী শ্রীবাসের গৃহের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত কপাট খুলিয়া ঐসব অপবিত্র দ্রব্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনারা দেখুন আমি নিত্য রাত্রিতে ভবানী পূজা করিয়া থাকি। আমি যে শাক্ত ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল'। শিষ্ট লোকসকল অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাহারা হাড়ি ডাকাইয়া সেই সকল কদর্য্য দ্রব্য অপসারিত করিলেন। বৈষ্ণব অপরাধফলে ব্রাহ্মণ গোপাল-চাপাল কয়েকদিন মধ্যেই গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। গোপাল-চাপাল তাহার এই দুরবস্থার জন্য অনুতপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গাঘাটে আসিলে তাঁহার নিকট রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু বৈষ্ণব অপরাধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—'আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু। কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু ।। শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী পূজন। কোটীজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ।।' অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল হইতে অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ কুলিয়ায় আসেন তখন গোপাল-চাপাল মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা চাহিলে উক্ত অপরাধ হইতে মুক্তি হইবে এইকথা বলিয়া দেন। যে ভক্তের চরণে অপরাধ হয় সেই ভক্তের নিকট ক্ষমা ভিক্ষার দ্বারা অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ব্রাহ্মণের অভিশাপ—নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকায় তিনি প্রবেশ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন মহাপ্রভুকে গঙ্গাঘাটে দেখিয়া ব্রাহ্মণ পৈতা ছিঁড়িয়া মহাপ্রভুকে 'সংসার সুখ নষ্ট হউক' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের অভিশাপ শুনিয়া উল্লসিত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রতি এই শাপবার্ত্তা যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করেন তিনি ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হন।

"প্রভুর শাপ-বার্ত্তা শুনে হঞা শ্রদ্ধাবান্। ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥" —চৈঃ চঃ আ ১৭।৬৪

"মায়াধীশ প্রভুকে শাপাদির অধীন বা যমদণ্ড্য ও কর্ম্মফলাধীন জীব জানিয়া পাষণ্ডতা আবাহন করিবার পরিবর্ত্তে নিত্যসেব্য পরমেশ্বর বলিয়া জানিলেই জীবের অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূর হয়॥"

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীমুকুন্দ দত্তের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড-কৃপা—"প্রভুর মহাপ্রকাশের দিবস মুকুন্দ দত্ত দ্বারের বাহিরে পড়িয়াছিলেন। প্রভু এক এক করিয়া অন্য ভক্তগণকে প্রসাদ করিলে, তাহারা মুকুন্দ দত্ত বাহিরে আছে, একথা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন—'আমি মুকুন্দ দত্তের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইব না, কেননা সে ব্যক্তি ভক্তগণের নিকটে শুদ্ধভক্তির কথা বলে এবং মায়াবাদীদের নিকটে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ-লিখিত মায়াবাদ স্বীকার করে; তাহাতে আমার সর্ব্বদা দুঃখ হয়। মুকুন্দ দত্ত বাহির হইতে সেই কথা শুনিয়া কহিল 'ধন্য আমি, যেহেতু জগত্তারণ মহাপ্রভু শীঘ্র না করুন কোনকালেও আমার প্রতি কৃপা করিবেন'। মুকুন্দ দত্তের মায়াবাদীর সঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এইকার্য্যে মায়াবাদী সঙ্গরূপ অপরাধের দণ্ডদান পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তসঙ্গের ফলস্বরূপ প্রসাদ করিলেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"প্রভু বলে,—'আর যদি কোটী জন্ম হয়। তবে মোর দর্শন পাইবে নিশ্চয়॥'
শুনিল নিশ্চয়-প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে। মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দ সুখে॥
'পাইব, পাইব' বলি' করে মহানৃত্য। প্রেমেতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে। 'দেখিবেন' হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে॥

* * * *

(প্রভু বলে) কোটীজন্মে পাইবা হেন বলিলাম আমি! তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা। তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১৯৯-২০২; ২০৯-২১০

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড-প্রসাদ—অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরীর গুরুভাই, তন্নিবন্ধন প্রভু স্বীয় দাস হইলেও তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর সেইরূপ গৌরবপ্রদান-কার্য্যে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর দণ্ড-প্রসাদ পাইবার জন্য শান্তিপুরে গিয়া কতকগুলি দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈত প্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। সেই প্রহার লাভ করিয়া অদ্বৈত প্রভু এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন—'দেখ, আজ আমার বাঞ্ছা সফল হইল। মহাপ্রভু কৃপণতাপূর্ব্বক আমাকে গুরু জ্ঞান করিতেন, অদ্য নিজ-দাস ও শিষ্যজ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্মতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন'। অদ্বৈতাচার্য্যের এই ভঙ্গী দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

'আমঘাটা' ও 'মেঘের চর' নামের কারণঃ—"কোন দিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগরকীর্ত্তনে

শ্রমযুক্ত হইয়া যে স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, তথাকার সেই ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপন করিলে তৎক্ষণাৎ ফল হইয়া আম্র মহোৎসব হইল। সেই স্থানটী সম্প্রতি 'আম্রঘট্ট' (আমঘাটা) বলিয়া প্রসিদ্ধ।" —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। এই প্রসঙ্গটি চৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ পরিচ্ছেদে (৭৯-৮৮ সংখ্যক পয়ারে) বর্ণিত হইয়াছে।

"একদিন মহাপ্রভু দূর ভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গাচর ভূমিকে 'মেঘের চর' বলিয়া বলিত। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তনক্রমে 'বেলপুখুরিয়া' গ্রাম সেই 'মেঘের চরে' স্থানান্তরিত হইয়াছে। বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সেস্থানের বর্ত্তমান নাম 'তারণবাস' ও 'টোটা' হইয়াছে।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক চাঁদকাজী উদ্ধারলীলা ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে ভক্তগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতালাদি-সহ উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে বহির্ম্মুখ বিষয়িগণের অভিযোগক্রমে জেলাশাসক কাজী ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করতঃ মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং পুনঃ কীর্ত্তন করিলে শাস্তিপ্রদান করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। দুষ্টগণকে লইয়া কাজী সর্ব্বত্র কীর্ত্তন নিষেধ করিতে থাকিলে পাষণ্ডগণের খুব আনন্দ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনে বাধা হইয়াছে শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করতঃ দীপ ও কীর্ত্তনের উপকরণসহ আসিতে বলিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক সহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সিরাজউদ্দিন চাঁদকাজীর বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া পাষণ্ডগণের হৃৎকম্প হইল। চাঁদকাজীও ভীত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিশয় প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া চাঁদকাজী বাহিরে আসিলেন। মহাপ্রভুকে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র জানিয়া গ্রাম্য মামা-ভাগিনা সম্বন্ধহেতু পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্ত্তা হইল। চাঁদকাজী মহাপ্রভুকে তাহার হৃদয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"আমি যেদিন মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম, সেইদিন রাত্রিতে ভয়ঙ্কর আধা নরাকার, আধা সিংহাকার নরহরিরূপ দেখিলাম। তিনি আমার বুকে বসিয়া বলিতেছেন 'ফাড়িব তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে'। আমি ভীত হইয়া আর কীর্ত্তনে বাধা দিব না বলিলে তিনি ক্ষমা করিলেন, আমি প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম।" কাজী তাহার বক্ষে শ্রীনৃসিংহদেবের নখের দাগও দেখাইলেন। তাহার বংশে আর কেহ কীর্ত্তনে বাধা দিবে না, চাঁদকাজী এইরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর ভক্ত হইলেন। চাঁদকাজী স্বধাম প্রাপ্তি হইলে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী (বামনপুকুর) গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। সেই সমাধিক্ষেত্রে একটি পুরাতন গোলোকচাপাবৃক্ষ অদ্যাবধি বিরাজিত আছে। উক্ত চাঁদকাজীর সমাধিতে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

শ্রীধরের লৌহপাত্রে মহাপ্রভুর জলপান ঃ—দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীধর পণ্ডিত (খোলাবেচা শ্রীধর নামে খ্যাত) দারিদ্র্যলীলা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহার নিকট হইতে থোড়, মোচা, কলা জোরপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশলীলা কালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে ভক্তগণ ইঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে আনয়ন করিলে মহাপ্রভু ইঁহাকে ঐশ্বর্য্যরূপ দেখাইয়াছিলেন।

"কলা, মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা। কোটীকল্পে কোটীশ্বর না দেখিলা তাহা॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৩৫

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভু হউক তার চরণ যুগল ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২২৪-২২৫

"প্রথম নগরসংকীর্ত্তন রাত্রে কাজীকে উদ্ধার করিলে পর চাঁদকাজী কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরের অঙ্গন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সেইখানে কীর্ত্তন বিশ্রাম হইলে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীধরের ফুটা-লৌহপাত্রে যে জল ছিল, তাহা 'ভক্ত-দত্ত জল' বলিয়া পান করিলেন। কাজী সেইস্থান হইতে ফিরিয়া গেলেন। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে সেই স্থানটিকে এখনও পর্য্যন্ত কীর্ত্তন-বিশ্রাম স্থান বলিয়া থাকে।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীবাসের মৃত পুত্রের মুখে তত্ত্বকথা ঃ—"এক রাত্রে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময় শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র পরলোক প্রাপ্ত হইল। শ্রীবাস কীর্ত্তনের রসভঙ্গ ভয়ে সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, এই গৃহে কোন বিপদ হইয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া প্রভু প্রথমে সংবাদ পূর্ব্বে না দেওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং মৃত শিশুকে সম্মুখস্থ করাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ?' মৃত শিশু বলিল, —'আমার যে কয়দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল, সে কয়দিন অতিবাহিত হওয়ায় এখন তোমার ইচ্ছামতে অন্যত্র যাইতেছি, আমি তোমার নিত্যানুগত অস্বতন্ত্র জীব—তোমার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার কিছু করিবার অধিকার নাই'। মৃত শিশুর এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইল, আর শোক রহিল না। অনন্তর মৃত শিশুর সৎকার হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন,—তোমার যে পুত্র ছিল, সে ছাড়িয়া গেল। আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

যবন-দর্জ্জিকে মহাপ্রভুর কৃপা—"শ্রীবাসের নিকটবর্ত্তী কোন যবন-দর্জ্জি তাঁহার বস্ত্র সেলাই করিত। সে শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে প্রভু তাহাকে নিজরূপের চিন্ময়ভাব দর্শন করাইলেন। সেই দর্জ্জি 'আমি দেখিনু! আমি দেখিনু!' এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন। প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ॥
'দেখিনু', 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল। প্রেমে নৃত্য করে হইল বৈষ্ণব আগল* ॥

— চৈঃ চঃ আ ১৭।২৩১-২৩২

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য গৃহে ব্রজলীলাভিনয়—একদিন মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যগৃহে ব্রজলীলাভিনয় করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তগণ কে কি সাজ গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয়ে শ্রীবুদ্ধিমন্ত খানকে নির্দ্দেশ করিলেন। ভক্তগণ লীলাভিনয়ের জন্য বিভিন্নবেশে সজ্জিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন লক্ষ্মীবেশে তিনি নৃত্য করিবেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও দর্শনের যোগ্যতা নাই। তাহা শুনিয়া ভক্তগণ দুঃখিত হইলেন। অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীবাস পণ্ডিত নিজদিগকে অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানাইয়া নৃত্য দর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন সকলেই আজ মহা যোগেশ্বরত্ব লাভ করিবেন। তাঁহার নৃত্য দর্শনে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীশচীমাতা এবং বৈষ্ণবগণের পরিবারবর্গ সকলেই লীলাভিনয় দর্শনের জন্য চন্দ্রশেখরের গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিদূষকের, হরিদাস কোটালের, শ্রীবাস নারদের সাজে সজ্জিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস নারদের ভাবে বিভাবিত হইয়া

* 'আগল'—অগ্রগণ্য।

বলিলেন তিনি কৃষ্ণদর্শন উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, গিয়া দেখিলেন বৈকুণ্ঠ খালি, জনশূন্য, শুনিলেন কৃষ্ণ নদীয়ায় গিয়াছেন ; এজন্য নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর লীলাভিনয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি। শ্রীবাসের অপূর্ব্ব লীলাভিনয় দর্শন করিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রুক্মিণীবেশ ধারণ পূর্ব্বক রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজেকে বিদর্ভসূতা জ্ঞানে কৃষ্ণসমীপে রুক্মিণীর পত্রবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভূমিতে অঙ্গুলিদ্বারা পত্রাঙ্কন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িলেন। প্রথম প্রহরে এইপ্রকার অভিনয় হইল।

দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর শ্রীব্রজবনিতা সাজে সজ্জিত হইয়া রমা আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বড়াই-বুড়ীর বেশ ধারণ করিলেন (বড়াই-বুড়ী—শ্রীরাধার বৃদ্ধাদূতী—দিদিমা)। প্রভুর আদ্যাশক্তিরূপ দেখিয়া, যাঁহারা আজন্ম প্রভুকে দেখিয়াছেন, এমনকি শচীমাতাও চিনিতে পারিলেন না। কোন ভক্ত লক্ষ্মী, কেহবা সীতা, কেহবা মহামায়া প্রভৃতি নিজনিজ ভাবানুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভুর কৃপায় সকলের মধ্যে জননীভাব উদিত হইলে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর ভাবাবেশে তাঁহার বিবিধপ্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া কখনও তাঁহাকে রুক্মিণী, কখনও মহাচণ্ডী, কখনও বা রাধা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তিবেশে নৃত্য দর্শন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহাপ্রভু মহালক্ষ্মীভাবে গোপীনাথ বিগ্রহকে ক্রোড়ে করিয়া খট্টারোহণ করিলেন। ভক্তগণ স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হইয়া সকলেই লীলাভিনয় দর্শন করিতেছেন এমন সময় রাত্রি প্রভাত হওয়ায় সকলেই অত্যন্ত বিষাদে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছেন দেখিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইয়া জগজ্জননীভাবে সকলকে স্তন্যপান করাইলেন, তাহাতে সকলের দুঃখ দূরীভূত হইল।

উক্ত লীলাভিনয়ের পর মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তিবলে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে সপ্তদিবস পর্য্যন্ত মহাতেজঃ বিদ্যমান ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণলীলা—একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলারসে প্রবিষ্ট থাকিয়া গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া গোপীপক্ষ অবলম্বন করতঃ 'গোপী গোপী' উচ্চারণ করিতে থাকিলে একজন কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পড়ুয়া তাঁহার হৃদগত কৃষ্ণপ্রেমরসভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এই প্রকার আচরণের নিন্দা করিলেন এবং তাঁহাকে 'গোপী গোপী' না বলিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিলেন। তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমরস বিভাবিত মহাপ্রভু সেই পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষের লোক চিন্তা করিয়া যষ্টিহস্তে তাহাকে প্রহারের জন্য উদ্যত হইলেন। পড়ুয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া তাহার সহপাঠি অন্যান্য পড়ুয়াগণের নিকট মহাপ্রভুর আচরণের কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি করিতে লাগিল। মহাপ্রভুর নিন্দাতে সকলের বুদ্ধি নষ্ট হইল, সুপঠিত বিদ্যাও অন্তর্হিত হইল, তথাপি দাম্ভিকতাবশতঃ তাহারা মহাপ্রভুর নিন্দা হইতে বিরত হইল না। অন্তর্য্যামীসূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল জানিতে পারিয়া নিজপার্ষদগণের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের বিষয় হেঁয়ালীচ্ছলে উল্লেখ করিলেন।

"নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত। এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপ ক্ষয়। তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥
মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার। এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হ'বে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয়॥
এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার। আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৬২-২৬৭

"করিলুঁ পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥
বলি' অট্ট অট্ট হাসে সর্ব্বলোক-নাথ। কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবাত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর। জানিলেন—প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায়। হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।১২১-১২৪

"শাস্ত্রমত কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস করিলে সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে অর্থাৎ সন্ন্যাসী প্রণম্য জানিয়া গৃহস্থ ও ব্রাহ্মণ সকলেই প্রণাম করিয়া থাকেন। আমি সন্ন্যাস করিলে নিন্দুক-ব্রাহ্মণগণ অবশ্য প্রণাম করিয়া আমা হইতে সুবুদ্ধি লাভ করিবে।" —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"পাষণ্ড প্রকৃতি ব্রাহ্মণব্রুবগণও বৈষ্ণবসন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধারণা ছিল; সেকালে সদাচারও তাহাই ছিল। একালে যাহারা ঐ সকল ব্রাহ্মণব্রুবগণের অপেক্ষাও অধিকতর দাম্ভিকতাক্রমে বৈষ্ণবসন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে না, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি—'দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥' (পাঠান্তরে নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুধ্যতি॥) অর্থাৎ পরমদেবতা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ এবং বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কোন ব্রাহ্মণব্রুব প্রণাম না করেন তাহা হইলে ঐ প্রত্যবায়হেতু তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় অথবা উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়।" —শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

"মহাপ্রভুর চব্বিশবর্ষ বয়সের শেষে যে মাঘী শুক্লপক্ষ পড়িল, সেই উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিনে মহাপ্রভু রাত্রিশেষে শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নিদয়ারঘাটে গঙ্গা সন্তরণপূর্ব্বক কণ্টকনগর বা কাটোয়া গ্রামে পৌঁছিয়া কেশব ভারতীর নিকট (এক) দণ্ড গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গসকল মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্তদিন কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবাবসানপ্রায় হইলে ক্ষৌর-কার্য্য সমাপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে দণ্ডধারী সন্ন্যাসিবেষী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাঢ়দেশে ভ্রমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেশব ভারতী কতকদূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন।" —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণকালে উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ বার্ত্তা এবং চাঁচর চিকুরকেশ কর্তনের সংবাদ শুনিয়া ভক্তগণ নিরন্তর বিরহ-বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অন্নজল গ্রহণও ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি ভক্তগণের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের নিকট নিজ রহস্যলীলা ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন তাহারা তাঁহার নিত্যপরিকর, তাহাদিগকে বাদ দিয়া তিনি কোন লীলাই করিবেন না। তাহারা তাঁহার সর্ব্বলীলার সঙ্গী। মহাপ্রভু এইপ্রকার নানাবিধ বাক্যে ভক্তগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ন্যাসবার্ত্তা শুনিয়া শচীদেবী অত্যন্ত দুঃখভরে বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতে আরম্ভ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকেও নিজ রহস্যলীলা এবং তাঁহার (শচীদেবীর) স্বরূপ বর্ণন করিয়া প্রবোধ দিলেন।

গৌরনাগরীবাদ খণ্ডন—

"স্বমাধুর্য্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে। রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৭৬-২৭৮

উপরিউক্ত তিনটী পয়ারের ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ —"শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয়

চেষ্টাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রী দর্শনাদি দ্বারা 'লম্পট নাগরের' বৃত্তির পরিচয় দেন নাই। প্রাকৃত কামুক পরস্ত্রী-লম্পট সহজিয়া সম্প্রদায় নিজ নিজ ঘৃণ্য কামপিপাসা ও ব্যাভিচার জগদ্গুরু আচার্য্যের লীলা প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে আরোপ করিতে গিয়া আচার্য্য শিরোমণি ও ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীচরণে অপরাধ বৃদ্ধি করে মাত্র। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি পঞ্চদশ অধ্যায়ে—'সবে পর-স্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হন একপাশ॥ এইমত চাপল্য করেন সবা সনে। সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে॥ স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণও না করিলা বিদিত সংসারে॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥ যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিহ স্বভাব যে গায় বুধগণে॥' —এই তিনটী পদ্যে সুস্পষ্টভাবে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী দুর্নীতিপুষ্ট কল্পিত 'গৌরনাগরীবাদ' নিরস্ত হইয়াছে।"

শেষলীলা

মধ্যলীলা

(মহাপ্রভুর দ্বিতীয় চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর—প্রচারলীলা)

"ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস। কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রবাস॥
আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন বিলাস। জগন্নাথ-দরশন, প্রেমের বিলাস॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১।২৪৬-২৪৭

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা যতটা সম্ভব ক্রমানুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসকরণ, শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা, প্রেমবিহ্বল ভাবে রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ, শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর মহাপ্রভুকে ভুলাইয়া গঙ্গাতীরে আনয়ন, শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা ও সংকীর্ত্তন, শচীমাতা ও ভক্তগণের সহিত মিলন, লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষনামগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপরগৃহে ভিক্ষা ত্যাগ, পুরীতে গমন, পথে নানা লীলা, ক্ষীরচোরা গোপীনাথে শ্রীমাধবপুরীর কথা—এই প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে তৎপরে ৫ম পরিচ্ছেদে সাক্ষীগোপাল প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক দণ্ডভঙ্গ, পুরীতে আঠারনালা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির দর্শন, একাকী জগন্নাথদর্শনে মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা, মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আপন ভবনে আনয়ন, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চেতন, নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর মিলন, সার্ব্বভৌমকে কৃপা ও শ্রীঈশ্বররূপ প্রদর্শন [মায়াবাদজনিত কুতর্ক কর্কশহৃদয় (বৃহস্পতির অবতার) শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদবিচার খণ্ডন করতঃ তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান এবং শ্রীষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এই উদ্ধারলীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গটি সংক্ষিপ্তভাবে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তাপ্রকাশক লীলাসমূহ' শীর্ষক শিরোনামায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে], শ্রীপরমা-নন্দ পুরীর কূপে ভোগবতী গঙ্গা আনয়ন, মহাপ্রভুর দক্ষিণ গমন, কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেব বিমোচন, জিয়ড় নৃসিংহে নৃসিংহের স্তবন, গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন, গোদাবরী তীরবনে বৃন্দাবনভ্রম' শ্রীরায় রামানন্দের সহিত মিলন, [গোদাবরী তীরে শ্রীরায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আস্তিক্য বিচারের ক্রমোন্নতি—

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যাভক্তি, প্রেমভক্তি (সাধনভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা, রাগানুগাভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব), শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর (গোপীপ্রেম এবং সর্ব্বশেষ রাধা-প্রেমের সর্ব্বোত্তমতা), কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব এবং অন্যান্য বিচারসমূহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ অদ্ভুত শাস্ত্রসম্মত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ দার্শনিকবিচার অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না], তিরুমলয় তিরুপতি দর্শন, পাষণ্ডি বৌদ্ধ উদ্ধার, অহোবল নৃসিংহ দর্শন, কাবেরী-তীরে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন, ত্রিমল্ল ভট্ট বা বেঙ্কট ভট্ট-গৃহে চাতুর্ম্মাস্য যাপন [শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীবেঙ্কট ভট্টের রাধাকৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠত্ব অনুভবহেতু শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা ছাড়িয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা—এই প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে]। পরমানন্দপুরীসহ মিলন, ভট্টথারি হইতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার, রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার, রামদাস বিপ্রের দুঃখবিমোচন, মাধ্ব-মঠাধীশ তত্ত্ববাদীর সহিত বিচার, অনন্ত পুরুষোত্তম—শ্রীজনার্দ্দন—পদ্মনাভ—বাসুদেব দর্শন, সপ্ততাল বিমোচন, সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর দর্শন, রামেশ্বরে কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ, রাবণের মায়াসীতাহরণ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন, ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃতগ্রন্থপ্রাপ্তি, পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীচন্দনযাত্রা দর্শন (নরেন্দ্র সরোবরে রামকৃষ্ণ গোবিন্দের শুভাগমনলীলা), শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন, অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথের বিরহে আলালনাথে গমন, গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন শ্রবণ, সেইকালে শ্রীনিত্যানন্দ ও সার্ব্ব-ভৌমের বিরহ-বিহ্বল মহাপ্রভুকে নীলাচলে আনয়ন, ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর স্থৈর্য্য, রাজ আজ্ঞায় রায় রামানন্দের নীলাচলে আগমন এবং দিনরাত্রি কৃষ্ণকথা আলাপন, কাশীমিশ্র—প্রদ্যুম্নমিশ্র—পরমানন্দ পুরী—গোবিন্দ—কাশীশ্বরের সহিত মিলন, স্বরূপ দামোদর—শিখি মাহিতি ও রায় ভবানন্দের সহিত মিলন, গৌড়ীয় কুলীনগ্রামবাসী, খণ্ডবাসী—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি দাস আদি এবং শ্রীশিবানন্দ সেন আদি ভক্তগণের সহিত মিলন, স্নানযাত্রার পর প্রভুর ভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচামার্জ্জন, ভক্তসঙ্গে রথযাত্রা দর্শন, রথাগ্রে নৃত্য ও উদ্যানে গমন, প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা, ভক্তগণকে বিদায় দান এবং প্রতিবৎসর রথযাত্রা দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ, সার্ব্বভৌমগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ, সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘের উদ্ধার, শিবানন্দ সেন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভক্তগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা, শিবানন্দ সেনের কুকুরের সৌভাগ্য, ভক্তগণের সহিত জলক্রীড়া, ওড়নষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করায় শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর কটাক্ষ এবং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের দ্বারা স্বপ্নে চপেটাঘাত প্রাপ্তি, বৃন্দাবন না গিয়া গৌড়ে গমন-কালে প্রতাপরুদ্রের প্রভুসেবা, রায় রামানন্দের ভদ্রক পর্য্যন্ত আগমন, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্রসন্ন্যাস পরিত্যাগ করতঃ মহাপ্রভুর সহিত যাইবার আগ্রহ এবং মহাপ্রভুর তাহাকে প্রবোধ দিয়া পুনঃ নীলাচলে প্রেরণ এবং টোটা গোপীনাথের সেবা করিবার নির্দ্দেশ, ওড়িষ্যার সীমায় আসিয়া যবনাধিকারীর সাহায্যে পানিহাটীতে আগমন, পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে বিজয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভবিজয়, গৌড়ে বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান, লোকভয়ে প্রভুর কুলিয়ায় আগমন, কুলিয়াগ্রামে কোটী কোটী লোকের প্রভু দর্শনে আগমন, কুলিয়াগ্রামে দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি কৃপা ও গোপাল-চাপালের অপরাধ ভঞ্জন, মহাপ্রভু ব্রজযাত্রা করিবেন শুনিয়া শ্রীনৃসিংহানন্দ কর্ত্তৃক কানাইর নাট-শালা পর্য্যন্ত পথসজ্জা, কানাইর নাটশালার পরে ধ্যানে নৃসিংহানন্দ পথ বান্ধিতে না পারিয়া মহাপ্রভু এইবার বৃন্দাবন যাইবেন না ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবার কালে অসংখ্য লোকসংঘট্ট, মহাপ্রভুর মালদহে রামকেলি গ্রামে আগমন, যবনরাজা বাদ্‌শাহের মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময় এবং প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান, রূপ-সনাতনের প্রভু দর্শনে গমন, মালদহ রামকেলি গ্রামে রূপ-সনাতনের মহাপ্রভুর সহিত মিলন ও কৃপালাভ, বিদায়কালে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে ইশারায় এইরূপ বলিলেন,—'যাঁহার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটী। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥' কানাইর নাটশালায় আগমন এবং তথায় কৃষ্ণচরিত্র লীলা দর্শন, কানাইর নাটশালায় পৌঁছিয়া বৃন্দাবন গমনেচ্ছা

পরিত্যাগ, শ্রীগৌরহরির নীলাচলে যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে আগমন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গৃহে কিছুদিন অবস্থান, শ্রীঅদ্বৈতপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দের শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক গৃহে প্রেরণ।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রদান—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৪১৬ শকাব্দে হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীহিরণ্য মজুমদার ও শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার সপ্তগ্রামের জমিদার ছিলেন। তাহাদের বার্ষিক আয় ছিল বিশলক্ষ টাকা, তন্মধ্যে রাজস্ব দিতেন বারলক্ষ। তৎকালে টাকার মূল্য অনেক ছিল। তখন এক টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। হিরণ্য মজুমদার অপুত্রক ছিলেন, এইজন্য শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী এই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য তাহাদের দীক্ষাগুরু এবং বলরাম আচার্য্য পুরোহিত ছিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৬ পরিচ্ছেদে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মুখ্য প্রসঙ্গগুলি এই—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক মুসলমান মুলুকপতির কোপশান্তি, শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুসহ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মিলন—তৎপ্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ, পানিহাটীতে শ্রীনিত্যানন্দসহ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মিলন—চিড়াদধি মহোৎসব, রাঘবভবনে নিত্যানন্দ প্রসাদ সেবন, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপালাভ, নিত্যানন্দের কৃপায় সংসার ত্যাগের সুযোগ উপস্থিত, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের নিকট প্রকারান্তরে গৃহত্যাগের অনুমতি গ্রহণ, ১২ দিনে পদব্রজে পুরীতে আগমন ও মহাপ্রভুসহ মিলন, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ, মহাপ্রভুর কৃপালাভ ও জগন্নাথের প্রসাদ সেবন, সিংহদ্বারে ভিক্ষা ও মহাপ্রভুর উপদেশপ্রাপ্তি, মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে স্বরূপদামোদরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সেবার সুযোগ, গৌড়ভক্তসহ মিলন, শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে পিতার পত্র প্রাপ্তি, পিতৃ প্রদত্ত অর্থে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ ও পরে মহাপ্রভুর তাহাতে সন্তোষ হইতেছে না বিচার করিয়া নিমন্ত্রণ বন্ধ, নিমন্ত্রণ বন্ধে মহাপ্রভুর সন্তোষ এবং বিষয়ীর অন্ন খাইলে মন মলিন হয় ও কৃষ্ণের স্মরণ হয় না এই শিক্ষা প্রদান, সিংহদ্বারে ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া ছত্রে ভিক্ষা, মহাপ্রভুর তাহাতে সন্তোষ, প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা সেবালাভ (শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দ মন্দিরে এখন সেবিত হইতেছেন)। সড়া অন্ন ভোজনরূপ কঠোর বৈরাগ্য ও মহাপ্রভুর তাহাতে আনন্দ।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৬ বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর রাধাকুণ্ডে তীব্র বিরহভাব প্রকট করিয়া ভজন করিয়াছিলেন।

শচীদেবীর নিকট ভিক্ষা নির্ব্বাহন, শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর কুমারহট্টে শ্রীবাসভবনে আগমন, শিবানন্দ সেন ও শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত মিলন, সকল ভক্তগণকে বিদায় দিয়া রথ যাত্রার সময় পুরীতে আসিতে বলিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতসহ পুরীতে আগমন, পুরীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর কেবলমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া একাকী বৃন্দাবন যাত্রা, ঝাড়িখণ্ড পথে প্রথমে কাশীতে তারপর বৃন্দাবনে আগমন, বৃন্দাবন—মথুরা—দ্বাদশ বন দেখিয়া মহাপ্রভুর প্রেমবিহ্বল অবস্থা, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে মথুরা হইতে লইয়া আসেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গঙ্গাতীর পথে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ গোস্বামীসহ মিলন, [শ্রীমন্মহাপ্রভু কালধর্ম্মে লুপ্ত বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা শ্রীরূপগোস্বামীতে শক্তিসঞ্চার করিয়া বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু দশদিন অবস্থান করতঃ শ্রীরূপগোস্বামীকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা 'শ্রীরূপশিক্ষা' নামে প্রসিদ্ধ—যাহাতে কৃষ্ণপ্রেমের অতিদুর্ল্লভত্ব এবং জীবের পক্ষে উক্ত দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি কিভাবে লভ্য সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।], রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক বৃন্দাবনে প্রেরণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু বারাণসীতে আসিয়া পেঁৗছিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সনাতন গোস্বামীর মিলন, কাশীতে দুই মাস অবস্থান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাপ্রদান এবং তাঁহাকে মাথুরমণ্ডলে প্রেরণ [শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া যে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—যাহা 'সনাতন শিক্ষা' নামে প্রসিদ্ধ, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে ২৪শ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে,] মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে উদ্ধার—এই প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৫শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে।

অন্ত্যলীলা

[শেষলীলার শেষ আঠার বৎসর—অন্ত্যলীলা]

বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসার পর শেষ আঠার বৎসর মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস, আঠার বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর গৌড়ের ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্যে পুরীতে আগমন ও প্রভুর সঙ্গলাভ, ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর নিরন্তর নৃতগীত ও কীর্ত্তন বিলাস, আচণ্ডালে প্রেমভক্তি প্রদান, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নীলাচলে বাস, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর, শ্রীহরিদাস, জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্য অবস্থান, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাসুদেব, শ্রীমুরারী গুপ্ত প্রভৃতি মহাপ্রভুর দাসগণ প্রতি-বর্ষে চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়দেশ হইতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতেন, ঠাকুর শ্রীহরিদাসের পুরীতে নির্য্যাণ, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের তৈলভাণ্ডভঞ্জন, শ্রীরূপ গোস্বামীর পুরীতে পুনরাগমন, ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড, দামোদর পণ্ডিতের মহাপ্রভুকে বাক্যদণ্ড, শ্রীসনাতন গোস্বামীর পুরীতে আগমন ও মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরণ, টোটা গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দ ভোজন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন, নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেম প্রচারের জন্য প্রেরণ, শ্রীবল্লভ ভট্টের গর্ব্বনাশ এবং শ্রীবল্লভ ভট্টকে মহাপ্রভুর কৃষ্ণনাম মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান, অশৌক্র বিপ্র বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরায় রামানন্দকে শৌক্রবিপ্র শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের গুরুত্বে বরণ, রায় রামানন্দ ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ককে মৃত্যু হইতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ত্রাণ, বিদ্বেষী শ্রীরামচন্দ্র পুরীর মহাপ্রভুকে শাসন ও তাহাতে ভক্তগণের দুঃখ, শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনে মত্ত হইলে মহাপ্রভুর তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ এবং তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে আজ্ঞা প্রদান—কিন্তু উক্ত আজ্ঞা সত্ত্বেও কোটী কোটী লোক মুখে 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামকীর্ত্তন রূপ তুমুল কোলাহল উত্থিত হইলে ভক্তগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ।

অন্ত্যলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু গূঢ় প্রেমরস আস্বাদনলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তিনি কাশীমিশ্র ভবনে গম্ভীরায় অবস্থান করিয়াছিলেন—তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদ্বয় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ।।
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে। এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ।।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ।।
লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ।।
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব। ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ।।
তিনদ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে। কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ।।"—চৈঃ চঃ ম ২।৩-৮

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলা

শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপম মল্লিক বা শ্রীবল্লভ সহ প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া দশনে দুই গুচ্ছ তৃণ ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত দৈন্যের সহিত প্রেমাবেশে নানাশ্লোক পাঠ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে লাগিলেন। দয়াময় শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলেন এবং কৃপাধিক্যবশতঃ উভয়েরই মস্তকে তাঁহার লক্ষ্মীবিরিঞ্চিবাঞ্ছিত শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করিলেন—'কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিলা শ্রীচরণ'। ভ্রাতৃদ্বয় কৃপাময় মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া সাতিশয় দৈন্যসহকারে করজোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন—'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥'

[অর্থাৎ "মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গ রূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।"]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্লোকটি এই—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥"

[অথাৎ চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে-ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়। (সেই) ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র। ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।]

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন--শুদ্ধভক্তিবিহীন চতুর্ব্বেদ নিপুণ ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নন। অথচ আমার ভক্ত অত্যন্ত নীচকুলোদ্ভূত হইলেও আমার প্রিয়। সেই নীচকুলজাত শুদ্ধভক্ত চণ্ডালকে উচ্চকুলোদ্ভূত চতুর্ব্বেদ কুশল ব্রাহ্মণগণেরও সম্মানাদি দান করা এবং সেই শুদ্ধভক্ত চণ্ডালের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য। আমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু যেমন সর্ব্বপূজ্য, সেই চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভক্তও তেমন সর্ব্বপূজ্য। শ্রীভগবান্ 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' অর্থাৎ 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। বেদে ভাগবতে প্রভু ইহা কৈল দঢ় ॥' প্রভৃতি বাক্য নিজে আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীপুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার যবন-কুলোদ্ভূত পরমভক্ত ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণপ্রাপ্ত দিব্য কলেবরকে নিজে বক্ষে ধরিয়া, নিজহস্তে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া, সমাধি প্রদান করিয়া এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নির্য্যাণোৎসব সম্পাদনপূর্ব্বক তদ্ ভক্তপূজার চরম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন পরম করুণাবতার আর কে আছেন? তাই শ্রীরূপ প্রভু তাঁহার স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাকীর্ত্তনমুখে সেই সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাধিদেবতা মহাপ্রভুকে 'নমো মহা-বদান্যায়' ইত্যাদি বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—'শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥', তাঁহার রূপ—অকৃষ্ণ—পীত বা গৌরবর্ণ, শ্রীরাধার ভাবকান্তি দ্বারা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণরূপটি আবৃত করিয়া—প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, তাঁহার গুণ—ভক্তবাৎসল্য। অন্য কোন যুগে কোন অবতারে যে সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম কখনও বিতরণ করেন নাই, সেই অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পৎ 'কৃষ্ণপ্রেমধন' আজ আপামরে অকাতরে যারে তারে যাচিয়া যাচিয়া বিতরণকারী। ইহাই তাঁহার মহাবদান্য লীলা। এজন্য ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় লীলাপুরুষোত্তম—মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলাময়, আর সেই শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলাই হইল ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলা। সেই মহাবদান্যলীল মহাপ্রভুর নামরূপগুণপরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলা, শ্রীধাম ও ভক্তাদি সকলেই মহাবদান্য অবতার, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্। একইবস্তু আজ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকটিত হইয়া (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভুনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি ভক্ত-বৃন্দরূপে) মহাবদান্যলীলা করিতেছেন, সকলেই মহামহাবদান্যলীলাবিলাসী—পরম দয়াল অবতার। এমন করুণাবতারের করুণা লাভে মাদৃশ নিতান্ত ভাগ্যহীন হতভাগ্য পামরই বঞ্চিত হইয়া নিজেকে নিরাশ্রয় নির্ব্বান্ধব জ্ঞানে হাহুতাশ করিয়া মরে। 'প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার। যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে

নিস্তার ৷৷ দয়াময় নিতাইএর আগে নিষ্কপটে পড়িতে হইবে। জগাইমাধাইএর ন্যায় মহাপাপিষ্ঠ পতিত অধমকেও পতিতপাবন নিতাই কোল দেন, আশ্রয় দেন, উদ্ধার করেন, কেবল ধর্ম্মধ্বজী কপটী জাতি-কুল-বিদ্যা-তপস্যাদির অভিমানোন্মত্ত ব্যক্তিই এমন মহামহাবদান্য পরম করুণ নিতাইএর অযাচিত করুণা হইতে বঞ্চিত হয়। অতিঘৃণ্য বিষ্ঠামূত্রভাণ্ডসদৃশ এই দেহটা, আবার তদপেক্ষাও অতীব ঘৃণ্য কামক্রোধলোভ-মোহমদমাৎসর্য্য পরিপূর্ণ এই অতিতুচ্ছ দেহটাকে আমরা কুলীন-পণ্ডিত-ধনীমানী সাজাইয়া নিতাই-এর কোটি চন্দ্রসুশীতল চরণছায়া হইতে বঞ্চিত হইয়া গৌরকৃপা লাভেও চিরবঞ্চিত হইয়া পড়ি। নিতাই-কৃপা ব্যতীত ঐ গৌরভজন, সুতরাং রাধাকৃষ্ণভজন হয় না। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন— "হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।" সপরিকর মহাবদান্য শ্রীগৌরহরি পাপী-তাপী-অপরাধী-উচ্চ-নীচ-অধম-পতিত-দুরাচার-সুদুরাচার নির্ব্বিশেষে সকলকেই তাঁহার অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীচরণাশ্রয় দিয়া, তাহাদের জড় ঘৃণ্য বিষয়তৃষ্ণা ছুটাইয়া 'অমৃতের পুত্র' তাহা-দিগকে ভক্তিরসামৃতের—প্রেমামৃতের উত্তরাধিকারী করেন। এমন দয়াল অবতার আর কখনই হয় নাই হইবেও না। যে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তাহারই পরবর্ত্তী কলিতে এই মহাবদান্য গৌরলীলার প্রাকট্য হইয়া থাকে। এজন্য আমরা যে কলিতে বাস করিতেছি, সেই কলি ধন্য কলি। সাধারণ কলির ন্যায় নহে। শ্রীগৌরপাদপদ্মই এই কলিযুগের একমাত্র আশ্রয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী জন্মোৎসবের পরিকল্পনা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ৷৷"

শ্রীগৌরনিজজন অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং তন্নিজজনদ্বারা আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্যদেশেও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া ও করাইয়া গিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী তদধস্তন প্রিয়পার্ষদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজও সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিম ভারতে অশেষবিশেষে শ্রীশ্রীগুরুগৌর-বাণী প্রচার করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। অধুনা তন্নিজজন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরুদত্ত সেই প্রচারকার্য্যের ভার লইয়া সমগ্র ভারতে বিপুল উদ্যমের সহিত সেই কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার আরও বিপুলতর করা হইতেছে। পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা ও হিমাচলপ্রদেশের জলন্ধর, ভাটিণ্ডা, পাতিয়ালা, গুরুদাসপুর, রাজপুরা, কৈথাল, জগদ্ধী, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, অমৃৎসর, রোপার, সীমলা, ইত্যাদি স্থানে ; উত্তরপ্রদেশের মথুরা, বৃন্দাবন, নৌঝিল, দিল্লী, দেরাদূন ইত্যাদি স্থানে ; বিহারের সিংভূম জেলান্তর্গত চাকুলিয়া, ধানবাদ ইত্যাদি স্থানে ; ওড়িষ্যার কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি স্থানে ; আসামের নওগাঁ, তিনসুকিয়া, রুণিখাতা, হাফলং, কাবিয়াংলং, লংহিল্, কাছাড় ইত্যাদি স্থানে ; ত্রিপুরার ধর্ম্মনগর, আগরতলা, মেলাঘর, ইত্যাদি স্থানে ; পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, আনন্দপুর, সুতাহাটা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হলদিয়া, ক্যানিং, বোলপুর ইত্যাদি স্থানে এবং ইহা ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখামঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ হইতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপূত চরিতামৃত ও শিক্ষামৃত বিতরণের কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীগৌরতত্ত্ব ও শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য

[শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত]

মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই ; কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি—কৃষ্ণভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুল্য ; সেজন্য গৌরকে ঔদার্য্যবিগ্রহ ও কৃষ্ণকে মাধুর্য্যবিগ্রহ বলা হয়। এই দুই বিগ্রহের কম-বেশী নাই, জানিবেন। গৌরপাদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্ত্তি পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণ মিলিততনুই গৌরবিগ্রহ, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহেন। একই জিনিষকে কম-বেশী মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-ভগবান্ শ্রীনামিভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করিলে ইহা বোধের বিষয় হইবে। ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু॥" —এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিতে হইবে তাহা হইলে বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই করিতে পারিবে না।

শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধিপূর্ব্বক আদরসহ নামগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী গৌর-কৃষ্ণ—উভয়েই এক জানিতে পারা যায়। সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা, পরে গৌরপূজা ও তৎপর কৃষ্ণপূজা করিতে হয়। সংখ্যানাম নির্ব্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ—একই বস্তু ; সুতরাং এই দুইএর পার্থক্য নাই। যিনি গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। ক্রমশঃ ইঁহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় হইলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারাই কৃপা করিবেন।

বিষ্ণুতত্ত্বকে জড়জগতের প্রদীপালোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ এক আলোক হইতে অপর আলোক উদ্ভূত হইলেও সেই মূল আলোকের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের কথায় পরিচ্ছেদ ও সীমাদির জাগতিক হেয়তা স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে অভাব-রাজ্যে সসীম ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করে, উহা Anthropomorphise করিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। Semitie-দের মধ্যে Personality of God Head-এর ধারণায় যে poverty লক্ষিত হয়, তাহা শ্রীবিগ্রহের বাস্তব-সত্ত্বায় আরোপিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণতম বস্তু। সেই পূর্ণতম বস্তুর কায়ব্যূহরূপে ছয়প্রকার সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ, শ্রীঅদ্বৈত-অবতার, শ্রীগদাধর প্রেমিক অন্তরঙ্গ শক্তি, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত এবং সেবক-শিষ্য-বিশেষের শ্রীগুরুদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিষয়-বিগ্রহ (subject), আর বাকী পাঁচপ্রকার তত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহের reference-এ আশ্রয়-জাতীয় ভাবযুক্ত। আশ্রয়-সমূহ বিষয়-বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাঁহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেইকালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity রূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি। আবার শ্রীগদাধর-প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ—বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই শক্তিতত্ত্ব ও কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহতত্ত্ব 'প্রকাশ'-তত্ত্বের definition এর অন্তর্গত। Decorations বা অস্ত্রভেদ বিলাসের বিচার Connotation-এর reference-এ যে-সকল কথা বলা যায়, সেগুলিকে Denotation বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকাকালে উহাদের সামঞ্জস্য বোধ হইবে।

স্থূলবস্তু যেরূপ অংশাংশি-বিচারে হানি-বৃদ্ধির যোগ্য, আলোক প্রতীতিগত গুণ তজ্জাতীয় নহে। এক দীপ হইতে অপর দীপ স্বতঃপ্রজ্বলিত হইলে মূলদীপের হানি-বৃদ্ধি হয় না, অথচ উভয়ের সমধর্ম্ম রক্ষিত থাকে। প্রাকৃত জগতে বীজ ও বৃক্ষের ধারা যেরূপ অন্যোন্যাশ্রিত, তত্ত্ববিচারে শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বও তদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু হওয়ায় শ্রীরাধিকাকে একটি প্রাকৃতজগতের বস্তু, শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অসংখ্য নায়ক-নায়িকাকে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা সমধর্ম্মী বলিলে গুণজাত জগৎকেই অপ্রাকৃত বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত ঘটিবে।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" কবিরাজ গোস্বামীর রস-শব্দ ব্যবহার কিছু আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপধর্ম্মীর বিশ্বাসানুকূলে নহে। কৃষ্ণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস। গৌররূপ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসের আস্বাদক। গৌররূপ বা রাধিকারূপ অভিন্ন। গৌরসুন্দর কৃষ্ণরূপ নহেন। তিনি কৃষ্ণরূপ—রসোৎকর্ষের প্রকাশক ও প্রচারক। এইজন্য সেই কৃষ্ণ ঔদার্য্যরসবিগ্রহ নামে পরিচিত। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ—মাধুর্য্যরসবিগ্রহ। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্য-গৌররূপ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণের গৌররূপ কৃষ্ণরূপ-আস্বাদ্য গ্রহণের লীলাময়। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। জীব কোনদিনই আস্বাদক অভিমান করিতে গেলেই কৃষ্ণকে ভোগ্যস্থানীয় জ্ঞান করিবে। যে-সকল ভাগ্যহীন কৃষ্ণ-বিমুখ জীব গৌরসুন্দরের ন্যায় বাস্তব কৃষ্ণ সাজিতে চাহে, তাহাদেরই ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিহীন এই অভক্তির সংসার। গৌরভোগী অপসম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তি গৌর-ভক্তগণের চিরবিরোধিনী বৃত্তি। গৌরভক্তগণ রস বলিতে জড় রস বুঝেন না। পুরীর বাৎসল্যরস, রামানন্দের শুদ্ধসখ্যরস, গোবিন্দের শুদ্ধদাস্যরস, গদাধর-জগদানন্দ-স্বরূপের মধুররস প্রতীতি বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণানন্দ-জ্ঞাপক। ইঁহারা সকলে কেহই স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ নহেন, পরন্তু আশ্রয়বিগ্রহরসে রসিত। কৃষ্ণ গৌররূপে আশ্রয়বিগ্রহ রসবিভাবিত। তাঁহার ভৃত্য পুরী, রামানন্দ, গোবিন্দ, গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ আশ্রয়ের বিষয়-রসানন্দ ভোগের সহায়। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত আর সব তাঁহার ভোগ্য। কৃষ্ণ ভোগ্যগণ অর্থাৎ গৌরভক্তগণ সিদ্ধরূপে সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগ। শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র কৃষ্ণ ভোক্তা, আপনাকে আশ্রয়-বিচারে পূর্ণাবস্থিত ভোক্তা। ভোগ্য গৌরভক্তকুল আশ্রয় রসাভিষিক্ত ভোক্তা গৌরকৃষ্ণের সহচরী-বিশেষ। সুতরাং বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা কৃষ্ণ এবং বিষয়-বিগ্রহ ও ভোগ্য আশ্রয়রূপ ভাবযুক্ত কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরের মধ্যে রসবিপর্য্যয় করিতে হইবে না। তের প্রকার আউল-বাউলাদির অনুগত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন জনগণ সর্ব্বক্ষণই এই বিষয়ে ভ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ কখনও বিবর্ত্তগ্রস্ত হন না। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীরামানন্দকে শুদ্ধ-সখ্যরসানন্দ-বিচারে—শ্রীদাস গোস্বামীর—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।

সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং দাস্যায়তে মম রসোঽস্তু সত্যম্॥ (বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ১৬)

এই শ্লোকটি বিচার করিয়া সখীপর্য্যায়-স্থাপিত রামানন্দ রায়কে যূথেশ্বরীজ্ঞানে বার্ষভানবীর শুদ্ধ সখ্যরসাশ্রিত জানেন। সুবলাদি সখার ন্যায় তাঁহাদের বিচার নহে। পুরীর বালগোপাল-উপাসনা, রামানন্দের ললিতা-বিশাখোচিত শুদ্ধসখ্য, গোবিন্দের চিত্রক-পত্রকাদির ন্যায় শুদ্ধ দাস্য, গদাধরের বার্ষভানবীর অংশবিশেষ-বিচারে বার্ষভানবী-দাস্য, জগদানন্দের সত্যভামার ন্যায় ঐশ্বর্য্যাভাসমিশ্র মাধুর্য্য, দামোদর-স্বরূপের ললিতোচিত যূথেশ্বরী-সখ্য-মাধুর্য্য প্রভৃতি বিচার-চতুষ্টয়ের ভাবসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় কৃষ্ণাস্বাদন সাফল্য করিয়াছিলেন ও মিত্রবর্গের বাধ্য ছিলেন। ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর লেখার তাৎপর্য্য।

সজ্জনতোষণী ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২২শ, ২৩শ খণ্ডে ও 'গৌড়ীয়ে' এই বিষয়টী কয়েকটী ভজন-বিষয়ক

প্রবন্ধে আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। বিষয়বিগ্রহের ভোগ আশ্রয়াবলম্বনে বিষয়বিগ্রহের আশ্রয়গ্রহণ-লীলায় আশ্রয়জাতীয় ভোগ রসানুকূল, তদ্বিপরীত রসাভাস। এইজন্যই গৌরনাগরীবাদ—দুষ্টমত বা শাক্তেয় মতবাদ। অপ্রাকৃতের সন্ধান উহাদের না থাকায় জড়াভিমানবশে গৌরনাগরীগণ দুষ্টমত প্রচার করিয়াছে। মহাপ্রভুর পতিত্ব বৈধ-বিচারে লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিষ্ঠান ব্যতীত তদধীনাগণ শুদ্ধদাস্যরসাশ্রিতা দাসীমাত্র। তাহাতে মুখ্যরসানন্দ-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরকে পতি বলায় ঐশ্বর্য্যবিচারে অর্থাৎ dignified attitude-এ সেবকের ভাবোচ্ছ্বাস মধুর রতিতে হয় না। যেখানে মধুর রতিতে গৌরসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া পতি-শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ জানিতে হইবে। নতুবা রসোৎকর্ষ স্বীকার করা যইবে না। বাসুদেবের, গোবিন্দদাসের, নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে তত্ত্ববিদ্বেষ, জড়কামচেষ্টা প্রভৃতি ঢুকাইবার ইচ্ছা করায় অনেক স্থানে চরিত্রহীন অতাত্ত্বিক কামুকগণের দ্বারা জাল কবিতা সমূহ রচিত হইয়া interpolation হইয়াছে জানিতে হইবে এবং জাল পদগুলি ঐ প্রকার হীনচরিত্র অতাত্ত্বিকের দ্বারা backed up হইয়া চলিতেছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যখন তাঁহার গ্রন্থে গৌরনাগরী-দিগের গর্হণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিকাল হইতে এই প্রকার কুযোগীর চিন্তাস্রোত অভক্ত-সম্প্রদায় ভক্তব্রুব-পর্য্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ শ্রীরূপানুগসম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না। যদি কেহ ঐতিহাসিক বিচারে ঐ অতাত্ত্বিক লোকগুলির সত্য সত্য অধিষ্ঠান স্বীকার করেন, পরবর্ত্তী সময়ের জাল নহে বলেন, তাহা হইলে আমরা উহাদিগকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তের অপসম্প্রদায় নানা কুযোগি-বৈভব দেখাইয়াছে। তাহাদের সহিত রূপানুগ বৈষ্ণব-গণের আকাশ-পাতাল ভেদ। ঐ কবিতাগুলি spurious তাহাতে আর সন্দেহ কি? Anthropologyর নায়কগণ যদি অতাত্ত্বিক চৈতন্যবিমুখ হন, তাহা হইলে ঐ অভক্তগণের কবিতাগুলিকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে উহাদের চিত্তবৃত্তি হইতে শতসহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিতে হইবে।

"অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার"—এই পদ্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে 'গৌড়ীয়'-এ আলোচিত হইয়াছে। প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ইঁহারা যুগপৎ ভক্তভাব অঙ্গীকার-লীলায় একজন চারিপ্রকার ভক্তভাব, অপরজন তিনপ্রকার ভক্তভাব, অপরজন দুইপ্রকার ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্ত্তে গৌড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যদিও চারিপ্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুর রতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাশ্রিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগ। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গৌরীদাসাদি সখাগণ সখ্যরসাশ্রিত শ্রীচৈতন্যের সেবক—শুদ্ধভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অনুগামী। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি মধুর-রসের কৃষ্ণলীলায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে লীলা প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবকসূত্রে প্রেমময়ী সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌরলীলার সেই সকল গোপী বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় শ্যাম-স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন। এই আবরণটী অচিৎশক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরা চিচ্ছক্তির ভাবাতিশয্যে চিচ্ছক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য (৩০৪ সংখ্যায়) সেই গৌর, সেই ভক্ত বিপ্রলম্ভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরম বিরোধ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা জড়চিন্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা—জড়বুদ্ধির সুদুর্গম। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিন্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্য-শক্তিমান্। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্ভুত। যখন প্রকাশ করেন, তখনই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিহারে সেই অচিন্ত্যত্ব ও অদ্ভুতত্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়, তজ্জন্যই পুরুষদেহ প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্চর্য্যের বিষয়। জড়গুণের বিচার আশ্রয় না করিয়া ভক্তি ও প্রেমার চিদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ। জাগতিক ন্যায় অন্যায় ব্যবহারে উদাসীন হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নামপ্রেম-প্রচারমুখে তাঁহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক নামভজন-কারিগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়। 'তর্কে ইহা জানে যেই সেই দুরাচার' অর্থাৎ জড় (mundane logic) আশ্রয় করিয়া ইহাকে জড় fact-এর inference-এ logical fallacy-র মধ্যে আবদ্ধ করিলে তাহার কুম্ভীপাক-নরক অবশ্যম্ভাবী।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী উক্ত ভাব শব্দটীর দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। "শ্যামের" পরিবর্ত্তে গৌর, "বংশীমুখ"-এর পরিবর্ত্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, "গোপবিলাসী"র পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়ত্যাগে অসমর্থ গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যক্ষিক জড়েন্দ্রিয়বিলাস নহেন। এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্ব্বোধ্য।

বর্ষারম্ভে

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম দয়াল আচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ—'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা অধুনা কৃপাপূর্ব্বক পঞ্চবিংশ বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। আমরা তাঁহার নগণ্য সেবকানুসেবকরূপে তাঁহার সেবাসৌভাগ্য প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে তাঁহার নব বর্ষারম্ভে নবনবোদ্যমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ-শ্রীশ্রীরাধানয়নমণি কৃষ্ণচন্দ্রের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনযোগ্যতা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষবিধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাঠকপাঠিকা-রূপ সেবক সেবিকাগণেরও সুখোৎপাদন-সৌভাগ্য প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনীয়। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত বাণীর সেবাচেষ্টা হইতেই—বাণীকৃপাক্রমেই তাঁহার বপুর—সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব অনু-ভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপ্রাকৃত সেবাধিকার লাভ হইয়া থাকে। 'শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।।' শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাণী ও বপুর সেবা কখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর—কলিভয় নাশন কলিযুগপাবন অবতারী স্বয়ং ভগবান্। 'কলিকুক্কুর কদন যদি চাও হে। কলিভয় নাশন কলিযুগপাবন শ্রীশচীনন্দন গাও হে।' এই মহাজন বাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা সেই কলিযুগপাবনাবতারী গৌরহরির শিক্ষাদীক্ষানুসরণে তাঁহার পঞ্চশতবার্ষিক শুভাবির্ভাবের আগমনী গানের প্রয়াসী হইতেছি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট কৃপা ব্যতীত তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য আমরা বর্ষারম্ভেই তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপার একান্ত প্রার্থী। মহাপ্রভুর শিক্ষাদীক্ষানুসরণ-চেষ্টা শূন্য হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক বা বহির্ম্মুখজনগণেন্দ্রিয়তর্পণ মূলক বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন দ্বারা কখনই পঞ্চশতবার্ষিকী গৌরজয়ন্তী উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। 'গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।' এজন্য শুদ্ধ ভক্তানুগত্যে গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যময় উদ্যমই প্রদর্শিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা আজ যাঁহার উৎসবের দোহাই দিতেছি তাঁহার তাহাতে কতটুকু সন্তোষ হইতেছে

না হইতেছে, ইহা শুদ্ধভক্তসঙ্গে আলোচনা না করিলে উহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্যপর হইয়া পড়িবে। ১০০৮ ঢাকঢোল বাজাইয়া নাচানাচি করিলেই কি তাহাতে গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়োৎসব হইবে ? যদি তাঁহার প্রকৃত সুখসাধনোদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তদ্ভক্তানুগত্যেই তাঁহার শিক্ষাদীক্ষানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন ॥' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে।

আমরা শ্রীপত্রিকার নববর্ষারম্ভে আমাদের শ্রীপত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া, গ্রাহক/গ্রাহিকাগণকে আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।
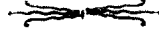
শ্রীচৈতন্যাষ্টক

[শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-বিরচিত]

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥১॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥২॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৩॥

রসোদ্দমা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ।
হরিণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৪॥

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৫॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৬॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৭॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৮॥

অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥৯॥

অনুবাদ ঃ—

শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ মানবদেহ ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা যাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায় নিজভক্তগণকে ভজনের প্রকার উপদেশ করিতে করিতে আমার দৃষ্টি-গোচর হইবেন কি ? ১ ॥

যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দুর্গ-নির্ভয়স্থান, উপনিষদসমূহের অতিশয় গতি-পরতত্ত্বে সঞ্চরণের হেতু মুনিগণের সর্ব্বস্ব তপবিজ্ঞানরূপ ঐহিক ধন। প্রণত দাসভক্তগণের দাস্যভক্তির মাধুর্য্য, সমস্ত ব্রজবনিতাগণের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সার, সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ২ ॥

যিনি জগতে নিরুপম স্বরূপ শ্রীমূর্ত্তির প্রকটনকারী অথচ স্বরূপ নামক পার্ষদকে পোষণকারী ; বহু রূপ সত্ত্বেও যাঁহার অদ্বৈত-ভেদাভাবপ্রিয় ; অথচ অদ্বৈত নামক আচার্য্য যাঁহার প্রিয় অথবা যিনি অদ্বৈত আচার্য্যের প্রিয় ; পাদসেবিকা লক্ষ্মী যাঁহাতে বাস করিয়াছেন অথচ শ্রীবাস নামক পণ্ডিত যাঁহার শরণাগত ; যিনি নিজের জন্ম দ্বারা নিঃসীম অতিশয় সুখরাশির প্রাদুর্ভাব করাইয়াছেন অথচ নিজগুরু ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ পরিব্রাজক পরমানন্দ পুরীতে গুরুবুদ্ধি করিতেন ; যিনি অবিদ্যাহরণকারী, আধ্যাত্মিক (শারীরিক, মানসিক) আধিদৈবিক (দেবকৃত) ও আধিভৌতিক (প্রাণিকৃত) তাপতপ্ত দীন জনগণের উদ্ধারকারী ; যিনি কুম্ভীরগ্রস্ত গজরাজকে করুণার ধারায় অভিষেকে সত্বর অথচ উৎকলের রাজা গজপতিকে করুণা অতিশয়ে ব্যগ্র, সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৩ ॥

রস-ভক্তিসুখের স্বাদে উদ্দাম অতিমত্ত ; অর্ব্বুদ সংখ্যক (অপ্রাকৃত) কামের মধুরস্বাদু যে ধাম—মোহনপ্রভাব ; তাহার দ্বারা উজ্জ্বলা মূর্ত্তি যাঁহার, অর্থাৎ অতিমোহনমূর্ত্তি ; যিনি যতি—সন্ন্যাসিগণের উত্তংশ—মস্তকের অলঙ্কার ; তরনিকর-প্রাভাতিক সূর্য্যের কিরণের মত বিদ্যোতি—দীপ্তিযুক্ত বসন যাঁহার তিনি অর্থাৎ গৈরিক (গেরিমাটি) দ্বারা ঈষৎ রক্তবস্ত্র। আঙ্গিকরুচ্-অবয়বের কান্তিতে হিরণ্য-সুবর্ণসমূহের লক্ষ্মীস্তর শোভাতিশয়কে তিরস্কারকারী ; সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৪ ॥

'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শনাম দ্বাত্রিংশদ অক্ষররূপ মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করতঃ যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিত ; উচ্চারিত নামসমূহের গণনার নিমিত্ত যে গ্রন্থিসমূহ করা হইত তাহার দ্বারা সুন্দর যে কটি-সূত্র, তাহার অঞ্চলের দ্বারা যাঁহার বামহস্ত উজ্জ্বল, কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যাঁহার চক্ষু ; দীর্ঘ অর্গল (লগুড়) যুগলের বিলাসে যাঁহার বাহুদ্বয় শোভিত অর্থাৎ আজানুলম্বিতভুজ ; সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৫ ॥

সমুদ্রের তীরে যে উপবনসকল সঞ্চলিত হইতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া বার বার বৃন্দাবনের স্মরণ-জনিত প্রেমে যিনি অধীর ; কোন কোন স্থানে বার বার কৃষ্ণনামের আবৃত্তির দ্বারা যাঁহার রসনা চঞ্চল, সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৬ ॥

রথে আরূঢ় শ্রীজগন্নাথের নিকট পথে মহাপ্রেমের তরঙ্গে যে নৃত্যাতিশয় স্ফুরিত হইত তাহাতে যিনি অবশ হইতেন, হর্ষের সহিত গানকারী বৈষ্ণবগণের দ্বারা যাঁহার শরীর বেষ্টিত হইত, সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৭ ॥

নয়নের জলধারা সমূহের দ্বারা পৃথিবী সেচনকারী, কদম্বের পুষ্পস্তবকের কেশরসমূহের পরাভবকারী —নিবিড় রোমাঞ্চসমূহের দ্বারা যাঁহার সকল অবয়ব ব্যাপ্ত হইত, নিবিড় ঘর্মসমূহের দ্বারা যাঁহার শরীর আদ্র্র হইত, উচ্চ কীর্ত্তনে সুখী সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৮ ॥

বিশ্বাসের দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ যে বিধান চৈতন্যের ধ্যান সহকারি এই অষ্টক পাঠ করেন, পরম আনন্দময় অমল তাঁহার পাদপদ্ম যুগলে তাঁহার বিস্তীর্ণা প্রেমলহরী অধিক স্ফুরিত হউক ॥ ৯ ॥

টালি ভাঙ্গে ★ টিনে মর্‌চে ধরে ★ অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ যায় ফেটে

কিন্তু

ছাদ ও দেওয়াল তৈরীর জন্য করোগেটেড টিনের বদলে

ইনডাল এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড সীট

সবদিক থেকে লাভজনক এবং সারা-জীবনের সাশ্রয়

১। **ব্যবহার** ঃ—বাস-বাড়ী, গোয়াল-বাড়ী, খামার-বাড়ী, মাল-গুদাম, কলকারখানা প্রভৃতির ছাদ ও দেওয়াল তৈরী করা যায়।

২। **গুণগত বৈশিষ্ট্য** ঃ—

(ক) ওজন ঃ করোগেটেড্‌ টিন (গ্যালভানাইজড্‌ ষ্টীল) এবং অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ সীটের থেকে যথাক্রমে ⅓ এবং ⅔ ভাগ হাল্কা।

(খ) স্থায়িত্ব ঃ করোগেটেড্‌ টিন (গ্যালভানাইজড্‌ ষ্টীল) এবং অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ সীট অপেক্ষা স্থায়িত্বের দিক থেকে **ইন্‌ডাল্‌ এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড্‌ সীট** অসাধারণ। ভাঙে না, ফেটে যায় না, দুমড়ে যায় না, আগুনে পোড়ে না এবং মর্‌চে (জং) ধরে না। একবার লাগানোর পর নতুনের মতোই থেকে যায়। এমনকি দেখাশোনা ছাড়া ৫০ বছর ব্যবহারের পরও।

(গ) প্রতিরোধ ক্ষমতা ঃ যে কোন প্রতিকূল আবহাওয়া এই অমূল্য সম্পদটির প্রতিরোধ ক্ষমতা, করোগেটেড্‌ টিন অথবা অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ সীট অপেক্ষা অনেক বেশী। এই সীট যে কোন আবহাওয়া-জনিত আক্রমণে উপরিভাগে থাকা ইনার্ট এ্যালুমিনিয়াম্‌ অক্সাইড্‌-এর হার্ড ফিল্ম এবং আলোর সৃষ্টিদ্বারা নিজেই নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে তৈরী করে। তাছাড়া করোগেটেড্‌ টিনের মতো (গ্যালভানাইজড্‌ ষ্টীল) **ইন্‌ডাল্‌ এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড্‌ সীটে** রঙ করার প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) তাপ ঃ প্রতিফলন শক্তি এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকার গুণে **ইন্‌ডাল্‌ এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড্‌ সীট**-এর তৈরীর ঘরবাড়ী অন্য যে কোন সীট অপেক্ষা গ্রীষ্মের দিনে ঠাণ্ডা ও শীতকালে গরম থাকে।

তাপমাত্রার তুলনামূলক হিসাব	**গড়**	**সর্ব্বাধিক**
এ্যালুমিনিয়াম সীটের তৈরী ঘর-বাড়ীতে—	৩১° সেঃ	৩২° সেঃ
করোগেটেড্‌ টিনের তৈরী (গ্যালভানাইজড্‌ ষ্টীল) ঘর-বাড়ীতে—	৩৫° সেঃ	৩৭° সেঃ
অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ সীটের তৈরী ঘর-বাড়ীতে—	৩৪° সেঃ	৩৬° সেঃ

(ঙ) **পুনর্বিক্রয় মূল্য ঃ** বহু বছর ব্যবহারের পরও অন্য যে কোন সীট অপেক্ষা **ইন্‌ডাল্ এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড্ সীট**-এ অনেক বেশী দাম পাওয়া যায়।

(চ) **কাঠামো ঃ ইন্‌ডাল্ এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড্ সীট** ওজনের দিক থেকে হাল্কা এবং মজবুত হওয়ায় অনেক কম কাঠে কাঠামো তৈরী করা যায়। যে-কারণে পয়সাও বাঁচে অনেক এবং একই কারণে খুব সহজেই এই ছাদ ও দেওয়াল তৈরী করা যায়। তাছাড়া অল্প খরচে অনেক বেশী মাল পরিবহন করা যায়।

(ছ) **স্বাস্থ্য ঃ ইন্‌ডাল্ এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড্ সীট**-এ তৈরী ছাদ বা দেওয়াল, ব্যবহারকারী বা বসবাসকারী স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে না।

(জ) **পরিশিল্প ঃ ইন্‌ডাল্ এ্যালুমিনিয়াম করোগেটেড্ সীট**-এর তৈরী ছাদ ও দেওয়াল ভারি সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এনে দেয় এবং ঘরবাড়ীগুলি খুব সহজেই আধুনিকতার ছোঁয়ায় দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া স্থাপত্যশিল্পকে প্রকাশ করে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায়ঃ নমঃ

"হা গৌর নিতাই তোরা দুটি ভাই
পতিত জনার বন্ধু।
অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ॥"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব পঞ্চশত-বার্ষিকীতে সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি
ও তন্নিজগণকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী

ক লি কা তা

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৯১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোম ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৯১
২২ বিষ্ণু, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, শুক্রবার, ২৯ মার্চ্চ, ১৯৮৫ { ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উলটাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—জন্মাষ্টমী অধিবাস, ১২ই ভাদ্র, ১৩৩৩

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং নীচপাবনম্।"
"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥"

অনেকে ভগবদ্বস্তুকে খণ্ডিত জড়বস্তুর ন্যায় চিন্তনীয় মনে করেন, কিন্তু বস্তুটী অচিন্ত্য। তিনি কেবল অচিন্ত্য ন'ন,—সেবোন্মুখের চিন্ত্য, চিন্ময়। তিনি অব্যক্ত—অপ্রকাশিত; কিন্তু তাঁহার রূপ আছে। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু। যাঁহার রূপ নাই, তিনি — অব্যক্ত। যাঁহার রূপ আছে, তিনি — ব্যক্ত। ভগবদ্বস্তুতেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমূহের সমন্বয়; এই ভাবটী আবার অচিন্ত্য। তিনি নির্গুণ বস্তু। সগুণবস্তুরই উপলব্ধি হয়, যাহা সগুণ নয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। গুণত্রয়ের অতীতবস্তু অথবা নির্গুণ হইয়াও তিনি গুণাত্মা—সকল কল্যাণগুণৈকবারিধি, তিনি যুগপৎ চিদ্‌গুণে গুণী ও নির্গুণ। সমস্ত গুণই তাঁহাতে আছে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অধিগত হ'বার যোগ্যতা যাহার আছে—সেই জগৎকে তিনি ধারণ করছেন। তিনি জগতের আধারমূর্ত্তি। তিনি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত; জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি নয়— জগতের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমান্ তিনিই। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা যাহার উপলব্ধি ঘটে, তাহা ভোগের বস্তু। জগৎ তিনি ন'ন—জগৎ তাঁহার আধার। একাধারে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত যে বস্তু, তাহা তিনিই। তিনিই ব্রহ্মবস্তু; তাঁহাকে নমস্কার করি।

অপূর্ণ বস্তুটী পূর্ণে অবস্থিত। আমরা নমস্কার ব্যতীত ('ন—নিষেধ', 'ম— অহঙ্কার')— অর্থাৎ অহঙ্কার না ছাড়িলে তাঁ'র নিকটে যেতে পারি না। জগতের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত ক্রিয়া আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু তিনি ব্রহ্মবস্তু—'বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম'। তিনি সীমাবিশিষ্ট কোনও বস্তু ন'ন—তাঁ'কে মেপে' বা ভোগ

ক'রে নেওয়া যায় না। তাঁ'র সহিত সংশ্লিষ্ট না হ'য়ে কোন বস্তুরই অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। এমন যে বস্তু, তাঁ'কেই বলি "ব্রহ্ম"। সে বস্তুরই অভ্যন্তরে সকল-বস্তু সমাহিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাঁ'রই অন্তর্গত বস্তু মাত্র।

খণ্ডজ্ঞান হ'তে অখণ্ডজ্ঞানে যা'বার রাস্তায় আমরা 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি; মনে করি,—উহা পূর্ণজ্ঞানের নির্দ্দেশক একটা শব্দমাত্র। সে জিনিসটী প্রকৃতপ্রস্তাবে কি, 'ব্রহ্ম'শব্দ-দ্বারা তাহা লক্ষ্য কর্‌ছি না। 'সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত নরাকার ব্রজেন্দ্রনন্দন'—এইরূপ কথার সহিত খণ্ডিতভাব গ্রহণ ক'র্‌তে হবে না। যে-সকল বস্তু ভগবদ্বস্তু নয়—একমাত্র বরণীয় নয়,—যে বস্তুর সহিত সকল-বস্তুর সংসর্গ নাই—সে বস্তুতেই আমাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব এ'সে উপস্থিত হয়; 'অণু' ও 'বৃহৎ', 'চিন্ত্য' ও 'অচিন্ত্য', 'নিরাকার' ও 'সাকার' প্রভৃতি শব্দ এ'সে উপস্থিত হয়।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১)—সে বস্তুটী নির্ব্বিশিষ্ট ন'ন বা সবিশিষ্ট থাকার দরুণ নির্ব্বিশিষ্ট ভাব যে তাঁ' হ'তে নিরস্ত হ'য়েছে, এরূপও নয়। ব্রহ্মে অণুত্ব-ভাবাভাব আছে—এরূপ ভাব নয়। আবার অণুত্বে অবস্থিত হ'য়ে তাহা বৃহত্ত্ব ধারণ ক'র্‌তে পারেন না—এ কথাও নয়। ঐরূপ ব্যাপার অচিজ্জগতে অসম্ভব। অচিৎ-এর পরমাণুর অভ্যন্তরে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড থাক্‌তে পারে না। কিন্তু ইহা অচেতন-শাখার চিন্তাস্রোত মাত্র। চেতন-শাখাতে এরূপ বিচার চেতনতার উপলব্ধির পূর্ণতার অন্তরায় মাত্র। শ্রুতি বলেন, (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

চেতনের অণুর মধ্যে অনন্তের সেবা ক'র্‌বার সামর্থ্য আছে। চেতনের গঠন এরূপ নয় যে, 'অণু' হ'লে সে অনন্তের সেবা ক'র্‌তে পার্‌বে না। উদাহরণ —বিস্ফুলিঙ্গ আধার প্রাপ্ত হ'লে সমগ্র-জগৎ পুড়িয়ে ভস্মীভূত ক'রে দিতে পারে।

আমার অবিদ্যার—অস্মিতার অনুভূতিতে 'সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত আমি', 'মনোধর্ম্মযুক্ত আমি' ব্রহ্ম-বস্তুকে যে-প্রকার নির্দ্দেশ ক'র্‌বার চেষ্টা করি, কৃষ্ণ তাহা নহেন। 'ভগবৎ' শব্দের দ্বারা তাদৃশ নির্দ্দেশের মধ্যেই কৃষ্ণবিষয়টীকে জান্‌বার সুবিধা হয়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা 'মনোধর্ম্ম যুক্ত আমি' বস্তুর সম্যক্ অভিধান ক'র্‌তে সমর্থ হই না।

'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্ম'শব্দ 'ভগবৎ'শব্দের অন্তর্ভুক্ত মাত্র। 'কৃষ্ণ' শব্দটী পরম পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁহারই প্রকাশ বলদেব—যাঁ' হ'তে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হ'য়েছেন, যাঁ' হ'তে মহা-বৈকুণ্ঠে মহা-সঙ্কর্ষণ প্রকাশিত হ'য়েছেন—যাঁ' হ'তে অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রকাশিত। এই সকলেরই মূলবস্তু শ্রীবলদেব। আবার বলদেবের মূল স্বয়ংরূপ যে বস্তুটী, সেটী 'কৃষ্ণ' বা 'স্বয়ং ভগবান্' ব্যতীত অন্য-সংজ্ঞায় কথিত হইতে পারেন না।

'কৃষ্ণাবির্ভাব' জিনিসটী—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধ-চেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণ-চেতনের পূর্ণ প্রকাশ। বর্ত্তমানে আমরা অচিদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, যদি সে অচিদ্‌ভাবটী সঙ্কুচিত ক'রতে পারি, তবেই আমাদের মেপে-নেওয়া ধর্ম্ম হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়। 'আমি'—অচিৎ ক্ষুদ্র পদার্থ নহি, 'আমি'—চিন্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ।

'ভগবান্ নিজে নিজে তাঁ'র যতটুকু সেবা ক'র্‌তে পারেন, তদপেক্ষা অধিক সেবা ক'র্‌তে পার্‌বো'—এই উপলব্ধিটী কোন্ সময়ে হ'বে, না যখন আমরা সত্য-সত্যই কার্ষ্ণপ্রতীতিবিশিষ্ট হ'তে পার্‌বো। যদি কোন দিন কোন কার্ষ্ণের নিকট আমরা পৌঁছিতে পারি, তাহ'লেই সুবিধা হ'তে পারে। কার্ষ্ণকেই সাধারণ ভাষায় 'বৈষ্ণব' বলে।

'প্রাভব', 'বৈভব', 'বিলাস', 'অংশ', 'কলা', 'বিকলা' প্রভৃতি সংজ্ঞা 'বিষ্ণু'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। আর 'কৃষ্ণ'-শব্দে সাক্ষাৎ 'স্বয়ংরূপ' উদ্দিষ্ট হন—শুধু উদ্দিষ্ট নয়, নাম-নামীতে কোন ব্যবধান থাকে না।

বিষ্ণুর শক্তি 'মায়া' ব'লে ব্যাপারটী সম্প্রতি আমার 'আমিত্বে' এসে' উপস্থিত হ'য়েছে। অণুচিৎ

আমি, কিন্তু আমি 'অণু অচিৎ'—এইরূপ যখন ধারণা করি, তখন আমার মায়াদ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা—দুর্ব্বলাবস্থায় যে ভাবের দ্বারা চালিত হ'চ্ছি, তা'তে বৈষ্ণবের নিকট যেতে পারি না। মায়িক ইন্দ্রিয়দ্বারা বৈষ্ণবকে ছোট ক'রে ফেলি—বৈষ্ণবকে মেপে' নিতে চাই—অমুকের ছেলে 'বৈষ্ণব', অমুকের মাতুল 'বৈষ্ণব'—এরূপ বলি। কখনও বা ব'লে থাকি,—বৈষ্ণবধর্ম্ম ছোটলোকের ধর্ম্ম, 'বৈষ্ণব' ব'লে নিজকে বুঝা—মূর্খতা—সঙ্কীর্ণতা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

অত্রৈব ব্রজভাবানাং শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তমশেষতঃ।
মথুরাদ্বারকাভাবাস্তেষাং পুষ্টিকরা মতাঃ॥

এই গ্রন্থে ব্রজভাব সকলের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা অশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। মথুরা ও দ্বারকাগত ভাব-সকল ব্রজভাবের পুষ্টিকর।

জীবস্য মঙ্গলার্থায় ব্রজভাবো বিবিচ্যতে।
যদ্ভাবসঙ্গতো জীবশ্চামৃতত্বায় কল্পতে॥

যে ব্রজভাবে আসক্তি করিয়া জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাই এক্ষণে জীবের মঙ্গল সাধনের অভিপ্রায়ে বিবেচিত হইবে।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিবিচ্যোয়ং ময়াধুনা।
অন্বয়াৎ পঞ্চসম্বন্ধাঃ শান্তদাস্যাদয়শ্চ যে॥

সেই ব্রজভাবসকল সম্প্রতি অন্বয়ব্যতিরেক রূপে বিবেচিত হইবে। অন্বয় বিচারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ সম্বন্ধের আলোচনা হইয়া থাকে।

কেচিত্তু ব্রজরাজস্য দাসভাবগতাঃ সদা।
অপরে সখ্যভাবাঢ্যাঃ শ্রীদামসুবলাদয়ঃ॥

কেহ কেহ ব্রজরাজের দাস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং শ্রীদাম সুবলাদি ভক্তগণ সখ্যভাবে সেবা করেন।

যশোদা-রোহিণী-নন্দা বাৎসল্যভাবসংস্থিতাঃ।
রাধাদ্যাঃ কান্তভাবে তু বর্ত্তন্তে রাসমণ্ডলে॥

যশোদা, রোহিণী, নন্দ প্রভৃতি বাৎসল্যভাবের পাত্র এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ কান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া রাসমণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন।

বৃন্দাবনং বিনা নাস্তি শুদ্ধসম্বন্ধভাবকঃ।
অতো বৈ শুদ্ধজীবানাং রম্যে বৃন্দাবনে রতিঃ॥

বৃন্দাবন বিনা অন্যত্র শুদ্ধ সম্বন্ধভাব নাই। এতন্নিবন্ধন শুদ্ধ জীবদিগের বৃন্দাবনধামে স্বাভাবিকী রতি হইয়া থাকে।

তত্রৈব কান্তভাবস্য শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রসম্মতা।
জীবস্য নিত্যধর্ম্মোয়ং ভগবদ্ভোগ্যতা মতা॥

বৃন্দাবনস্থ কান্তভাবই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু জীবের ভোগ্যতা ও ভগবানের ভোক্তৃত্বরূপ নিত্যধর্ম্ম ইহাতে বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়।

ন তত্র কুণ্ঠতা কাচিৎ বর্ত্ততে জীবকৃষ্ণয়োঃ।
অখণ্ডপরমানন্দঃ সদা স্যাৎ প্রীতিরূপধৃক্॥

নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে কোন-প্রকার কুণ্ঠতা নাই। অখণ্ড পরমানন্দ উহাতে প্রীতি-রূপে নিত্য বর্ত্তমান আছে।

সম্ভোগসুখপুষ্ট্যর্থং বিপ্রলম্ভোপি সম্মতঃ।
মথুরা-দ্বারকা-চিন্তা ব্রজভাববিবর্দ্ধিনী॥

জীব ও কৃষ্ণের সম্ভোগ সুখই ব্রজরসের নিত্য প্রয়োজন। সেই সুখের পুষ্টি করিবার জন্য বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাসরূপ বিরহ-ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। মথুরা ও দ্বারকা চিন্তা দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব মথুরা ও দ্বারকাদি ভাব ব্রজভাবের পুষ্টিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্রপঞ্চবদ্ধজীবানাং বৈধধর্ম্মাশ্রয়াৎ পুরা।
অধুনা কৃষ্ণসংপ্রাপ্তৌ পারকীয়রসাশ্রয়ঃ॥

প্রপঞ্চ বদ্ধ জীবের অধিকার ক্রমানুসারে আদৌ বৈধ ভক্তির আশ্রয় থাকে, পরে রাগোদয় হইলে ব্রজভাবের উদ্গম হয়। জনসমাজে বৈধানুশীলন এবং স্বীয়ান্তঃকরণে কৃষ্ণরাগাশ্রয় যৎকালে হইতে থাকে, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণে পারকীয় রসের কল্পনা করা যায়। যেমত কোন স্ত্রী নিজ বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যাদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধিসকল ও ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য সম্মান করত ভিতরে ভিতরে রাগানুশীলন দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরা পারকীয় রসাশ্রয় করিয়া থাকেন। এই তত্ত্বটী শৃঙ্গাররসের পক্ষে উপাদেয়, অতএব মধ্যমাধিকারীদিগের নিন্দাভয়ে উত্তমাধিকারীরা কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না। এতদ্গ্রন্থ কোমলশ্রদ্ধদিগের জন্য রচিত না হওয়ায় বৈধধর্ম্মের কোন বিস্তৃতি করা গেল না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে বৈধ বিধানসকল অন্বেষণ করিতে হইবে। বৈধ বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্য ধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে, অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণ-জন্য যে সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যে মহাপুরুষের যে কার্য্যের দ্বারা স্বীয় সুপ্তপ্রায় রাগের উদয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জীবদিগের প্রতি স্বাভাবিক দয়াপূর্ব্বক ঐ কার্য্য বা ঘটনাটীকে পরমার্থ সাধনের উপায় স্বরূপ বর্ণন করিয়া একটী একটী বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল মহাপুরুষদিগের বিধি সকল শাস্ত্রাজ্ঞারূপে কোমলশ্রদ্ধ মহাশয়গণের নিতান্ত অবলম্বনীয়। বিধিকর্ত্তা ঋষিগণ উত্তমাধিকারী ও সারগ্রাহী ছিলেন। যে সকল লোকেরা স্বয়ং বিচার করিয়া রাগোৎপত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারেন, তাঁহাদের পক্ষে বিধিমার্গ ব্যতীত আর গতি নাই। শ্রীভাগবতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নয়টী বিভাগে উক্ত বিধি সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ঐ সকল বিধির চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা যাঁহাদের স্বাভাবিক রাগ অনুদিতপ্রায় আছে, তাঁহারা বিধিমার্গের অধিকারী, কিন্তু রাগতত্ত্বের ভাবোদয় হইলেই বিধিমার্গের অধিকার নিরস্ত হয়। যে কোন বিধির আশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা যে পুরুষের রাগোদয় হয়, সেই বিধি সেই পুরুষ কর্ত্তৃক রাগাবির্ভাবের পরেও কৃতজ্ঞতা সহকারে ও অপর লোকে অনুকরণ করিয়া চরিতার্থ হইবে, এরূপ আশয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত সেবিত হয়। যাহা হউক, সারগ্রাহী মহাত্মারা সমস্ত বিধি অবলম্বন বা পরিত্যাগ করিতে অধিকার রাখেন।

শ্রীগোপী-ভাবমাশ্রিত্য মঞ্জরী-সেবনং তদা।
সখীনাং সঙ্গতিস্তস্মাৎ তস্মাদ্রাধাপদাশ্রয়ঃ ৷৷

উপাসনাপর্ব্বে, রাগতত্ত্বকে অবস্থাক্রমে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা শুদ্ধরাগ, বৈকুণ্ঠসত্তাগতভাবমিশ্রিত রাগ এবং বদ্ধজীবের পক্ষে নিদর্শনচেষ্টাগত ভাবমিশ্রিত রাগ। কৃষ্ণার্দ্ধরূপিণী রাধিকাসত্তাগত অতি শুদ্ধরাগকে মহাভাব বলা যায়। রাগের তদবস্থা হইতে ভিন্ন, কিন্তু মহাভাবের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ শুদ্ধ সত্ত্বগত অষ্টপ্রকার ভাব সকল অষ্ট সখী। উপাসকের নিদর্শন চেষ্টাগত সখীভাবের সন্নিকর্ষভাবসকল মঞ্জরী (এই স্থলে সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা আলোচনা করুন)। উপাসক প্রথমে স্বীয় স্বভাবপ্রাপ্য মঞ্জরীর আশ্রয় করিয়া, পরে ঐ মঞ্জরীর সেব্যা সখীর আশ্রয় করিবেন। সখীর কৃপা হইলে শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় লাভ হইবে। মহারাসলীলাচক্রে, উপাসক, মঞ্জরী, সখী ও শ্রীমতী রাধিকা ইঁহারা জড় জগতের ধ্রুবচক্রের উপগ্রহ, গ্রহ, সূর্য্য ও ধ্রুব ইহাদের সহিত সৌসাদৃশ্য রাখেন।

তত্রৈব ভাববাহুল্যান্মহাভাবো ভবেদ্ধ্রুবং।
তত্রৈব কৃষ্ণসম্ভোগঃ সর্ব্বানন্দপ্রদায়কঃ ৷৷

ভাববাহুল্যক্রমে মহাভাবত্বপ্রাপ্ত জীবদিগের সর্ব্বানন্দপ্রদায়ক কৃষ্ণসম্ভোগ সুলভ হইয়া পড়ে।

এতস্যাং ব্রজভাবানাং সম্পত্তৌ প্রতিবন্ধকাঃ।
অষ্টাদশবিধাঃ সন্তি শত্রবঃ প্রীতিদূষকাঃ ৷৷

এই চমৎকার ব্রজভাব সম্পন্ন হইবার প্রীতিদূষক অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক বিচারের নাম ব্রজভাবের ব্যতিরেক বিচার।

আদৌ দুষ্টগুরুপ্রাপ্তিঃ পূতনা স্তন্যদায়িনী।
বাত্যারূপকুতর্কস্তু তৃণাবর্ত্ত ইতীরিতঃ ৷৷

ধাত্রীচ্ছলে পূতনার ব্রজে আগমন আলোচনাপূর্ব্বক রাগমার্গগত মহাশয়গণ দুষ্ট গুরুরূপ প্রথম প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। গুরু দুই প্রকার অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু *। যিনি যুক্তিকে গুরু বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্ট গুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা, পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থতত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু। যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট গুরু, তাঁহাকে অবশ্য বর্জ্জন করিবে। কুতর্কই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক। ব্রজে বাত্যারূপ তৃণাবর্ত্ত বধ না হইলে ভাবোদ্গম হওয়া কঠিন। দার্শনিক, বৌদ্ধ ও যুক্তিবাদীদিগের সমস্ত তর্কই ব্রজভাব সম্বন্ধে তৃণাবর্ত্তরূপ প্রতিবন্ধক।

তৃতীয়ে ভারবাহিত্বং শকটং বুদ্ধিমর্দ্দকং।
চতুর্থে বালদোষাণাং স্বরূপো বৎসরূপধৃক্‌॥

যাঁহারা বৈধ পর্ব্বের সার অবগত না হইয়া তাহার ভারবহনে তৎপর, তাঁহারা রাগানুভব করিতে পারেন না। অতএব ভারবাহিত্বরূপ বুদ্ধিমর্দ্দক শকট ভঙ্গ করিলে তৃতীয় প্রতিবন্ধক দূর হয়। দুষ্ট গুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী সেবন ও সখীভাব গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল উপদেশমতে উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন, যেহেতু ঐ সকল আলোচনায় আর গম্ভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশক্রমে তাঁহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন। ইহার নাম শকটভঙ্গ। নিরীহ ভাবগত জীবের রক্তমাংসগত চাপল্যবশ হওয়ার নাম বালদোষ। তাহাই বৎসাসুর রূপ চতুর্থ প্রতিবন্ধক।

(ক্রমশঃ)

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

স্বয়ং কৃষ্ণই তৎপ্রিয়তম পার্ষদ ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥"

—ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩

অর্থাৎ "কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধ উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়া বিচারিত হইয়াছে, বেদের এই তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিতে পারেন না।" ৪২॥

"এই বেদ কর্ম্মকাণ্ডে আমারই বিধান এবং দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতারূপে আমারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানকাণ্ডেও যে সমস্ত আকাশাদি পদার্থের উল্লেখপূর্ব্বক নিরাস করা হইয়াছে, তাহারাও আমারই স্বরূপভূত, আমা হইতে পৃথক্ নহে। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য জানিবে। বেদ একমাত্র আমাকেই পরমার্থরূপে আশ্রয় পূর্ব্বক 'ভেদ'কে মায়ামাত্ররূপে অনূদিত করিয়া পশ্চাৎ তাহারই নিষেধ সহকারে নিবৃত্ত হইয়াছেন।"

* আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥ ভাগবতং

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'শব্দ আস্থায়··· ···প্রসীদতি' —এই শেষাংশের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতেছেন— "বেদাত্মকঃ শব্দঃ মাং আস্থায় মদ্ভক্তিযোগবিধায়কত্বেন মামেবাশ্রিত্য 'ভিদাং' মত্তোঽপি ভিন্নং কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগঞ্চ মায়ামাত্রং অনূদ্য ইতি। কর্ম্মযোগস্য ত্রিগুণময়ত্বেন ত্বম্পদার্থজ্ঞানপর্য্যন্তে জ্ঞানযোগস্যাপি বিদ্যাময়স্য সাত্ত্বিকত্বেন মায়ামাত্রত্বম্। অতোঽন্তে প্রতিষিধ্য ক্রমেণ তদ্দ্বয়মপোহ্য প্রসীদতি নির্গুণায়া মদ্ভক্ত্যমৃতবল্ল্যাঃ ফলস্য মন্মাধুর্য্যানুভবরূপস্য রসেন সজ্জনানানন্দয়ন্ স্বয়মপি নির্বৃণোতীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ বেদাত্মক শব্দ আমার ভক্তিযোগবিধায়কত্বহেতু আমাকেই আশ্রয় করিয়া আমা হইতে 'ভিদাং' অর্থাৎ ভিন্ন কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে মায়ামাত্র বলিয়া থাকেন। যেহেতু কর্ম্মযোগের ত্রিগুণময়ত্বহেতু এবং ত্বংপদার্থজ্ঞানপর্য্যন্ত বিদ্যাময় জ্ঞানযোগেরও সাত্ত্বিকত্বহেতু মায়ামাত্রত্ব। অতএব শেষে তদুভয়কেই প্রতিষেধ বা নিষেধ করিয়া প্রসন্নতা লাভ করেন। আমার নির্গুণা ভক্তিরূপা অমৃতলতিকার আমার মাধর্য্যানুভবরূপ ফলের রসদ্বারা সজ্জনগণকে আনন্দ প্রদান পূর্ব্বক নিজেও পরমানন্দ লাভ করেন।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥"
—গীতা ৬।৪৬-৪৭

অর্থাৎ সকাম কর্ম্মগত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ তপস্বিগণ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা যখন শ্রেষ্ঠ, তখন কর্ম্মিগণের কথা আর কি বলিব, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। সকল যোগিগণের অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-তপস্যা অপেক্ষা যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি উপায় অবলম্বনকারিগণের মধ্যে যিনি ভক্তিনিরূপক শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া আমাতেই আসক্ত চিত্ত দ্বারা আমাকে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগাবলম্বনে সেবা করেন, সেই ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিমত।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় বলিতেছেন— "কর্ম্মী, তপস্বী, জ্ঞানী চ যোগী মতঃ, অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ, শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে—'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥' (ভাঃ ৬।১৪।৫)"

অর্থাৎ "কর্ম্মী, তসস্বী ও জ্ঞানী—যোগী, অষ্টাঙ্গযোগী — যোগিতর এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিমান্ ব্যক্তিই যোগিতম—ইহাই তাৎপর্য্য। যেহেতু শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'হে মহামুনে, কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণ পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ'।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন — 'বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা—ইঁহারা সকলেই যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই, দুই নয়। যোগ একটি সোপানময় মার্গ বিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়, তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগ রূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম যোগ। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেকক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমেই নাম-সংযুক্ত একটি খণ্ডযোগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ, কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই প্রকার যোগী অথাৎ ভক্তিযোগী হও। নিষ্কাম কর্ম্ম

দ্বারা জ্ঞান, তদ্দ্বারা ধ্যানযোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগই জীবের লভ্য হয়, ইহাই এই ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অর্থ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

"ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ।
যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ॥"
—ভাঃ ৩।২৯।৩৯

অর্থাৎ "হে মনুপুত্রি, আমি আপনাকে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—উভয়ই বলিলাম। এই দুইএর মধ্যে মনুষ্য যে কোনটির দ্বারা পরমেশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে পারে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিতেছেন—

"পুরুষং ব্রজেৎ পরমেশ্বরং মাং প্রাপ্নুয়াৎ—ভক্তিযোগেন চিদ্ঘন-মদীয়-শ্রীমূর্ত্তি-সাক্ষাৎকারঃ; অষ্টাঙ্গযোগেন চ মন্নির্ব্বিশেষস্বরূপসাক্ষাৎকারঃ—ইত্যুভয়োরেব মৎপ্রাপ্তি-শব্দেন শাস্ত্রেষূক্তেঃ।"

অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বা ভগবানর নিত্য চিদ্ঘন শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার হয়। আর অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা ভগবানের আংশিক নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ বা পরমাত্মস্বরূপ পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপের অসম্যক্ বা আংশিক প্রকাশ হইলেও উহা অদ্বয় ভগবৎ স্বরূপেরই প্রতীতিভেদ; সুতরাং ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—উভয়ের দ্বারাই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি শব্দে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে তারতম্য অবশ্যই নির্ণীত হয়। অর্থাৎ ভক্তিযোগেরই স্বতঃসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার দেবর্ষি নারদোপদেশে ভক্তিযোগেই পূর্ণপুরুষ ভগবদ্দর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে ভক্তিযোগেরই সর্ব্বোত্তমতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-শিক্ষা-প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই কহিতেছেন—

"ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥"

ঐ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় (ভাঃ ১১।১৪।২০-২১) প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধার করিয়া ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

[অর্থাৎ "হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গযোগ, অভেদ ব্রহ্মবাদ্‌রূপ সাংখ্যজ্ঞান, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের স্বশাখা অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদিদ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না।"

"সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্যশ্রদ্ধার্জনিত ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্য হই। মন্নিষ্ঠ ভক্তিই চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।" —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]

"অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"
—চৈঃ চঃ ম ২০।১৩৬-১৩৯

সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রেই কৃষ্ণকে 'সম্বন্ধ', কৃষ্ণভক্তিকে 'অভিধেয়' এবং কৃষ্ণপ্রেমকেই 'প্রয়োজন'-তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীভগবান্ মাদৃশ তত্ত্বানভিজ্ঞ সংশয়োদ্বেলিত চিত্ত, বিভ্রান্ত জীবগণকে নিশ্চিত শ্রেয়ঃপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভু দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়াছেন—মানুষ ধনাদি পাইলে যেমন সুখভোগরূপ ফল-পায়, সুখভোগ হইতে যেমন দুঃখ আপনিই পলায়ন করে, তদ্রূপ ভক্তির অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত কৃষ্ণসেবার ফল স্বরূপে কৃষ্ণপ্রীতিরূপ প্রেমের উদয় হয়, কৃষ্ণপ্রীতিমূলা সেবার মুখ্যফল প্রেমোদয়ে আনুষঙ্গিক ভাবেই কৃষ্ণবৈমুখ্য রূপ যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়। দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়, কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপেই উহারা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, প্রেমসুখভোগই যে প্রেমের মুখ্য প্রয়োজন, ইহা স্পষ্টরূপেই উপলব্ধির বিষয় হয়। বেদশাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বরূপে কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও প্রেম রূপ এই তিনটি মহাধনের সন্ধান প্রদান করিয়া জীবের দারিদ্র্যদুঃখ চিরতরে নিরসন করিয়া-

ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃই আমরা এইধনের সন্ধান না পাইয়া হা হুতাশ করিয়া মরি।

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে কথিত হইয়াছে—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পারমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৫ ধৃত

অর্থাৎ "সেই সেই পুরাণ ও আগম গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য 'প্রধান' বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন; সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন।"

(অঃ প্রঃ ভাঃ)

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন—

"মুখ্য গৌণবৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৬

অর্থাৎ "রূঢ়ি ও লক্ষণা বৃত্তি অথবা অন্বয়-ব্যতিরেক দর্শনেও কৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট।"

—(শ্রীল প্রভুপাদ—অনুভাষ্য)

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদ-বিদেব চাহম্ ॥" —গীঃ ১৫।১৫

অর্থাৎ সমস্ত বেদ দ্বারা একমাত্র আমিই জ্ঞাতব্য, বেদব্যাসরূপে আমিই বেদার্থ নির্ণয়কারী এবং আমিই বেদার্থ বেত্তা।

শ্রীভগবান্ ব্যতীত বেদার্থ আর কেহই জানেন না। এজন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বশেষ-বাক্য বলিতেছেন—'মামেকং শরণং ব্রজ'। শরণাগত-বৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তকেই তাঁহার সাধনভজন সম্বন্ধীয় সকল গূঢ়রহস্য তাঁহার অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ গুরুরূপে স্নিগ্ধ শিষ্যকে উপদেশ করেন —"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।" "তাঁর উপদেশমন্ত্রে মায়াপিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, কৃষ্ণনিকট যায় ॥" "কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখান আপনে ॥" "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥" —এইসকল মহাজন-বাক্য বিশেষ সাবধানে আলোচ্য।

শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে আচার-প্রচারবান্ শাস্ত্রজ্ঞ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুপাদা-শ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সচ্ছাস্ত্র কখনও আধ্যক্ষিক জ্ঞানগম্য বিষয় নহে। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব-বেদান্তসার। তাহা বুঝিতে হইলে "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে ॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ।" "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥" এই সকল মহাজন-বাক্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১৬)

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী

"অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্ ॥"

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

কৃষ্ণলীলায় যিনি অনঙ্গমঞ্জরী, কাহারও মতে গুণমঞ্জরী, তিনি শ্রীগৌরলীলা পুষ্টির জন্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ১৪২২ শকাব্দে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দে, (মতান্তরে ১৪২৫ শকাব্দে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমের নিকটে কাবেরী নদীর তীরে

বেলগুণ্ডীগ্রামে তাঁহাদের নিবাস ছিল। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা সম্পূর্ণই দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা ভক্তি-রত্নাকরে ১ম তরঙ্গে গোপাল ভট্ট-চরিত্র বর্ণন হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি কৃষ্ণলীলার পার্ষদ হইয়া গৌরলীলা পুষ্টির জন্য বহু দূরদেশে দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হইলেও নন্দনন্দন কৃষ্ণ শচীনন্দন গৌরহরি-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবেষ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভাল লাগে নাই। নির্জ্জনে খেদে তিনি বিস্তর ক্রন্দন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নযোগে নদীয়ালীলা সম্পূর্ণ দর্শন করাইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিলেন।

"এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে।
গোপালের অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে॥
কহিল এসব কথা রাখিহ গোপনে।
হইল পরমানন্দ গোপালের মনে॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১।১২৩-৪

১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শুভ পদার্পণ করিলে রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চাতুর্ম্মাস্যকালে তাঁহার গৃহে অবস্থানের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্টের আবির্ভাবের কথা জানিয়া গোপাল ভট্টকে এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরিজনবর্গকে কৃপা করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গমে শুভাগমনলীলা এবং ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান-লীলা।

যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোপাল ভট্ট অল্প-বয়স্ক বালক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি সাক্ষাৎ সেবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট এবং তাঁহার পরিজনবর্গের সেবায় সন্তুষ্ট হইলেও লক্ষ্য করিলেন, ব্যেঙ্কট ভট্টের হৃদয়ে কিছু অভিমান আছে। ব্যেঙ্কট ভট্টের মনোগত ভাব এইরূপ ছিল—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণই সর্ব্বোত্তম আরাধ্য; শ্রীনারায়ণ অবতারী, কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহাদি তাঁহারই অবতার, কারণ নারায়ণের জন্ম নাই, নারায়ণ অজ; কৃষ্ণ রামাদি অবতারের জন্ম আছে, সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নারায়ণের অবতার কৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁহারা অবতারী নারায়ণের আরাধনা করেন। দর্পহারী মধুসূদন সকলের দম্ভ নাশ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের দর্পহরণের জন্য একদিন ভঙ্গী করিয়া ব্যেঙ্কট ভট্টকে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন,—'দেখ ব্যেঙ্কট ভট্ট তোমার আরাধ্য নারায়ণের সমান ঐশ্বর্য্য কাহারও নাই, তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবীরও ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। পক্ষান্তরে আমার আরাধ্য কৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্য নাই, বনফুলমালা, ময়ূরপুচ্ছাদি ধারণ করিয়া থাকেন, নন্দগোয়ালার ছেলে, রাখাল বালকগণের সঙ্গে জঙ্গলে বাছুর চরায় এবং আমার আরাধ্যা গোপীগণেরও কোন ঐশ্বর্য্য নাই, তাঁহারা দরিদ্রা গোয়ালিনী। তোমার নিকট আমার প্রশ্ন এই, 'তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ-লালসায় কৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বৃন্দাবনে (শ্রীবনে) কেন তপস্যা করিয়াছিলেন?' শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট সঙ্গে সঙ্গে তদুত্তরে বলিলেন—"ইহাতে কি দোষ হইয়াছে, লক্ষ্মীপতি নারায়ণ যিনি, রাধাপতি কৃষ্ণও তিনি। 'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥' কৃষ্ণেতে রসের আধিক্য থাকায় লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ লালসায় তপস্যা করিয়াছিলেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি দোষের কথা বলিতেছি না। কৃষ্ণে ও নারায়ণে তত্ত্বে কোনও ভেদ নাই। একই তত্ত্বে মাত্র রসগত ভেদ। মাধুর্য্যলীলায় যিনি কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যলীলায় তিনি নারায়ণ। কৃষ্ণলীলায় যিনি রাধিকা, নারায়ণলীলায় তিনি লক্ষ্মীদেবী, সুতরাং কৃষ্ণসঙ্গ লালসায় লক্ষ্মীদেবীর তপস্যাতে সতীত্বের হানি হয় নাই, তথাপি কৃষ্ণসঙ্গ-লালসায় তিনি বৃন্দাবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। তোমার নিকট আমার এই দ্বিতীয় প্রশ্ন, লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াও কেন কৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশা-ধিকার পান নাই?" শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট তাহার কোন উত্তর দিতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্যেঙ্কট ভট্টের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ অপনোদনের জন্য প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—"তুমি নিজেই পূর্ব্বে বলিয়াছ সিদ্ধান্ততঃ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও

কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই, তবে কৃষ্ণের রসোৎকর্ষতা আছে। নারায়ণে আড়াইটি রসের অভিব্যক্তি আছে। নন্দনন্দন কৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্য রস, সপ্ত গৌণ রস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণ অভিব্যক্তি। ঐশ্বর্য্যলীলাময়বিগ্রহ নারায়ণের লীলাপুষ্টির জন্য ঐশ্বর্য্যময়ী আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীদেবী। সেই লক্ষ্মীদেবী মাধুর্য্যলীলা পুষ্টির জন্য রাধিকা। শ্রীরাধিকা বা তাঁহার বিস্তার গোপীগণের— কৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না। লক্ষ্মীদেবী গোপীগণের আনুগত্য করেন নাই, ঐশ্বর্য্যভাব লইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার নারায়ণেরই সঙ্গলাভ হইয়াছে, কৃষ্ণসঙ্গ হয় নাই। পক্ষান্তরে শ্রুতিগণ গোপীগণের আনুগত্য করায় রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকাকাল পর্য্যন্ত রাগানুগ ব্রজভজন সম্ভব হয় না। ["প্রভু কহে, কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।

স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন।
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ মানন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১২৭-১৩১]

আমার আরাধ্যা গোপীগণ কৃষ্ণ রাসলীলাকালে অন্তর্দ্ধান করিলে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণের দর্শনের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ নারায়ণের সঙ্গ করা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাধারাণী তথায় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের দুইভুজ শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া গেল, দ্বিভুজ মুরলীধররূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন। ঐ স্থানকে এইজন্য পৈসধাম বা পৈঠধাম বলে। উহা গোবর্দ্ধনের নিকটে অবস্থিত। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অবতারী। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি তাঁহারই অবতার। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। 'যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ বলিতে তাঁহাতেই সত্তা ॥' 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥' —ভাঃ ১।৩।২৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ও সঙ্গপ্রভাবে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট গোস্বামী, পরিজনবর্গ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বতোভাবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় নিয়োজিত হইলেন, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত হইলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার পিতৃব্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। "ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ ॥"

'গোপালের মাতাপিতা মহাভাগ্যবান্।
শ্রীচৈতন্যপদে যে সঁপিল মনঃপ্রাণ ॥
বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া।
দুঁহে সঙ্গোপন হইলা প্রভু সঙরিয়া ॥
কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন।
রূপ-সনাতন সঙ্গে হইল মিলন ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচল ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের আগমন-সংবাদ পত্রে লিখিয়া জানাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের নিকট পত্রোত্তরে পরমানন্দ প্রকাশ করতঃ গোপাল ভট্টকে নিজ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতে লিখিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীও গোপাল ভট্টকে প্রাণসম প্রিয়জ্ঞানে শ্রীরাধারমণ সেবায় নিয়োজিত করিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ষড়্গোস্বামীর অন্যতম হইলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন জ্ঞান করিতেন। তিনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ

করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীও ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থের সহায়তায় ষট্‌সন্দর্ভ লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী সৎক্রিয়াসার দীপিকা গ্রন্থের রচয়িতা, হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের সম্পাদক ও ষট্‌-সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। ইনি বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী লিখিয়া বৈষ্ণবগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও গোপীনাথ পূজারী ইঁহার শিষ্য। শ্রীগোপীনাথ পূজারী শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ একটি বৃত্তান্ত শুনা যায়—হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী সাহারাণপুরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শুভবিজয় করিলে একজন সরল ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ নিষ্কপটভাবে গোস্বামিপাদের বহু সেবা করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অপুত্রক ছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার হৃদ্‌গত-ভাব জানিয়া হরিভক্তিপরায়ণ সুপুত্র হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁহার প্রথম পুত্রকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া বাক্য দিয়াছিলেন। সেই পুত্রই শ্রীগোপীনাথ পূজারী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতি স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট স্বীয় ডোর, কৌপীন, কৃষ্ণবর্ণের কাঠের আসন প্রেরণ করিয়াছিলেন এইরূপ জানা যায়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে মহা-প্রভুর ডোর, কৌপীন ও আসন পূজিত হইতেছেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী যখন উত্তর ভারতে তীর্থভ্রমণে ছিলেন তখন গণ্ডকী নদীর তীরে একটি শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই শালগ্রামশিলাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে নিত্য আরাধনা করিতেন। একদিন তাঁহার মনে এইরূপ ভাবনা হইল যদি শাল-গ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইতেন তিনি তাঁহাকে পোষাকাদি পরাইয়া সজ্জিত করিতে পারিতেন। পরদিনই ভক্তবাসনা পূর্ত্তির জন্য শ্রীশালগ্রাম শ্রীরাধা-রমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীমতী রাধিকা নাই। তৎপরিবর্ত্তে সিংহা-সনের বামপার্শ্বে শ্রীমতীর প্রতিভূরূপে একটি রৌপ্য মুকুট সংরক্ষিত আছে। এইরূপ কথিত আছে যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বাদশটী শালগ্রামের সেবা প্রত্যহ করিতেন। তাঁহার মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যদি শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইতেন তিনি উত্তমরূপে সেবা করিতে পারিতেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার হৃদ্‌গতভাব বুঝিয়া একজন শেঠের মাধ্যমে অনেক উপকরণ ও বস্ত্রালঙ্কার প্রেরণ করিলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত না হইলে কিরূপে বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করিবেন চিন্তা করিলেন। তিনি রাত্রিতে শালগ্রামকে শয়ন দিলে পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলেন বারটি শালগ্রামের মধ্যে একটি শালগ্রাম শ্রীরাধারমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রাকট্য ও করুণার কথা শুনিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ রাধারমণবিগ্রহ দর্শন করিতে আসি-লেন এবং দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইলেন। বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধারমণের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

১৫০৭ শকাব্দে আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী [মতান্তরে শুক্লা পঞ্চমী, মতান্তরে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ (১৫০০ শকাব্দ) শ্রাবণ কৃষ্ণা-ষষ্ঠী তিথিতে] তিথিতে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তিরোধানলীলা করেন। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চাতে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য রচিত 'ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টক' পাঠে আমরা গোস্বামিগণের মহিমা সম্যক্ অবধারণে সমর্থ হইব।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২০৯ পৃষ্ঠার পর]

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা পঞ্চতীর্থ]

আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্ ।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—যেরূপ অজ্ঞান জন্যই রজ্জুতে সর্প প্রতীত হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলিয়া যাহারা জানে না, তাহাদের অজ্ঞান হেতু সংসার হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হয় ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ টীকা—ননু তরন্ত্যেব তে কিমিতি তরন্তী-বেতি ব্রূষে ? তথা ভবস্য চানৃতত্বং বা কুতস্তত্র তেষাং জ্ঞানিনামাশ্রয়ণীয়ে বিবর্ত্তবাদমতে জগদিদমনৃতমেব ইত্যত তত্তরণমপ্যনৃতমেবেত্যতস্তরন্তীবেত্যুচ্যতে ইত্যাহ দ্বাভ্যাম্ । আত্মানং জীবম্ আত্মতয়া জ্ঞানানন্দময়াত্ম-ত্বেনঅবিজানতাং কিন্তু অবিদ্যয়া আবরণাৎ জ্ঞাতুম-শক্নুবতাং নৈব জানতাং তেনৈবাজ্ঞানেন নিখিলং প্রপঞ্চিতং সর্ব্বঃ সংসারোঽভূৎ । ভূয়ঃ পুনশ্চ সাংখ্য-যোগবৈরাগ্যতপোভক্তিভিরাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বেন যজ্জ্ঞানং তেন তৎ সর্বং প্রপঞ্চিতং বিলীয়তে । যথা রজ্জ্বাম্ অহের্ভোগস্য সর্পশরীরস্য অজ্ঞানজ্ঞানাভ্যাং ভবাভবৌ অধ্যাসাপবাদৌ ।। ২৫ ।।

টীকার ব্যাখ্যা—তাহারা (সংসার সমুদ্র) 'তরন্তি এব' উত্তীর্ণ হইয়া থাকেই, 'তরন্তি ইব' (যেন উত্তীর্ণ হয়) এইরূপ কেন বলিতেছেন ? এবং সংসারের 'অনৃতত্ব' মিথ্যাত্বই বা কি কারণে ? তাহাতে সেই জ্ঞানিগণের আশ্রয়ের যোগ্য 'বিবর্ত্ত' (মায়া) বাদমতে (রজ্জুতে যেমন অজ্ঞান বশতঃ সর্পের আরোপ হয়, আরোপ জ্ঞান সত্য নহে, সেইরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞানবশতঃ জগতের আরোপ হয়, বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা) । জগৎ মিথ্যাই, অতএব তাহার তরণও মিথ্যা ; এই নিমিত্ত 'তরন্তি ইব' ইহা হইয়াছে, ইহা বলিতেছেন । 'আত্মানং' জীবকে 'আত্মতয়া' জ্ঞানময় আনন্দময় আত্মারূপে, 'অবিজানতাং' অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবরণ বশতঃ জানিতে অসমর্থগণের, সেই অজ্ঞানের দ্বারাই 'নিখিলং প্রপঞ্চিতম্' সকল সংসার হইয়াছিল । 'ভূয়ঃ' পুনরায়, সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপ ও ভক্তির দ্বারা আত্মার দেহ ব্যতিরিক্তরূপে যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা, সেই সকল 'প্রপঞ্চিত' (সংসার) 'বিলীন' হইয়া থাকে । যেমন 'রজ্জ্বাং' রজ্জুতে, 'অহেঃ' 'ভোগস্য' সর্প শরীরের, অজ্ঞানও জ্ঞানের দ্বারা 'ভবাভবৌ' অধ্যাস ও অপবাদ (আরোপ ও নিষেধ) ।। ২৫ ।।

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—ভববন্ধ ও মোক্ষ—এই দুইটী সংজ্ঞাই অজ্ঞানকৃত, সুতরাং সত্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন । বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যে যেরূপ দিবা ও রাত্রির অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ মায়া-সম্বন্ধশূন্য অখণ্ড-অনুভব-স্বরূপ আত্মতত্ত্বে ঐ দুইটীর (বন্ধ ও মোক্ষ) অধিষ্ঠান নাই অর্থাৎ অনাত্ম ধারণা হইতেই ঐ দুইটীর উৎপত্তি, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উহা মিথ্যা ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ টীকা—অতএব ভবস্যানৃতত্বম্ অনৃতত্বা-দেব তত্তরণস্যাপ্যনৃতত্বং স্পষ্টয়তি অজ্ঞানেতি । অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োস্তৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ভবঃ সংসার-স্তদ্রূপো বন্ধশ্চ তন্মোক্ষশ্চ তৌ দ্বৌ নাম জ্ঞভাবো জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানমিতি যাবৎ, ঋতশ্চাসৌ জ্ঞভাবশ্চ তস্মা-দন্যৌ যৌ স্তঃ তৌ ঋতজ্ঞভাবে তস্মিন্নজস্রচিত্যাত্মনি তৎস্বরূপে জীবে কেবলে দেহাদি সঙ্গরহিতে বিচার্য্য-মাণে সতি ন স্তঃ ন সম্ভবত ইত্যন্বয়ঃ । দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি । যে অহনী লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন রাত্র্যহনী তরণেরন্যৌ স্তঃ । তে তু তরণৌ তথা বিচার্য্যমাণে যথা ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ।। ২৬ ।।

টীকার ব্যাখ্যা—এই কারণেই সংসার মিথ্যা, মিথ্যাহেতু তাহার তরণও মিথ্যা, ইহা স্পষ্ট করিতে-

ছেন—'অজ্ঞান' ইতি। অজ্ঞানের দ্বারা 'সংজ্ঞা' (প্রতীতি) যে দুইটীর, তাহারা 'অজ্ঞান সংজ্ঞ', 'ভব' সংসার, সেই সংসাররূপ 'বন্ধ' ও তাহা হইতে 'মোক্ষ' সেই দুই, 'জ্ঞভাব' 'জ্ঞাতৃত্ব'-জ্ঞান, 'ঋত' (অব্যভিচারী) এমন যে 'জ্ঞভাব' (জ্ঞান), তাহা হইতে অন্য যে ভববন্ধ ও মোক্ষ—দুইটী প্রতীত হয়। সেই ঋতজ্ঞ ভাব অর্থাৎ 'অজস্র' নিত্য, 'চিতি' জ্ঞানরূপ 'আত্মা' জীব, 'কেবল' দেহাদিসঙ্গরহিত, 'বিচার্য্যমাণ' বিচার-কৃত হইলে, 'নস্তঃ' সম্ভব হয় না (ঋতজ্ঞভাবের অনুবাদ অজস্রচিতি) ঋত ও অজস্র এক অর্থ নিত্য, জ্ঞভাব (জ্ঞান) ও চিতি এক অর্থ আত্মা। দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। যে 'অহনী' 'লিঙ্গ সমবায়' ন্যায়ে রাত্রি ও দিন (অহশ্চ অহশ্চ অহনী দ্বন্দ্ব সমাস, এক অহঃ-র অর্থ এখানে রাত্রি যেমন ছত্রধারিগণের সঙ্গে দু-একজন ছত্রহীন গমন করিলেও ছত্রধারিগণ যাইতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে ; সেই রীতিতে দিনের সঙ্গে রাত্রিও দিন)। দিন ও রাত্রি 'তরণি' সূর্য্য হইতে অন্য হইতেছে, কিন্তু সূর্য্য বিচারিত হইলে দিনরাত্রি সম্ভব হয় না। এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

বৈষ্ণবতোষনী—যে ভববন্ধ ও মোক্ষ ঋতজ্ঞভাব হইতে অন্য হয়, যেহেতু এই দুইটী মায়ার বৃত্তি, অজস্রচিদাত্মরূপ ঋতজ্ঞভাব বিচারিত হইলে তাহারা নাই—অর্থাৎ সেই শুদ্ধ আত্মাতে (ঋতভাবে) এই উভয়ের সম্বন্ধ আছে বা নাই এই বিচার করিলে তাহাতে সম্ভব হয় না। তাহা হইলে কিরূপে সেই দুইটী স্ফুরিত হয় ? তাহাতে বলিতেছেন 'অজ্ঞান' ইতি। অজ্ঞানের দ্বারাই সেই বন্ধ ও মোক্ষের 'সংজ্ঞা' প্রতীতি হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। যে 'অহনী' লিঙ্গসমবায় ন্যায়ে দিবা ও রাত্রি 'তরণি' সূর্য্য হইতে অন্য (প্রতীত) হয়, যেহেতু রাত্রি ও দিন কালের বৃত্তিরূপ। সেই দুইটী তরণিতে বিচার করিলে যেরূপ সম্ভব হয় না, এই অর্থ। এই পদ্যে ও পূর্ব্বপদ্যে আত্মা জীব, কারণ জীবাত্মাই জ্ঞান, অজ্ঞান, মোক্ষ, বন্ধন ইত্যাদি বিচারের যোগ্য, ভগবান নহেন।

(ক্রমশঃ)

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication : Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name : Sri Mangalniloy Brahmachary
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
   Nationality : Indian
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1985

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীবিশ্রামঘাট অথবা শ্রীবিশ্রান্তিঘাট—

"কংস মারি বিশ্রাম করিলেন কৃষ্ণ যথা।
সেই শ্রীবিশ্রাম ঘাট, উত্তরিলা তথা॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৪।১৭০

বিশ্রাম ঘাটের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে বারটি করিয়া ২৪টি ঘাট রহিয়াছে। উত্তর দিকের ১২টি ঘাটকে 'উত্তর-কোট' এবং দক্ষিণ দিকের ১২টি ঘাটকে 'দক্ষিণ-কোট'—এই ভাবে বলা হয়। দক্ষিণ কোট ঃ—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্য, (৪) প্রয়াগ, (৫) কঙ্খল, (৬) তিন্দুক, (বঙ্গদেশবাসিগণ এই ঘাটের সমীপে বাস করিতেন বলিয়া ইহার পরবর্ত্তীকালে 'বাঙ্গালী ঘাট' নামে প্রসিদ্ধি হয়), (৭) সূর্য্যঘাট (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বোধতীর্থ।

উত্তর কোট ঃ—(১) মণিকর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড, (৩) সংযমন তীর্থ (স্বামীঘাট বা বাসুদেব ঘাট), (৪) ধারাপতন তীর্থ, (৫) নাগতীর্থ, (৬) বৈকুণ্ঠ ঘাট, (৭) খাটাভরণ ঘাট, (৮) সোমতীর্থ (গো ঘাট), (৯) কৃষ্ণগঙ্গা, (১০) চক্রতীর্থ, (১১) বিঘ্নরাজ ঘাট, (১২) দশাশ্বমেধ ঘাট।

উপরিউক্ত বোধতীর্থ বা কোটিতীর্থে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে তথায় রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহাকে রাবণ কুঠিও বলা হয়। ২৪ ঘাটের মধ্যে বিশ্রাম ঘাট সর্ব্বোত্তম।

শ্রীবিশ্রান্তি তীর্থ বা শ্রীবিশ্রাম তীর্থ—

"এই দেখ মহাতীর্থ—শ্রীবিশ্রান্তি নাম।
কংসে বধি কৃষ্ণ এথায় করিল বিশ্রাম॥"

ভক্তিরত্নাকর ৫।২৩১

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রামতীর্থে অদ্ভুত বিলাস করিয়াছিলেন।

"তত্র তীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তিলোকবিশ্রুতম্।
ভ্রমিত্বা সর্ব্বতীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি শাশ্বতীম্॥"

—স্কন্দপুরাণ

'হে মহারাজ! মথুরায় লোকপ্রসিদ্ধ বিশ্রান্তিতীর্থ বিরাজিত, যথায় লোক সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিত্য বিশ্রাম লাভ করেন।' সংসার-জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে বিশ্রাম লাভ হয় বিশ্রান্তি তীর্থে। বিশ্রান্তি তীর্থের মহিমা সৌরপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"ততো বিশ্রান্তিতীর্থাখ্যং তীর্থমংহোবিনাশনম্।
সংসারমরুসঞ্চারক্লেশবিশ্রান্তিদং নৃণাম্॥
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো যোঽর্চয়েদচ্যুতং নরঃ।
স মুক্তো ভবসন্তাপাদমৃতত্বায় কল্পতে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৪১-২

সৌরপুরাণে — ইহার পর লোকের সংসার-মরুভূমিতে বিচরণজনিত ক্লেশ হইতে বিশ্রামপ্রদ পাপ-বিনাশন বিশ্রান্তিতীর্থনামক তীর্থ। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া অচ্যুতের অর্চন করে, সে সংসার-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্বলাভে সমর্থ হয়।

অন্যান্য তীর্থ অপেক্ষা যমুনায় স্নানের ফল শতগুণ, আবার বিশ্রান্তিতীর্থে সেইফল কোটিগুণ—ইহা পদ্মপুরাণে যমুনা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পদ্মাকৃতি মথুরার কর্ণিকারে শ্রীকেশবদেব বিরাজিত আছেন। উক্ত পদ্মের পূর্ব্বপত্রে **শ্রীবিশ্রান্তিদেব**, পশ্চিমপত্রে গোবর্দ্ধননিবাসী শ্রীহরিদেব, উত্তরপত্রে শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহদেব। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে যে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—"অষ্ট দিকের প্রত্যেকদিকে তিনমূর্ত্তি করিয়া যে চব্বিশটি মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে স্ব স্ব ধামে নিত্যবিরাজমান, সেইমূর্ত্তিসমূহ ব্রহ্মাণ্ডের ২৪টি বিভিন্নস্থানে স্ব স্ব ধাম-সহ অর্চ্চাবতাররূপে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। সেই ২৪ মূর্ত্তির মধ্যে নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে শ্রীমাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ, মায়াপুরে শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে শ্রীবাসুদেব, মথুরাতে শ্রীকেশবদেবের নিত্য অধিষ্ঠানের কথা জানা যায়।"

কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ সেখানে বিশ্রান্তিদেবরূপে বিরাজিত

আছেন। তৎসংলগ্ন যমুনার ঘাটকে বিশ্রাম ঘাট বা বিশ্রান্তিঘাট বলে। 'বাসুদেবো মহাবাহুর্জগৎস্বামী জনার্দ্দনঃ। বিশ্রামং কুরুতে তত্র তেন বিশ্রান্তিসংজ্ঞিতা ॥'
—বরাহপুরাণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত মথুরার ২৪ ঘাটে স্নানলীলা করিয়াছিলেন,—ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। 'যমুনার চব্বিশঘাটে প্রভু কৈল স্নান। সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্থান ॥'—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ। 'ওহে শ্রীনিবাস, চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে। মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দ চিতে ॥' — ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ— বিশ্রামতীর্থে স্নানলীলা করার পর শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শনলীলা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও তাঁহার শিষ্যগণ ও অনুরাগী ভক্তগণসহ বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া কেশবদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

আদিবরাহ (কৃষ্ণবরাহ), শ্বেতবরাহ—

"বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশবধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥"
—জয়দেবের দশাবতারস্তোস্ত্র

সেই শূকররূপী জগদীশ্বর শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন। যাঁহার দন্তাগ্রে চন্দ্রের কলঙ্ক রেখার ন্যায় পৃথিবী সংলগ্না ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে বরাহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার অঙ্গ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা পুরুষ-স্ত্রীর আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মার নির্দ্দেশ ক্রমে স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা মনুকে প্রজা সৃষ্টির জন্য আদেশ প্রদান করিলে স্বায়ম্ভুব মনু উক্ত আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পিতা ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন— 'পৃথিবী প্রলয়-জলমগ্না হইয়াছেন, সৃষ্ট প্রাণিগণ কোথায় অবস্থান করিবেন, এইজন্য কৃপাপূর্ব্বক পৃথিবী উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।' ব্রহ্মা জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার-চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটি সূক্ষ্ম বরাহমূর্ত্তি প্রকটিত হইলেন, ক্ষণকালের মধ্যে উহা হস্তীর ন্যায় বৃহদাকারে পরিবর্দ্ধিত হইলেন। শ্রীবরাহমূর্ত্তি গর্জ্জন করিতে থাকিলে সত্যলোক আদির অধিবাসিগণ বেদমন্ত্রে তাঁহার স্তব করিতে থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীবরাহদেব জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জল বিদীর্ণ করিতে করিতে রসাতলে গেলেন এবং তথা হইতে অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন। সেইসময় শ্রীবরাহদেব জলমধ্যে শ্রীহিরণ্যাক্ষ দৈত্যের বধ সাধনও করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ বরাহদেবের এই অলৌকিক পৃথিবী-উদ্ধারলীলা দর্শন করিয়া আশ্চয্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে বহুবিধ স্তবস্তুতি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে যে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা হইয়াছিল, তাহাতে আদিবরাহদেব (কৃষ্ণবরাহ) এবং শ্বেতবরাহদেবের মহিমা এইরূপভাবে বর্ণিত আছে— 'চৌবে পাড়ায় মাণিকচক মহল্লায় ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের অভ্যন্তরে আদিবরাহদেব বিরাজিত। চতুর্ভুজ বরাহ-বদন শ্রীবিগ্রহ ; দন্তে ধরণী উপবিষ্টা, পদে হিরণাক্ষ দৈত্যকে দলন করিতেছেন—এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি। এই মন্দির হইতে অল্পদূরেই অন্য একটি ছোট মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তরময়ী শ্রীবরাহ মূর্ত্তি বিরাজিত। বরাহপুরাণে আদিবরাহ ও শ্বেতবরাহ মূর্ত্তির উল্লেখ অনুসারে এখানে দ্বিবিধ বরাহবিগ্রহ দৃষ্ট হয়। কপিল নামে জনৈক বিপ্রর্ষি আদিবরাহ-উপাসক ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত বিপ্রর্ষির নিকট হইতে সেই বরাহবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কায় ঐ বরাহ-বিগ্রহ লইয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নির্ব্বিশেষবাদী রাবণকে বধ করিয়া উক্ত বরাহ শ্রীমূর্ত্তিকে অযোধ্যায় লইয়া আসেন। শ্রীশত্রুঘ্ন লবণ দৈত্যকে বধ করিবার পর সেই বরাহবিগ্রহ শ্রীমথুরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

উক্ত উদাহরণ কর্ম্মী ইন্দ্রের বিষ্ণুপূজার ছলনা এবং নির্ব্বিশেষবাদী রাবণের কর্ম্মীকে দলন করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহকে করতলগত করিবার দৃষ্টান্তে বিষ্ণু-বিরোধ,—এই উভয়কে নিরাস করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ঐরূপ আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিকোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় কলিকাতা (কালীঘাট) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে বিগত ১৯ পৌষ, ১৩৯১; ৩ জানুয়ারী, ১৯৮৫ বৃহস্পতিবার হইতে ২৩ পৌষ, ৭ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস-ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে,—মাননীয় বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, মাননীয় বিচারপতি শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ পাইন। শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, খড়্গপুর ও কলিকাতা (বেহালা) শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ও শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাড্ভোকেট যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'শান্তির পথ—ভগবৎ-প্রপত্তি', 'হিংসা-প্রবণতা প্রতিরোধে ভগবৎ প্রেমানুশীলন', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য', 'বৈধী ও রাগানুগাভক্তি' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা' বিষয়গুলি যথাক্রমে সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। কালনা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন আচার্য্য মহারাজ, হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ।

স্থানীয় কলিকাতার নাগরিকগণ ব্যতীতও মফঃস্বল হইতে ভক্তগণ এই মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। ২২ পৌষ, ৬ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যাদি সহ শ্রীমঠ হইতে শুভযাত্রা করতঃ দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ২৩ পৌষ, ৭ জানুয়ারী সোমবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার, ভোগরাগ, আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হইলে পর সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সংবাদ টেলিভিসন যোগে প্রচারিত হয়।

বোম্বাই, পুণা, গোয়া ও নাসিকে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারমুখে শ্রীমঠের ব্রহ্মচারীবৃন্দসহ শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ

৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীতরুণকৃষ্ণ (খোকা) ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারীসহ গৌহাটী শ্রীমঠ হইতে তিনসুকীয়া মেলে যাত্রা করতঃ এলাহাবাদে ট্রেণ পরিবর্তন করিয়া যথাসময়ে বোম্বাই-নগরীতে পেঁছান এবং বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শ্রীগোবর্দ্ধনলাল রায়ের আতিথ্য স্বীকার করেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন দাস আসিয়া প্রচার পার্টিতে যোগদান করেন। অতঃ-পর সতীর্থ গৃহস্থ গুরুভ্রাতা শ্রীমুরারিলালজীর ব্যবস্থা-পনায় বোম্বাই সহরের একাংশে জুহুতে একটী সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পাওয়া গেলে তথায় পার্টীসহ মঙ্গল মহারাজ একমাসকাল অবস্থান করিয়া বোম্বাই সহরের বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট উচ্চ শিক্ষিত সিন্ধি, গুজরাটী, মারাঠী ও হিন্দী ভাষাভাষী শিক্ষিত মহলে হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভাষণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রচার করেন। বোম্বাই সহরে প্রচারান্তে শ্রীল মহারাজ পার্টী-সহ পুণায় প্রচারে যান। তথায় রবিবার-পেটে সোমেশ্বর মহাদেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে ও আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচেতনা সংঘে (Iskcon) প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভাষণ ও কীর্তন করেন। পুণায় দশদিবস অবস্থান করতঃ তাঁহারা গোয়ায় প্রচারে গিয়া পঞ্জিমে মহালক্ষ্মীর শ্রীমন্দিরের পান্থনিবাসে (Guest-house) দিবসত্রয় অবস্থান ও পাঠকীর্ত্তন করতঃ জলপথে বোম্বাই হইয়া নাসিকে যান। নাসিকের কুম্ভমেলা-স্থান শ্রীরামকুণ্ড তীরে চারিসম্প্রদায়ের মঠে প্রত্যহ অপরাহ্নে সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তথা হইতে পুনঃ বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করতঃ ২৬ জানুয়ারী গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেসে কলিকাতায় পেঁছেন এবং কলি-কাতা শ্রীমঠে দিবসত্রয় অবস্থান করেন। আকস্মিক-ভাবে বনগ্রাম হইতে আহ্বান পাইয়া শ্রীব্রহ্মানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারীসহ একরাত্রির জন্য তথায় গিয়া স্থানীয় সজ্জনগণ কর্তৃক আয়োজিত এক বিশাল ধর্ম্মসভায় শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা শংসন করেন।

কলিকাতা হইতে ২৯ জানুয়ারী কামরূপ এক্সপ্রেস যোগে শ্রীল মহারাজ পার্টীসহ গৌহাটী প্রত্যাবর্তন করেন এবং গৌহাটী শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ-দান করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় সর্ব্বত্রই ভাল প্রচার হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গে ও আসামে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার

মালদহ চাঁচল নিবাসী শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর (শ্রীসুনীল চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের) বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দ দাস বনচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বিগত ২৭ পৌষ, ১১ জানুয়ারী শুক্রবার গৌড় এক্সপ্রেসে কলিকাতা-শিয়ালদহ হইতে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে মালদহ ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর ব্যবস্থায় বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর মিলনস্থান শ্রীরামকেলি গ্রাম দর্শন করিয়া আসেন। সেইদিন মালদহ হইতে ট্রেণযোগে ও সামসি হইতে বাসযোগে চাঁচলে পেঁছিতে প্রায় বেলা ৩টা হয়। চাঁচল-বাজারে সত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর দ্বিতলগৃহে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। কাঁচড়া-

পাড়ার শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস ১৪ জানুয়ারী প্রচারপার্টির সহিত চাঁচলে যোগদান করেন। ২৮ পৌষ, ১২ জানুয়ারী শনিবার হইতে ২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত উপরিউক্ত গৃহস্থভক্তের অপর একটী বাসভবনের মুক্ত প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীতও তথায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী। ১লা মাঘ, ১৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবান্তে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে এক সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাঁচলের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। নগর-সংকীর্ত্তনে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎপরে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করিলে ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করতঃ স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সস্ত্রীক শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীগিরিধারী দাসাধিকারী এবং অন্যান্য স্থানীয় গৃহস্থভক্তগণের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়া।

শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস চাঁচল হইতে বাস ও ট্রেণযোগে মালদহ ষ্টেশনে আসিয়া ৩রা মাঘ, ১৭ জানুয়ারী আসাম-প্রচারভ্রমণে যাত্রা করতঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে নিউজলপাইগুড়ি এবং তথা হইতে তিস্তা এক্সপ্রেসে নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে সেইদিন মধ্যরাত্রিতে আসিয়া পেঁছেন। সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীসুধাংশু দত্ত মহোদয় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মাসাধিককাল আসাম প্রচারভ্রমণে থাকাকালে **বঙ্গাইগাঁও, রুণীখাতা, তেজপুর, হাফলং, গৌহাটী, লাংহিং (কারবিয়ালং), সরভোগ, বরপেটা** রোড, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে শুভ পদার্পণ করেন। তিনি বঙ্গাইগাঁওয়ে শ্রীমণিকাঞ্চন জুয়েলার্সের মালিক শ্রীসতীশ দত্ত মহোদয়ের বাসভবনে ১৮ই জানুয়ারী, ভুটানের নিকটবর্ত্তী রুণীখাতার শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ও শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারীর (ডাঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথ) গৃহপ্রাঙ্গণে ১৯ জানুয়ারী হইতে ২১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত, শোণিতপুর জেলার সদর তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২৪ জানুয়ারী হইতে ২৬ জানুয়ারী পর্য্যন্ত, নর্থ কাছাড় হিল্‌স জেলার হাফলং শহরে ২৯ জানুয়ারী হইতে ৩১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থানীয় শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে, গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বার্ষিকানুষ্ঠান উপলক্ষে ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশনে, কারবিয়ালং জেলায় লাংহিংএ ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী, ৭ই ফেব্রুয়ারী গৌহাটী দিগ্‌পুরে, বরপেটা জেলায় সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ৮ ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত, বরপেটা রোডে ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী, গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে* ১৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভাসমূহে অভিভাষণ প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে বঙ্গাইগাঁও, রুণীখাতা, তেজপুর, গৌহাটী, সরভোগ, বরপেটা রোড ও গোয়ালপাড়ায় প্রচারে ছিলেন। শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী বঙ্গাইগাঁও, রুণীখাতা ও গোয়ালপাড়া প্রচারে বিভিন্নভাবে আনুকূল্য এবং হাফলং ও লাংহিংএ বিশেষভাবে প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর হইতে কতিপয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ সরভোগ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এবং গোয়ালপাড়া মঠের শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী,

* আসামের গোয়ালপাড়া জেলা সদর গোয়ালপাড়া সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য বিশাল শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব গত ৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ১৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন, বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান মহোৎসব, শ্রীবিগ্রহগণসহ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার যে বিরাট্ অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় পৃথগ্‌ভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী তিনসুকিয়ায় প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় আনুকূল্যের জন্য সরভোগে আসিয়া যোগ দেন। প্রচারপার্টিতে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী। শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ গৌহাটী মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায়, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তেজপুর মঠের ধর্ম্মসভায়, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীহরেকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সরভোগ গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মসভায় ভাষণ দেন। শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ করেন গৌহাটীতে ও তেজপুরে। রুণীখাতা, হাফলং, সরভোগ প্রভৃতি স্থানে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। পরবর্ত্তিকালে শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীনন্দসুতদাসও প্রচার-পার্টীতে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

গৌহাটী হইতে বরাকভ্যালি এক্সপ্রেসে হাফলং যাওয়ার পথে দুইপার্শ্বের ঘনজঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতরাজির দৃশ্য অতীব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। হাফলং অনেকটা উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আবহাওয়া ঠাণ্ডা ও শীতের আধিক্য বেশী—এইরূপ অনুভূত হইল।

হাফলং নামে দুইটী ষ্টেশন আছে—লোয়ার হাফলং ও হাফলং হিল। লোয়ার হাফলং বড় ষ্টেশন, সেখান হইতে হাফলং সহরে যাইবার ছোট মিনি বাস, জীপ আদি অধিক পাওয়া যায়। এজন্য যাত্রিগণ অধিকাংশ সেখানেই নামেন। লোয়ার হাফলং ষ্টেশন হইতে রাস্তায় পৌঁছিতে অনেক সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়। রাস্তাটা অনেক উঁচুতে থাকায় অনভ্যস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মালপত্র লইয়া উপরে উঠিতে শ্বাসকষ্ট হয়। সহরটী সুসজ্জিত, পাহাড়ে অবস্থিত, রাস্তাঘাট সুন্দর, কতকটা শিলংএর মত, কিন্তু শিলংএর মত বৃক্ষাদি, সুন্দর পুষ্করিণী, জলপ্রপাতাদি দৃষ্ট হইল না। হাফলংএ পানীয়জলের খুবই অসুবিধা দেখা গেল। শ্রীহীরাদেব মহোদয় যাঁহার বাড়ীতে সাধুগণ অবস্থান করিয়াছিলেন, সাধুগণের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য প্রত্যহ বহু অর্থব্যয়ে মুটের সাহায্যে জল আনাইতেন। শাকসব্জিও সেখানে দুষ্প্রাপ্য দেখিলাম। হীরাদেব মহোদয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহার ভ্রাতা এবং পরিবারবর্গ ও সস্ত্রীক নিশিকান্ত বাবু বৈষ্ণবগণের যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয় তাহার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। জগন্নাথ-বাড়ীতে রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছেন। প্রথমদিন ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীনিশিকান্ত দৌওলাগৌপু। বক্তৃতা করেন বিশ্বহিন্দু-পরিষদের সেক্রেটারী শ্রী পি, কে, গরলোসা, শ্রীসোমনাথ উপাধ্যায়, শ্রীতুষার মুখার্জ্জি ও শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী। ধর্ম্মসভার ব্যবস্থাপকগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ভাষায় দীর্ঘসময় ধরিয়া ভাষণ প্রদান করেন। শ্রোতাগণ তচ্ছ্রবণে পরম উৎসাহিত হন। শ্রোতাগণের মধ্যে অধিকাংশ বঙ্গভাষী থাকায় তাঁহাদের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব শেষদিবস বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীহীরাদেব ও শ্রীনিশিকান্ত দৌওলাগৌপু হাফলংএ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ স্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। নিশিকান্ত বাবু বোরোজাতিগণের মধ্যে একজন প্রধান খ্যাতনামা ব্যক্তি। হাফলংএর অধিকাংশ জমি তাঁহার। তিনি তাঁহার বাটীতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া মঠ করিবার জন্য যে কোন জমি পছন্দমত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারসেবায় আগ্রহ দেখিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহাদের প্রস্তাব মঠের পরিচালক-সমিতির নিকট উপস্থাপিত করিবেন, আশ্বাস দেন।

আসামে কারবিয়ালং জেলায় লাংহিংএ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথম শুভ পদার্পণ করেন। গৌহাটী-শিলং বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় প্রচারপার্টিসহ বাসযোগে শুভযাত্রা করতঃ উক্তদিবস বেলা ২টায় লাংহিংএ পৌঁছেন। গৌহাটী হইতে নওগাঁ হইয়া মধ্যে মধ্যে দুইপার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া বাসের রাস্তাটি আঁকাবাঁকা,

ভাল নহে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও ছোট শহরগুলির বসবাসকারী ব্যক্তিগণ পার্ব্বত্যজাতি বলিয়া মনে হইল। শ্রীমহীরাম দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার খালি জমিতে সভার জন্য বিরাট্ সভামণ্ডপ এবং সাধুগণের অবস্থানের জন্য অস্থায়ী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথমদিন সভার কার্য্য ভালই হয়, কিন্তু দ্বিতীয়দিন আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ থাকায় রাত্রিতে সভা হইতে পারে নাই। তবে দিনের বেলা মহোৎসবে বহু নরনারী প্রসাদ সেবা করেন। বৈষ্ণবগণ জলপানের জন্য তাঁহাদের অভিনব লম্বা লম্বা বাঁশের জলপাত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। লাংহিংএর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু বাঙ্গালী নরনারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তন-পার্টিও আছে। মধ্যাহ্নে সভামণ্ডপে বোরোজাতির নরনারীগণ গান ও নৃত্য সহযোগে তাঁহাদের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান বৈষ্ণবগণকে প্রদর্শন করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন। মহীরাম দাস প্রভুর নিকট শুনিলাম, ইঁহাদের উপাস্য বস্তু প্রধানতঃ মহাদেব। লাংহিং হইতে ২।৩ মাইল দূরে বিশ্বহিন্দু-পরিষদ হইতে বিরাট্ ধর্ম্মসম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহারা বিরাট্ শোভাযাত্রাও বাহির করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের তরফ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষণ বর্ষা হওয়ায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণের ফিরিয়া আসিতে খুবই কষ্ট হইয়াছিল। শ্রীমহীরাম দাসাধিকারী তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবার জন্য নিষ্কপট প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়া।

ইং ১৯৮৫ সালে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ—

(১) শ্রীসনৎ কুমার দাসাধিকারী, ছোট মোল্লাখালি (২৪-পরগণা)

তৃতীয় বিভাগ—

(১) শ্রীসুধাসিন্ধু চক্রবর্ত্তী, কামাখ্যাগুড়ি

(২) শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন দাস, শ্রীমায়াপুর

(৩) শ্রীঅম্বরীষ দাস, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

(৪) শ্রীশেফালি চক্রবর্ত্তী, কামাখ্যাগুড়ি

(৫) শ্রীদুলাল চন্দ্র দাস, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোম ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৯২
২৩ মধুসূদন, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, রবিবার, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৫ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৯৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণপ্রতীতি ত' আদৌ নাই, কার্ষ্ণপ্রতীতির মধ্যেও আমাদের প্রকৃষ্ট ধারণা হ'চ্ছে না ! যে স্থলে আগুকে গৌণভাবে বিতাড়িত করা হ'য়েছে, সেস্থানে জান্তে হ'বে আমরা—'হেতুবাদী'। সত্যের নিকট গমন ক'র্লে সত্য সাক্ষাৎ দেখ্তে পাই ; ব্যবধান দূর ক'রে সূর্য্যদর্শন যেরূপ। আত্মবস্তু-দ্বারা পরমাত্মবস্তু-দর্শনের সামর্থ্য হয় ; অনুমিতি-দ্বারা আমাদের সত্য-দর্শন হয় না। একদেশ-দর্শনে যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহাতে আমরা বস্তুর বিবর্ত্তমাত্র গ্রহণ করি—বস্তুর সত্যত্ব দর্শন না ক'রে, তা'কে নিজের উপযোগী দর্শনের দ্বারা দর্শন ক'রে থাকি, তা'তেই এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রান্তি হয়।

ভগবদ্বস্তুতে—চেতনবস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়। বিরুদ্ধধর্ম্মের একদেশ দর্শন বা বিচার ক'রে যদি ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ ক'রে বসি, তা' হ'লে আমরা বঞ্চিত হ'লাম মাত্র। কৃষ্ণকে খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন ব'লে জানলে কৃষ্ণের পূর্ণতার বিচারের হানি হয়। কৃষ্ণকে মুখে পূর্ণ ব'লে কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা স্তব্ধ ক'রবার বিচার যেমন একপ্রকার বঞ্চনা—আমাদের বাহ্যজগতের বিপরীতদর্শন হ'তে উদিত হয়, সহজিয়ার বিচার ল'য়ে কৃষ্ণকে আমাদের ভোগবুদ্ধির সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত ব'লে মনে করাও তদ্রূপ আত্মবঞ্চনা।

পরমকরুণাময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁ'র পরিকরের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—ভাগ্যহীন জীবের সে বিচার আসে না। 'কৃষ্ণ বুঝি জড়ের বস্তু, জরা নামক ব্যাধ কৃষ্ণকে সংহার (?) ক'রতে সমর্থ, কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেমন বিধিবাধ্য হয়, তিনিও বুঝি সেইরূপ !'—এরূপ বিচার ভাগ্যহীনের। কৃষ্ণ হ'তে সকল বিধিই নিরস্ত। তাঁতে বিধি কোন কার্য্য ক'রতে পারে না। তিনি সকল বিধির বিধি। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ তিনি মানবের ভোগ্যবস্তু নহেন, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। কৃষ্ণের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ সমগ্র জগৎ দর্শন করেন, সমগ্র শব্দ শ্রবণ করেন, সকল বস্তুর ঘ্রাণ, আস্বাদন ও সকল বস্তুকেই স্পর্শ করেন।

কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই আমাদের বর্ত্তমান ধারণা কৃষ্ণকে দেখ্তে দেয় না। কৃষ্ণের মায়ার দুইপ্রকার বৃত্তি—(১) কৃষ্ণকে দেখ্তে না দেওয়া, (২) কৃষ্ণকে সরিয়ে দেওয়া। এই অসুবিধাদ্বয় দূর কর্তে পারেন একমাত্র—'কার্ষ্ণ'।

কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন —কৃষ্ণ-সেবা, কার্ষ্ণ-সেবা ও নামসংকীর্ত্তন — এই তিনটীই জীবের কৃত্য। যে বস্তুকে সেবা করা যায়, তিনিই—'সেব্য', যিনি সেবা করেন, তিনিই—'সেবক', সেবকের বৃত্তিই 'সেবন' বা 'ভক্তি'। ভজনীয় বস্তু ভগবান্, ভজনকারী ভক্ত এবং ভজনবৃত্তি ভক্তি—এই তিনটীই নিত্য; ইঁহারা কালক্ষোভ্য নহেন, ভূতাদির ন্যায় জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্রা চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় না; মিশ্রা চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হয় না —

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমার আত্মার নিত্যা বৃত্তি যে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান না পাই, যদি তা'-দ্বারা নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা' হ'লে সত্যবস্তুর সন্ধান ক'র্লাম না—প্রেয়ঃপথকে বহুমানন ক'রে নরকের দিকেই ধাবিত হ'লাম মাত্র।

বৈষ্ণব—নির্ব্বোধ (?), লম্পট (?), অত্যন্ত ঘৃণ্য (?), —ইহা তথা-কথিত সত্যাভিমানীর বিশেষণ। আমরা জগতের নিকট কপটতা ক'রে বল্ছি—আমরা বিষ্ণূপাসক—কৃষ্ণের দাস; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, ভোগী, অকর্ম্মী! কুকর্ম্মী! যে-কাল-পর্য্যন্ত জীবে ভগবানের অবিমিশ্র-সেবা-বৃত্তি উদিতা না হয়, সে-কাল-পর্য্যন্ত তাহার কোনও কৃষ্ণ-জ্ঞান হয় নাই, জান্তে হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ-সেবাই যে একমাত্র কৃত্য,—যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমরা উপলব্ধি ক'রতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমরা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে ছুটী পেতে পারি কখন?—যখন আমরা নিষ্কপটে কার্ষ্ণের শরণ গ্রহণ করি। সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি সূর্য্যরশ্মি যেমন আমাদের নিকট নির্ব্বাধ হইয়া বহুদূর হইতে একায়েক উপস্থিত হন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও প্রপঞ্চে আমাদের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই—তাঁহাদের শ্রীহস্তদ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। যদি যাত্রার দলের সাজা নারদকে 'ভক্তরাজ নারদ' ব'লে মনে করি, খড়ি-গোলাকে 'দুধ' মনে করি, তা'হলে প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা প্রতারিত হ'ব। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে চেষ্টা-বিশিষ্ট—যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা করেন—সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য কিছুই করেন না, এমন কোনও পুরুষের সেবাই আমাদিগকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন দিতে পারে। অনেকে রহস্য ক'রেও ব'লে থাকে—'অমুকের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হ'য়েছে।' 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়া' মানে—এ জগৎ হ'তে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। কৃষ্ণ—সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি। সংকীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েও অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্য কৃত্য নাই। গৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও কার্ষ্ণের বেশে নানা-প্রকারে — নানা-ভাবে—নানা-ভাষায়—'একমাত্র কৃষ্ণের ভজন কর'—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণ হ'তে জগৎ উদ্ভূত, কৃষ্ণে জগৎ স্থিত, কৃষ্ণে জগতের লয়। আমরা যখন আবৃত থাকি, তখন কৃষ্ণ তাঁ'র নিজত্ব দেখান না। চক্ষুর্গোলক যখন মেঘখণ্ড-দ্বারা আবৃত থাকে, তখন স্বপ্রকাশ সূর্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু তাহা আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। কৃষ্ণদর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকাই সেবা-বিমুখ জীবের যোগ্যতার তিরস্কার বা পুরস্কার।

মনোধর্ম্ম চালিত—রূপরসে আচ্ছন্ন থাকা-কাল-পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপর জনের সত্যবস্তু-কৃষ্ণের উপলব্ধি হয় না। তাঁ'র নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তিত হ'লেও আমরা সে-সকল উপলব্ধি ক'র্তে পারি না। কখনও অন্যমনস্ক থাকি, কখনও বা উহাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগের বস্তু মনে ক'রে আর এক-প্রকারে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি।

আগামী কল্য জীবের শুদ্ধ-আত্ম-সত্তায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হ'বে। কৃষ্ণ যাঁ'কে দয়া কর্বেন, তিনিই

তাঁ'র আবির্ভাব উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌বেন। দয়া দুইপ্রকার—(১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ-প্রসাদজ। ভক্তের নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণসেবোন্মুখব্যক্তির আত্ম-বৃত্তিতেই উদিত হন—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে-দ্বারে বিতরণ করেন—তাঁ'রা এতবড় বদান্য। কৃপণ লোক যেমন দুর্গোৎসব করে না, পাড়ার লোক জোর ক'রে বাড়ীতে প্রতিমা ফে'লে যায়, তখন বাধ্য হ'য়ে তা'র প্রতিমার পূজা কর্‌তে হয়, আমরাও সেরূপ কৃষ্ণভজনোৎসবে রুচি-বিশিষ্ট না হ'লেও কৃষ্ণভক্তগণ সকল-লোকের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 'শ্রীনাম' বিতরণ করেন। ঠাকুর-পূজার জন্য কোন বাড়ীতে ঠাকুর ফে'লে যাওয়ার ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বচেতন-বস্তুর মৃগ্য বাস্তব-বস্তু শ্রীনাম সকলের দ্বারে-দ্বারে বিলিয়েছেন। তৃণ হ'তেও সুনীচ না হ'লে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না। 'নামসংকীর্ত্তন' মানে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ছে'ড়ে দেওয়া—নারদের "ন্যপতৎ পাঞ্চ-ভৌতিকঃ"—বিদেহমুক্তি—জীবদ্দশায় মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণ যখন বিদেহমুক্তি প্রদান করেন, তখনই তিনি বিশেষরূপে আকর্ষণ ক'র্‌ছেন, জান্‌তে পারা যায়। অচিৎএর ভোগে ব্যস্ত থাক্‌লে তাঁহার আকর্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্ত্তের স্থান। দেহে আত্মবুদ্ধি লইয়া আমরা মায়িকতত্ত্বকে 'কৃষ্ণতত্ত্ব' মনে করি। কৃষ্ণ—মানুষ, কৃষ্ণ—লম্পট, কৃষ্ণ—রাজনীতিজ্ঞ, কৃষ্ণ—ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কৃষ্ণ—আমাদের ভোগবুদ্ধিজাত ধারণায় স্বার্থপরতাযুক্ত,—এইসকল বিচার কৃষ্ণবিষয়ে অভিজ্ঞানের অভাব ও ভাগ্যহীনতার পরিচায়ক। কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরম-সত্য, কৃষ্ণই বাস্তব বস্তু, কৃষ্ণই নিখিল-বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ১০১ পৃষ্ঠার পর]

পঞ্চমে ধর্ম্মকাপট্যং নামাপরাধরূপকং।
বকরূপী মহাধূর্ত্তো বৈষ্ণবানাং বিরোধকঃ॥

ধর্ম্মকাপট্যরূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুর বৈষ্ণবদিগের পঞ্চম প্রতিবন্ধক। ইহাকেই নামাপরাধ বলে। যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনালক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী, কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থসঞ্চয়কে উদ্দেশ করে, তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীনলিঙ্গদ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে।

তত্রৈব সম্প্রদায়ানাং বাহ্যলিঙ্গসমাদরাৎ।
দাম্ভিকানাং ন সা প্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজনিবাসিনি॥

ঐ সকল দাম্ভিকদিগের বাহ্যলিঙ্গ দেখিয়া যেসকল লোকেরা আদর করেন, তাঁহারা তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতি অনাপ্তির হেতু হইয়া জগতের কন্টক হন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বাহ্যলিঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ব্বক তৎ-স্বীকর্ত্তা কোন সারগ্রাহীর অনাদর না হয়। অতএব বাহ্যলিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রীতিলক্ষণ অন্বেষণ করতঃ সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণবদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য।

নৃশংসত্বং প্রচণ্ডত্বমঘাসুর স্বরূপকং।
ষষ্ঠাপরাধরূপোয়ং বর্ত্ততে প্রতিবন্ধকঃ॥

নৃশংসত্ব ও প্রচণ্ডত্বরূপ অঘাসুরই ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক। সর্ব্বভূতদয়ার অভাবে রাগের ক্রমশঃ লোপ-সম্ভাবনা, কেননা দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্নবৃত্তি হইতে পারে না। জীবদয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই।

বহুশাস্ত্রবিচারেণ যন্মোহো বর্ত্ততে সতাং ।
স এব সপ্তমো লক্ষ্যো ব্রহ্মণো মোহনে কিল ॥

নানাপ্রকার মতের নানাপ্রকার তর্ক ও বিচারশাস্ত্রে বিশেষরূপ চিত্তাভিনিবেশ করিলে সমাধিপ্রাপ্ত সত্য-সমূদায় বিলীনপ্রায় হয়। ইহাকে বেদবাদজনিত মোহ বলে। ঐ মোহকর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে সন্দেহ করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার মোহকে সপ্তম প্রতিবন্ধক বলিয়া বৈষ্ণবেরা জানিবেন।

ধেনুকঃ স্থূলবুদ্ধিঃ স্যাদ্গর্দ্দভস্তালরোধকঃ ।
অষ্টমে লক্ষ্যতে দোষঃ সম্প্রদায়ে সতাং মহান্ ॥

বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা স্থূলবুদ্ধি। ঐ স্থূলবুদ্ধি গর্দ্দভস্বরূপ ধেনুকাসুর। মিষ্ট তালফল গর্দ্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না অথচ অপর লোকে খাইবে তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক যেসকল পরমার্থ গ্রন্থ রচিত আছে, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকেও দেখিতে দেয় না। বিশেষতঃ ভারবাহী বৈধভক্ত সকল স্থূলবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চাধিকারের যত্ন পান না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত উন্নতিগর্ভ থাকায়, বৈধকাণ্ডে যাঁহারা আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন। এতএব গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবতত্ত্বের উন্নতি হয় না।

ইন্দ্রিয়াণি ভজন্ত্যেকে ত্যক্ত্বা বৈধবিধিং শুভং ।
নবমে বৃষভাস্তেপি নশ্যন্তে কৃষ্ণতেজসা ॥

অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করতঃ রাগমার্গে প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন। এই প্রতিবন্ধকের উদাহরণ স্বেচ্ছাচারী ধর্ম্মধ্বজীদিগের মধ্যে প্রত্যহ লক্ষিত হয়।

খলতা দশমে লক্ষ্যা কালীয়ে সর্পরূপকে ।
সম্প্রদায়বিরোধোয়ং দাবানলো বিচিন্ত্যতে ॥

কালীয় সর্পরূপ খলতা বৈষ্ণবদিগের চিদ্দ্রবতা-রূপ যমুনাকে সর্ব্বদা দূষিত করে। ঐ দশম প্রতিবন্ধটী দূর করা কর্ত্তব্য। দাবানলরূপ সম্প্রদায়-বিরোধটী বৈষ্ণবদিগের একাদশ প্রতিবন্ধক। সম্প্রদায় বিরোধ ক্রমে, নিজ সম্প্রদায়লিঙ্গধারণ ব্যতীত কাহাকেও বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে না পারায়, যথার্থ সাধু-সঙ্গ ও সদ্গুরু প্রাপ্তির অনেক ব্যাঘাত হয়। অতএব দাবানল নাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

প্রলম্বো দ্বাদশে চৌর্য্যমাত্মনো ব্রহ্মবাদিনাং ।
প্রবিষ্টঃ কৃষ্ণদাস্যেপি বৈষ্ণবানাং সুতস্করঃ ॥

ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্য-রূপ দোষবিশেষ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। তাহাতে জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। ঐ মত বিশ্বাস করিতে গেলে সমস্ত সৃজ্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ব্রহ্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা আরোপ করিয়া তাঁহার সত্তার প্রতি ক্রমশঃ সংশয় উৎপন্ন হয়, গাঢ়রূপে আলোচনা করিলে জীবসত্তার নাস্তিত্ব এবং একটী অমূলক অবিদ্যার কল্পনা করিতে হয় এবং বস্তুতঃ সমস্ত মানবচেষ্টা ও বিচার নিরর্থক হইয়া পড়ে। ঐ মতটী সময়ে সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রলম্বাসুররূপে প্রবেশ করতঃ আত্মচৌর্য্যরূপ অনর্থের বিস্তার করে। ইহাই বৈষ্ণবদিগের প্রীতি-তত্ত্বের দ্বাদশ প্রতিবন্ধক।

কর্ম্মণঃ ফলমন্বীক্ষ্য দেবেন্দ্রাদিপ্রপূজনং ।
ত্রয়োদশাত্মকো দোষো বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥

ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মফলের আশায় দেবেন্দ্রাদি অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করা বৈষ্ণব-দিগের পক্ষে ত্রয়োদশ প্রীতি প্রতিবন্ধক।

চৌর্য্যানৃতময়ো দোষো ব্যোমাসুরস্বরূপকঃ ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপর্য্যাপ্তৌ নরাণাং প্রতিবন্ধকঃ ॥

পরদ্রব্যহরণ ও মিথ্যাভাষণরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে চতুর্দ্দশ প্রতিবন্ধক। উহা ব্যোমাসুর-রূপে ব্রজে উৎপাত করে।

বরুণালয়সংপ্রাপ্তির্নন্দস্য চিত্তমাদকং ।
বর্জ্জনীয়ং সদা সদ্ভির্বিস্মৃতির্হ্যাত্মনো যতঃ ॥

জীবের নিরুপাধিক আনন্দকে নন্দ বলিয়া ব্রজে লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ

আনন্দকে সম্বর্দ্ধন করণাশয়ে মাদকসেবন করেন, তাহাতে আত্মবিস্মৃতিরূপ বৃহদনর্থ ঘটিয়া থাকে। নন্দের বরুণালয় সংপ্রাপ্তিটী বৈষ্ণবগণের পক্ষে পঞ্চদশ প্রতিবন্ধক। ব্রজভাবগত পুরুষেরা কখনই কোনপ্রকার মাদকসেবন করেন না।

প্রতিষ্ঠাপরতা ভক্তিচ্ছলেন ভোগকামনা।
শঙ্খচূড় ইতি প্রোক্তঃ ষোড়শঃ প্রতিবন্ধকঃ ॥

প্রতিষ্ঠাপরতা ও ভক্তিচ্ছলে ভোগকামনা ইহারা শঙ্খচূড়নামা ষোড়শ প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল লোকেরা কোন কার্য্য করেন, তাঁহারাও একপ্রকার দাম্ভিক, অতএব বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন।

আনন্দবর্দ্ধনে কিঞ্চিৎ সাযুজ্যং ভাসতে হৃদি।
তন্নন্দভক্ষকঃ সর্পস্তেন মুক্তঃ সুবৈষ্ণবঃ ॥

উপাসনা কার্য্যে বৈষ্ণবদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে হইতে কোন সময় প্রলয়লক্ষণ ভাবের উদয় হয়, তাহাতে কোন সময় সাযুজ্য ভাব আসিয়া পড়ে। ঐ সাযুজ্য ভাবটী নন্দভক্ষক সর্পবিশেষ; তাহা হইতে মুক্ত থাকিয়া সাধক সুবৈষ্ণব হইবেন।

ভক্তিতেজো সমৃদ্ধ্যা তু স্বোৎকর্ষজ্ঞানবান্ নরঃ।
কদাচিদ্দুষ্টবুদ্ধ্যা তু কেশিঘ্নমবমন্যতে ॥

সাধকের যখন ভক্তিতেজ সমৃদ্ধি হয়, তখন স্বীয় উৎকর্ষজ্ঞানরূপ ঘোটকাত্মা কেশী নামক অসুর ব্রজে আগমন করতঃ বড়ই উৎপাত করে। ক্রমশঃ স্বীয় উৎকৃষ্টতা আলোচনা করিতে করিতে ভগবদবমাননা ভাবের উদয় হইয়া বৈষ্ণবকে অধঃপতন করায়। অতএব তদ্রূপ দুষ্টভাব বৈষ্ণব হৃদয়ে না হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তিসমৃদ্ধি হইলেও নম্রতাধর্ম্ম কখনই বৈষ্ণবচরিত্র ত্যাগ করিবে না। যদি করে, তবে কেশীবধের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এইটী অষ্টাদশ প্রতিবন্ধক।

দোষাশ্চাষ্টাদশ হ্যেতে ভক্তানাং শত্রবো হৃদি।
দমনীয়াঃ প্রযত্নেন কৃষ্ণানন্দনিষেবিণা ॥

যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দসেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক প্রোক্ত অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক জীব শুদ্ধভাবগত হইয়া স্বীয় চেষ্টাক্রমে দূর করিবেন, কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণকৃপাসহকারে দূর করিবেন। যে সকল প্রতিবন্ধক জীব স্বয়ং দূর করিতে সক্ষম হয় না, ঐ সকল শ্রীভাগবতে বলদেবকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া থাকার বর্ণন আছে। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয়ে যে সকল প্রতিবন্ধক দূর হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূর করিয়াছেন, এরূপ বর্ণিত আছে। সূক্ষ্মবুদ্ধি সারগ্রাহিগণ ইহার অলোচনা করিয়া দেখিবেন।

জ্ঞানিনাং মাথুরা দোষাঃ কর্ম্মিণাং পুরবর্ত্তিনঃ।
বর্জ্জনীয়াঃ সদা কিন্তু ভক্তানাং ব্রজদূষকাঃ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং ব্রজভাবানামন্বয়ব্যতি-
রেকবিচারো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা মাথুর দোষ সকল বর্জ্জন করিবেন; যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষসকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধক সকল বর্জ্জন করতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন। ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় ব্রজভাব সকলের অন্বয় ও ব্যতিরেকবিচারনামা অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

পুরীধামে শ্রীচৈতন্যস্নেহবিগ্রহ শ্রীসনাতন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ গৌরহরি তাঁহার পরমপ্রিয়তম ভক্তপ্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রতি যে অপূর্ব্ব বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাষা দ্বারা অবর্ণনীয়া। তাই অপ্রাকৃতরসবিশেষভাবনাচতুর রসিকপ্রবর কবিরাজ গোস্বামীর অমৃতস্রাবী লেখনীপ্রসূতবর্ণনানুসরণে আমরা তাহার পুনরাবৃত্তিপ্রয়াসী হইতেছি মাত্র। রসজ্ঞভক্তগণই তাহার অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যাস্বাদনে সমর্থ হইবেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে গমন করিলেন, সেই সময়ে শ্রীল সনাতন

গোস্বামিপাদও শ্রীমাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে শ্রীপুরীধামে আসিয়া পৌঁছিলেন। পথে বিভিন্ন স্থানের জল ব্যবহার ও উপবাসাদি জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা (খোসপাঁচড়া) হইয়া পড়িল। চুলকাইবার সময় উহা হইতে রস পড়ে। শ্রীসনাতনের মনে বড় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি অত্যন্ত দৈন্যভরে মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—"আমি অত্যন্ত নীচজাতি, আমার এই দেহটিও নিতান্ত অসার অর্থাৎ কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। পুরুষোত্তমে গেলে শ্রীজগন্নাথের দর্শন পাইব না, মহাপ্রভুকেও সর্ব্বদা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইবে না। শুনিয়াছি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসা-স্থিতি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের নিকটেই, কিন্তু সেই মন্দির, সমীপে যাইবার শক্তি ত' আমার নাই। বিশেষতঃ জগন্নাথের সেবকগণ নানা সেবাকার্য্যানুরোধে সেখানে ঘোরাফেরা করেন, তাঁহাদের স্পর্শ হইলে ত' আমার মহা অপরাধ হইবে। তাহাতে এই দেহটাকে যদি একটি ভালস্থানে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার চিরদুঃখের শান্তি হইতে পারে, আর সদ্গতিও পাইতে পারি। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী। শ্রীজগন্নাথ যখন রথযাত্রায় বাহির হইবেন, সেই সময়ে আমি রথচক্রতলেই এই শরীর রক্ষা করিব। দেহ-রক্ষার ইহাই উত্তম স্থান। মহাপ্রভুর সম্মুখে, তাঁহাকে ও রথারূঢ় জগন্নাথকে দর্শন করিতে করিতে রথচক্রে দেহরক্ষা করিতে পারিলেই আমার পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে।" এইরূপ নিশ্চয় করিতে করিতে শ্রীসনাতন নীলাচলে শুভবিজয় করিলেন। অতঃপর স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দর্শন পাইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু পরমানন্দে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও পরমানন্দে শ্রীসনাতন প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনপ্রাপ্তির জন্য শ্রীসনাতনের চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া শ্রীহরিদাস কহিলেন—'প্রভু এখনই এখানে আসিবেন'। এমন সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শন করিয়া তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীহরিদাসের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভক্তবৃন্দসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরিদাস ও শ্রীসনাতন উভয়েই প্রভুদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তচ্চরণে দণ্ডবৎপ্রণতি বিধান করিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসকে শ্রীচরণ হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিতে হরিদাস কহিলেন—প্রভো, সনাতন আপনাকে নমস্কার করিতেছেন। আচম্বিতে প্রিয়তম সনাতনকে পাইয়া মহাপ্রভু পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলে সনাতন, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শভয়ে পাছে সরিতে সরিতে কহিতে লাগিলেন—

"মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি আমি, তাতে কণ্ডুরসা গায়॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।২০

মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্যে অত্যন্ত প্রেমবিহ্বল হইয়া তাঁহাকে জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে সনাতনের কণ্ডুক্লেদ (পাঁচড়ার রস) লাগিয়া গেল, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্ত প্রভু, প্রেমানন্দে বিভোর। সঙ্গের সকল ভক্তের সহিত মহাপ্রভু তাঁহার (সনাতনের) মিলন সম্পাদন করিলেন। শ্রীসনাতনও সকল ভক্তের চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ পিণ্ডার (উচ্চ বেদীর) উপর বসিলেন, শ্রীহরিদাস সনাতন সদৈন্যে সেই পিণ্ডার তলদেশে মহাপ্রভুর চরণান্তিকে বসিলেন। মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের ও ব্রজবাসিভক্তবৃন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীসনাতন নিজকুশল 'পরমমঙ্গল দেখিলুঁ চরণে' এইরূপে জানাইয়া ব্রজের সকল ভক্তের কুশল জানাইলেন। অর্থাৎ তাঁহার সকল কুশল—নিত্যমঙ্গল মঙ্গলময় শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণেই নিহিত বলিয়া জানাইলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সংবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন—শ্রীরূপ এখানে (অর্থাৎ পুরীধামে) তাঁহার নিকট দশমাসকাল অবস্থান পূর্ব্বক সম্প্রতি দশদিন হইল গৌড়দেশে গিয়াছেন। আর অনুপম গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্মে তাঁহার খুবই দৃঢ় ভক্তি ছিল। শ্রীসনাতন দৈন্যভরে করুণা-ময় মহাপ্রভুর, তাঁহাদের বংশে অপার কৃপার মহিমা কহিতে লাগিলেন—"প্রভো নীচবংশে আমার জন্ম, যত প্রকার অধর্ম্ম অন্যায় কর্ম্ম আছে, তাহাই আমার কুলধর্ম্ম, এতাদৃশ ঘৃণিত বংশের উপর তুমি ঘৃণা ছাড়িয়া কৃপাপূর্ব্বক সেই বংশকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তোমার অহৈতুকী কৃপায় আমাদের বংশে আর কি

কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে ? আমার সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হইতেই দৃঢ়চিত্তে শ্রীরঘুনাথের শ্রীচরণ উপাসনা করিত, অহোরাত্রই সে রঘুনাথের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্তন ও ধ্যান লইয়া থাকিত, নিরবধি রামলীলাগ্রন্থ রামায়ণ শুনিত ও গান করিত। তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আমি ও রূপ, সে সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকিত, আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণকথা ও ভাগবত শুনিত। এক সময়ে তাহার শ্রীরামনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা দুই ভাইই তাহাকে কৃষ্ণভজনের প্রলোভন দেখাইয়া কহিলাম—দেখ ভাই বল্লভ, কৃষ্ণ পরমমধুর রসময় বিগ্রহ, তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেমবিলাস অত্যধিক রসচমৎকারিতাপূর্ণ, আমাদের দুইভাইএর সহিত তুমিও কৃষ্ণভজন কর, তাহা হইলে আমরা তিনভাই-ই একসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে পরমানন্দে একত্র কালযাপন করিতে পারিব। আমরা দুই-ভাই বার বার তাহাকে এইরূপে কৃষ্ণভজনের প্রলোভন দেখাইতে লাগিলে, অগ্রজ আমরা, আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহার চিত্তটি একটু পরিবর্ত্তিত হইল। সে আমাদিগকে কহিল, আপনারা আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনাদিগের আদেশ আমি কিপ্রকারে লঙ্ঘন করিতে পারি ? আচ্ছা, আমাকে আপনারা দীক্ষামন্ত্র দান করুন, আমি কৃষ্ণভজনই করিব। আমাদিগকে এইরূপ বলিয়া গিয়া সে রাত্রিকালে সারা-রাত্রি ধরিয়া নয়নজলে বুক ভাসাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—হায়, আমি আমার জীবনসর্ব্বস্বধন রঘু-নাথের শ্রীচরণ কি করিয়া ছাড়িব ? সারারাত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে জাগরণ করিয়া প্রভাতে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে আমাদিগের নিকট আসিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে আমাদিগকে জানাইল—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান' না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায়॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৪০-৪২

তখন আমরা দুই ভাই-ই তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ-ভরে আলিঙ্গন করিয়া জানাইলাম—সাধু সাধু ভাই, ধন্য তোমার শ্রীরামচরণে দৃঢ় ভক্তি।

শ্রীসনাতন, মহাপ্রভুর কৃপার অত্যদ্ভুত শক্তি বর্ণন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—

"যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাহে, খণ্ডে সব ক্লেশ॥"

—ঐ ৪৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রিয়তম সনাতনমুখে অনুপমের রামনিষ্ঠাশ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন—শ্রীমুরারিগুপ্তেরও রামনিষ্ঠা এইরূপ, আমি তাহাকে পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলাম, সেও আমাকে ঐরূপ দৃঢ়নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৩৭-১৫৭ দ্রষ্টব্য।) উপাস্য নিষ্ঠার আদর্শ এইরূপই হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা উপা-সনা উপাসকের প্রেমফলপ্রসূ হয় না।

শ্রীসনাতনের যে 'নীচবংশে মোর জন্ম' ইত্যাদি বলিয়া দৈন্যোক্তি ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পরিচ্ছেদেও (১৮৯ সংখ্যক পয়ারে) শ্রীরূপ-সনাতনের ঐরূপ দৈন্যোক্তি পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহারা পবিত্র কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণকুলে ভর-দ্বাজগোত্রসম্ভূত, যবনের ভৃত্যবৃত্তি-হেতু নীচজাতিত্ব উক্তি। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের ১ম তরঙ্গে লিখিত আছে—

"নীচজাতিসঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥"

—ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ

অবশ্য বৈষ্ণব যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিলে যে তাঁহার সম্মান একটু বাড়িয়া যাইবে, তাহা নহে, বরং তাহাতে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ একটি মহদপরাধের আশঙ্কা আসিয়া পড়ে—"বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।" শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মাইলেন হরিদাসে অধম কুলেতে॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রী-মুখোক্তি এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥"

যাহা হউক, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু শ্রীল রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি তাঁহার গ্রন্থে এমনভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে পাঠক-সাধারণের তাঁহাদিগকে অহিন্দু কুলোদ্ভূত বলিয়াই ধারণা হইতে পারে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদের বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জগদ্‌গুরু 'সর্ব্বজ্ঞ' নামক এক মহাত্মা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে কর্ণাট্ দেশে ব্রাহ্মণ-রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের 'রূপেশ্বর' ও 'হরিহর' নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখর-ভূমিতে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহা সদাচারী কুমারদেব—সনাতন, রূপ ও অনুপমের জনক। কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন 'যশোহর' প্রদেশের অন্তর্গত 'ফতেয়াবাদ' নামক স্থানে তাঁহার আলয় ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটি পুত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে 'রামকেলি' গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব সরকারে কার্য্য করায় তিনজনেই 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন।" (চৈঃ চঃ আ ১০৮৪ 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য)

শ্রীসনাতন-মুখে শ্রীঅনুপমের শ্রীরামনিষ্ঠার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—

"সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৪৬-৪৭

শ্রীসনাতনকে মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাস-সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদন করিতে বলিয়া গম্ভীরায় গমন করতঃ গোবিন্দ-দ্বারে উভয়ের জন্য প্রসাদ পাঠাইলেন, উভয়েই কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদনে পরম প্রধান। শ্রীসনাতন দৈন্যভরে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিতেন না। দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চক্র দর্শন করতঃ প্রণাম করিতেন। মহাপ্রভু প্রত্যহই শ্রীজগন্নাথ দর্শনে শ্রীমন্দিরে গিয়া তথায় যে দিব্য প্রসাদ পাইতেন, তাহা স্বহস্তে আনিয়া পরম স্নেহভরে দুইজনকে (শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীল সনাতনগোস্বামি প্রভুকে) দিতেন এবং উভয়ের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন।

একদিন সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া আচম্বিতে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন, নাহি 'ভক্তি' বিনে।
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥
'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেমবিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৫৫-৫৮

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"

অর্থাৎ 'হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলাভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদিদ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না।"

—ভাঃ ১১।১৪।২০—অঃ প্রঃ ভাঃ

"দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতককারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥
প্রেমীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পারে মরিতে ॥"

[অর্থাৎ 'কৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রেমিকভক্ত নিজদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; সেই প্রেমবলেই তিনি কৃষ্ণকে পান, দেহ ত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না।' (অঃ প্রঃ ভাঃ)

* * * *

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥

* * *

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৪৫-৭১

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া মাদৃশ মনোধর্ম্মচালিত অনর্থযুক্ত জীবের শিক্ষণীয় যুক্ত-বৈরাগ্য, ফল্গুবৈরাগ্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির উপায়াদি বহু উপদেশ প্রদান করিলে সনাতন খুবই চমৎকৃত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন—সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাঁহার ঝারিখণ্ড পথের সকল সঙ্কল্প ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তখন প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া সনাতন কহিতে লাগিলেন—

"সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি—যেন কাষ্ঠ যন্ত্র ॥
নীচ, অধম, পামর মুঞি, পামর-স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ?"

ঐ ৭৪-৭৫

তখন মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—দেখ সনাতন, তুমি আমাকে যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তখন তোমার দেহ আমার 'নিজধন', পরের দ্রব্য তুমি বিনাশ করিতে চাহ, ইহা তোমার কোন্ দেশীয় বিচার ? তুমি কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারও করিতে পার না ? তোমার শরীর আমার প্রধান 'সাধন', ঐ শরীর দ্বারা আমাকে আমার বহু প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে।

"ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব-আচার ॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্যশিক্ষণ ॥
নিজপ্রিয় স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥"

—ঐ ৭৯-৮১

অর্থাৎ 'শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বারা শ্রীমহাপ্রভু **প্রথমতঃ**—শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত রচনা করাইয়া ভক্ত, ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; **দ্বিতীয়তঃ**—শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও বৈষ্ণবের আচার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; **তৃতীয়তঃ**—সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্রদ্বারা মানসে ব্রজভজন প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন ; **চতুর্থতঃ**—কুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ ভক্তিরসময় আদর্শ ভক্তজীবনের দ্বারা শুদ্ধভক্তের অনুকরণীয় বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত বিরক্ত জীবন যাপন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত প্রিয়ভূমি, সনাতনকে সেই ভূমিতে অবস্থান করাইয়া প্রভু তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন।"

(অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

যে দেহদ্বারা মহাপ্রভু এত কর্ম্ম করাইতে চাহেন, সেই দেহ সনাতন ছাড়িতে চাহেন, ইহা মহাপ্রভু কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন ? শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতৃ আজ্ঞায় ক্ষেত্রমণ্ডলে বাস করতঃ নিজাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীসনাতনরূপে মাথুরমণ্ডলে উক্ত চতুর্ব্বিধ মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করাইতে চাহেন। তাই প্রভুর অন্তরঙ্গ সনাতন প্রভুকে কহিতে লাগিলেন—প্রভো, তোমাকে নমস্কার। তোমার গম্ভীর হৃদ্‌গত ভাব কে বুঝিতে পারে ? 'কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।' কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলী যেরূপ সে কিপ্রকারে নাচিতেছে, বা কি গান গাহিতেছে, কিছুই বোঝে না, সেইপ্রকার তুমি যাহাকে যে ভাবে নাচাও, সেই ভাবেই সে নাচিতে পারে, কেইবা তাহাকে নাচাইতেছে, সেই বা কিরূপ নাচিতেছে, সে কিছুই বুঝে না।

মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিতে লাগিলেন—"শুন হরিদাস, ইনি (অর্থাৎ সনাতন) পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহিতেছেন, ইহা ইঁহার কিরূপ বিচার ? পরের স্থাপ্য (রক্ষণীয়) দ্রব্য কেহ খায়ও না, বিলায়ও না, তুমি ইঁহাকে নিষেধ করিও, ইনি

যেন অন্যায় অর্থাৎ ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য না করেন।"

ঠাকুর হরিদাসও মহাপ্রভুর পরমপ্রিয়তম নিজ-জন। সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর স্নেহাতিশয্য দর্শনে অত্যন্ত প্রীত ও উল্লসিত হইয়া তিনি সদৈন্যে কহিতে লাগিলেন—"প্রভো, আমরা তোমার অন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝি বলিয়া মিথ্যা অভিমান করি, বস্তুতঃ তোমার 'গম্ভীর হৃদয়' অর্থাৎ হৃদ্‌গত গূঢ় অভিপ্রায় আমরা কিছুই বুঝি না। তুমি কাহার দ্বারা কি কার্য্য করাইতে চাহ, তোমার অন্তর্হৃদয়ের সেই গূঢ় অভিপ্রায় তুমি না জানাইলে কাহারও জানিবার সামর্থ্য নাই, কেহই জানিতে পারে না। এতাদৃশ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম তুমি, তুমি যখন ইঁহাকে (সনাতনকে) অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন ইঁহার মত ভাগ্যবান্ জগতে আর কে আছেন ? এই পুরীধামে এত সৌভাগ্য আর কেহই পান নাই।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়কেই আলিঙ্গন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কৃত্য করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে শ্রীহরিদাস শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"সনাতন, ধন্য তুমি, তোমার মত ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই, তোমার দেহকে মহাপ্রভু 'নিজধন' বলিয়া বড়াই করেন,—"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন। তোমার দেহ কহেন প্রভু মোর নিজধন ॥' নিজ দেহে যে কার্য্য তিনি করিতে পারেন না, সে কার্য্য তিনি তোমার দ্বারাই সম্পাদন করাইবেন, তাহাও তাঁহার পরম প্রিয় মথুরা ধামে! শ্রীভগবান্ সত্য সঙ্কল্প, যাহা করাইতে চাহেন, তাহাই সিদ্ধ (অর্থাৎ সফল) হয়। তোমার দ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন, বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলন দ্বারা বৈষ্ণব সদাচার প্রবর্ত্তন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার প্রভৃতি করাইতে চাহেন, ইহাই তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়, সুতরাং তোমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই। কিন্তু হায়, আমার এই দেহ প্রভুর কোন কাজেই লাগিল না, ভারতভূমিতে এমন সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও তাহা একেবারেই ব্যর্থ— নিরর্থক হইয়া গেল!" ঠাকুর হরিদাসের দৈন্যোক্তিশ্রবণে বিগলিতহৃদয় হইয়া শ্রীসনাতনও কহিতে লাগিলেন— হরিদাস, তোমার দৈন্য শুনিয়া বুক ফাটিয়া যায়, মহাপ্রভুর গণে তোমার মত মহাভাগ্যবান্ আর কে আছেন, তাঁহার এই অবতারের যে নিজ প্রধান কার্য্য—শুদ্ধ কৃষ্ণনাম প্রচার, তাহা ত' তিনি তোমার দ্বারাই সম্পাদন করাইতেছেন। তুমি প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন করিতেছ, সর্ব্বসমক্ষে নামের মহিমা প্রচার করিতেছ—

"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
(আবার) প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
(সেই) 'আচার' 'প্রচার' নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
(সুতরাং) তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥"

—এইমত উভয়ে নানা কথারঙ্গে একসঙ্গে কৃষ্ণ-কথামৃত আস্বাদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই জগদ্‌গুরু পতিতপাবন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ১০৯ পৃষ্ঠার পর]

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞব্যক্তি আত্মস্বরূপ আপনাকে অনাত্ম অর্থাৎ আপনার শ্রীবিগ্রহকে মায়িক দেহ এবং আপনা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুকে পরমাত্মা মনে করিয়া ভবদীয় পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্যত্র বহির্বিষয়ে আত্মতত্ত্বরূপ আপনাকে অনুসন্ধান করে। অহো উহাদের কি মূর্খতা (অথবা) অজ্ঞব্যক্তি পর-মাত্মস্বরূপ আপনাকেই শুদ্ধজীব স্বরূপ মনে করিয়া আবার আত্মতত্ত্ব অন্যত্র অন্বেষণীয়, এইরূপ কল্পনা করে। অহো, উহাদের কি মূর্খতা! ২৭ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—যে ত্বাত্মবিন্মন্যাঃ পুরুষাকারং

ত্বাং নাদ্রিয়ন্তে ত এব পূর্ব্বোক্তাঃ স্থূলতুষাবঘাতিন ইত্যাহ—ত্বামিতি। চ অপ্যর্থে। পরমাত্মানমেবাপি ত্বাং পুরুষাকারং পরং শুদ্ধপরমাত্মনোহন্যং মায়াশবলম্ আত্মানং মত্বা আত্মা পরমাত্মপুনস্তুতো বহিরেব মৃগ্যঃ। অহো তস্যা অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতা অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ বিবর্তপরিণামাদয়ো বাদাঃ খলু চিদ্ভিন্নে মায়িকে জগত্যেব প্রবর্তন্তে। নতু পূর্ণচিতি ব্রহ্মণি তথা 'শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধ'দিতি তৃতীয়াৎ। 'যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভুঃ। বভূব তেনৈব স বামনঃ' ইত্যষ্টমাৎ। "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" ইতি দশমাৎ। "গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীন"-মিতি "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হী"তি গোপালতাপনীশ্রুতেশ্চ। পূর্ণব্রহ্মাত্মকে ভগবদ্বপুর্ধামাদাবপি। যে তু শ্রুতিস্মৃতীক্ষণাভাবাদন্ধাস্তত্র তত্রাপি বিবর্তমন্ধপরস্পরয়ৈব প্রবর্তয়ন্তো ভ্রশ্যন্তি তে ত্বহো শব্দেন ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টৌ শোচ্যেষু মধ্যে বিস্ময়রসবিষয়ীচক্রীরে ইতি। অজ্ঞজনাজ্ঞতেত্যপি পাঠঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—'যাঁহারা নিজেকে আত্মজ্ঞানী মনে করেন, পুরুষাকার আপনাকে আদর করেন না, তাঁহারা স্থূলতুষের অবঘাত করিয়া থাকেন'—ইহা বলিতেছেন 'ত্বাম্' ইতি। 'চ' অপি অর্থে। পুরুষাকার আপনি পরমাত্মাই, আপনাকেও 'পর' পরমাত্মা হইতে অন্য, মায়ামিশ্র আত্মা মনে করিয়া, 'আত্মা'-পরমাত্মা, পুনঃ আপনা হইতে বাহিরেই 'মৃগ্য' (অন্বেষণীয় হইয়া থাকে)। সেই অজ্ঞ জনতার অজ্ঞতা 'অহো' অতি অদ্ভুতা, এই অর্থ। বিবর্ত্ত পরিণাম প্রভৃতি বাদ সমূহ চেতনভিন্ন মায়িক জগতেই প্রবৃত্ত হয়। পূর্ণ চেতন ব্রহ্মে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ 'শাব্দং ব্রহ্মবপুর্দধৎ' (ভাঃ ৩।২১।৮) একমাত্র শব্দের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মময় শরীর ধারণ করিয়া, ইহা তৃতীয় স্কন্ধ হইতে, 'যৎ তদ্ বপুর্ভাতিবিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভুঃ। বভূব তেনৈব স বামনঃ' (ভাঃ ৮।১৮।১২) অব্যক্তচিদ্রূপ হরি দীপ্তিভূষণও আয়ুধের দ্বারা ব্যক্ত যেরূপে হয় সেইরূপে যে সেইশরীর প্রকটিত করিলেন, সেইরূপেই তিনি বামন (হ্রস্ব) বটু হইলেন, ইহা অষ্টম স্কন্ধ হইতে, 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ' (ভাঃ ১০।১৩।৪৯) সত্য, জ্ঞানরূপ অনন্ত, আনন্দরূপ, বিজাতীয় ভেদরহিত, সর্বদা একরূপ মূর্ত্তিসকল যাঁহাদের, তাঁহারা। ইহা দশম স্কন্ধ হইতে। 'গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং বৃন্দাবন সুরভূরুহতলাসীনং' গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ শরীর বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে আসীন, 'তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপাল পুরী হি' তাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী ইত্যাদি গোপালতাপনী শ্রুতি হইতে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ ভগবানের শরীর ধাম প্রভৃতিতেও বিবর্ত্ত পরিণাম প্রভৃতি বাদসমূহ প্রবৃত্ত হয় না। যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ চক্ষুদ্বয়ের অভাবে অন্ধ, সেই সেই ভগবানের শরীর ধাম প্রভৃতিতেও অন্ধপরম্পরার দ্বারাই বিবর্ত্তবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া অধঃপতিত হয়, তাহাদিগকে 'অহো' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মা নিজের সৃষ্টিতে শোচ্যগণের মধ্যে বিস্ময়রসের বিষয় করিয়াছেন। 'অজ্ঞজনাজ্ঞতা' এইরূপ কোন কোন গ্রন্থে পাঠ। ২৭ ॥

> অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
> হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
> অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
> সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ— অসত্যভূত সর্পবুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে কি রজ্জুবুদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হয়? তজ্জন্য হে অনন্ত, সাধুগণ জড়বিষয় ত্যাগ করিয়া হৃদয়মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ টীকা— বিজ্ঞাস্তু ত্বাং মায়োপাধিত্বেন মন্যন্তে, কিন্তু জীবাত্মানমেবাতস্তমেব মায়ামালিন্যাতো বিচ্যুতীকর্ত্তুং তমেব কেবলং শুদ্ধং মৃগয়ন্তীত্যাহ—অন্তর্ভবে শরীরমধ্য এব বর্ত্তমানম্ অনন্তভবম্ অনন্তা অসংখ্যা ভবা নানাযোনিষু জন্মানি যস্য তং প্রসিদ্ধমল্পজ্ঞং জীবাত্মানং মৃগয়ন্তি। কিং কুর্ব্বন্তঃ অতৎ আত্মভিন্নং মায়িকং মায়াঞ্চ ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ। ননু চিন্ময়স্য জীবাত্মনো জ্ঞানেনালং কিং চিদ্ভিন্নস্যাপবাদেনেত্যাশঙ্ক্যাধ্যস্তস্যাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন সম্যক্ জ্ঞায়ত ইতি সতাং ব্যবহারেণাহ—অসন্তমিতি। অন্তি সমীপে অসন্তমপ্যহিমন্তরেণ নায়মহিরিতি তদপবাদং বিনেত্যর্থঃ। সন্তং গুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি নৈব জানন্তি তথৈব। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ" ইতি শ্রুতের্জীবাত্মনঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসম্বন্ধো নৈবাস্তি তৎসম্বন্ধাভাবাদেব দেহো দৈহিকাঃ শোক-

মোহাদয়শ্চ তস্য নৈব সন্তি। তদপ্যবিদ্যয়ৈব তস্মিন্ জীবাত্মনি দেহোঽধ্যস্তঃ। ততশ্চ কদাচিদুদ্ভূতেন জ্ঞানেন নায়মাত্মা দেহ ইতি তস্য দেহস্যাসতোঽপ্যপবাদং বিনা সত্যং শুদ্ধং জীবাত্মানং কিং জানন্তি নৈব জানন্তীত্যর্থঃ ।। ২৮ ।।

টীকার ব্যাখ্যা—কিন্তু 'বিজ্ঞগণ আপনাকে মায়োপাধিযুক্ত রূপে মনে করেন না, জীবাত্মাকেই মনে করিয়া থাকেন, এই হেতু তাহাকে মায়ার মলিনতা হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত, কেবল শুদ্ধ তাহাকেই অন্বেষণ করিয়া থাকেন' ইহা বলিতেছেন 'অন্তর্ভবে' ইতি। শরীরের মধ্যেই বর্ত্তমান, 'অনন্তভব' নানাযোনিতে যাহার অসংখ্য 'ভব' জন্ম, 'তং' সেই প্রসিদ্ধ, অজ্ঞ, জীবাত্মাকে, 'মৃগয়ন্তি' (অন্বেষণ করিয়া থাকেন)। কি করিতে করিতে ? 'অতৎ' আত্মা হইতে ভিন্ন মায়িক বস্তু ও মায়াকে 'ত্যজন্তঃ' ('ইহা নয়'. 'ইহা নয়' এইরূপে) 'অপবাদ' (নিষেধ) করিতে করিতে। চিৎস্বরূপ জীবের জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণতা, চিৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন পদার্থের অপবাদে (নিষেধে) কি প্রয়োজন ? এই আশঙ্কা করিয়া 'অধ্যস্ত' (জীবে আরোপিত মায়িক পদার্থের) অপবাদ ব্যতীত, অধিষ্ঠানের তত্ত্ব (যাথার্থ্য) সম্যক্ জানা যায় না' ইহা সাধুগণের ব্যবহারের দ্বারা বলিতেছেন 'অসন্তং' ইতি। 'অন্তি' সমীপে, অবিদ্যমানও 'অহিং অন্তরেণ' 'এ সর্প নহে' এইপ্রকার তাহার অপবাদ ভিন্ন—এই অর্থ। 'সন্তং গুণং' বিদ্যমান রজ্জুকে, 'সন্তঃ' বিজ্ঞগণ 'কিমু' 'যন্তি' কি জানিতে পারেন ? পারেনই না। 'অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ' 'এই পুরুষ অসঙ্গ' এই শ্রুতি অনুসারে জীবাত্মার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ নাই-ই, তাহাদের সহিত সম্বন্ধের অভাবহেতুই দেহ এবং দৈহিক শোক মোহ প্রভৃতি তাহার নাই-ই তথাপি অবিদ্যার দ্বারাই সেই জীবাত্মাতে দেহ অধ্যস্ত (আরোপিত)। সেইহেতু কোনও সময়ে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা 'এই আত্মা দেহ নহে' এইরূপে অবিদ্যমান ও দেহের অপবাদ (নিষেধ) ব্যতীত সত্যশুদ্ধ জীবাত্মাকে জানিতে পারে কি ? জানিতে পারে নাই, এই অর্থ ।। ২৮ ।। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(১৭)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি বিলাসমঞ্জরী, গৌরলীলায় উপশাখারূপে তিনি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীরূপে আবির্ভূত হন। —গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৯৫ শ্লোক। গৌরগণোদ্দেশে ২০৩ শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে—"সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ।" শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর প্রকটকাল ১৪৩৩ শকাব্দ হইতে ১৫১৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে, মতান্তরে ১৪৫৫ শকাব্দ হইতে ১৫৪০ শকাব্দ পর্য্যন্ত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী রামকেলি গ্রামে (মালদহে) আবির্ভূত হন যখন তাঁহার পিতৃদেব শ্রীঅনুপম মল্লিক (শ্রীবল্লভ) তথায় রাজকার্য্য ব্যপদেশে ছিলেন। তাঁহার জননীদেবীর পরিচয় জানা যায় না। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীল ঘনশ্যাম দাস) রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে (ভক্তিরত্নাকর ১।৫৪০-৫৬৮)। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"ভরদ্বাজগোত্রীয় জগদ্‌গুরু 'সর্বজ্ঞ' নামক এক মহাত্মা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে কর্ণাট্‌দেশে ব্রাহ্মণ রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের

পুত্র মহা সদাচারী কুমারদেব—সনাতন, রূপ ও অনুপমের জনক। কুমারদেব বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে তাঁহার আলয় ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে রামকেলি গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব সরকারের কার্য্য করায় তিনজনেই মল্লিক উপাধি লাভ করেন। [শ্রীজীব গোস্বামীর পিতার নাম শ্রীবল্লভ, মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম অনুপম। 'অনুপম মল্লিক— তাঁর নাম শ্রীবল্লভ। শ্রীরূপ গোঁসাইর ছোট ভাই, পরম বৈষ্ণব।' —শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৩৬]। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেকালে রামকেলিতে গিয়াছিলেন সেই সময় অনুপমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী বিষয়কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য যে সময়ে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেই সময়ে শ্রীজীব গোস্বামীর হৃদয়েও তীব্র বৈরাগ্যভাব আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীজীব গোস্বামীর বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—"যে হইতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে। সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে॥ নানা রত্নভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস। অপূর্ব্ব শয়নশয্যা ভোজনবিলাস॥ এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে। রাজ্যাদি বিষয়-বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥" ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ বর্ণিত আছে—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী স্বপ্নে সংকীর্ত্তনমধ্যে নৃত্যরত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন, পরে গৃহত্যাগ করতঃ বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ* হইতে নবদ্বীপ যাত্রাকালে সঙ্গের লোকজনকে পথিমধ্যে ফতেয়াবাদে বিদায় দিয়া শ্রীনবদ্বীপে পৌঁছিলে শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন ও কৃপালাভ করিলেন। তিনি তৎকালে ব্রজে যাইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইলেন—

"নিত্যানন্দ প্রভু মহাবাৎসল্যে বিহ্বল।
ধরিল শ্রীজীব-মাথে চরণ-যুগল॥
শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ-সীমা প্রকাশিলা।
ভূমি হৈতে তুলি' দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু প্রেমাবেশে কহে,—'তোমার নিমিত্তে।
আইলাম শীঘ্র এথা খড়দহ হৈতে'॥
ঐছে কত কহি শ্রীজীবেরে স্থির কৈলা।
শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা॥
নিকটে রাখিয়া অতি আনন্দ হিয়ায়।
শ্রীজীবে পশ্চিমদেশে করয়ে বিদায়॥

—ভক্তিরত্নাকর ১।৭৬৫-৭৬৯

...　　...　　...

প্রভু কহে—শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থান॥"

—ঐ ১।৭৭২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীজীব গোস্বামীর সাক্ষাতের কথা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। তবে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ একটী ইসারা আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রামকেলিগ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীব গোস্বামীকে শিশু অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীতে বাল্যকাল হইতেই ভগবদনুরাগ দৃষ্ট হয়। তিনি বালকগণের সঙ্গে কৃষ্ণপূজা সম্বন্ধীয়া ক্রীড়া ছাড়া অন্য খেলা খেলিতেন না। "শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে॥ কৃষ্ণ বলরামমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয়া॥ বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমেষ নেত্রে দেখি' উল্লাস হৃদয়॥ কনক পুতলি-প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে। করিতে প্রণাম-সিক্ত হৈলা নেত্রজলে॥ বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লইয়া॥" (ভক্তিরত্নাকর ১।৭১৯-৭২৩)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন ও পরিক্রমান্তে প্রথমে কাশীতে

---

* পূর্ব্বকালে পাবনা, ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বাক্‌লা বহুদিন পূর্ব্বেই নদীগর্ভে গিয়াছে।

পেঁৗছিয়া শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে বৃন্দাবনে পেঁৗছিয়া শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণাশ্রিত হন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ইনি (শ্রীজীবগোস্বামী) শ্রীরূপ-সনাতনাদির অপ্রকটের পর সোৎকল-গৌড়-মাথুরমণ্ডলের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত সত্য কীর্ত্তন করিয়া হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ ব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন ও মথুরায় বিঠ্ঠলদেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার প্রকটকালেই চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখীকৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে আচার্য্য, ঠাকুর ও শ্যামানন্দ নাম প্রদান করিয়া তদ্‌রচিত যাবতীয় গোস্বামি-শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নামপ্রেম প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। প্রথমে গ্রন্থাপহরণ সংবাদ ও পরে তদুদ্ধারত সংবাদ শ্রবণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস-শিষ্য রামচন্দ্র সেনকে ও তদনুজ গোবিন্দকে কবিরাজ নাম প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতে শ্রীল জাহ্নবা দেবী কতিপয় ভক্তসহ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিলে ইনি তাঁহাদের প্রসাদ সেবা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।"

[বাঁকুড়ার বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের লোকজন কর্ত্তৃক গ্রন্থাপহরণ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের তথায় ভাগবত পাঠ, বীরহাম্বীরের শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং পরে গ্রন্থ উদ্ধার ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তৃত রূপে শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকায় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরিতে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।]

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবগোস্বামীর লিখিত ২৫টী গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) সূত্রমালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, (৫) গোপালবিরুদাবলী, (৬) রসামৃত শেষ, (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব, (৮) শ্রীসঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ, (৯) ভাবার্থসূচক চম্পূ, (১০) গোপালতাপনী টীকা, (১১) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (১২) রসামৃতটীকা, (১৩) উজ্জ্বলটীকা, (১৪) যোগসার স্তবকের টীকা, (১৫) অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীভাষ্য, (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, (১৭) শ্রীরাধিকা কর-পদস্থিত চিহ্ন, (১৮) গোপালচম্পূ—পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ, (১৯) ক্রমসন্দর্ভ, (২০) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২১) ভগবৎ সন্দর্ভ, (২২) পরমাত্মসন্দর্ভ, (২৩) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (২৪) ভক্তিসন্দর্ভ, (২৫) প্রীতিসন্দর্ভ।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনভিজ্ঞ সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাপরাধমূলক কার্য্যের দ্বারা যাহাতে কেহ কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া অমঙ্গলকে বরণ না করেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন— "অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে; তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ-মূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

(১) জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীব প্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদ-নখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবতাত্ম" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন,— শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ' ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীব প্রভুকে গ্রহণ করেন।

ঐ গুরুবৈষ্ণববিরোধিগণ কৃষ্ণকৃপায় যেদিন আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীব প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—কবিরাজ

গোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত'-রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত'খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ' নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন, নতুবা চরিতামৃতগ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর ব্যভিচারী বলেন,— শ্রীজীব প্রভু শ্রীরূপগোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপীগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া স্বকীয়রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে 'স্বকীয় রসে' রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারময় পারকীয়-ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব প্রভু স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর,— সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম।

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর শাসন ও কৃপার এইরূপ বর্ণন পাওয়া যায় ঃ—

একদিন গ্রীষ্মকালে শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে নির্জ্জনে গ্রন্থ লিখিবার কালে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। সেই সময় বল্লভ ভট্ট সেখানে আসিয়া রূপগোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন এবং ভক্তিরসামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সংশোধন করিয়া দিবেন বলিলেন। বল্লভ ভট্ট যমুনায় স্নান করিতে গেলে বল্লভভট্টের ঐপ্রকার গর্ব্বিত বচন শুনিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী সহ্য করিতে না পারিয়া জল আনিবার ছলে তিনিও যমুনায় গেলেন এবং বল্লভ ভট্টকে শ্রীরূপ গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ লেখায় কোথায় ভুল আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। বল্লভ ভট্ট তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করিলে শ্রীজীব গোস্বামী তাহা খণ্ডন করিলেন এবং শাস্ত্র-বিচার করতঃ তাঁহার প্রতি বাক্য খণ্ডন করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীজীব গোস্বামীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সমস্ত কথা রূপ-গোস্বামীকে আসিয়া বলিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তজ্জন্য শ্রীজীবগোস্বামীকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বদেশে শীঘ্র চলিয়া যাইতে, মনঃস্থির হইলে পুনঃ বৃন্দাবনে আসিতে বলিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দ্দেশহেতু শ্রীজীব গোস্বামী কিছুদূর গমন করতঃ নন্দঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের কৃপার আশায় তথায় অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকিয়া তীব্রভাবে ভজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেখানে অকস্মাৎ আসিয়া ব্রজবাসীর নিকট শ্রীজীবগোস্বামীর অবস্থান সংবাদ জানিয়া তাঁহাকে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত বাৎসল্যযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া পুনঃ রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মে লইয়া আসিলে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ-গোস্বামীর স্নেহ ও কৃপা লাভ করিলেন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ভাদ্র শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে আবির্ভূত হন এবং পৌষী শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে তিরোধানলীলা প্রকাশ করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাদামোদর জীউ বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে সেবিত হইতেছেন। শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধিস্থান এবং শ্রীরাধাকুণ্ডতটে (ললিতাকুণ্ডের নিকটে) ভজন-কুটীর বিদ্যমান।

গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে-নবচূড়াযুক্ত শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়া সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ৭ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ৯ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৭ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডাদিসহ শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করেন। ৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবার ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের বিরহতিথি শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীর সহায়তায় বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী শ্রীমন্দিরে চক্র ও ধ্বজা প্রতিষ্ঠা, তৎপর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী বাস্তুযাগ, বৈষ্ণবহোম, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শৃঙ্গার, পূজা, ভোগ, আরাত্রিক আদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান দর্শন করিয়া যোগদানকারী নরনারীগণের মধ্যে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী' মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া জেলার গ্রামাঞ্চল হইতে ভক্তবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন। পার্ব্বত্যদেশীয় ভক্তবৃন্দ স্রোতের মত আসিতে থাকেন। এইরূপ বিপুলসংখ্যক ভক্তবৃন্দের সমাগম দেখিয়া বহিরাগত অতিথিবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হন। বহু অস্থায়ী আবাসস্থান নির্ম্মিত হইলেও তাহাতে এত বিপুলসংখ্যক নরনারীর থাকিবার স্থান-সঙ্কুলান হয় নাই। ভক্তবৃন্দ তথাপি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিরাট্ সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে স্থানীয় স্কুল পরিদর্শক শ্রীসত্যনাথ গোস্বামী, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং বাপুজী হিন্দী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীতারিণী শর্ম্মা। প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীউত্তম শর্ম্মা, ডাঃ শ্রীঅন্নদাচরণ দাস এবং শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথ, এড্ভোকেট। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বঙ্গাইগাঁও গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। অসমীয়া ভাষায়, পার্ব্বত্যভাষায় ও বাংলাভাষায় বক্তৃতা হয়। সভায় যথাক্রমে আলোচিত হয় 'শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা', "শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অবদান-বৈশিষ্ট্য", 'সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ ভাগবত'।

নগরসংকীর্ত্তনে, শ্রীবিগ্রহার্চ্চনে, সভায় কীর্ত্তনে,

রন্ধনসেবায়, আনুকূল্যসংগ্রহে, পরিবেশনে, রথযাত্রাকালে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সেবায় যাঁহারা আনুকূল্য করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ সুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকবিহারী দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীধনঞ্জয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দসুত দাস, শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনতারণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগন্নাথ দাস, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী (কানু)।

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণসেবায় মুখ্যভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণসেবায় সাহায্য করেন শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

কাঁচড়াপাড়া (২৪-পরগণা) ঃ—কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শ্রীগোপাল চন্দ্র নন্দী মহোদয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণান্তে কৃষ্ণনগর মঠ হইয়া বিগত ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কাঁচড়াপাড়া রেলষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীগোপাল নন্দী মহোদয়ের বাসভবনে দ্বিতলে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ওয়ার্কসপ্ রোডস্থ বড় হরিসভায় ১১ ও ১২ই মার্চ্চ প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ দ্বারা সুললিত মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তিত হয়। ১২ই মার্চ্চ বড় হরিসভা হইতে নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ভক্তবৃন্দ শহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস ও শ্রীদিলীপ প্রচারপার্টিতে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় আনুকূল্য করেন। সগোষ্ঠী শ্রীগোপাল চন্দ্র নন্দী মহোদয়ের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়া। কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ স্থাপনের জন্য শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। তিনি তজ্জন্য শহরের মধ্যে বড় রাস্তার পার্শ্বে জমিবাড়ী দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও বৈষ্ণবগণকে উক্ত স্থান দেখান। শ্রীল আচার্য্যদেব গোপালবাবুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারে অত্যাগ্রহ দেখিয়া পরমোৎসাহিত হন এবং শ্রীগৌরহরির ইচ্ছা হইলে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া আশ্বাস দেন।

চাকুলিয়া (বিহার) ঃ— বিহাররাজ্যে সিংভূম জেলার অন্তর্গত চাকুলিয়া নিবাসী শ্রীপ্রভুদয়াল ঝুনঝুনওয়ালা মহাশয় চাকুলিয়ার নরনারীগণের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত আহ্বান স্বীকার করতঃ শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, হায়দ্রা-

বাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ১লা চৈত্র, ১৩৯১ ; ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৮৫ শুক্রবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে ইস্পাত এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে চাকুলিয়া রেলষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তগণ শোভাযাত্রাসহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিশাল সভামণ্ডপে ও শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথজীউ মন্দিরে এবং তৎপরে সাধুগণকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীপ্রভুদয়ালজী ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীপুরুষোত্তম দাসজী তাঁহাদের নবনির্ম্মিত রমণীয় অতিথিভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তগণের এবং কতিপয় গৃহস্থ ভক্তগণেরও থাকিবার অতীব সুন্দর ব্যবস্থা করেন। শ্রীপ্রভুদয়ালজী ৬৪ মহান্তের বিশেষ মাল্‌সা ভোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে যশড়া-নিবাসী শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তবৃন্দসহ সাধুগণের সহিত একইসঙ্গে চাকুলিয়ায় আসিয়া পেঁীছেন। ১৫ ও ১৬ই মার্চ্চ রাত্রিতে মহতী হরিসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই মার্চ্চ ৬৪ মহান্তের ভোগরাগের জন্য সুবোধবাবু এবং যশড়ার মহিলা ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী সহায়তা করেন। মাল্‌সাভোগের বিপুল রমণীয় ব্যবস্থা দর্শন করিয়া দর্শনার্থিগণ চমৎকৃত হন। যেখানে মাল্‌সাভোগের ব্যবস্থা হয়, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সভাকক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের "বলি-বামন" সংবাদ অবলম্বনে হরিকথা উপদেশ করেন। ভোগরাগের পর সমুপস্থিত নরনারীগণকে মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়। শ্রীপ্রভুদয়ালজী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৎসরাধিককাল ব্যাপী প্রত্যহ রাত্রিতে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনের এবং দিনে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যার বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীপ্রভুদয়াল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা, শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা এবং তাঁহাদের গৃহের পরিজনবর্গের নিষ্কপট সাধুসেবাপ্রচেষ্টা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে অত্যাগ্রহ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত হন। তাঁহারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আনন্দপুর ও বোলপুরে ধর্ম্মসভা

আনন্দপুর (মেদিনীপুর, পঃ বঃ) ঃ—আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে চাকুলিয়া হইতে ট্রেণযোগে মেদিনীপুর এবং মেদিনীপুর হইতে বাসযোগে ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ রবিবার মধ্যাহ্নে আনন্দপুরে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভুর (ডাঃ সরোজ সেনের) বাসভবনে আসিয়া উপনীত হইলে সাধুগণের জন্য সংরক্ষিত কক্ষগুলিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অবস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়। আনন্দপুর পুরাতন

হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ সভামণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ রবিবার হইতে ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। সভায় স্থানীয় এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীশশাঙ্কশেখর দাস এবং শ্রীসমর রায়। ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে যে বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহাতে স্থানীয় এবং গ্রামাঞ্চল হইতে সাতটী সংকীর্ত্তনপার্টী যোগ দেয়। গ্রামবাসিগণের মধ্যে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাদিগকে প্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের সদস্যবৃন্দ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। শ্রীসনাতন দাসাধিকারী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং বাটীস্থ পরিজনবর্গের বৈষ্ণব সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়া। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ ২০ মার্চ্চ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বোলপুর (বীরভূম) ঃ—বোলপুরবাসী ভক্তগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণসহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ শুক্রবার কলিকাতা হইতে যাত্রাকরতঃ পূর্ব্বাহ্নে বোলপুরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। প্রাগ্ ব্যবস্থার সাহায্যের জন্য একদিন পূর্ব্বে বোলপুরে শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী প্রেরিত হয়। পরবর্ত্তিকালে পূজনীয় বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে পৌঁছেন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল ব্রহ্মচারী এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত বোলপুরবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে বোলপুর সহরের বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় মহাপ্রভুর মন্দিরে ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ শুক্রবার এবং ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ শনিবার প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টায় দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। উক্ত ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতনের) অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীদুর্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। বক্তৃতা করেন শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। সভায় যথাক্রমে আলোচিত হয় 'বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' এবং 'ভাগবত-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'। ২৩ মার্চ্চ শনিবার শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাদ্যাদি সহযোগে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহাপ্রভুর মন্দিরে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী প্রভুর প্রার্থনায় পূজনীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের গৃহে ২৪শে মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করেন। প্রণতপাল প্রভুর গৃহে সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে মুখ্যভাবে যত্ন করেন শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারীর পরিজনবর্গ ও শ্রীমন্মথনাথ ভৌমিকের পরিজনবর্গ এবং অন্যান্য গৃহস্থভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ। শ্রীভোলানাথ ঘোষ মহাশয় ও শ্রীকমলকৃষ্ণ তরফদার মহাশয় দুইদিন বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হন। পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ২৪ মার্চ্চ সন্ধ্যায় বোলপুর হইতে যাত্রা করতঃ সেইদিন রাত্রিতে কলিকাতা মঠে পৌঁছেন।

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাবর্গ —সকলকেই বঙ্গীয় নবাব্দ ১৩৯২ সনের শুভারম্ভে আন্তরিক শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা সকলেই যাহাতে কলিযুগপাবনাবতারী পরমকরুণাময় মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলানুশীলনে মুক্তানর্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ লাভ করতঃ ধন্য-ধন্যাতিধন্য হইতে পারি—নিত্যনবনবায়মান পরানন্দ অনুভব করিতে পারি, ইহাই বঙ্গীয় শুভনববর্ষারম্ভে অনন্তকল্যাণগুণবারিধি অদোষদরশী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরপাদপদ্মে আমাদের সকলেরই অন্তর্হৃদয়ের হার্দ্দী প্রার্থনা হউক। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" (গীঃ ৬।৪০) অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, কল্যাণকারি ব্যক্তিবিশেষ, কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। গীতাশাস্ত্রে ইহা স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণজনক যোগ, সুতরাং সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকৃৎ ভক্তিযোগাবলম্বী ব্যক্তিকে কখনই কোনপ্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

জীবনের প্রত্যেক নববর্ষারম্ভেই মানুষ অনেককিছু সুখশান্তির আশা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে কিন্তু হায়, ফলবিষয়ে প্রায়শঃ তাহার বিপরীতভাবই ঘটিতে দেখা যায়। বিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞস্থলে সমাগত নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চতুর্থ যোগেন্দ্র প্রবুদ্ধমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর, এই স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া এই বিষ্ণুমায়াকে যেরূপে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন। তদুত্তরে মুনিবর কহিয়াছিলেন—মহারাজ, ইহলোকে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই একত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ফলবিষয়ে তাহার বৈপরীত্যই লক্ষ্যীভূত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, নিরন্তর দুঃখপ্রদ, অত্যায়াসলব্ধ, আত্মমৃত্যুজনক এই বিত্তদ্বারা সংগৃহীত গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি অনিত্যবস্তু দ্বারা মানুষ কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ লাভ করিতে পারে না। ইহলোকে খণ্ডরাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেমন তুল্য ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পরে স্পর্দ্ধা, অতিশয়ে অর্থাৎ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি অসূয়াপ্রকাশ এবং ধ্বংসালোচনে শোক বা ভয়াদি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, কর্ম্মার্জ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মাণ বলিয়া উহাকেও তদ্রূপ বিনশ্বর ও সীমাবদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। উহাদের কোনটিই জীবের প্রকৃত সুখপ্রদ হয় না।

সুতরাং জীবের চরম পরমমঙ্গল জিজ্ঞাসু ব্যক্তি—শব্দব্রহ্ম (বেদাদি শাস্ত্র) ও পরব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ উপশমাশ্রিত অথাৎ ক্রোধ-লোভাদির অবশীভূত সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে শরণাগত হইবেন এবং তাঁহাকে নিজের পরমহিতকারী বান্ধব ও পরমারাধ্য বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটে তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক তৎসমীপে যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই সকল ভগবৎপ্রণীত বা ভক্তভাগবতাচরিত অথবা গ্রন্থভাগবতনিরূপিত 'ভাগবত-ধর্ম্ম'-মর্ম্ম অবগত হইবেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দররূপে তাঁহাকে প্রাপ্তির যে নামসংকীর্ত্তন—প্রধান সহজসাধ্য ভক্তিযোগের কথা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকবৃন্দের একমাত্র জীবাতু হউক, ইহাই প্রার্থনীয়। কলিহত জীব আমরা, কলিযুগপাবন করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই শিক্ষাই আমাদের একমাত্র সুনিশ্চিত শ্রেয়োবিচারে অনুসরণীয়া হইবেন এই চিন্তাধারা লইয়াই আমাদের নববর্ষের শুভারম্ভ হউক।

"অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	.	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.২৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৬.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৬.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ-বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোম ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২
২৫ ত্রিবিক্রম, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ২৯ মে, ১৯৮৫ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—বিদ্বৎসভা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—রবিবার, ১৯ শে ভাদ্র, ১৩৩৩

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই মঙ্গলাচরণ বিহিত হয়। সুতরাং ভগবানের কথা যাঁ'রা আলোচনা করেন—যাঁ'রা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করেন, তাঁ'দের পাদপদ্মে শরণ-গ্রহণ করাই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলাচরণের আকর। সেই বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করি। সেই বৈষ্ণবগণ—পতিতপাবন ; আমি—পতিত, তাঁ'দের শরণাপন্ন হ'লে তাঁ'রা আমাকে রক্ষা ক'র্বেন। আমি অভাবগ্রস্ত জীব—নানাপ্রকারে অভাবে পিষ্ট হ'চ্ছি ; বৈষ্ণবগণ কল্পতরু—তাঁ'রা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ ক'র্তে সমর্থ। তাঁ'রা যদি কৃপণ হ'তেন, তা' হ'লে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'ত না। কিন্তু ভগবান্ তাঁ'দের সর্ব্বাপেক্ষা বদান্য ক'রে জগতে প্রেরণ ক'রেছেন। তাঁ'রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী। আমরা মঙ্গলপ্রার্থী হ'য়েও যদি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের নিকট গমন করি, তা' হ'লে ত' অভীষ্ট-লাভ হবেই না, পুনরায় তা'র উপর আমাদের অমঙ্গলই হ'বে।

বৈষ্ণবের গুরুত্ব অবৈষ্ণবের লঘুতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়। শাস্ত্র বলেন,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥"

এই শ্লোকের আলোচনা-মুখে সর্ব্বাগ্রে আমাদের বিচার্য্য এই যে, বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন্ জিনিষ আছে ? 'বৈষ্ণব' ব্যতীত 'বিষ্ণু' ব'লে একটী বস্তু আছেন, আর 'অবৈষ্ণব' ব'লে একটী কথা আছে। যাঁ'রা নিত্যকাল বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁ'রা বৈষ্ণব ; যাঁ'রা বিষ্ণুর পূজা করেন না, কিন্তু তাঁ'দেরও বিষ্ণুর পূজা করা উচিত, তাঁ'রা—'অবৈষ্ণব'। যাঁ'রা বিষ্ণু-কথা ব্যতীত ইতর-কথা-শ্রবণ, বিষ্ণুস্মৃতি ব্যতীত ইতর-চিন্তা, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই 'ধর্ম্ম' মনে করেন, তাঁ'রা—'অবৈষ্ণব'। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুভক্তের উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্য-

গ্রহণীয় বস্তু। বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্যকৃত্য। বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। সেই সকল সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে যদি আমরা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হই, তবে আমরা 'অবৈষ্ণব' হ'লাম।

আমাদের মনে হ'তে পারে,—"কেউ বা 'বৈষ্ণব' হয়, কেউ বা নিজরুচি-অনুসারে 'অবৈষ্ণব' হয়— ইহাতে আর দোষ কি?" অবৈষ্ণব হ'লে আমাদের নানা অসুবিধা এসে' উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিকাদি ক্লেশ এসে' উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিমুখতাই ক্লেশের একমাত্র কারণ। ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য করার দরুণ আমরা ক্লেশ পাচ্ছি। জীবের স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-ক্রমে ভগবানের উপাসনা বাদ দিয়ে যা'তে অন্যলোকে আমাদের উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টান্বিত করাচ্ছে। এইরূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা 'কর্ত্তা' সাজ্ছি। স্বরূপের উপলব্ধির অভাবক্রমেই এই সব বিচার এসে' উপস্থিত হয়—'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা', 'আমি দ্রষ্টা', 'আমি ধ্যাতা' ইত্যাদি। যেদিন আমরা সাধুসঙ্গ করি, সেদিনই জান্তে পারি,—"আমি কর্ত্তা নই, ভগবান্ই আমাদের সেব্য বস্তু।"

ভগবানের শুদ্ধা অনুভূতি এজগতে অতি অল্প। 'আমরা কর্ম্মমার্গে বিচরণ ক'র্বো'— এবিচারেই আমরা বিশেষ-আগ্রহান্বিত। কর্ম্মমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তির নামই 'কর্ত্তা'। আমরা সৎকর্ম্মের দ্বারা সমগ্রজগতের প্রীতিভাজন হ'তে চাই। ভগবানের ভক্ত আমাদিগকে কৃপা ক'রে জানান যে, "ভগবানের সেবাই একমাত্র কৃত্য; দেবতা, পশুপক্ষী, মানুষ, সকলেরই কর্ত্তব্য—ভগবৎসেবা।" আমাদের মনে হয়,—'পাথর হ'য়েছি, পাথরের কার্য্য আছে; গাছ হ'য়েছি, গাছের ফলদান-কার্য্য আছে; যখন মানুষ হ'য়েছি, তখন মানুষ হওয়া—শিক্ষিত হওয়া—সভ্য হওয়া—সমাজ-সংসার গঠন করা—দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি বহু কার্য্য আছে।' 'আমরা গৃহে থাক্বো, নৌকায় চ'ড়্বো' ইত্যাদি অসংখ্য সঙ্কল্প এসে' আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারই নাম— 'অবৈষ্ণবতা'।

বৈষ্ণবের নিকট কথা শুন্লে, পাছে তিনি 'বিষ্ণু-সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য'—এই কথা জানিয়ে দেন, এ'জন্য তাঁ'র কাছে হরি কথা শুন্তেও ভয় হয়। মোহাচ্ছন্ন আমি, আমার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তখন তাহা বৈষ্ণবের ঘাড়ে চা'পাবার চেষ্টা ক'রে ব'লে থাকি,—'বৈষ্ণব আমার মনের উচ্ছৃঙ্খলতা—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনে যখন প্রশ্রয় দেন না, তখন তিনি সাম্প্রদায়িক বা একঘেয়ে!' যেদিন আমরা 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্"— এই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্তে পার্বো, সেদিন আমরা দৃশ্যজগতের ভোগময় দর্শন হ'তে মুক্ত হ'ব—সেদিন আমরা পরমাণুবাদীর চিন্তা-স্রোত, প্রাকৃত শুভানুধ্যায়ী বা বিরোধিকুলের চিন্তাস্রোত হ'তে অবকাশ পা'ব। যাঁ'রা ভগবানের সেবা বিশেষ-রূপে অবগত হ'য়ে নিরন্তর ভগবানের প্রীতির জন্য অখিলচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, তাঁ'দের আনুগত্যে কর্ণের সার্থকতা সম্পাদন ক'রতে পার্বো।

কিন্তু যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি—অবৈষ্ণবের পরামর্শ নেই, তা' হ'লে দৃশ্যজগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা ক'র্তে ক'র্তে আবৃত অবস্থায় আমার অনন্ত-কোটি জীবন কেটে' যা'বে।

বৈষ্ণবের নিকট শুন্তে পা'বো যে, বিষ্ণুর সেবা ক'র্লেই সমগ্র চেতন-অচেতন পরমাণুর সেবা হ'য়ে যায়। বিষ্ণুর সেবাই আমাদের কার্য্য।

বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ ক'র্তে পারে না। পরজগতে বা এজগতে এমন কোনও লোভের বস্তু নাই, যা' কৃষ্ণপাদনখাগ্রের শোভা হ'তে অধিকতর লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের শুদ্ধা সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জান্তে হ'বে,—মোহিনী মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমা-দিগকে জাপ্টে ধ'রেছে—আক্রমণ ক'রেছে।

যিনি অখণ্ডবস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য-দ্বারাই জীবের মঙ্গল-লাভ হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেষ গ্রহণ করে, তা' হ'লে সম্পত্তি তা'র যত-টুকু, ততটুকু হ'তেই সে অপরকে দান ক'র্তে পার্বে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্যসম্পত্তি— 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে দেন, তা' হ'লেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্কে দিয়ে দিতে পারেন। তা'তে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"
(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৫।১)

গণিতশাস্ত্র হ'তে জান্‌তে পারা যায় যে, কোনও জিনিস ব্যবকলিত হ'লে সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশেরই অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অখণ্ডবস্তু হ'তে বস্তু গৃহীত হ'লে মূলবস্তুর অখণ্ডত্বের কোনও হানি হয় না। অখণ্ডবস্তু বাস্তবজ্ঞান যাঁ'র সম্পত্তি,—যিনি সর্ব্বতো-ভাবে কৃষ্ণসেবাতৎপর, তাঁ'র অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর তুলনা হয় না।

সেই বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা-দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

নবমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ব্যাসেন ব্রজলীলায়াং নিত্যতত্ত্বং প্রকাশিতং।
প্রপঞ্চজনিতং জ্ঞানং নাপ্নোতি যৎ স্বরূপকং ॥

ব্যাসদেব ব্রজলীলাবর্ণনে নিত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রপঞ্চজনিত বিষয়জ্ঞান ঐ নিত্যতত্ত্বের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে না (এস্থলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪১, ৪২, ৪৩ শ্লোক টীকা দেখুন)।

জীবস্য সিদ্ধসত্তায়াং ভাসতে তত্ত্বমুত্তমং।
দূরতারহিতে শুদ্ধে সমাধৌ নির্ব্বিকল্পকে ॥

জীবের সিদ্ধসত্তায় ঐ পরমতত্ত্ব ভাসমান হয়। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে দূরতারহিত বিশুদ্ধ নির্ব্বিকল্প সমা-ধিতে ঐ সিদ্ধসত্তা কার্য্যক্ষম হয়। সমাধি দুই প্রকার সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্ত্বতগণ অত্যন্ত সহজ সমাধিকে নির্ব্বিকল্প ও কূটসমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। আত্মা চিদ্বস্তু, অতএব স্বপ্রকাশতা পরপ্রকাশতা উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশস্বভাব দ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পরপ্রকাশধর্ম্ম দ্বারা আত্মেতর সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বধর্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্ব্বিকল্প তাহাতে আর সন্দেহ কি। আত্মার বিষয়বোধকার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই। কিন্তু অতন্নিরসনক্রমে সাঙ্খ্যসমাধি যখন অবলম্বন করা যায় তখন সমাধিকার্য্যে বিকল্প অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মাশ্রয় থাকায় ঐ সমাধি সবিকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ কার্য্যকে সহজ সমাধি বলা যায়, ইহাতে মনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। সহজ সমাধি অনায়াসসিদ্ধ, কোনমতে ক্লেশসাধ্য নহে। ঐ সমাধি আশ্রয় করিলে নিত্যতত্ত্ব সহজে আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে।

মায়াসূতস্য বিশ্বস্য চিচ্ছায়ত্বাৎ সমানতা।
চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃতে কার্য্যে সমাধাবপি চাত্মনি ॥

সেই আত্মপ্রত্যক্ষস্বরূপ সহজ সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রজলীলা লক্ষিত ও বর্ণিত হইয়াছে। তবে যে তদ্বর্ণনে মায়িক প্রায়, নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম লক্ষিত হয়, সে কেবল মায়াপ্রসূত বিশ্বের নিজ আদর্শ বৈকুণ্ঠের সহিত সমানতা প্রযুক্ত বলিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মায় যে সহজ সমাধি আছে তাহা চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃত কার্য্যবিশেষ। তদ্দ্বারা যাহা যাহা লক্ষিত হইতেছে, সে সমস্ত মায়িক জগতের আদর্শ-মাত্র,—অনুকরণ নয়।

তস্মাত্তু ব্রজভাবানাং কৃষ্ণনামগুণাত্মনাং।
গুণৈর্জাড্যাত্মকৈঃ শশ্বৎ সাদৃশ্যমুপলক্ষ্যতে ॥

এই কারণবশতঃ কৃষ্ণ-নামগুণাদিস্বরূপ ব্রজভাব সকলের সহিত জড়োদিত নাম, গুণ, রূপ, কর্ম্ম প্রভৃতির সর্ব্বদা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

স্বপ্রকাশস্বভাবোঽয়ং সমাধিঃ কথ্যতে বুধৈঃ।
অতিসূক্ষ্মস্বরূপত্বাৎ সংশয়াৎ স বিলুপ্যতে ॥

ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশস্বভাব। পণ্ডিতেরা ইহাকে সমাধি বলেন। ইহা অতিশয় সূক্ষ্মস্বরূপ। কিঞ্চিন্মাত্র সংশয়ের উদয় হইলে লোপপ্রায় হইয়া যায়। আত্মার স্বসত্তাতে বিশ্বাস ইহার নিত্যত্ব ও ইহার সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেকগুলি সত্য ঐ সহজ সমাধিদ্বারা জীবের উপলব্ধি হয়। যদি আমি আছি কি না, মরণের পর আমার সত্তা থাকিবে কি না এবং পরব্রহ্মের সহিত আমার কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, এরূপ যুক্তিগত কোন সংশয়ের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সত্যসংস্কারাত্মক ভ্রমবিশেষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্য সকল যুক্তি দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না, কেননা যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। আত্মপ্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক। ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ সমাধি দ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্য-ক্রিয়া কৃষ্ণদাস্য সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়। আত্মা যখন সহজ সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতাবোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধবোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্যবোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পরসম্বন্ধবোধ, সপ্তমে আশ্রিত-গণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠবোধ, অষ্টমে তদ্গত অবিকৃত কালবোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত্ববোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্যলীলা-বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তিবোধ, দ্বাদশে আশ্রয় শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতিবোধ, ত্রয়ো-দশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপভ্রমবোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণরূপ আশ্রয়ানুশীলনবোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত জনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্বস্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়। যাঁহার সহজ সমাধিতে যতদূর বিষয়জ্ঞান মিশ্রিত আছে, তিনি ততই অল্পদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান। বিষয়জ্ঞানের মন্ত্রীস্বরূপ যুক্তিকে তাহার নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া, যিনি যতদূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে সক্ষম হন, তিনি ততদূর সত্যভাণ্ডার খুলিয়া অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত সত্য সকল সংগ্রহ করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। নিত্যপ্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডা-রের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জীবদিগের সততই আহ্বান করিতেছেন।

বয়ন্তু সংশয়ং ত্যক্ত্বা পশ্যামস্তত্ত্বমুত্তমং।
বৃন্দাবনান্তরে রম্যে শ্রীকৃষ্ণরূপসৌভগং ॥

যে সংশয় সমাধিকে খর্ব্ব করে তাহাকে আমরা দূর করিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্বের অন্তঃপুর বৃন্দাবনে সর্ব্বোত্তম তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌভগ দর্শন করিতেছি। আমা-দের সমাধি যদি বিষয়জ্ঞানদোষে দূষিত থাকিত এবং যুক্তিবৃত্তি যদি বিষয়জ্ঞান ছাড়িয়া সমাধিকার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করত অনধিকারচর্চ্চা করিতে পাইত তাহা হইলে আমরা প্রথমেই চিদ্গততত্ত্বে বিশেষ ধর্ম্মকে স্বীকার না করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত দেখিতাম আর অধিক যাইতে পারিতাম না। কিন্তু বিষয়জ্ঞান ও যুক্তি যদি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইয়াও সমাধি-কার্য্যে কিছু হস্তক্ষেপ করিত, তাহা হইলে আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যভেদমাত্র স্বীকার করিয়া বিশেষগত বৈচিত্র্যের অধিকতর উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। কিন্তু সংশয়রূপ দুষ্ট ভাবকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়ায় আমরা আশ্রয়তত্ত্বের স্বরূপসৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ দর্শন পাইলাম। (ক্রমশঃ)

পুরীধামে শ্রীচৈতন্যস্নেহবিগ্রহ শ্রীসনাতন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ১২৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আসিয়া পড়িল। গৌড়ের ভক্তবৃন্দ প্রতিবর্ষের ন্যায় পুরীধামে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও রথাগ্রে সপার্ষদ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শন করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুও রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শনে খুবই চমৎকৃত হইলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য-

কাল মহাপ্রভুর সহিত যাপন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম সনাতনকে গৌড়ীয় ও উৎকলীয় সকল ভক্তের সহিতই মিলন করাইলেন—

"বর্ষার চারিমাস রহিলা সব নিজ-ভক্তগণে।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১০৭-১১০

শ্রীসনাতন সকল ভক্তেরই শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া নিজগুণে সকলেরই স্নেহপ্রীতিভাজন হইলেন। চাতুর্ম্মাস্য অন্তে গৌড়ের ভক্তবৃন্দ গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর চরণান্তিকে থাকিয়া তৎসঙ্গে নিত্য নবনবায়মান-ভাবে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতন বৈশাখ মাসে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়াছেন, জ্যৈষ্ঠমাসে মহাপ্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। একদিন মহাপ্রভু ভক্ত-অনুরোধে মধ্যাহ্নভিক্ষা গ্রহণার্থ যমেশ্বরটোটায় শুভাগমন করতঃ সনাতনকে ডাকাইলেন, মহাপ্রভুর কৃপাহ্বান পাইয়া সনাতনের আর আনন্দের সীমা নাই। মাধ্যাহ্নিক প্রখর সূর্য্যতাপে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালু আগুনের মত জ্বলিতেছে, এমতাবস্থায় 'প্রভু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন' এই আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীসনাতন সেই তপ্তবালুর পথ দিয়া যমেশ্বরটোটায় প্রভুস্থানে আসিলেন। মহাপ্রভু তখন ভিক্ষা গ্রহণান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভুসেবক গোবিন্দ তাঁহাকে মহাপ্রভুর ভিক্ষার অবশেষ পাত্র দিলেন। সনাতন পরমানন্দে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণান্তে প্রভুপদান্তিকে আসিলে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন— সনাতন, তোমার কোন্ পথে আসা হইল? সনাতন কহিলেন— প্রভো, আমি সমুদ্রতীরপথে আসিয়াছি। প্রভু কহিলেন, কেন, সিংহদ্বারের শীতল পথ ছাড়িয়া তুমি ঐ প্রখর রবিতপ্ত বালুপথে কেন আসিলে? তপ্তবালুতে তোমার পায়ে অবশ্যই ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, তুমি কেমন করিয়া অতিতপ্ত অগ্নিসম বালুর অতিভয়ঙ্কর তাপ সহ্য করিলে? সনাতন তদুত্তরে কহিলেন—'প্রভো, আমিত' বেশী, কিছু দুঃখ পাই নাই, পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে, তাহাও ত' জানিতে পারি নাই, শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বারে যাইবার অধিকার ত' আমার নাই, কেননা সেখানে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ নানা সেবাকার্য্য গৌরবে নিরন্তর গতাগতি করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ হইলে ত' আমার সর্ব্বনাশ হইবে!" শ্রীসনাতনের এইরূপ নিষ্কপট দৈন্যপূর্ণ বাক্যশ্রবণে মহাপ্রভু অন্তরে খুবই সুখ পাইলেন। তপ্ত বালুতে সত্য সত্যই শ্রীসনাতনের পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই, তাই মহাপ্রভু তৎপ্রতি খুবই তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন—সনাতন, যদিও তুমি জগৎপাবন, তোমাস্পর্শে দেবতা ও মুনিগণও পবিত্র হইয়া যান, তথাপি তুমি যে বিধিমার্গের মর্য্যাদা সংরক্ষণের আদর্শ সংস্থাপন করিলে, ইহাতে আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মত প্রামাণিক ব্যক্তি ইহা না করিলে আর কে করিবে?—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদালঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক,—দুই হয় নাশ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন? ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১২৯-১৩২

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার গায়ের কণ্ডুরসা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল। সনাতন প্রভুকে বার বার নিষেধ করেন, প্রভুর অঙ্গে রস লাগিয়া যায়, তাহাতে মহাপ্রভু নির্ব্বিকারচিত্ত হইলেও সনাতন বড়ই দুঃখ পান। এইরূপে 'সেবক-প্রভু' অর্থাৎ শ্রীসনাতন ও মহাপ্রভু উভয়েই নিজ নিজ ঘরে গেলেন। অপর একদিন শ্রীজগদানন্দ শ্রীসনাতনের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে কিছুক্ষণ 'কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী' (অর্থাৎ কৃষ্ণকথালাপ) করিবার পর সনাতন প্রসঙ্গক্রমে জগদানন্দসমীপে নিজ দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন—

"ইঁহা আইলাঙ, প্রভুরে দেখি' দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে, তাহা প্রভু না দিলা করিতে ॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥
অপরাধ হয় মোর, নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথেহ না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥
হিত-নিমিত্ত আইলাম আমি, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৩৭-১৪০

এস্থলে শ্রীসনাতনের " 'দুঃখ'—সর্ব্বদা প্রভু ও জগন্নাথদেবের দর্শনসেবাভাবজনিত কষ্ট, 'যে বা মনে' অর্থাৎ 'জগন্নাথরথাগ্রে' প্রভুর নৃত্যকালে স্বীয় দেহ-ত্যাগ।" (—অনুভাষ্য) শ্রীপণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীসনাতন-বাক্যশ্রবণে সরলভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন—"তোমার বাসযোগ্য স্থান—বৃন্দাবন, রথযাত্রা দর্শনান্তে তুমি সেখানে চলিয়া যাও। বিশেষতঃ প্রভুর আজ্ঞাও হইয়াছে, তোমরা দুই ভাই (শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন) বৃন্দাবনে বাস কর, সেখানেই সর্ব্বসুখ লভ্য হইবে। যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ, তাহাত' সফল হইয়াছে, প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছ, এক্ষণে রথে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন কর।"

শ্রীসনাতন তচ্ছ্রবণে কহিলেন—"পণ্ডিত, তুমি আমাকে ভাল উপদেশই করিয়াছ। হ্যাঁ, আমি বৃন্দাবনেই যাইব, তাহাই ত' আমার 'প্রভুদত্ত দেশ'।"

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়েই নিজ নিজ কার্য্যগৌরবে উঠিয়া গেলেন। 'আর দিন' (অর্থাৎ ইহার পরে কোন একদিন) শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আসিলে শ্রীহরিদাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন, মহাপ্রভুও প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীসনাতন দূর হইতে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে বার বার নিকটে আসিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু নিকটে আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন, তাঁহার গায়ের কণ্ডুরসা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া যাইবে, তাহাতে প্রভুচরণে তাঁহাকে মহা-অপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে— এই আশঙ্কায় সনাতন মহাপ্রভুর নিকটে গেলেন না, কিন্তু মহাপ্রভু দ্রুত বেগে তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িলেন। সনাতন অপরাধ ভয়ে পশ্চাদপসরণ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ও শ্রীসনাতনকে লইয়া বসিলে নির্ব্বিন্ন সনাতন অত্যন্ত দৈন্যভরে কহিতে লাগিলেন—

"হিত লাগি' আইনু মুঞি হৈল বিপরীতি।
সেবাযোগ্য নহি, অপরাধ করোঁ নিতি নিতি ॥
সহজে নীচ-জাতি মুঞি, দুষ্ট, পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরসা-রক্ত চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু—স্পর্শহ তুমি বলে ॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা-লেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ, রথ দেখি যাঁউ বৃন্দাবন ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৫১-১৫৬

পণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীসনাতনকে বৃন্দাবনে যাইবার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা শুনিবামাত্র মহাপ্রভু ক্রোধ-ভরে পণ্ডিতকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—

"কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ?
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরু-তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ?
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা—করে ঐছে কার্য্য ॥"

—ঐ ১৫৮-১৬০

পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া কহিতে লাগিলেন—

(প্রভো) "জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥
আপনার অসৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দা-রস ॥

আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান ৷
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্ ৷৷"
—ঐ ১৬১-১৬৪

শ্রীসনাতনের বাক্যশ্রবণে মহাপ্রভু মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া তাঁহার (সনাতনের) চিত্তবিনোদনার্থ কহিতে লাগিলেন—"সনাতন, জগদানন্দ আমার প্রিয় বটে, কিন্তু তোমা হইতে নহে। আমি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন কখনও সহ্য করিতে পারি না।" পরমারাধ্য প্রভুপাদও তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"যাহার যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ-প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই। অধিকন্তু জগদানন্দসদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।" (চৈঃ চঃ অ ৪।১৬৬ অনুভাষ্য)

মহাপ্রভু আরও কহিতে লাগিলেন—"কোথায় তুমি একজন প্রামাণিক ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞানে প্রবীণ, আর কোথায় সে জগদানন্দ একটি অজ্ঞ বালক, তুমি আমাকেও বুঝাইবার শক্তি ধারণ কর, কত স্থানে আমাকে ব্যবহার-ভক্তি (মর্য্যাদা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন —প্রভুপাদ) বুঝাইয়াছে, তোমাকেও পর্য্যন্ত সে উপদেশ করিতে যায়, ইহা কি সহ্য করা যায়? এজন্য তাহাকে আমি ভৎর্সনা করিয়াছি। আমি যে তোমাকে একজন বহিরঙ্গ ব্যক্তি-জ্ঞানে তোমাকে একটু প্রশংসাসূচক বাক্যমাত্র বলিয়া স্তব করিতেছি, তাহা নহে, তোমার গুণই আমাকে তোমার স্তবে প্রবৃত্ত করাইতেছে। আমার মমতাস্পদ বহু ব্যক্তি থাকিলেও পাত্র-বিশেষে প্রীতি-বৈশিষ্ট্য ত' থাকিবেই। তোমার দেহকে তুমি খোস পাঁচড়া হইবার দরুণ দৈন্যবশতঃ বীভৎস জ্ঞান করিতে পার, কিন্তু আমার নিকট তাহা অমৃততুল্য মনে হয়। তোমার দেহ অপ্রাকৃত, তাহা কখনই প্রাকৃত নহে, তথাপি তুমি যদি তাহাকে দৈন্যবশতঃ প্রাকৃত জ্ঞান কর, কিন্তু আমি ত' তাহাকে কখনও প্রাকৃতজ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারি না। কেননা—'ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান নহি অপ্রাকৃতে'। [পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন—"কৃষ্ণসৈবেকনিষ্ঠাক্রমে দেহাস্তিত্ব বা দৈহিক ক্রিয়াদি সমস্তই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবাপর হওয়ায় ভক্তের চিন্ময় দেহ অবশ্যই অপ্রাকৃত। কৃষ্ণবিমুখ কর্ম্মিগণ যেরূপ নিজভোগতাৎপর্য্যপর স্বীয় প্রাকৃত দেহের ন্যায় শুদ্ধভক্তের দেহকেও প্রাকৃত বলিয়া ধারণা করেন, শুদ্ধভক্ত ও তদ্দাসগণ তদ্রূপ শুদ্ধভক্তের দেহকে কখনও প্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান করেন না, * * * পরন্তু শুদ্ধভক্তের চিদানন্দময় দেহকে অপ্রাকৃতস্বরূপ জানিয়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী বলিয়া জ্ঞান করেন।" শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিতেছেন— প্রভু, সনাতনকে কহিলেন— "তুমি বৈষ্ণব, তোমার দেহ—অপ্রাকৃত, তাহাতে ভদ্রাভদ্র বুদ্ধি করা উচিত নয়; তাহাতে আবার আমি সন্ন্যাসী, তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত, তথাপি আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। কেন না, অপ্রাকৃতস্বরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান থাকা কখনও উচিত নয়।" (অঃ প্রঃ ভাষ্য)]

(শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন —) "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ৷৷"
—ভাঃ ১১।২৮।৪

[অর্থাৎ (অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপ্রতীতি ব্যতীত তদ্ভিন্ন মায়িক প্রতীতিবিশিষ্ট) দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতা-হেতু বাক্যদ্বারা উদিত (কথিত) এবং মনঃ কর্ত্তৃক ধ্যাত (চিন্তিত) (যাহা কিছু তাহা) সমস্তই অনৃত (মিথ্যা)। অতএব তাহাতে ভদ্রই বা কি আর অভদ্রই বা কি? (অর্থাৎ তাহাতে ভদ্র বা অভদ্র এরূপ জড়ীয়) ভেদ আছে বটে, কিন্তু অদ্বয়বস্তুর প্রতীতিতে সেরকম কিছুই নাই।" শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও লিখিয়াছেন—"ভগবদ্‌বিগ্রহ-ধাম-নাম-ভক্তাদি সমস্তই চিদ্‌রূপত্বহেতু ব্রহ্মবস্তুই, তদ্‌ভিন্ন দ্বৈত অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক অবাস্তববস্তু সম্বন্ধে যাহা কিছু বাক্যদ্বারা কথিত বা মনের দ্বারা চিন্তিত হয়, তাহা সমস্তই মিথ্যা, তাহার আবার ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা অপকৃষ্ট বা এই কিয়ৎ পরিমিত অংশ উৎকৃষ্ট, এই অংশ অপকৃষ্ট— এরূপ বিচার নিরর্থক।"]

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এইসব ভ্রম ৷৷
(বিশেষতঃ) আমি ত'—সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ৷৷

এইলাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজ-ধর্ম্ম যায় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৭৬-১৮০ দ্রষ্টব্য

[পূর্ব্বোক্ত চৈঃ চঃ অ ৪।১৬৮ পয়ারে উক্ত "কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি", ইহা চৈঃ চঃ ম ১।২২২-২২৪ এবং ঐ ম ১৬।২৬৬ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য—

গৌড়দেশে রামকেলি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ-সনাতনসহ মিলনকালে শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন—

"ইঁহা হৈতে চল প্রভু ইঁহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥
যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটি ॥"

শ্রীল সনাতনের বাক্যানুসারে মহাপ্রভু বিচার করিতে লাগিলেন যে, এত বিভিন্ন উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট লোকসহ বৃন্দাবনযাত্রা শুভদ নহে—

"যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥"]

শ্রীহরিদাস ও শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে অনেক প্রশংসা-বাক্য শ্রবণ করিবার পর শ্রীহরিদাস কহিলেন—প্রভো, তুমি যে আমাদিগকে এত প্রশংসা-সূচক বাক্য শুনাইলে ইহা তোমার প্রকৃত আত্মীয়তা-সুধারস নহে, উহা বাহ্যপ্রতারণা (বৈষ্ণবজ্ঞানে গৌরব স্তুতি) মাত্র, উহা আমরা তোমার প্রকৃত কৃপা বলিয়া মানিতে পারি না। তবে তুমি যে আমাদের মত অধমকে নিজভৃত্যানুভৃত্য জ্ঞানে অঙ্গীকার করিয়াছ, ইহাতেই তোমার দীনদয়ালুতাগুণাধিক্য প্রকাশিত হইয়াছে। তখন মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন,—শুন হরিদাস, শুন সনাতন, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার হৃদয়ের যথার্থভাব জ্ঞাপন করিতেছি—

"তোমারে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥
আপনারে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবারে করোঁ মুঞি বালক অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥
লাল্যামেধ্য বালকের চন্দনসম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥"

—ঐ ১৮৪-১৮৭

ভক্তবৎসল ভগবানের এইরূপ স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিদাস কহিলেন—"প্রভো, তুমি পরম দয়াল পরমেশ্বর, তোমার হৃদয়ের সুগম্ভীর ভাব আমরা কি বুঝিব ? বাসুদেব ছিলেন গলৎকুষ্ঠী, তাঁর অঙ্গ ছিল কীড়াময়। তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তুমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে, তিনি কন্দর্পসম অঙ্গ লাভ করিলেন। তোমার এইরূপ কৃপার তরঙ্গ আমাদের কি বুঝিবার শক্তি আছে ?" তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু কহিলেন,—

"(প্রভু কহে—) বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণের চরণ সেবয় ॥"

—ঐ ১৯১-১৯৩

"সনাতনের দেহে কৃষ্ণই কণ্ডু উৎপন্ন করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি যদি তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া আলিঙ্গন না করিতাম, তাহা হইলে কৃষ্ণসমীপেই অপ-রাধী হইতাম, ভগবৎপার্ষদ সনাতন, তাঁহার দেহে কি কোন দুর্গন্ধ থাকিতে পারে ? তাই প্রথম দিবসেই আমি তাহাতে চতুঃসমের গন্ধ পাইয়াছি।"

বস্তুতঃ মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-স্পর্শে সনাতনের শ্রীঅঙ্গ সুগন্ধি চন্দনগন্ধময় হইয়াছিল। মহাপ্রভু সনাতনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"সনাতন, তুমি দুঃখ করিও না, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বড়ই সুখ পাই। এবৎসর তুমি আমার নিকট থাক, আগামী বৎসরে তোমাকে আমি বৃন্দাবনে পাঠাইব।"

ইহা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু পুনরায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, দেখিতে দেখিতে—

"কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥"

মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্যলীলা দর্শন করতঃ হরিদাস মনে মনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন—প্রভো, ইহাই তোমার এক সুগম্ভীর

লীলা-ভঙ্গী। তুমিই সনাতনকে ঝারীখণ্ডের পথে আনিয়া তথায় বিভিন্ন স্থানের জল খাওয়াইয়া তাঁহার গায়ে কণ্ডু জন্মাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলে, আবার তুমিই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তৎপ্রতি তোমার অপূর্ব্ব স্নেহলীলা প্রদর্শন করিলে, ধন্য তোমার লীলা-ভঙ্গী, ধন্য তোমার ভক্তবাৎসল্য।

এইরূপে শ্রীপুরীধামে শ্রীসনাতন শ্রীহরিদাস সঙ্গে অহর্নিশ শ্রীগৌরগুণগাথা কীর্ত্তনরঙ্গে প্রেমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে দোলযাত্রা অন্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। ভক্ত-ভগবানের মিলনানন্দ আর বিচ্ছেদবিহ্বলতা উভয়ই অবর্ণনীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বনপথে বৃন্দাবনগমন-স্মৃতি বক্ষে লইয়া শ্রীসনাতন সেই শ্রীপ্রভু-পদাঙ্কপূত বনপথেই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সম্পাদনার্থ প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন।

সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে দীক্ষা গ্রহণকালে সমর্পিতাত্মা ভক্তের দেহ যে কৃষ্ণকৃপায় চিদানন্দময় হয়, তৎসম্বন্ধে পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতানুভূতিসমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট হন, অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃতস্বরূপে কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্নভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন, তখন তাঁহার জড়-ভোগরাজ্যের ভোক্তা বলিয়া জড়ীয় অভি-মান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্য স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তি ঘটে; তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্যসেবকবিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। ভক্তের তৎকালোচিত অপ্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত ভাবসেবাকেও প্রাকৃত বুদ্ধিদোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে। সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত-গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। এসম্বন্ধে বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে ১৩।৪৫ ও ২।৩।১৩৯ সংখ্যায় শ্রীসনাতন প্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য।"

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ১৩।৪৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

তত্র যে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্।
সংপ্রাপ্তং সচ্চিদানন্দং হরে র্সাষ্টিঞ্চ নাভজন্॥

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকবাসিগণ সকলেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ। তাঁহারা সেই বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দময় পরমবৈভবস্বরূপ শ্রীহরির সার্ষ্টি অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি আদরশূন্য। যেহেতু তাঁহারা কেবল হরিভক্তিদ্বারাই পরম প্রীত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে দেবর্ষি নারদসমীপে শ্রীযুধিষ্ঠির প্রশ্নে উক্ত হইয়াছে—

"দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্।
দেহসম্বন্ধসম্বদ্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি॥"
—ভাঃ ৭।১।৩৪

অর্থাৎ "শুদ্ধসত্ত্বময় দেহধারী বৈকুণ্ঠবাসী পার্ষদ-গণের প্রাকৃত দেহ ও প্রাণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং তাঁহারা কিরূপে প্রাকৃতজনগণের ন্যায় প্রাকৃত দেহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন, তাহা আপনার বলা কর্ত্তব্য।"

এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীভগবৎ পার্ষদভক্তগণের প্রাকৃত দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা সকলেই শুদ্ধসত্ত্বময়-তনু, ইহলোকবাসী জীবগণ প্রাকৃতদেহ সম্বন্ধযুক্ত, পরন্তু বৈকুণ্ঠলোকবাসী অপ্রাকৃত—শুদ্ধসত্ত্ব শরীরধারী। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উভয়েই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠপুরবাসি পার্ষদভক্ত-বৃন্দ সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সালোক্যাদি মুক্তিরূপ পরমবৈভব পাইয়াও সর্ব্বদা হরিভক্তি দ্বারাই পরম সন্তোষ লাভ করেন। এজন্য ঐসকল বৈভব তাঁহাদের নিকট আদরণীয় হয় না।

উক্ত শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের ২।৩।১৩৯ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—

ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু।
ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥

অর্থাৎ ভক্তগণ বৈকুণ্ঠবাসীই হউন অথবা অন্য যেকোন স্থানেই বাস করুন, তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি যথাযথরূপে স্বয়ংই প্রকাশিত হয়।

এই স্বরচিত শ্লোকের স্বকৃত ব্যাখ্যায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিতেছেন—

"পাঞ্চভৌতিক-দেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদা-

নন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ। কিং বা তৎকারুণ্য-শক্তিবিশেষেণ তত্র তত্রাপি তৎস্ফূর্ত্তি সম্ভবাৎ। কিংবা আত্মনি তৎ স্ফূর্ত্ত্যা। আত্মতত্ত্বস্যৈব ভগবচ্ছক্তি বিশেষেণ তদনুরূপাঙ্গেন্দ্রিয়াদিরূপতাপ্রতিপাদনাদিতি দিক্।"

অর্থাৎ প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট জীবগণেরও ভক্তিস্ফূর্ত্তিতে (দেহেন্দ্রিয়াদি) অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ ভক্তি-স্ফূর্ত্তিতে পাঞ্চভৌতিক দেহাদিও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। সাধকগণের প্রাকৃত দেহাদিও ভক্তিপ্রভাবে অপ্রাকৃত হইয়া যায়। কিম্বা শ্রীভগবানের করুণা-শক্তিপ্রভাবেই দেহেন্দ্রিয়াদিতে ভক্তি স্ফূর্ত্ত হয়। ভক্তিস্ফূর্ত্তিহেতু তত্তদ্দেহেন্দ্রিয়াদিরও সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার আত্মতত্ত্ব ভগবচ্ছক্তিবিশেষ, তাহাতে ভক্তিস্ফূর্ত্তি-হেতু তদনুরূপ দেহাদিরও সচ্চিদানন্দত্ব প্রতিপাদিত হয়।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্ম যুগলের করুণা-কণামাত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—কিঞ্চ তস্য জীবাত্মনো ব্রহ্মসুখানুভবস্তু কেবলেন ত্বদ্ভক্তিলেশেনাপি ভবতি নান্যথেত্যাহ —অথাপীতি। যদ্যপি মায়ামায়িকসমস্তাংশবিচ্যুতঃ স্যাৎ তথা স জীবাত্মা। তদপি তব পদাব্জপ্রসাদলেশেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব যো মহিমা মহিমশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম তস্য তত্ত্বং জানাতি। যদুক্তং ত্বয়ৈব মৎস্যরূপেণ— "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি। ব্যাখ্যা চ তত্রত্যা শ্রীস্বামিপাদানাং—মে ময়া অনুগৃহীতং তুভ্যং প্রসাদীকৃতং পরব্রহ্ম বেৎস্যসীতি। অত্র প্রসাদলেশো গুণীভূতভক্তিযোগো জ্ঞানিনাং পূর্ব্বসিদ্ধো বর্তত এব। তেনানুগৃহীত ইতি অবিদ্যায়ামুপরতায়াং বিদ্যায়াশ্চোপরমারম্ভে "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"দিতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানমপি ত্যক্ত্বা তত উর্বরিতাং ভক্তিমেব কেবলাং বহুমানয়ংস্তামেবাভ্যসেৎ যো জ্ঞানী তমেব প্রসাদলেশরূপো ভক্তিযোগোঽনুগৃহ্নাতীত্যর্থঃ; যস্তু ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং ন সাধনোপযোগ ইতি মত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ ত্যক্ত্বা কেবলব্রহ্মানুভব এবোদ্যতঃ স্যাৎ স একোঽপি মুখ্যোঽপি জ্ঞানিসহস্রগুরুভবন্নপীত্যর্থঃ। চিরং বিচিন্বন্ বহুশাস্ত্রাভ্যাসযোগাভ্যাসাভ্যাং বিচারয়ন্নপি ॥ ২৯ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—আরও, 'সেই জীবাত্মার ব্রহ্মসুখের অনুভব, কেবল আপনার ভক্তির অল্পমাত্রেও হইয়া থাকে', অন্যপ্রকারে হয় না, ইহা বলিতেছেন 'অথাপি' ইতি। যদ্যপি সেই জীবাত্মা মায়া ও মায়িক সমস্ত অংশ হইতে বিচ্যুত হয়, তথাপি আপনার পাদপদ্মের প্রসাদের লেশে অনুগৃহীত হইয়াই, ভগবান্ আপনার যে 'মহিমা' মহিম শব্দবাচ্য ব্রহ্ম, তাঁহার তত্ত্ব (যাথার্থ্য) জানিতে পারে। তাহা আপনি মৎস্যরূপে বলিয়াছেন 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যানুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি' সেই স্থানের শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা। 'মে' আমা কর্ত্তৃক, 'অনুগৃহীতং' আপনাকে প্রসাদীকৃত, পরব্রহ্মকে আপনি জানিতে পারিবেন। এইস্থানে প্রসাদলেশ গুণীভূত ভক্তিযোগ জ্ঞানিগণের পূর্ব্বসিদ্ধ বর্ত্তমানই। তাহার দ্বারা অনুগৃহীত। তাহাতে অবিদ্যা উপরত (নিবৃত্ত) হইলে এবং বিদ্যার উপরমের আরম্ভে, 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি-সন্ন্যসেৎ' (জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যাস করিবে) এই ভগবানের উক্তি অনুসারে, জ্ঞানও ত্যাগ করতঃ অব-

শিষ্ট কেবলা ভক্তিকেই বহুমানন করিয়া, যে জ্ঞানী সেই ভক্তিকেই অভ্যাস করেন, তাঁহাকেই প্রসাদলেশ-রূপ ভক্তিযোগ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এই অর্থ। কিন্তু যিনি 'ফলের প্রাপ্তি হইলে সাধনের উপযোগিতা নাই' এই মনে করিয়া জ্ঞান ও ভক্তিকে ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মের অনুভবেই উদ্যত, তিনি 'একোহপি' মুখ্যও, সহস্র জ্ঞানীর গুরু হইয়াও, এই অর্থ। 'চিরং বিচিন্বন্' বহুশাস্ত্রের অভ্যাস এবং যোগের অভ্যাসের দ্বারা বিচার করিয়াও (জানিতে পারেন না) ॥ ২৯ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১৮)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

"দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্ ॥
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥"

—গৌরগণোদ্দেশে ১৮৬ শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি রসমঞ্জরী মতান্তরে রতিমঞ্জরী অথবা ভানুমতী (সখী পরিচারিকা দূতী) তিনি শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দে হুগলীজেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম (রেল ষ্টেশন আদি সপ্তগ্রাম) হইতে কিছু-দূরে দক্ষিণদিকে প্রাচীন সরস্বতী নদীর পূর্ব্বতীরে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আবির্ভূত হন। সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রকটভূমি শ্রীকৃষ্ণপুরের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী এবং ত্রিশবিঘা রেলষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। [সপ্তগ্রাম—পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম বলিতে সাতটী গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল বলিয়া শোনা যায়।] শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা ছিলেন শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার। মাতৃপরিচয় জানা যায় না। শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহিরণ্য মজুম-দার অপুত্রক ছিলেন। শ্রীহিরণ্য মজুমদার ও শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার সপ্তগ্রামের অধিপতি ছিলেন। তৎকালে সপ্তগ্রামের সীমা যশোহর ভৈরব নদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তগ্রামে কৃষ্ণপুরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর, শঙ্খনগরে শ্রীল রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত কালিদাসের, চাঁদপুরে শ্রীল রঘুনাথের কুল পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের ও কুলগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের নিবাস ছিল। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীচৈতন্যৈক-প্রাণ শিষ্য এবং বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অনুগৃহীত ছিলেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলরাম আচার্য্যের গৃহেই অবস্থান করিতেন। শ্রীহরি-দাস ঠাকুর যখন বেনাপোলের জঙ্গলে রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া বেনাপোল পরিত্যাগ করতঃ চাঁদপুরে শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বাল্যাবস্থায় হরিদাস ঠাকুরের দর্শনলাভের সুযোগ হইয়াছিল। মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও কৃপাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভের কারণ হইয়াছিল।

"রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরেরে যাই' করেন দর্শন ॥
হরিদাস কৃপা করেন তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৬৮-১৬৯

শৌক্র কায়স্থ-কুলোদ্ভূত শ্রীহিরণ্য ও শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারের বার্ষিক আয় ছিল আটলক্ষ মুদ্রা। এইরূপ শোনা যায় তৎকালে এক মুদ্রায় বা এক টাকায় আট

মণ চাউল পাওয়া যাইত। সুতরাং তৎকালীন এক টাকার বর্ত্তমান মূল্য প্রায় হাজার টাকা। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী উক্ত বিপুল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও বাল্যকাল হইতেই বিষয়েতে উদাসীন ও বিরক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যে সময়ে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের প্রথম সৌভাগ্য হয়! শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেন। পিতৃসম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর রঘুনাথের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ছিল। যতদিন রঘুনাথ শান্তিপুরে ছিলেন, তাঁহাকে মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ তিনি দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাত্রা করিলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৃহে আসিয়া মহাপ্রভুর বিরহে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পিতা এগারজন প্রহরীর (৫ পাইক, ৪ সেবক, ২ ব্রাহ্মণ) সাহায্যে তাঁহাকে কড়া পাহারার মধ্যে রাখিলেন। তথাপি রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইতেন এবং তাঁহার পিতা প্রহরী পাঠাইয়া বারবার ধরিয়া আনিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বদা বিমর্ষচিত্তে অবস্থান করিতেন! পুত্রের ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া পিতামাতার চিত্তে শান্তি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ পুনঃ শান্তিপুরে আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট যাইতে পিতার নিকট আদেশ প্রার্থনা করিলেন। পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া পিতা চিন্তিত হইয়া অনেক লোক ও দ্রব্যসহ পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন, কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী শান্তিপুরে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। মহাপ্রভুর নিকট নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন এবং কি উপায়ে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি হইবে তাহার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন।

সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহার হৃদ্গত ভাব বুঝিলেন, কিন্তু শিক্ষা প্রদানের জন্য তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৩৭-২৩৯

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য মর্কট-বৈরাগ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"বাহ্যদর্শনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট বানরগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদিবর্জ্জিত হইয়া বিরাগ-বিশিষ্ট পুরুষের সহিত সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে নিরত্ত হয় না, তাদৃশ লোক দেখান বৈরাগ্যকেই মর্কট-বৈরাগ্য বলে। যে বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে তৎসহ-জাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া ক্ষণিক বা ফল্গু, তাহাই শ্মশান-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য। কৃষ্ণসেবাকল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকারমাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না।" 'যাবতা স্যাৎ স্ব-নির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥' —ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিভাগ নারদীয় বচন

এই শ্লোকের 'স্বনির্ব্বাহঃ' শব্দে শ্রীজীব প্রভু দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় 'স্ব-স্ব ভক্তিনির্ব্বাহঃ' বলিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য কাহাকে বলে তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথা ঃ—প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরি-সম্বন্ধি-বস্তুনঃ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

অর্থাৎ 'শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥'

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ "আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশক্রমে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৃহে ফিরিয়া বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা পরিত্যাগ করতঃ অনাসক্ত হইয়া বিষয়কার্য্যসমূহে নিয়োজিত হইলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের চিহ্নসমূহ শিথিল দেখিয়া সংসারপ্রবণ পিতামাতার হৃদয়ে পরমানন্দের উদ্ভব হইল। তখন পিতামাতা প্রহরী রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না।

তৎকালে রাজা ও জমিদারের মধ্যে একজন মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি ছিলেন যিনি প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার এক চতুর্থাংশ রাখিয়া বাকি খাজনা জমিদারকে দাখিল করিতেন। উহাকে 'চৌধুরী' বলা হইত (বর্ত্তমানে যাহাকে নায়েব বলা হয়)। শ্রীহিরণ্য মজুমদার মাঝপথের মুসলমান চৌধুরীকে বাদ দিয়া সপ্তগ্রাম মুলুকের কর আদায়-কার্য্য স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। হিরণ্য মজুমদার বিশ লক্ষ আদায় করিয়া রাজাকে এক চতুর্থাংশ পাঁচ লক্ষ বাদে পনর লক্ষ দাখিল করিবার পরিবর্ত্তে বার লক্ষ দেওয়ায় সেই মুসলমান চৌধুরী স্বীয় প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাদের বিরোধী হইল।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা স্মরণ করিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব, বাহিরে বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী মথুরা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ফিরিয়াছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, তৎকালে সপ্তগ্রাম-মুলুকের ম্লেচ্ছ চৌধুরী তাহার লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজ-ঘরে হিরণ্য মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলে রাজ-বন্দী হওয়ার ভয়ে হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদার পলায়ন করিলেন। উজীর আসিয়া মুসলিম চৌধুরীর প্রেরণায় রঘুনাথকে বান্ধিয়া ফেলিল। প্রত্যহ রঘুনাথকে মুসলিম চৌধুরী গালাগালি দিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিল এবং তাহার পিতা জেঠা কোথায় জানাইতে বলিল। চৌধুরী ক্রুদ্ধ হইয়া যখন রঘুনাথকে প্রহার করিতে যায়, তাঁহার স্নিগ্ধ বদনকমল দর্শন করিয়া আর প্রহার করিতে পারে না, বাহিরে তর্জ্জনগর্জ্জন করিলেও রঘুনাথকে শ্রেষ্ঠ কায়স্থকুলজাত বুদ্ধিমান্ জানিয়া ভিতরেতে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ছিল। কায়স্থগণ তাহাদের বুদ্ধিকৌশল দ্বারা কখন কি বিপদ্ আনয়ন করে ঠিক নাই। মধুরভাষী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বিপদ্ হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিয়া পরম প্রীতির সহিত ম্লেচ্ছ চৌধুরীকে বলিতে লাগিলেন—'আমার পিতা জেঠা তোমার দুই ভাই। ভাইয়ে ভাইয়ে কখন তোমরা ঝগড়া কর, আবার কখন ভালবাস, তোমাদের ভাব বুঝা কঠিন। আজ তোমরা ঝগড়া করিতেছ, কাল আবার দেখিব তোমরা একসঙ্গে মিলিত হইয়াছ। আমি যেমন পিতার তেমন তোমারও পুত্র। আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক। পালক হইয়া পাল্যকে তাড়ন করা উচিৎ নহে। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জিন্দাপীর, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।' রঘুনাথের অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ কথা শুনিয়া স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া সেই মুসলিম চৌধুরী কাঁদিতে লাগিল, বলিল—'তুমি আজ হইতে আমার পুত্র হইলে। কোন সূত্র করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব। তোমার জেঠার সহিত আমাকে মিলাইয়া দাও এবং আমার অংশ যাহাতে পাই তাহার ব্যবস্থা কর।' শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাহার মধুর এবং কৌশলপূর্ণ ব্যবহারে পিতা জেঠার সহিত ম্লেচ্ছের ঝগড়া শান্ত করিয়া সকলকেই বশীভূত করিলেন। এদিকে রঘুনাথের পিতা রঘুনাথকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ সম্পাদন করিলেন।

এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য পুনঃ ব্যাকুল হইয়া বারবার গৃহ হইতে পলাইতে থাকিলে তাঁহার পিতা যাইয়া ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জননীদেবী পুত্রের পুনঃ মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখিয়া রঘুনাথের পিতাকে রঘুনাথকে বান্ধিয়া রাখিতে বলিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন দাস তদুত্তরে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া বলিলেন,—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপসরা-সম।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥

দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবা কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে ।।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইহারে ।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।৩৯-৪১

শ্রীরঘুনাথ দাস কি করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটীতে শুভবিজয় করিয়াছেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলেই সংসার-মুক্তি সম্ভব বিচার করিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটীতে গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করতঃ দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে জোরপূর্ব্বক নিজসমীপে আকর্ষণ করতঃ তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন এবং রঘুনাথের মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহার পার্ষদ বৈষ্ণবগণের সেবার ব্যবস্থা দিলেন।

"নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে ।।
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।৫০-৫১

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপানির্দ্দেশক্রমে পানিহাটীতে যে মহোৎসব করিয়াছিলেন তাহা আজও 'পানিহাটী চিড়াদধি মহোৎসব' নামে খ্যাত। উক্ত মহোৎসবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁহারই অভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পার্ষদগণসহ গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিন জ্ঞানে ভোজনলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, তাঁহার পার্ষদগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং অগণিত নরনারীগণ মহোৎসবে অপূর্ব্ব দুগ্ধচিড়া ও দধিচিড়া সেবন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সেবার সুযোগ লাভ করা কম সৌভাগ্যে হয় না। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী পরদিবস রাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে, কি করিয়া শীঘ্র সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি এবং শ্রীচৈতন্য পাদপদ্ম লাভ হইবে, অত্যন্ত কাতরভাবে নিবেদন করিলেন। কৃপার সমুদ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করতঃ বলিলেন—

"তুমি যে করাইলা এই পুলিন ভোজন।
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈলা আগমন ।।
কৃপা করি কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্র্যে কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ ।।
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ।।
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে ।।
নিশ্চিত হঞা যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ ।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।১৩৯-১৪৩

রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের সহিত পরামর্শান্তে বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য দক্ষিণাদ্বারা পূজা বিধান করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া শ্রীরঘুনাথ কৃতার্থ হইলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ আর গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন না, বহির্বাটী দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রহরীগণ সর্ব্বদা জাগ্রত হইয়া রঘুনাথকে পাহারা দিতে লাগিল। গৌড়দেশের ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেছেন শুনিয়াও শ্রীরঘুনাথ যাইতে পারিলেন না ধরা পড়িবার ভয়ে। একদিন শেষ রাত্রিতে শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য রঘুনাথের নিকট আসিয়া বলিলেন—তাঁহার শিষ্য সেবকটি ঠাকুরের সেবা ছাড়িয়াছে, তাহাকে বুঝাইয়া সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে, কারণ অন্য কোন পূজারী ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে চলিলেন, শেষরাত্রে প্রহরীগণ তখন সকলেই নিদ্রাভিভূত ছিল। শ্রীল রঘুনাথ অর্দ্ধেক রাস্তা চলিয়া শ্রীল গুরুদেবকে বলিলেন, তিনি নিজে বুঝাইয়া সেবককে পাঠাইয়া দিবেন তাহার জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। সেবক রক্ষক কেহ না থাকায় পলাইবার সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া শ্রীরঘুনাথ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচরণ চিন্তা করিতে করিতে ধরা পড়িবার ভয়ে সদর রাস্তা ছাড়িয়া উপ-

পথে পূর্ব্বমুখে ধাইয়া চলিলেন, এমনকি গ্রামের পথ ছাড়িয়া দিয়াও বনের পথে চলিতে লাগিলেন। এক-দিনে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিলেন। সন্ধ্যাকালে এক গোপের বাথানে অবস্থান করিলেন। তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া গোপ তাঁহার সেবনের জন্য দুগ্ধ দিল। পরদিবস প্রাতে সেবক রক্ষকের নিকট গোবর্দ্ধন মজুমদার রঘুনাথের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া শিবানন্দ সেনের নামে পত্র দিয়া দশজন সেবককে পাঠাইলেন পুরী হইতে রঘুনাথকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য। পত্রবাহকগণ পুরীতে শিবানন্দের নিকট রঘুনাথের কোন সংবাদ না পাইয়া হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রভুপ্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীরঘুনাথ অনাহারে অনিদ্রায় পথ চলিতে চলিতে ১২ দিনে পুরুষোত্তমে আসিয়া পৌঁছিলেন, পথে তিন দিন মাত্র ভোজন করিলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর সহ শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্রীরঘুনাথ আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত রঘুনাথ প্রণাম করিতেছে বলিয়া মহাপ্রভুকে জানাই-লেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিকটে আসিতে বলিলে রঘুনাথ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন। মহা-প্রভু কৃপাসিক্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হইতে। তোমারে কাড়িল বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে ॥" শ্রীরঘুনাথ তদুত্তরে মনে মনে বলিলেন—"কৃষ্ণ নাহি জানি। তব কৃপা কাড়িল আমা এই আমি মানি ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রঘুনাথের পিতা ও জেঠাকে কায়স্থ ও বয়সে ছোট জানিয়া 'ভায়া' বলিয়া ডাকিতেন। রঘুনাথের পিতা জেঠাও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ব্রাহ্মণ ও বয়সে বড় জানিয়া 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এইজন্য মহাপ্রভু রঘুনাথের পিতা-জেঠা মাতামহের ভ্রাতা এই বিচারে রহস্যচ্ছলে বলিলেন—"তোমার বাপ-জেঠা বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায় ॥ তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥ হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা। কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কৃষ্ণ-কৃপা এবং বিষয়-বিষের মহাপীড়া সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা অধিকতর সামর্থ্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণের এই অনুকম্পাই রঘুনাথকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। বিষয়ে অনুরাগী হইলে জীব নিজবলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না ; বিশেষতঃ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস জীবের নিকট বিষয়—বিষ্ঠাগর্ত্ত তুল্য। মহাপ্রভু শ্রীল রঘু-নাথকে নির্ব্বিষয় বলিয়া জানিলেও আর্ত্ত বিষয়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া ইহা কহিলেন।

'বিষয়' উহার ভোক্তা বিষয়ীকে মহাক্লেশ প্রদান করে, তথাপি বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত সাংসারিকগণ সেই মহাক্লেশপ্রদ বিষয়কে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। জড়েন্দ্রিয় ভোগ্যবিষয়—ত্যাগযোগ্য পুরীষগহ্বরের তুল্য ; বিষয়াভিনিবিষ্ট জীব—ঘৃণ্য পুরীষের কীটতুল্য অর্থাৎ পারমার্থিকের দৃষ্টিতে জড়ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ী —বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটতুল্য এবং সেই কীটরূপে মহানন্দে নিতান্ত-ঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠার আস্বাদনে প্রমত্ত।'

(ক্রমশঃ)

আসামপ্রদেশের গোয়ালপাড়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নিমানন্দ প্রভু প্রভুপাদের ইচ্ছা-পূর্ত্তির জন্য আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়া শহরে ব্রহ্মপুত্র নদের পার্শ্বে পর্ব্বতোপরি (হুলুকান্দা পাহাড়ে) শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠের নাম ছিল শ্রীপ্রপন্নাশ্রম। কালক্রমে উপযুক্ত সেবকাভাবে এবং নানাপ্রকার অসুবিধাহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হইয়া যায়। গোয়াল-

পাড়া অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের, বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া শহরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত শ্রীমৎ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভুর প্রার্থনায় নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তাঁহার প্রকটকালে বহুবার গোয়ালপাড়া শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত বহু পার্ব্বত্যদেশীয় ভক্ত গোয়ালপাড়া অঞ্চলে আছেন। যখন গোয়ালপাড়া জেলার বলবলা সুন্দরপুর-নিবাসী শ্রীশরৎকুমার নাথ গোয়ালপাড়া শহরের অন্তর্গত টিলাপাড়ায় জমি ও গৃহ দানের প্রস্তাব করেন, পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব গোয়ালপাড়ায় মঠ সংস্থাপনে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার কথা স্মরণ করিয়া এবং গোয়ালপাড়া

গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির

অঞ্চলের ভক্তগণের কল্যাণের নিমিত্ত উহা গ্রহণে স্বীকৃত হন। শ্রীল গুরুদেব গত ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটি শাখা তথায় সংস্থাপন করেন। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি উক্ত মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজীউ শ্রীবিগ্রহগণের সেবা প্রকাশ করেন! তৎকালে শ্রীবিগ্রহগণ মঠের গৃহের একটি কক্ষে বিরাজিত ছিলেন। শ্রীবিগ্রহগণ যাহাতে সুরম্য মন্দিরে বিরাজিত থাকেন তদভিপ্রায়ে শ্রীল গুরুদেব পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তিনি অপ্রকট হইলে তাঁহার মনোহভীষ্ট সেবাপূরণের জন্য তদাশ্রিত শিষ্যবর্গের প্রচেষ্টায় নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়। গত ৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবার পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে উক্ত শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠা উৎসবের সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ২৫শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত আনুকূল্যকারী ব্যক্তিগণ ব্যতীতও কীর্ত্তনসেবায় শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী ও রন্ধনাদিসেবায় শ্রীভূতভাবন দাসও আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীযুক্তা চুনীপ্রভা দেবী মহোদয়া তাঁহার গৃহে কিছু অতিথিবর্গের থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা চুণীপ্রভা দেবীর গৃহের সংলগ্ন জমীতে মঠের পৃষ্ঠপোষক স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শ্রীশিবদাস গুহরায়ের প্রস্তাবিত গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আরম্ভ ও সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং মঠের অন্যান্য ত্রিদণ্ডীযতি এবং ব্রহ্মচারিগণ তথায় শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণসেবায় মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন— শ্রীতীর্থপদ দাসাধিকারী (তরুণকৃষ্ণ দাস)—মালাধরা, শ্রীভদ্রেশ্বর দাসাধিকারী—রামপুর, ডাঃ সুস্মিতা নাথ—গৌহাটী, ঠাকুর শ্রীদাস পোদ্দার—গোয়ালপাড়া, শ্রীগৌরাঙ্গিনী ঘোষ— গোয়ালটুলি, শ্রীরাজেশ্বর দাস—গোয়ালপাড়া, শ্রীশিবদেব সিং—

কাঙ্গরা-হিমাচল প্রদেশ, শ্রীহরিদাসী ঘোষ—গোয়ালটুলি, শ্রীক্ষীরোদাসুন্দরী ঘোষ—গোয়ালটুলি, শ্রীপ্রফুল্লবাসিনী ঘোষ—গোয়ালটুলি, শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ—হয়বরগাঁও, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী—রুণীখাতা, শ্রীমহীরাম দাসাধিকারী—লাংহিং-মিকিরহিল, শ্রীসুনীলকুমার ধর—গৌহাটী, শ্রীশচীরাণী সাহা—গৌহাটী, শ্রীদীপক চক্রবর্ত্তী—গৌহাটী, শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদার ও তাঁহার কন্যাগণ—গৌহাটী, গ্লাস কিং—গৌহাটী, শ্রীপঞ্চানন সাহা—গোয়ালপাড়া, শ্রীপরেশ কংসবণিক—গোয়ালপাড়া, শ্রীবিভুচৈতন্য দাসাধিকারী—মঘোবালাচারী, শ্রীচূণীপ্রভা দে রায়—গোয়ালপাড়া, শ্রীগদাধর সাহা—গোয়ালপাড়া, শ্রীসিংঘদিয়া ট্রান্সপোর্ট—গোয়ালপাড়া, শ্রীকেয়ারীমল আগরওয়ালা—গোয়ালপাড়া, শ্রীশঙ্কর দে (বাদল)—গোয়ালপাড়া, শ্রীগণেশ সাহা—গোয়ালপাড়া, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ—গোয়ালপাড়া, শ্রীসরযূপ্রসাদ মাহ্‌লা—গোয়ালপাড়া, শ্রীনেপাল চন্দ্র সূত্রধর—কৃষ্ণাই। শ্রীমন্দিরের নক্‌সা তৈরী করিয়াছিলেন স্বধামগত শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী—কলিকাতা এবং শ্রীমন্দিরে সিংহাসনের পূর্ণানুকূল্য করিয়াছিলেন স্বধামগত ডালিম চন্দ্র দাস—গোয়ালপাড়া।

শাস্ত্রে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের প্রচুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্‌প্রসঙ্গে বামনপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও স্কন্দপুরাণবচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

'যঃ কারয়েন্মন্দিরং মাধবস্য
পুণ্যান্ লোকান্ স জয়েচ্ছাশ্বতান্ বৈ।
দত্ত্বারামান্ পুষ্পফলাভিপন্নান্
ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে কামতঃ স্বর্গসংস্থঃ ॥'

—বামনপুরাণ

'শ্রীহরির মন্দির নির্ম্মাণ করাইলে বৈকুণ্ঠ এবং তত্রত্য পবিত্র ও নিত্যলোকসমূহ জয় করা যায়। যিনি ফলপুষ্প-শোভিত উপবন অর্পণ করেন, তিনি স্বর্গস্থ হইয়া প্রচুর ভোগে থাকিতে পারেন।'

'যে ধ্যায়ন্ত সদা বুদ্ধ্যা করিষ্যামো হরের্গৃহম্।
তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্ব্বজন্মশতোদ্ভবম্ ॥'

—অগ্নিপুরাণ

'যাঁহারা হরিগৃহ নির্ম্মাণ করাইব সর্ব্বদা এইরূপ বুদ্ধি দৃঢ়রূপে পোষণ করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বশত জন্মোত্থ পাতক ধ্বংস হয়।'

'আরম্ভে কৃষ্ণধিষ্ণ্যস্য সপ্তজন্মনি যৎ কৃতম্।
পাপং বিলয়মাপ্নোতি নরকাদুদ্ধরেৎ পিতৃন্ ॥
প্রাসাদপাদে কৃষ্ণস্য যাবত্তিষ্ঠন্তি রেণুকাঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে বিষ্ণুসদ্মনি ॥
প্রাসাদে কৃষ্ণদেবস্য চিত্রকর্ম্ম করোতি যঃ।
বসতে বিষ্ণুলোকে তু যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ ॥'

—স্কন্দপুরাণ

'কৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্র সপ্তজন্মকৃত পাতক বিনষ্ট হয় এবং তদীয় পিতৃগণ নরক হইতে উদ্ধার পান। কৃষ্ণমন্দিরের মূলভাগে যতসংখ্যক রেণু থাকে, তাঁহার তত সহস্র বর্ষ হরিধামে বাস হয়। যিনি কৃষ্ণমন্দিরে চিত্রকার্য্য করেন, যাবৎ সাগরসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাঁহার হরিধামে স্থিতি হয়।'

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিকোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিকানুষ্ঠান এইবারও বিগত ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ২৭ মার্চ্চ কলিকাতা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রাকরতঃ পরদিন প্রাতে আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পেঁৗছিয়া চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও ভক্তগণের ব্যবস্থায় মটর কার-

যোগে চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ কয়েকদিন পূর্ব্বেই ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতা হইতে চণ্ডীগড়ে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদকদ্বয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন দাস বনচারী ও শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, গোকুল মহাবন মঠ হইতে শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে, গোস্বামী গণেশ দত্ত, সনাতনধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীডি-এন্ শর্ম্মা, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীএম্-এম্ পুন্‌চি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর রমাকান্ত ও চণ্ডীগড় টেলিফোন্ বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার শ্রীএম্-সি যোশী। দৈনিক ট্রিবিউনের সম্পাদক শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, পি-জি-আই এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডক্টর পি-এন্ ছুট্টানি, পাঞ্জাবের রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীআর-ভি সুব্রামানিয়ান, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের চীফ কমিশনার শ্রীকে, ব্যানার্জ্জি ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কৌশল, এম্-পি যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। গ্রজ্ বেকার্ট সাবু কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীআর, কে, সাবু এবং লাইফ কলেজের (Life College-এর) অধ্যক্ষ সর্দ্দার শ্রীগুরুচরণ সিং যথাক্রমে প্রথম ও শেষ অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রীমঠের আচার্য্য ও সম্পাদক মহোদয়ের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী কর্তৃক সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তিত সুললিত ভজন-গান শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ উল্লসিত হন। 'শান্তি ও সুখলাভের জন্য পারমার্থিক শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা', 'ভগবানের সেবার দ্বারাই জীবের যথার্থ কল্যাণ হয়', 'ভগবানের কৃপা ভক্তের কৃপার উপর নির্ভরশীল', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' ও 'বর্ত্তমানযুগে ভগবৎপ্রেম লাভের সর্ব্বোত্তম সহজ ও সুনিশ্চিত পথ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন'—বক্তব্যবিষয় সমূহ সভায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ও স্বামীজীগণের সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

২৮ মার্চ্চ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, শৃঙ্গার, বিশেষ পূজা ভোগ-রাগান্তে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

স্থানীয় ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দ আরও দুইদিন চণ্ডীগড়ে অবস্থান করতঃ বিভিন্ন সেক্টরে শ্রীরামপ্রসাদজী, শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল, শ্রীকৃষ্ণগোপাল বাংশাল, শ্রীজানকীমাতাজী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

স্থানীয় ইংরাজী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহে শ্রীমঠের উৎসবানুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হয়, এমনকি টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমেও প্রচারিত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণ-দাস বনচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস বনচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘণানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর দাস, বাবাজী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাক্কা, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীসুখদেব রাজ বক্‌সী প্রভৃতি চণ্ডীগড় মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের, ভাটিণ্ডার প্রেম দাসাধিকারী এবং কলিকাতা, বৃন্দাবন, গোকুল মহাবন হইতে আগত সেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠার পর]

গতশ্রমনারায়ণ ঃ—শ্রীকৃষ্ণই মূলনারায়ণ। তিনি কংসবধের পর বিশ্রামলীলা করিয়াছিলেন, এইজন্য গত শ্রমনারায়ণ নামে পরিচিত। গতশ্রম নারায়ণবিগ্রহ বিশ্রামঘাটের অদূরে একটু ভিতরে অবস্থিত আছেন।

এই গতশ্রমদেব—দেখ রম্যস্থানে।
সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রাপ্তি ইঁহার দর্শনে ॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৪৬

সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানৈঃ সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্ ॥

—আদিবারাহে

'হে দেবি! সর্ব্বতীর্থে স্নানে যে ফল এবং সর্ব্বতীর্থের যে ফল সেই-সকল ফল লোক বিশ্রামতীর্থে গতশ্রমদেবকে দর্শন করিয়া লাভ করিয়া থাকে।'

২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর রবিবার শ্রীমঠ হইতে মধুবন, তালবন ও কুমুদবন পরিক্রমার আয়োজন হয়। মথুরা ক্যাম্প হইতে যাত্রিগণ চারিটী রিজার্ভ বাসে দর্শনে যাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা হয়। অদ্য দেরাদুন হইতে আরও ভক্ত আসিয়া পৌঁছায় যাত্রি-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় যাত্রার কথা থাকিলেও বাসগুলি বিলম্বে আসায় প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় বাস ছাড়ে। মধুবন, তালবন ও কুমুদবন পরিক্রমান্তে মথুরায় ভিওয়ানি ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি ৮টা বাজে। প্রথমেই যাত্রিগণ মধুবনে আসিয়া শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবনবিহারী শ্রীহরি, কৃষ্ণকুণ্ড (মধুকুণ্ড) ও শ্রীবলরামের মন্দির দর্শন করেন। মধুবনস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে বাসনপত্র ও রন্ধনের দ্রব্যাদি নামাইয়া রাখা হয়। তথায় কয়েকজন সেবকও থাকেন রন্ধনের জন্য।

শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ (যিনি পূর্ব্বে শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত ছিলেন) মধুবনে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে উহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। শ্রীদীন-বন্ধু ব্রহ্মচারী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন। যখন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীলগুরুদেবের নিয়ামকত্বে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পদব্রজে হইত শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী অগ্রণী হইয়া যাইতেন ও যাবতীয় ব্যবস্থাদি বিষয়ে মুখ্যভাবে সাহায্য করিতেন।

মধুবনবিহারী শ্রীহরি ঃ—১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিয়ামকত্বে যে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধীয় 'শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা' নামীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—'দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবনই প্রথম বন। মধুবনে মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। তাহারই নামানুসারে মধুবন নাম হইয়াছে। মধুবনে ভগবান্ শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলদেব মধুপানলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।'

"মধুদৈত্য বধ এথা কৈলা ভগবান্।
এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান ॥"—ভক্তিরত্নাকর

মধুকুণ্ডের পশ্চিমতীরে কিছুদূরে মধুবনবিহারী শ্রীমন্দির। মন্দিরে চূড়া নাই, সাধারণ গৃহাকার। মন্দিরের অভ্যন্তরে মধুবনবিহারী বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির ডানহাতে মালা এবং বাম-হাতে খড়্গ—যাহা দ্বারা তিনি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। মহোলির কিছুদূরে একটি গোফাকে মধুদৈত্যের বাসস্থান ও বধস্থানরূপে নির্দ্দেশ করা হয়। মধুবনবিহারী মন্দিরের পূজারীগণ সকলেই গৃহস্থ। পূর্ব্বে পূজারী চারিভাইয়ের দ্বারাই পর্য্যায়ক্রমে সেবা পরিচালিত হইত।

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভূষিতং।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

—আদিবারাহ

'হে দেবি! মধুবন নামে বিষ্ণুধাম রমণীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহার দর্শনে মানব সর্ব্ব অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়। সেই বনে নীলপদ্মশোভিত স্বচ্ছ জলপূর্ণ কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে স্নান-দানের দ্বারা লোক অবশ্য বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।'

(ক্রমশঃ)
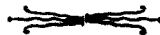
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে

ভারতের বিভিন্ন স্থানে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নিম্নে উল্লিখিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী ভারতের বিভিন্নস্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পূতচরিত্র, শিক্ষা ও তাঁহার মহাবদান্যলীলা আলোচনামুখে বৈষ্ণবসম্মেলন, নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনী এবং মহোৎসবাদি বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠানসহযোগে সম্পন্ন করিবার বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে।

নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকেই উক্ত শুভানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক

কার্য্যসূচী

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দ্রাবাদ— ২২ মে বুধবার হইতে ২৬ মে রবিবার।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পুরী— ১৭ জুন সোমবার হইতে ১৯ জুন বুধবার।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন—৩১ আগষ্ট শনিবার।

৪। জম্মু টাওয়াই— ৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার।

৫। অমৃতসর (পাঞ্জাব)— ১১ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ১৮ অক্টোবর শুক্রবার।

৬। আগরতলা (ত্রিপুরা)— ২৫ নভেম্বর সোমবার হইতে ২৭ নভেম্বর বুধবার।

৭। দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ)— ৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ৯ ডিসেম্বর সোমবার।

৮। ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) — ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার।

৯। নিউদিল্লী—২১ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ২৮ ডিসেম্বর শনিবার।

১০। ক্যানিং, ২৪ পরগণা— ৩ জানুয়ারী ১৯৮৬, শুক্রবার হইতে ৫ জানুয়ারী রবিবার।

১১। যশড়া শ্রীপাট (নদীয়া)— ১২ জানুয়ারী রবিবার হইতে ১৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার।

১২। বনগাঁও, ২৪ পরগণা— ১৫ জানুয়ারী বুধবার হইতে ১৮ জানুয়ারী শনিবার।

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা— ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ জানুয়ারী সোমবার।

১৪। বোলপুর (শান্তিনিকেতন, বীরভূম)— ৩১ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার।

১৫। রামকেলিধাম— ৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার।

১৬। হয়বরগাঁও, ১৭। তেজপুর, ১৮। গোয়ালপাড়া, ১৯। গৌহাটী, ২০। সরভোগ এবং আসামের আরও অন্যান্য স্থানে— ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ২ মার্চ্চ রবিবার।

২১। আনন্দপুর (মেদিনীপুর)— ৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ৯ মার্চ্চ রবিবার।

২২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর— ১৯ মার্চ্চ বুধবার হইতে ২৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

২৩। জালন্ধর (পাঞ্জাব)— ১০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৪ এপ্রিল সোমবার।

২৪। চণ্ডীগড় — ১৬ এপ্রিল বুধবার হইতে ২১ এপ্রিল সোমবার।

২৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ২৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, (মথুরা) এবং অন্যান্য স্থানে

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	১.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	১.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৬.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৯২
২৭ বামন, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, রবিবার, ৩০ জুন, ১৯৮৫ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ১৩৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণচন্দ্র যখন জগতে উদিত হ'য়েছিলেন, তখন তিনি ব'লেছিলেন—'আমাকে সেবা কর।' শাক্য-সিংহের উদয়কালে বাহ্যজগতের দ্রষ্টা প্রভৃতি বিচারক-সম্প্রদায় ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন,—"শাক্যসিংহ—'বিষ্ণু' নহেন ; আমাদের গুরু পরমযোগি-পুরুষ, আর বিষ্ণু ত' একটী সামান্য বস্তু।" কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধ—বিষ্ণু। বৌদ্ধমাত্রেই বৈষ্ণবপর্য্যায়ে গণিত হ'বার যোগ্য ; কিন্তু তা'রা তর্কপথের আশ্রয় গ্রহণ করায় স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হ'লেও তা'দের বৈষ্ণবতা আবৃত। তাই তা'দের 'বৈষ্ণব'-অভিমান নাই।

কৃষ্ণকে তর্কপন্থি-লোকসকল সেবা ক'র্‌তে নারাজ হ'লো ; দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি মনে ক'র্‌লেন যে, 'ইনি পূর্ণতত্ত্ব নহেন, সুতরাং আমরাও এঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি!' সমস্ত খণ্ডধর্ম্মের অতীত হ'য়ে তিনিই যে একমাত্র অখণ্ডবস্তু, তা' জানিয়ে তিনি 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এ'কথা ব'ল্লেন। কিন্তু মহাবদান্য গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হ'য়েও জীবের মৎসরতা দূর ক'র্‌বার জন্য নিজেকে 'কৃষ্ণ' না ব'লে 'কৃষ্ণের একজন ভক্তমাত্র' ব'লে পরিচয় দিলেন। দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ ব'লেছেন, 'আমার শরণাগত হও',—এতে কোন কোন মৎসর তর্কপন্থীর কৃষ্ণকে বুঝ্‌বার অভাব ঘটেছিল। কিন্তু গৌরসুন্দর যখন বল্‌লেন,—"আমি কৃষ্ণ নই, আমি তোমাদের মত একজন ; তোমরা মনে করো না যে, কৃষ্ণকেই ভজন কর্‌লে কৃষ্ণেরই স্বার্থসিদ্ধি হ'বে ; এতে তোমাদেরই ষোলআনা স্বার্থসিদ্ধি হ'তে পার্‌বে।" তাই তিনি কখনও বা ব'ল্‌লেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে 'বিষ্ণু' বল্‌তে নাই।" কেউ তাঁকে 'বিষ্ণু' ব'ল্‌লে আচার্য্য-রূপী লোকশিক্ষক কৃষ্ণ কাণে হাত দিতেন। গৌরসুন্দর মৎসর জগতের নিখিল জীবের উপকার ক'র্‌বার জন্য —তা'দের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর ক'র্‌বার জন্য কতপ্রকার অভিনয় ক'র্‌লেন। তাই এখনও জগতের তর্কপন্থিসম্প্রদায় নতশিরে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ অর্চ্চন ক'র্‌ছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে গুরুদেবের যে কার্য্য ক'র্‌-লেন, তা'র দ্বারা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও

গুরুপাদপদ্মের অধিক প্রয়োজনীয়তাই জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেকে 'ভক্ত' ব'লে প্রচার ক'র্‌লেন ; তা'তে অন্যভক্তগণও জান্‌তে পার্‌লেন,—'আমিও ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই আমার আরাধ্য।' কৃষ্ণই ভক্তরূপে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিয়ে জীবের কৃষ্ণান্বেষণ ব্যতীত যে অন্য কোন কর্ম্ম নাই, তাই শিক্ষা দিলেন, —জীবের চোখে আঙ্গুল দিয়ে জানা'লেন,—খণ্ডিত-পদার্থের অন্বেষণে জীবের মঙ্গল হ'তে পারে না। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও নিজকে 'বৈষ্ণবের দাসানুদাস' ব'লে প্রচার ক'রে তর্কপন্থিগণের উপকার ক'রেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশের পরেও যে-সকল তর্কপন্থী উদিত হ'য়েছিল,— সেই তর্কপন্থিগণের তর্কাগ্নিতে তিনি প্রভূতরূপে জল প্রদান ক'রেছেন। 'গীতা' প'ড়ে যে-সকল ব্যক্তি তর্কপন্থী হ'য়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ পরমকৃপাময় ভগবান্‌কে 'আত্মম্ভরী', 'স্বার্থপর' প্রভৃতি ব'লে ধারণা ক'রেছিলেন, তাঁ'রাও গৌরসুন্দরের চরিত্র দেখে' স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণচরিত্রের মর্ম্ম ও মাধুর্য্য উপলব্ধি ক'র্‌তে পে'রেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বগুরুগণের গুরু। তিনি জানা'লেন, গুরু ভগবান্ হ'তে অভিন্ন হ'লেও ভগবদ্ভক্তের প্রধানতত্ত্ব-রূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান।

পরিকরবিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী। পরিকর বাদ দিয়ে গৌরসুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের 'অনুকরণ'-দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—'অনুসরণ'-দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ জীবের সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ ক'র্‌তে গিয়ে আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে—মায়াবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে—শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের নামে বিদ্বাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে।

মহাজন-প্রদর্শিত-পথের কৃত্রিম অনুকরণ—'কর্ম্মকাণ্ড'; উহা 'ভক্তি' নহে। ভক্তি—আত্মার বৃত্তি ; কর্ম্ম—আত্মার উপাধি যে অনাত্মা, তাহারই ক্রিয়ামুখে ফলভোগময় নশ্বর অনুষ্ঠান-মাত্র। ভগবানের সেবা—নিত্যা, ভগবৎসেবক—নিত্য, ভগবান্—নিত্য।

কর্ম্মকাণ্ডের লোকের কর্ত্তৃত্বাভিমানে কার্য্যের অনিত্যতা আছে। উহা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু ভক্তি—আত্মার ধর্ম্ম ; উহা নশ্বর নহে, কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। হরিকে পরমাণু-পিণ্ড বা খণ্ডিত অণুচিৎ বস্তু জ্ঞান ক'র্‌লে জীবের ভোগ্যবুদ্ধির উদয়ে বাস্তব-বস্তুলাভে বাধা হয়।

গৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই—ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই। যাঁ'রা কৃষ্ণকে আহ্বান ক'র্‌ছেন, সেই কৃষ্ণকে ডাকা-কার্য্যটী স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্যের অন্যতম নহে। পরন্তু কৃষ্ণের যে চিন্ময় শরীর—তাঁ'র সেবা ক'র্‌বার জন্যই তাঁ'রা ডাক্‌ছেন।

মনের মনিব আত্মা যখন জাগ্রত হন, নিজের বিষয়-কার্য্য নিজেই দেখ্‌তে থাকেন, তখন আত্মার প্রতিনিধি বা 'নায়েব' মন ইতর-কার্য্যে ধাবিত হ'তে পারে না অথবা মনিবকে ঠকা'তে পারে না ; মনিবের আদেশ পালন ক'রে চলে। তখন নায়েব মন যে-সকল কার্য্য করে, তা'র প্রত্যেকটীই মনিবরূপী আত্মার ইচ্ছার অনুকূলে। মন যদি কোনওরূপে অন্য-কার্য্যে যেতে চায়, তখন জাগ্রত মনিব নায়েবকে বাধা দেয় ; তখন বলে,—"তুমি নিজে ভালমন্দের বিচার ক'র্‌বে, কর্ম্মবীর হ'বে, তোমাকে এ-সকল বৃথা-কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে দেবো না, তুমি পরমাত্মার সেবার সাহায্য কর।"

সমগ্র বদ্ধজীবের ভবরোগ-চিকিৎসক হ'য়ে যে-সকল ভগবৎপার্ষদ জীবের মঙ্গল চেষ্টা ক'রেছেন, তাঁ'দের কথা শুন্‌লেই জীবের মঙ্গল হ'বে। অনন্ত-কোটি-বৎসরব্যাপী প্রাণায়াম-দ্বারা মন নিগৃহীত হ'বে না ; ও-সকল চেষ্টা কুঞ্জরশৌচবৎ।

নায়েব মন যখন তাহার মনিব-আত্মাকে ঠকা'তে চেষ্টা করে, তখনই জীব কর্ম্মরাজ্যের পথিক হয়। বাহ্য-চিন্তা-দ্বারা যে-সকল ধর্ম্মসাধনপ্রণালী জগতে প্রচারিত হ'য়েছে—যে-সকল প্রণালী-দ্বারা ভগবদুপাসনা-প্রণালী বিপন্ন হ'য়েছে, তা' হ'তে ত্রিতাপতপ্ত জীবকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। 'পরমাত্ম-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর সেবক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবকে দিয়ে কর্ম্মফলের কাজ করিয়ে নেবো, সাময়িক শান্তি (Temporary relief) করিয়ে নেবো'—এ সকলই সঙ্কীর্ণ, ভোগী মনোধর্ম্মীর কথা। এরূপ মনোধর্ম্মীর কথাগুলিকে আত্মধর্ম্মী দুইশত যোজন দূরে রাখেন। কই, আমরা

এরূপ কর্ম্মিগণের দ্বারা পৃথিবীর অভাব, অসুবিধা কতটুকু মোচন করা'তে পেরেছি ? নিজ-অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বের নামই মনোধর্ম্ম। গীতা বলেন,—"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" এই মনোধর্ম্মে চালিত হ'লে জীব ভগবানে শরণাগতি ভুলে' গিয়ে কর্ম্মবীর সাজ্‌তে চায়।

জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে থাকুক্‌, তা'দিগকে সে-সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে'—নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই জেনে' ভগবান্‌ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা ক'র্‌বার জন্য আমরা যেন অনন্তকাল প্রস্তুত থাকি। সকল অবৈষ্ণব-বিচার ছেড়ে' আমরা বৈষ্ণব মহাজনের অনুসরণপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তদ্ব্যতীত অন্যান্য চেষ্টায় আমাদের নরকপাতের ও যমদণ্ডের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সেইজন্য বৈষ্ণবের সেবক হইলেই জীবের সাফল্য।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ১৪০ পৃষ্ঠার পর]

নরভাবস্বরূপোয়ং চিত্তত্ত্বপ্রতিপোষকঃ।
স্নিগ্ধশ্যামাত্মকো বর্ণঃ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধকঃ॥

সমাধিদৃষ্ট স্বরূপ-সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমস্ত চিত্তত্ত্বপ্রতিপোষক ভগবৎসৌন্দর্য্যটী নরভাব-স্বরূপ। (এস্থলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ শ্লোক বিচার করুন।) ভগবৎস্বরূপে শক্তি ও করণের ভিন্নতা নাই তথাপি চিৎপ্রভাবগত সন্ধিনী, বিশেষ ধর্ম্মের সাহায্যে, করণ সকলকে এরূপ উপযুক্ত স্থান-গত করিয়াছে যে, তাহাতে একটী অপূর্ব্ব শোভা উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত চিদচিজ্জগতে সে শোভার তুলনা নাই। ভগবত্তত্ত্বে দেশ ও কালের প্রভুতা না থাকায় ভগবৎস্বরূপের অণুত্ব বা বৃহত্ব দ্বারা কিছু মাহাত্ম্য স্থাপিত হয় না বরং প্রকৃতির অতীত ধর্ম্মরূপ মধ্যমাকারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূর্ণত্বরূপ কোন চমৎকার ভাব দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা সমাধিযোগে সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ ভগবানের কলেবরসত্তা দর্শন করিতেছি। ভগবদ্রূপসত্তা আরও মধুর। সমাধিচক্ষু যত গাঢ়রূপে রূপসত্বায় নিযুক্ত হয়, ততই কোন অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ তাহাতে লক্ষিত হয়। বোধ হয় ঐ চিন্ময়রূপের প্রতিফলনরূপ মায়িক ইন্দ্র-নীলমণি মায়িক চক্ষুর শীতলতা সম্পন্ন করে অথবা মায়িক নবজলধরগণ উত্তাপপীড়িত মায়িক চক্ষুর আনন্দ বর্দ্ধন করে।

ত্রিতত্ত্বভঙ্গিমাযুক্তো রাজীবনয়নান্বিতঃ।
শিখিপিচ্ছধরঃ শ্রীমান্ বনমালাবিভূষিতঃ॥
পীতাম্বরঃ সুবেশাঢ্যো বংশীন্যস্তমুখাম্বুজঃ।
যমুনাপুলিনে রম্যে কদম্বতলমাশ্রিতঃ॥

সন্ধিনী, সম্বিৎ, হলাদিনীরূপ ত্রিতত্ত্বের কোন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা অখণ্ডরূপে ভগবৎসৌন্দর্য্যে ত্রিভঙ্গরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে। চিজ্জগতের অত্যন্ত প্রফুল্লতাযুক্ত নয়নদ্বয় ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় জড়জগতে ঐ চক্ষুদ্বয়ের প্রতিফলনরূপ কমলের অবস্থান। ঐ স্বরূপের শিরোভাগে কোন অপূর্ব্ব বিচিত্রতা লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় শিখিপিচ্ছ জড়জগতে উহারই প্রতিফলন। কোন অনায়াসসিদ্ধ চিৎপুষ্পের মালা ঐ স্বরূপের গলদেশের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় স্বভাবকৃত বনফুলের শোভা জড়জগতে তাহার প্রতিফলন। চিৎসম্বিৎ-প্রকাশিত চিৎপ্রভাবগত জ্ঞান ঐ স্বরূপের কটিদেশকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বোধ করি, নবজলধরের অধোভাগগত সৌদামিনী জড়জগতে উহার প্রতিফলন হইবে। কৌস্তুভাদি চিদ্গত রত্ন ও অলঙ্কার সকল ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। চিদাকর্ষণাত্মক সুমিষ্ট আহ্বান যদ্দ্বারা হইতেছে, ঐ চিদ্‌যন্ত্রকে বংশীরূপে লক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক রাগরাগিণী চালকরূপ বংশ্যাদি উহার প্রতিফলন হইয়া থাকিবে। চিদ্-

দ্রবতারূপ যমুনাপুলিনে ও চিৎপুলকরূপ কদম্বতলে ঐ অচিন্ত্যস্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে।

এতেন চিৎস্বরূপেণ লক্ষণেন জগৎপতিঃ।
লক্ষিতো নন্দজঃ কৃষ্ণো বৈষ্ণবেন সমাধিনা ॥

এই সমস্ত চিল্লক্ষণের দ্বারা চিদচিজ্জগৎপতি নন্দ-তনয় শ্রীকৃষ্ণ সমাধিতত্ত্বে বৈষ্ণবগণকর্তৃক লক্ষিত হন। এই সকল চিল্লক্ষণের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক পদার্থ আছে বলিয়া চিদ্বস্তুর অনাদর করা সারগ্রাহীর কার্য্য নয়। সমস্ত চিল্লক্ষণ যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎস্বরূপকে সর্ব্বচমৎকারকারী করিয়াছে। সমাধি যত গাঢ় হইবে ততই অধিক সূক্ষ্মদর্শন হইবে, সমাধি যত অল্প হইবে ততই ঐ স্বরূপ তত্ত্বের বিশেষাভাব ও অবিলক্ষিতরূপ গুণাদির অদৃশ্যতা সিদ্ধ হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িকজ্ঞানপীড়িত লোকেরা সমাধিদ্বারা বৈকুণ্ঠের প্রতি অক্ষিপাত করিয়াও চিৎস্বরূপ ও চিদ্-বিশেষ দর্শন করিতে সক্ষম হন না। এ কারণে তাঁহাদের চিদালোচনা স্বল্প ও প্রেমসম্পত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

আকর্ষণস্বরূপেণ বংশীগীতেন সুন্দরঃ।
মাদয়ন্ বিশ্বমেতদ্বৈ গোপীনামহরন্মনঃ ॥

সেই সমাধিলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আকর্ষণস্বরূপ বংশীগীতের দ্বারা চিদচিজ্জগৎকে উন্মত্ত করিয়া গোপীদিগের চিত্তহরণ করেন।

জাত্যাদিমদবিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণাপ্তির্দুর্হৃদাং কুতঃ।
গোপীনাং কেবলং কৃষ্ণশ্চিত্তমাকর্ষণে ক্ষমঃ ॥

জাত্যাদিমদবিভ্রম যাহাদের হৃদয়কে দুষ্ট করিয়াছে, তাহারা কিরূপে কৃষ্ণলাভ করিতে পারে? প্রপঞ্চগত দুষ্টমদ ছয় প্রকার; অর্থাৎ জাতিমদ, রূপমদ, গুণমদ, জ্ঞানমদ, ঐশ্বর্য্যমদ ও ওজোমদ। এই সকল মদমত্ত পুরুষেরা ভক্তিভাব অবলম্বন করিতে পারে না, ইহা আমরা প্রতিদিন সংসারে লক্ষ্য করিতেছি, জ্ঞানমদদূষিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তাঁহারা পারক্যচিন্তায় ব্রহ্মানন্দকে ভক্তির অপেক্ষা অধিক সম্মান করেন। মদরহিত পুরুষেরা গোপ ও গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণানন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্বে গোপগোপীদিগেরই অধিকার, শ্লোকে কেবল গোপীশব্দ ব্যবহৃত হইবার কারণ এই যে, এই গ্রন্থে কান্তভাবাশ্রিত সর্ব্বোচ্চ রসের ব্যাখ্যা হইতেছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যগত পুরুষেরা ব্রজভাবাপন্ন, তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবগত কৃষ্ণরস উপলব্ধি করেন। এ গ্রন্থে তাঁহাদের রস সকলের বিশেষ ব্যাখ্যা নাই। বাস্তবতত্ত্ব এই যে, সমস্ত জীবের ব্রজভাবে অধিকার আছে। মাধুর্য্যভাবহৃদয়স্থ হইলেই জীবের ব্রজধাম প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। ব্রজধামগত জীবের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরসের মধ্যে যে রস স্বভাবতঃ ভাল লাগে, তাহাই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাব। সেই ভাবগত হইয়া তিনি উপাসনা করিবেন, কিন্তু এতদ্‌গ্রন্থে কেবল কান্ত-ভাবগত জীবের চরমাবস্থা প্রদর্শিত হইল।

গোপীভাবাত্মকাঃ সিদ্ধাঃ সাধকাস্তদনুকৃতেঃ।
দ্বিবিধাঃ সাধবো জ্ঞেয়াঃ পরমার্থবিদা সদা ॥

গোপীভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুকরণ করেন তাঁহারা সাধক। অতএব পরমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক এই দুইপ্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন।

সংসৃতৌ ভ্রমতাং কর্ণে প্রবিষ্টং কৃষ্ণগীতকং।
বলাদাকর্ষয়ংশ্চিত্তমুত্তমান্ কুরুতে হি তান্ ॥

গোপীভাবগত জীবের সাধনক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যেসকল জীবের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত প্রবেশ করে, তাহাদিগকে গীত-মাধুর্য্য আকর্ষণ করিয়া উৎকৃষ্ট অধিকারী করে।

পুংভাবে বিগতে শীঘ্রং স্ত্রীভাবো জায়তে তদা।
পূর্ব্বরাগো ভবেত্তেষামুন্মাদলক্ষণান্বিতঃ ॥

সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। আশ্রিততত্ত্বে আশ্রয়ত্যাগক্রমে মায়ার উপর পুরুষত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ পুরুষভাব শীঘ্র দূর হইলে, পুনরায় কান্তরসাসক্ত পুরুষদিগের আশ্রিত-ভাব প্রাপ্তি হয় এবং সাধক আত্মার ভগবদ্ভোগ্যতারূপ অপ্রাকৃত স্ত্রীত্ব উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ পূর্ব্বরাগের এতদূর প্রাদুর্ভাব হয় যে, জীব উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে।

শ্রুত্বা কৃষ্ণগুণং তত্র দর্শকাদ্ধি পুনঃ পুনঃ।
চিত্রিতং রূপমন্বীক্ষ্য বর্দ্ধতে লালসা ভৃশং ॥

যাঁহারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ রূপ বর্ণন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া এবং চিত্রপট দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিলালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত বাসুদেবোদ্ধারলীলা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু পদব্রজে দক্ষিণদেশের তীর্থ-ভ্রমণ-কালে যে সকল অত্যদ্ভুত অলৌকিকলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা তৎকৃপা-বঞ্চিত কোন জীবেরই কখনও বিশ্বাসের বিষয় হয় না। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহার তত্ত্ব জানিবার সামর্থ্য কেহই লাভ করিতে পারে না। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের তর্কপন্থী শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে।।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ অঃ

মহাপ্রভু—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।। রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম পঃ)—এই শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পথে চলিতে চলিতে যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই কহিতেছেন—'বল হরি হরি', প্রভুকৃপাপ্রাপ্ত সেই লোক তখনই প্রেম-মত্ত হইয়া 'হরি' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে তাঁহার পিছনে পিছনে তদ্দর্শন-সতৃষ্ণ হইয়া ছুটিতেছেন। করুণাময় প্রভু তাহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক 'শক্তি সঞ্চারিয়া' বিদায় করিলেন। প্রভুকৃপাপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি আবার প্রেম-ভরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে নাচিতে নাচিতে নিজগ্রামে গিয়া "যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম। এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজগ্রাম।।" (ঐ ৭ম পঃ) অন্য গ্রাম হইতে সেই প্রভুকৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবকে যাঁহারা দর্শন করিতে আসিতেছেন, তাঁহার দর্শনকৃপাফলে তাঁহারাও তত্তুল্য প্রেমিক বৈষ্ণব হইয়া যাইতেছেন। এইরূপে মহাপ্রভু সকল দাক্ষিণাত্যবাসীকেই 'বৈষ্ণব' করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। যিনি মহাপ্রভুর প্রেমালিঙ্গন লাভের সৌভাগ্য পাইতেছেন, তিনিই মহা প্রেমিক বৈষ্ণব হইতেছেন. আবার তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন সৌভাগ্য পাইয়া অন্যান্য লোকও প্রেমাবিশ্ট হইতেছেন। যেদিন মহাপ্রভু যে ভাগ্যবান্ বিপ্রগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে-ছেন, সেই বিপ্রই বৈষ্ণবতা লাভ করতঃ মহাভাগবত হইয়া আচার্য্যরূপে জগদুদ্ধার-সামর্থ্য লাভ করিতেছেন। এইরূপে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশই মহাপ্রভুর কৃপায় বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় আবির্ভাব-স্থল নবদ্বীপেও যে শক্তি প্রকাশ করেন নাই, সেই শক্তি অধুনা দাক্ষিণাত্যে প্রকাশ করিয়া সমগ্র দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিলেন। "কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।।" —চৈঃ চঃ অ ৭।১১

এই শক্তি-সঞ্চার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার চৈঃ চঃ ম ৭।৯৯ সংখ্যক পয়ারের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"হলাদিনীশক্তির সারভাগ ও সম্বিচ্ছক্তির সার-ভাগ—দুই একত্রে 'ভক্তিশক্তি' হয়। কৃষ্ণ বা ভক্ত কৃপা করিয়া সেই শক্তি যাঁহাকে সঞ্চার করেন, তিনিই পরমভক্ত হন। মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করিতেন, তাঁহাতে সেইরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার-ভার অর্পণ করিতেন।"

তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন—

"প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এসবলীলা সত্য করি' লয়।।
অলৌকিকলীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ।।"

—চৈঃ চঃ ম ৭।১১০-১১১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ভক্তিমান্ জনই তাঁহার কৃপায় তাঁহার অলৌকিকী লীলায় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া নিত্যকল্যাণ লাভ করেন। নতুবা অক্ষজজ্ঞান-তাড়নায় তাহাতে অবিশ্বাসক্রমে জীবকে নিতান্ত অকল্যাণভাজন

হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক লীলা—প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব, নিরস্তকুহক, অপ্রাকৃত চিদৈশ্বর্য্যময়ী—জীবের নিত্য চরমকল্যাণপ্রদ, সুতরাং বাস্তব-বস্তু; উহা মায়াবদ্ধ বঞ্চক ও বঞ্চিত জীবের গুণময় ধারণাজাত হিংসামূলক বুজরুকী নহে। বুজরুকী বা কুহকের দ্বারা বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয়েরই কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষেপ-ফলে সর্ব্বনাশ ঘটে।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণ কল্প-তরু' গ্রন্থে উপদেশ করিয়াছেন—

"মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরলভক্ত- জনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূরবেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তার পায়॥
ভক্তসঙ্গ হয় যাঁ'র, ভক্তিফল ফলে তাঁর,
অকৈতবে শান্ত ভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণশ্রীচরণ,
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর॥"

অপ্রাকৃতলীলাময় শ্রীগৌরহরি দক্ষিণভারতের তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে কূর্ম্মস্থানে উপনীত হইলেন এবং তথায় শ্রীকূর্ম্মবিগ্রহ দর্শনে পুলকিত হইয়া তৎ-সমক্ষে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। [একাদশ শক শতাব্দীতে শ্রীরামানুজাচার্য্য লীলাময় শ্রীজগন্নাথ কর্ত্তৃক শ্রীপুরীধাম হইতে একরাত্রিতেই এই কূর্ম্মক্ষেত্রে আনীত হইয়াছিলেন। শ্রীআচার্য্য লক্ষ্মণদেশিক রাত্রিপ্রভাতে নিজেকে এই স্থানে (কূর্ম্মাচলে) শায়িত দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং ক্রমে এইস্থানে যে কূর্ম্মমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাকে প্রথমে শিবলিঙ্গজ্ঞানে ক্ষুব্ধ হইয়া একদিন উপবাস করেন। রাত্রিতে শ্রীভগবান্‌ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া জানাইলেন—'হে যতীন্দ্র, মায়াকর্ত্তৃক অন্ধীকৃত নেত্র হইয়া লোকে অজ্ঞানদোষে আমাকে শিবলিঙ্গ বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ আমি স্বরূপে শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। হে লক্ষ্মণার্য্য, তুমি অধুনা আমাকে সম্যগ্‌রূপে দর্শন কর। এখানেই (এই কূর্ম্মাচলেই) তুমি কিছুদিন আমার পূজারত হইয়া অবস্থান কর।' এই স্বপ্ন দর্শনে যোগীন্দ্র রামানুজ অতীব সন্তুষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া শ্রীকূর্ম্ম-নাথের আদেশানুসারে তাঁহার সমারাধনা করতঃ তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে তাঁহার চরণতলে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবধি শ্রীকূর্ম্মাচল বিষ্ণুস্থল বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থের ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।]

মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব রূপ ও অত্যদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শনে লোকে চমৎকৃত হইয়া প্রেমাবেশে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন--সকলেই বৈষ্ণব হইয়া গেলেন, আবার সেই সকল বৈষ্ণবমুখে অবিরাম কৃষ্ণনাম শুনিয়া অন্যান্য লোকেও বৈষ্ণবতা লাভ করিতে লাগিলেন। এইমত মহাপ্রভু লোকপরম্পরায় দাক্ষি-ণাত্যের সকল দেশই কৃষ্ণনামামৃতে ভাসাইতে লাগি-লেন। কূর্ম্মদেবসমীপে বহুক্ষণ প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে কূর্ম্মের সেবক তাঁহাকে বহু সম্মান করিলেন। কূর্ম্মনামে সেই গ্রামের এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বহু শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে মহা-প্রভুকে নিমন্ত্রণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রভুকে তাঁহার গৃহে আনিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করতঃ সগোষ্ঠী সেই চরণজল গ্রহণ করিলেন এবং অশেষ প্রকার স্নেহে তাঁহাকে ভিক্ষা করাইয়া সবংশে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রেমাবেশে কহিতে লাগি-লেন—"যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন॥
কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা-সঙ্গে।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম পঃ

তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু কহিলেন—"ব্রাহ্মণ, তুমি ঐরূপ বাক্য কখনও কহিও না, গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণ-নাম ভজন কর এবং আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া যাহাকে দেখ তাহাকেই কৃষ্ণনামভজন উপদেশ কর। ইহাতে বিষয়তরঙ্গ তোমাকে কখনই বাধা দিতে পারিবে না।"

এইরূপে মহাপ্রভু যখন যাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি ঐরূপ কহিলে প্রভু তাঁহাকে ঐরূপ শিক্ষা দেন।

প্রভু কহে—"ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥
যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকট ভজনপরায়ণ' অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণনামভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত 'শুদ্ধনাম গ্রহণ' আচার ও 'শুদ্ধনাম প্রচার'রূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল মধ্ব-রামানুজাদির বহু শিষ্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখ জনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষাপ্রদান।"

মহাপ্রভু কূর্ম্মবিপ্রগৃহে রাত্রিবাস করতঃ প্রভাতে স্নান করিয়া অন্যতীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। বিপ্রবর মহাপ্রভুর অনুব্রজ্যা করিয়া বহুদূর চলিয়া আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্নেহপ্রীতিভরে অনেক সান্ত্বনা দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর এইরূপ রীতি চলিতে লাগিল। এই সময়ে এক বিশেষ বিস্ময়কর ঘটনা উপস্থিত হইল যে, এই কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেব নামক এক ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ছিল গলিত কুষ্ঠ, তাহাও আবার কীড়াময় হইয়া ভয়াবহ দৃশ্য হইয়াছিল। কীড়াগুলি কুষ্ঠোপরি চরিয়া বেড়াইবার সময় কোন কীড়া যদি কোনক্রমে খসিয়া মাটিতে পড়িত, ব্রাহ্মণ সযত্নে আবার তাহাকে তাঁহার কুষ্ঠ-ক্ষতের উপর বসাইয়া দিতেন। বিপ্র রাত্রিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কূর্ম্মবিপ্রগৃহে আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রভাতে কূর্ম্মগৃহে আগমন করিয়া যখন শুনিলেন—মহাপ্রভু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কূর্ম্মগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তীর্থান্তরে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া সকাতরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী দীনার্ত্তিহর ভগবান্—শরণাগত-বৎসল—ব্যথাহারী জনার্দ্দন আর কি থাকিতে পারেন? কতদূর চলিয়া গিয়াছিলেন, আবার তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কূর্ম্মগহে আসিয়া সেই কুষ্ঠী বিপ্রকে দর্শন দিলেন। শুধু দেখা দেওয়া নয়, তাঁহাকে আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করিলেন। প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে বিপ্রের কুষ্ঠক্লেদ লাগিয়া গেল, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু লীলাময় করুণাময় শ্রীগৌরহরির কি অদ্ভুত লীলা, তাঁহার আলিঙ্গনমাত্রেই বিপ্রের কুষ্ঠরোগ অন্তর্হিত হইল, সকল দুঃখ দূর হইয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল,—

"প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥"

মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত কৃপাদর্শনে ব্রাহ্মণ বাসুদেব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভক্তরাজ শ্রীসুদামা বিপ্রমুখোচ্চারিত শ্লোক দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—

"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥"

—ভাঃ ১০।৮১।১৬

অর্থাৎ 'কোথায় অতি পাপিষ্ঠ সমৃদ্ধিরহিত দরিদ্র আমি, আর কোথায় সেই শ্রীনিবাস—ঐশ্বর্য্যমূলবিগ্রহ নিখিল পুণ্যাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। নিতান্ত ঘৃণ্য অযোগ্য ব্রাহ্মণাধম আমি, আমাকেও কিনা তিনি তাঁহার বাহু-

দ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ! ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, ধন্য তাঁহার মহত্ত্ব !'

বিপ্রবর অত্যন্ত দৈন্যের সহিত এইরূপে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"(বহু স্তুতি করি' কহে—) শুন, দয়াময় ।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতেই হয় ॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর ।
হেন মোরে স্পর্শ' তুমি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা ।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥"

'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্' । কৃপাময় মহাপ্রভু ভক্তবর বাসুদেব বিপ্রপ্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে—) কভু তোমার না হবে অভিমান ।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥
কৃষ্ণ-উপদেশি' কর জীবেরে নিস্তার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥"

ইহা বলিয়া মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান করিলেন । তখন লব্ধকৃপ শ্রীবাসুদেব ও শ্রীকূর্ম্মবিপ্র উভয়েই উভয়ের গলা ধরিয়া মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভৃত্যবাৎসল্যলীলা স্মরণ করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই আখ্যানের নাম রাখিয়াছেন—'বাসুদেবোদ্ধার' আর মহাপ্রভুরও এক নাম হইল 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' । শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃত শ্রীচৈতন্যের শতনামে এই নামটি উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'বাসুদেবোদ্ধার' নামক এই মধ্য-লীলা ৭ম পরিচ্ছেদ পাঠ বা শ্রবণের ফলশ্রুতি এইরূপ লিখিতেছেন—

"শ্রদ্ধা করি' 'এই লীলা' যে করে শ্রবণ ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ ॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ উক্ত পয়ারের 'এই লীলা' শব্দের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃক অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেই সকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণ-সেবোন্মুখজীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন । এইরূপে অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌত-পন্থা প্রসার দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারবাদ-মাহাত্ম্য প্রদর্শন লীলা ।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ আরও লিখিতেছেন—"শ্রীচৈতন্যলীলার আদি অন্ত জানি না, মহান্তের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, হে ভক্ত-বৃন্দ, ইহাতে আমার কোন অপরাধ আপনারা গ্রহণ করিবেন না । আপনাদের সকলেরই শ্রীচরণ আমার একমাত্র শরণ অর্থাৎ আশ্রয় ।"

বস্তুতঃ শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের শ্রীমুখে শ্রবণই তাঁহার এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনের এক-মাত্র অবলম্বন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় শ্রী'স্বরূপের রঘু'—দাস গোস্বামিপাদ শ্রীপুরীধামে একাদিক্রমে ১৬ বৎসর কাল বাস করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত অলৌকিকী লীলা স্বয়ং সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন ও শ্রীমহা-প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপাদির নিকট যাহাকিছু শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার অমৃতবর্ষিণী লেখনীদ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । সুতরাং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যেকটি লীলাই পরম সত্য—স্বকপোলকল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জিত অলীক বর্ণনা নহে । অতএব 'অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ' । 'বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়' ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ১৪৭ পৃষ্ঠার পর]

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্ ।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক কিম্বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি

ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ টীকা— ভো ব্রহ্মন্, সাধ্যসাধনতত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণে ! স্তুত্যৈব ব্যঞ্জিতলক্ষণয়োর্ভক্তিজ্ঞানয়োর্মধ্যে তব কুত্র স্পৃহেত্যত আহ—তদস্ত্বিতি। হে নাথেতি সম্বোধনেনৈব ব্যঞ্জিতায়াং সত্যামপি দাস্যস্পৃহায়াং ভো ব্রহ্মন্! উৎকর্ষনিকর্ষৌ সম্যক্তয়া বিচার্য্যৈব সর্ব্বোৎ-কৃষ্টং বস্তু স্পষ্টং প্রার্থয়স্বেতি চেৎ স এব মে ভূরিভাগো মহদেব ভাগ্যং মনসা নির্দ্ধারিতমেব বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। যেন ভূরিভাগেন অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি বা তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বেতি ব্রহ্মজন্মা-রভ্য তির্য্যগ্‌যোনিপর্য্যন্তং যাবন্তি জন্মানি সম্ভবন্তি তেষ্বপি ক্বাপি জন্মনীতি ভাবঃ। "গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথ" ইতি বচনাত্তির্য্যগ্‌যোনাবপি ভক্তিশ্রবণাৎ তিরশ্চামপীতি বহুবচনেনাপি শব্দেন চ মোক্ষায় জলাঞ্জলিং দত্ত্বা স্বস্য তু অত্রার্থে সহস্রজন্মপ্রার্থনাপি ব্যঞ্জিতা। ভবদীয়ানাং জনানাং মধ্যে একো যঃ কশ্চিদপি নিতরাং সাধকত্বসিদ্ধত্বয়োর্দশয়োঃ সেবে তদেবং "নৌমীড্য ! তে" ইত্যেকেন মাধুর্য্যম্ 'অস্যাপি দেবে'ত্যাদিভিঃ 'তদস্তু মে নাথ' ইত্যন্তৈঃ পদ্যৈরৈশ্বর্য্যং বিবৃতবতা ব্রহ্মণা তন্মধ্য এব 'জ্ঞানে প্রয়াস'মিতি 'তত্তেঽনুকম্পা'-মিত্যাভ্যাং কেবলায়াঃ ভক্তেরুৎকর্ষঃ। 'ত্বামাত্মানং পরং মত্বে'তি 'অজানতাং ত্বৎপদবী'মিত্যাভ্যাং কেবল-জ্ঞানস্যাক্ষেপঃ। 'শ্রেয়ঃসৃতি' মিতি 'পুরেহ ভূমন্' ইত্যাভ্যাং কেবলয়োর্জ্ঞানভক্ত্যোঃ ক্রমেণ বৈফল্য-সাফল্যে 'অন্তর্ভবে অনন্তে'তি 'অথাপি তে দেবে'ত্যাভ্যাং ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানম্। 'এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনা'-মিত্যনেন শান্তভক্তিঃ। 'তদস্তু মে' ইত্যনেন দাস্য-ভক্তিশ্চাভ্যধায়ি। অতঃ পরন্তু মাধুর্য্যসিন্ধাবেব নিপতিষ্যতা ব্রহ্মণা 'অহোঽতিধন্যা' ইত্যাদিভিঃ রাগাত্মক বাৎসল্যাদিরতিমন্ত এব স্তোষ্যন্তে ইতি স্তুত্যর্থ-তাৎপর্য্যনিষ্কর্ষঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—হে ব্রহ্মন্ ! সাধন ও সাধ্যের তত্ত্বজ্ঞগণের শিরোমণে। স্তুতিদ্বারাই যাহাদের লক্ষণ বাঞ্জিত হইয়াছে, সেই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে আপনার কোন্‌টিতে স্পৃহা ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'তদস্তু' (তাহাই হউক) ইতি। 'হে নাথ'! 'এই সম্বোধনের দ্বারাই দাস্যে স্পৃহা ব্যঞ্জিত হইলেও, হে ব্রহ্মন্ উৎকর্ষ ও নিকর্ষ সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু স্পষ্ট প্রার্থনা করুন' এই যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন, তাহাই আমার 'ভূরিভাগঃ' মহৎই ভাগ্য, মনে নির্দ্ধারিত হইয়াই আছে, এই ভাব। 'যেন' যে মহৎভাগ্যে, 'অত্র ভবে' এই ব্রহ্মজন্মে, বা 'তিরশ্চাম্ অপি' পশুপক্ষি মধ্যে যে জন্ম, সেই জন্মে—ব্রহ্মজন্ম আরম্ভ করিয়া তির্য্যক্‌যোনি পর্য্যন্ত যত জন্ম সম্ভব হয়, তাহাদের মধ্যেও কোনও জন্মে, এই ভাব। 'গজোগৃধ্রোবণিক্ পথঃ' (ভাঃ ১১।১২।৬) হস্তী, গৃধ্র (জটায়ু), বণিক্ পথ (তুলাধার)। এই বচন অনু-সারে তির্য্যগ্ যোনিতে ভক্তি শ্রবণ করা যায়, 'তিরশ্চা-মপি' এই বহুবচন এবং 'অপি' শব্দের দ্বারা 'মোক্ষকে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের এই ভক্তির নিমিত্ত সহস্র জন্মের প্রার্থনাও ব্যঞ্জিত হইতেছে। আপনার জন-গণের মধ্যে 'একঃ' যে কোন একজন হইয়া, 'আপনার পদপল্লব' 'নিষেবে' 'নিতরাং' সাধক দশায় ও সিদ্ধ-দশায় সেবা করিতে পারি। এইরূপে 'নৌমীড্য' এই একশ্লোকে মাধুর্য্য, 'অস্যাপি দেব' ইত্যাদি 'তদস্তু মে নাথ' এই অন্ত পদ্যসমূহের দ্বারা ঐশ্বর্য্য বিবৃতকারী ব্রহ্মা সেই সকল পদ্যের মধ্যে 'জ্ঞানে প্রয়াসং' এবং 'তত্তেঽ-নুকম্পাং' এই পদ্য দুইটীর দ্বারা কেবলাভক্তির উৎকর্ষ ; 'ত্বামাত্মানং পরং মত্বা' এবং 'অজানতাং ত্বৎ পদবীং' এই দুই পদ্যে কেবল জ্ঞানের নিন্দা ; 'শ্রেয়ঃ সৃতিং' এবং 'পুরেহ ভূমন্' এই দুই পদ্যের দ্বারা কেবলজ্ঞান ও কেবলা ভক্তির যথাক্রমে বৈফল্য ও সাফল্য ; 'অন্তর্ভবেঽনন্ত' এবং 'অথাপি তে দেব' এই দুই পদ্যে ভক্তিমিশ্রজ্ঞান ; 'এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনাং' এই পদ্যের দ্বারা শান্তভক্তি ; এবং 'তদস্তু মে' এই পদ্যের দ্বারা দাস্যভক্তি অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পর মাধুর্য্যসমুদ্রেই ব্রহ্মা নিপতিত হইবেন বলিয়া 'অহোঽতিধন্যা' ইত্যাদি পদ্য সমূহের দ্বারা রাগাত্মক বাৎসল্য প্রভৃতি রতিমান্ ভক্তগণকেই স্তুতি করিবেন। ইহাই স্তুতির অর্থের তাৎপর্য্যের নিষ্কর্ষ ॥ ৩০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ১৫১ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে ক্ষীণ দুর্বল দেখিয়া রঘুনাথকে পুত্র ও ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করতঃ তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বরূপদামোদরকে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বৈদ্য রঘুনাথ, ভট্ট রঘুনাথ ও দাস রঘুনাথ তিন রঘুনাথের মধ্যে দাস রঘুনাথ 'স্বরূপের রঘু' নামে খ্যাত হইলেন। ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে আদর ও যত্ন করিবার জন্য সেবক গোবিন্দকে নির্দ্দেশ করিলেন। রঘুনাথকেও সমুদ্র স্নানের পর শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে প্রসাদ ভোজনের জন্য আদেশ করিলেন। গোবিন্দ রঘুনাথকে মহাপ্রভুর অবশেষ মহাপ্রসাদ দিলে রঘুনাথ আনন্দিত হইলেন। রঘুনাথ পাঁচদিন স্বরূপদামোদরের নিকট থাকিয়া প্রভুর অবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠদিবস হইতে ঐভাবে প্রসাদ গ্রহণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি সেবা দেখিয়া সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতেন। রাত্রিতে জগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথের সেবা সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে সিংহদ্বারে অন্নার্থী কোন বৈষ্ণব দেখিলে তাঁহাকে প্রসাদ দিতেন—এইরূপ প্রসাদদান প্রথা আছে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ এইভাবেই ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে বৈরাগ্যের প্রাধান্য দেখা যায়। "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্ ॥" মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে যখন জানাইলেন, রঘুনাথ প্রসাদ সেবা না করিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতেছেন, তখন মহাপ্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল ॥ বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন। মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥ বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য এবং বৈরাগীর একমাত্র কৃত্য যে নামসংকীর্ত্তন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'মহাপ্রভুর ভক্তগণকে—অভক্ত বিষয়িগণ ও শুদ্ধ ভক্তগণ উভয়েই ভাল করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিলে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা প্রাকৃত-ভোগতাৎপর্য্যপর না হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখভোগাদিলাভ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ সেবার্থে কৃষ্ণেতর-বিষয়মাত্রেই উদাসীন। তাঁহাদের বিষয়ত্যাগ পূর্ব্বক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অলৌকিকী কৃষ্ণসেবা সাধারণ লৌকিকী দৃষ্টির বোধগম্য নহে ; ভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির শুদ্ধভজন ও চতুরতা সন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করেন।

হরিভক্তিবিলাসে লিখিত অনুষ্ঠানাবলী গৃহস্থ বিত্তশালী বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণের জন্য, সর্ব্বপরিত্যাগী বিরক্ত ঐকান্তিক নামাশ্রিত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের জন্য নহে। প্রাতঃকালে, মধ্যরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ অষ্টকালই যিনি হরির কীর্ত্তন করেন, তিনি ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণ পরম প্রীতির সহিত প্রভুর কীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কীর্ত্তনাদি ব্যতীত আর অন্য কোন অনুষ্ঠান নাই।'

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীগোবিন্দের মাধ্যমে নিজবক্তব্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিতেন। একদিন শ্রীরঘুনাথ নিজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উপদেশ শুনিবার জন্য স্বরূপ দামোদরের নিকট নিবেদন করিলেন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে উহা জানাইলে মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিলেন যতটা তিনি জানেন তদপেক্ষা অধিক জানেন স্বরূপ দামোদর, সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীরঘুনাথের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উপদেশ শ্রবণ করিবার অত্যাগ্রহ দেখিয়া পরে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—"যদি আমার

বাক্যে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় তাহা হইলে তিনি যেন এই উপদেশ গ্রহণ করেন"—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥"

রথযাত্রাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীতে আসিলে শ্রীরঘুনাথ দাসের সহিত সকলের মিলন হয়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রচুর কৃপা লাভ করিয়া রঘুনাথ ধন্য হন। শিবানন্দ সেন রঘুনাথকে তাঁহার পিতা তাঁহার অন্বেষণের জন্য পুরীতে লোক পাঠাইয়াছিলেন বলিলেন। চাতুর্ম্মাস্যান্তে ভক্তগণ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শিবানন্দ সেন রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদারকে রঘুনাথের সকল বৃত্তান্ত এবং তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজনের কথা জানাইলেন। রঘুনাথের পিতামাতা উহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণ, দুইজন ভৃত্য ও চারিশত মুদ্রা শিবানন্দ সেনের মাধ্যমে পুরীতে পাঠাইলেন। বর্ষান্তরে শিবানন্দ সেন নীলাচলে পেঁ ৗছিয়া রঘুনাথকে তাঁহার পিতা তাঁহার সেবার জন্য ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও মুদ্রা পাঠাইয়াছেন জানাইলেন। রঘুনাথ তাহা গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার পিতার হিত চিন্তা করিয়া রঘুনাথ পিতার কিছু অর্থের দ্বারা মাসে দুইদিন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করিতেন। এইমত দুই বৎসর নিমন্ত্রণ করার পর রঘুনাথ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, রঘুনাথ কেন নিমন্ত্রণ করিতেছেন না স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ দামোদর বলিলেন, রঘুনাথ এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়াছে—তাহার পিতা বিষয়ী, তাঁহার দ্রব্যের দ্বারা নিমন্ত্রণ করাতে মহাপ্রভুর চিত্তে প্রসন্নতা নাই, উহাতে শুধু প্রতিষ্ঠামাত্র ফল, নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে নিমন্ত্রণকারী মূর্খতাবশতঃ দুঃখ পাইবে এই উপরোধে মাত্র মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন, অন্তঃকরণে সুখানুভব করেন নাই। মহাপ্রভু তচ্ছ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ। দাতা, ভোক্তা,—দুঁহার মলিন হয় মন ॥ ইঁহার সংকোচে আমি এতদিন নিল। ভাল হৈল—জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উপরোক্ত বিষয়টী বিশ্লেষণ করিয়া এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—"অহং, মম-অভিমানযুক্ত জড়ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ীর ভোগ্য অর্থের দ্বারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দ বস্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিষ্ঠামাত্র ফললাভ হয়, বাস্তবিক অপ্রাকৃত হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা হয় না। একান্ত শরণাগত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন পূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীবের নিজার্জ্জিত সমস্ত অর্থের দ্বারা এবং কায়মনোবাক্যে-প্রাণে অপ্রাকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা কর্ত্তব্য।

জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী মদ-মত্ত বিষয়িগণ শ্রীমূর্ত্তির তথাকথিত সেবা করাইয়া তৎপ্রসাদজ্ঞানে উহা বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করে। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহারা জানে না যে, তাহাদের অভক্তিময় মনোবৃত্তিপ্রদত্ত কোন বস্তুই অধোক্ষজ অজিত গ্রহণ করেন না। সুতরাং অনেকস্থলে তাদৃশ জড়-ভোক্তা বিষয়ীর জড়াভিমান গন্ধমিশ্রিত সাহায্য গ্রহণ দ্বারা তৎকৈঙ্কর্য্য কৃষ্ণভজনপরায়ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ জড়ভোগবিরক্ত বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না; তাহাতে প্রাকৃত ধনী বিষয়িগণ স্বীয় দেহাদিতে অহং বুদ্ধিপ্রসূত মূর্খতাবশতঃ বৈষ্ণবের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন এবং বৈষ্ণবের তাদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হন।

অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত সহজিয়াগণ—বিষয়ী। তাহাদের অভক্তিপ্রদত্ত অন্নের গ্রহণ বা ভোজন-সংসর্গফলে সাধক বৈষ্ণবের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তৎফলে সাধকগণ তাহাদের ন্যায় স্বভাব লাভ করে। অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণব নামধারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্নপ্রীতির সহিতও যদি কেহ ছয়প্রকার সঙ্গ (দান, প্রতিগ্রহ, ভোজন ও ভোজনে প্রবর্ত্তন, গূঢ় কথা বর্ণন ও জিজ্ঞাসা) করে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধকৃষ্ণভক্তির স্থানে জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক প্রাকৃত ভোগ আসিয়া সাধককে কৃষ্ণভক্তিচ্যুত করে। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপর বিষয়মলিন অশুদ্ধচিত্তজনের পক্ষে অপ্রাকৃত কৃষ্ণস্মরণাদি-সেবন কখনও সম্ভব নহে।"

বিষয়ীর রাজস নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন—'নিমন্ত্রণ তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ—সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবান্ ব্যক্তির অন্ন—রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন—তামস।'

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের তীব্রতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সিংহদ্বারে ভিক্ষা ছাড়িয়া ছত্রে মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। গোবিন্দের নিকট একথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ দামোদর তদুত্তরে বলিলেন, সিংহদ্বারে ভিক্ষায় অনেক সময় অতিবাহিত হয় বলিয়া রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নকালে ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত কার্য্যের প্রশংসা করিয়া 'সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার' এইরূপ বলিলেন। বেশ্যা যেমন পুরুষের অনুগ্রহলাভের জন্য প্রতীক্ষা করে, বৈরাগীর পক্ষে সেইভাবে ভিক্ষার জন্য প্রতীক্ষাদ্বারা নিরপেক্ষতার হানি হয়। ছত্রে ভিক্ষাতে সেই অসুবিধা নাই, যথাসময়ে গেলে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ভিক্ষা পাওয়া যায়। ইহাতে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কীর্ত্তনের সুবিধা।

বৃন্দাবনের শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুঞ্জামালাকে সাক্ষাৎ রাধারাণী এবং গোবর্দ্ধনশিলাকে কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে সমাদর করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনশিলাকে হৃদয়ে নেত্রে মস্তকে ধারণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি তিন বৎসর উক্ত শিলা-মালার সেবা করতঃ পরে প্রসন্ন হইয়া রঘুনাথকে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-প্রদত্ত গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীজ্ঞানে জল তুলসী দ্বারা পরম প্রীতিভরে পূজা বিধান করতঃ প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীদাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে এখন সেবিত হইতেছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা। সাড়ে সাত প্রহর সময় তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন-স্মরণে অতিবাহিত হইত, আহার নিদ্রার জন্য চারি দণ্ড সময় থাকিত। তিনি কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার জন্য আহার করিতেন। আজন্ম জিহ্বাতে রসের স্পর্শ হয় নাই এবং পরিধানে ছিল ছেঁড়া কাঁথা। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিক্রেতাগণ দুই তিনদিনের পর্য্যুসিত কর্দ্দমাক্ত প্রসাদ সিংহদ্বারে ফেলিয়া দিলে পর্য্যুসিত হওয়ার দরুণ পচাগন্ধ হওয়ায় তৈলঙ্গী গাভীগণ পর্য্যন্ত উহা খাইতে পারিত না কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাত্রিতে উক্ত সড়ান্নগুলি ঘরে আনিয়া জল দিয়া ধুইয়া তাহার ভিতরে অসিদ্ধ চাউলের কঠিন অংশ 'দড়ভাতমাজি' লবণ দিয়া গ্রহণ করিতেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর রঘুনাথকে একদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়া উহাকে অমৃতসমজ্ঞানে পরমানন্দে মাগিয়া খাইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও গোবিন্দের নিকট উহা শুনিয়া রঘুনাথের নিকট যাইয়া উহার একগ্রাস গ্রহণ করিলেন, দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ করিতে গেলে স্বরূপ দামোদর বাধা দিলেন।

"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ কেনে ?
এত বলি একগ্রাস করিলা ভক্ষণে ॥
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তব যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।৩২২-২৩

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার স্বরচিত স্তবাবলী—চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষস্তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

'মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥'

'আমি মহাকুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করতঃ শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।' —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীস্বরূপদামোদরের আনুগত্যে থাকিয়া পুরুষোত্তমধামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গসেবা করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদর অপ্রকট হইলে তিনি বিরহসন্তপ্ত হইয়া গোবর্দ্ধনে ভৃগুপাত করতঃ দেহত্যাগ

করিবেন এই সঙ্কল্প লইয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া দেহত্যাগ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতারূপে নিকটে রাখিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলাকথা নিরন্তর শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ সনাতন পরমানন্দ লাভ করিতেন। শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রাধা-কৃষ্ণের বিরহে অন্নজল ত্যাগ করিলেন, কেবল অল্প-মাত্রায় মাঠা সেবন করিতেন। প্রত্যহ সহস্র দণ্ডবৎ, লক্ষ হরিনাম, রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবা, মহাপ্রভুর চরিত্রকথন, তিনসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান, এইভাবে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণের ভজনে তিনি সাড়ে সাত প্রহর কাল অতিবাহিত ক রতেন; কোনদিন চারিদণ্ড নিদ্রা, কোনদিন তাহাও হইত না।

সিদ্ধার্থের বৈরাগ্যের সহিত রঘুনাথের বৈরাগ্যের স্থূলতঃ কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য দেখা গেলেও রঘুনাথের বৈরাগ্যের অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্য্য ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। বৈরাগ্যের সাধারণ অর্থ অনাসক্তি, কিন্তু বিশেষ অর্থ পরম পুরুষে রতি, রঘুনাথের বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য এই রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে গাঢ় অনুরাগ বশতঃ ভগবদিতর বস্তুতে স্বাভাবিক বিরক্তি—ইহাই যথার্থ বৈরাগ্য।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সুদীর্ঘজীবন প্রকট ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি লইয়া বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বেই দাস গোস্বামীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল দাস গোস্বামীর তীব্র বৈরাগ্য ও অত্যদ্ভুত প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনটী গ্রন্থ—স্তবাবলী, শ্রীদানচরিত (দান-কেলিচিন্তামণি) ও মুক্তাচরিত রচনা করেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধাকুণ্ডে অবস্থান করতঃ তীব্র ভজন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি শ্রীনিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবাদেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু আরিটগ্রামে ধান্যক্ষেত্রে স্নানলীলা দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সংস্কার ও পাকাঘাট ছিল না। রঘুনাথ দাস গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করিলেন, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের সংস্কার হইলে ভাল হইত আবার পরক্ষণেই নিজেকে উক্ত আকাঙ্ক্ষার জন্য ধিক্কার দিলেন। এদিকে কোনও একজন ধনী শেঠ বদরী-নারায়ণে গিয়াছিলেন বদরীনারায়ণকে বহু অর্থ ভেটের জন্য। বদরীনারায়ণ উক্ত শেঠকে মথুরায় আরিট গ্রামে শ্রীদাস গোস্বামীর ইচ্ছানুসারে রাধাকুণ্ড ও শ্যাম-কুণ্ডের সংস্কারের জন্য অর্থ দিতে স্বপ্নাদেশ করিলেন। শেঠজী উক্ত প্রত্যাদেশ পাইয়া আরিটগ্রামে আসিয়া দাস গোস্বামীকে সবকথা নিবেদন করিলেন। দাস গোস্বামীর ইচ্ছানুসারে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার, যথারীতি সংস্কার হয়। শ্যামকুণ্ডতীরে পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চ বৃক্ষ-রূপে অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডটী সমকোণী করি-বার জন্য বৃক্ষগুলিকে কাটিবার সঙ্কল্প হইলে যুধিষ্ঠির মহারাজ স্বপ্নে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পঞ্চ-পাণ্ডবের তথায় বৃক্ষরূপে অবস্থানের কথা জানাইলেন। তখন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃক্ষকে কাটিতে নিষেধ করিলেন। সেইহেতু শ্যামকুণ্ড সমকোণী অর্থাৎ চৌরস হয় নাই।

এইরূপ কথিত আছে যে শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত 'ললিত-মাধব' নাটক পাঠ করিয়া বিরহসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডে শ্রীরাধারাণীর নিত্যসান্নিধ্যে থাকিয়াও ক্ষণকালের বিরহও সহ্য করিতে পারিতেন না, অতিমাত্রায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। তদুপরি বিপ্রলম্ভ রসযুক্ত ললিত-মাধব গ্রন্থপাঠে তাঁহার বিরহজ্বালা এত বৃদ্ধি পাইল যে, প্রাণরক্ষা করাই কঠিন হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী দাস গোস্বামীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া হাস্যপরিহাসাত্মক নিত্যসম্ভোগবহল দানকেলি কৌমুদী গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া ললিত মাধব গ্রন্থ ফিরাইয়া আনিলেন। দানকেলি কৌমুদী পাঠ করিয়া রঘুনাথের বিরহজ্বালা দূরীভূত হইল। রাধাকুণ্ডতটেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী অন্তর্দ্ধানলীলা করেন। সেখানেই তাঁহার সমাধি-মন্দির বিরাজিত।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রথমদিকে রাধাকুণ্ডতটে অনিকেতভাবে ভজন করিতেন। তিনি মানসগঙ্গা-তটে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটীরেও কখনও কখনও যাইতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী একদিন

মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া চতুর্দ্দিকে জঙ্গলপূর্ণ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভজন করিতেছিলেন। সেইসময় একটি ব্যাঘ্র আসিয়া জলপান করিয়া চলিয়া গেল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেইদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাস গোস্বামীর ঐপ্রকার নির্ব্বিকার অবস্থা দেখিয়া কুটীরে অবস্থান করতঃ ভজন করিতে বলিলেন। তদবধি কুটীরে থাকিয়া তিনি ভজন করিতেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী 'দাস' নামক একজন ব্রজবাসীর প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রত্যহ এক দোনা মাত্র মাঠা সেবন করিতেন। ইহাতে উক্ত ব্রজবাসীর মনে চিন্তা ও দুঃখ হইত—এক দোনা মাঠায় কি করিয়া জীবন রক্ষা হইবে। একদিন তিনি সখীস্থলীতে গিয়া দেখিলেন বৃহৎ পলাশপত্র, উক্ত পত্রে বড় দোনা তৈরী করিয়া বেশী করিয়া মাঠা দিবেন রঘুনাথের সেবায় এইরূপ চিন্তা করিয়া এক দোনা মাঠা লইয়া রঘুনাথকে দিলেন। শ্রীল রঘুনাথ অতবড় দোনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কোথায় পাওয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রজবাসী সখীস্থলীর কথা বলিলেন। সখীস্থলীর নাম শুনিয়াই রঘুনাথ দাস গোস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত দোনা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সখীস্থলী চন্দ্রাবলীর স্থান—রাধারাণীর প্রতিপক্ষ। চন্দ্রাবলীর গণ, অর্থাৎ প্রধানা শৈব্যা সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন রাধার কুঞ্জ হইতে কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যাইবার জন্য। ইহাতে রাধারাণীর দুঃখে রাধারাণীর গণেরও দুঃখ হয়। রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধারাণীর গণের অনুগত হওয়ায় সর্ব্বদা প্রেমময় ভূমিকায় রাধারাণীর ও তদগণের সুখচেষ্টায় নিমগ্ন আছেন। সখীস্থলীর নাম শুনার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের ক্রোধের উদ্রেক হইল। ইহা প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবস্থার ভাব, যাহা কামাতুর মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে অসমর্থ। ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে উহা এইরূপ লিখিত আছে—

"কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাসপ্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর স্থান,—না যাইবা তথি ॥
ইহা শুনি' দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া।
জানিলেন সাধকদেহে সিদ্ধ ক্রিয়া ॥
এ-সবার এই দেহ নিত্যসিদ্ধ হয়।
ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয় ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ৫।৫৭২-৭৪

শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ আরও একটী অলৌকিক ঘটনার কথা বর্ণিত আছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর একদিন অজীর্ণ আদি হয়। শ্রীবল্লভপুরের শ্রীবিট্‌ঠলনাথ সঙ্গে সঙ্গে দুইজন চিকিৎসক আনাইলেন চিকিৎসার জন্য। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন দুগ্ধভাত গ্রহণ হেতু অজীর্ণ হইয়াছে। শ্রীবিট্‌ঠলনাথ চিকিৎসকের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন ইহা কি করিয়া সম্ভব, ইনি কখনও মাঠা ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। তখন রঘুনাথ সন্দেহ নিরসন করিয়া বলিলেন তিনি মানসে দুগ্ধভাত ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ১৫৫ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণকুণ্ড (মধুকুণ্ড)ঃ— মধুকুণ্ড বা কৃষ্ণকুণ্ড একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর তিনপার বাঁধান, একপার বাঁধান নাই। কুণ্ডের জলটি বাহ্যতঃ শৈবালযুক্ত। ব্রজবাসিগণ তাহাতে স্নান করেন। ভক্তগণ এখানে অধিকাংশ কুণ্ডকে প্রণাম করিয়া কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলেন, অবশ্য কেহ কেহ অবগাহন স্নানও করিয়াছেন।

শ্রীবলরাম মন্দিরঃ— কৃষ্ণকুণ্ডের সম্মুখভাগে পার্শ্বেই শ্রীবলরাম মন্দির অবস্থিত। পূর্ব্বে উক্ত বলরাম মন্দিরে অপূর্ব্ব শ্রীবলদেববিগ্রহ (দাউজী) প্রকটিত ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি অন্তর্দ্ধানলীলা করায় পুনরায় উক্ত মন্দিরের পূজারী

শ্রীপণ্ডিতজীর সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীবলদেব বর্ত্তমান বিগ্রহ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। পণ্ডিতজী শাস্ত্রপ্রমাণসহ অত্যন্ত মধুরভাবে মধুবনের ও শ্রীবলদেবের মধুপান-লীলার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে পরিক্রমায় যোগদানকারী ভক্তগণকে বুঝাইয়া বলেন। সকলেই উক্ত মহিমা ব্রজবাসীর মুখে শুনিয়া সুখলাভ করেন।

তালবন (তারসি) ঃ—পরিক্রমাকারী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ তৎপরে রিজার্ভবাসে তালবনাভিমুখে যাত্রা করেন। মধুবন মহোলি হইতে প্রায় আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তালবনের স্থিতি। তালবনের বর্ত্তমান নাম তারসি। তালবনের শ্রীমন্দিরটি একটু উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনের মধ্যস্থলে শ্রীবলদেব, দক্ষিণে বংশীধারী ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং শ্রীবলদেবের বামে শ্রীরেবতীজী বিরাজিত আছেন। মন্দিরের নিম্নস্থানে বলভদ্রকুণ্ড নামে একটি পুরাতন পুষ্করিণীও আছে। ভক্তগণ বলভদ্র কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ এবং শ্রীবলদেব মন্দির সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করিলেন।

"অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ॥"

—স্কান্দে মথুরাখণ্ডে

'অহো, এই পুণ্য তালবন, যথায় যাদবগণের হিতের জন্য এবং নিজক্রীড়ার জন্য কৃষ্ণ তালরক্ষক অসুরকে তালদ্বারা বধ করিয়াছিলেন।' তালবনে ধেনুকাসুর বধ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গ্রন্থে উক্ত প্রসঙ্গ এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—'শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ডকাল (ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম) প্রাপ্ত হইলে শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে পশুপালনার্থ সম্মতি প্রদান করিলেন। ভগবান্ গো-পালনকালে প্রিয়সখাগণের সুখের নিমিত্ত বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে তালবন-লীলা অন্যতম। একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে প্রবেশ করিয়া গোচারণাদি ক্রীড়া করিতে-ছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ বলিলেন,—'হে মহাবলী রাম, দুষ্টদমন কৃষ্ণ, এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অতি নিকটে বহু তালপূর্ণ একটি সুবৃহৎ তালবন আছে। ঐ তালবনে প্রত্যহই অনেক তালফল পড়িয়া থাকে এবং এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ ফলগুলি রক্ষা করিতেছে। কোন প্রাণী ঐ ফলগুলিতে অধিকার পায় না। মহাবলী ধেনুকাসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। উহার সহিত উহারই অন্যান্য বহুতর বলশালী জ্ঞাতিবর্গ তথায় থাকিয়া তাল রক্ষা করিতেছে। ঐ অসুর নরমাংস ভোজন করে, সুতরাং মনুষ্য, পশু, এমনকি আকাশে বিচরণ-শীল পক্ষিকুল পর্য্যন্ত ঐ অসুরের ভয়ে ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিক্ সুপক্ব তালের গন্ধে কিরূপ আমোদিত হইয়াছে! ঐ ফলের গন্ধে আমাদিগের বড়ই লোভ জন্মিয়াছে। আমাদিগকে ঐ ফল প্রদান কর।'

বয়স্যগণের বাক্যে রাম-কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে গোপ-বালকগণের সহিত তালবনে প্রবেশ করিলেন। তালবনে প্রবিষ্ট হইয়াই অগ্রে বলদেব মত্তহস্তীর ন্যায় দুইবাহু দ্বারা তালবৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া তাল-সমূহ পাতিত করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ বলদেবই অগ্রে অসুর-অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটি বৃক্ষ কম্পিত করায় তাহার সংঘর্ষে অন্যান্য বৃক্ষগুলিও কম্পিত হইল এবং উহাদের সুপক্ব ফল মাটিতে পড়িয়া গেল।

তালফলগুলির পতন-শব্দ শুনিতে পাইয়া গর্দ্দভাসুর দৌড়াইয়া আসিল এবং পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়-দ্বারা সবলে বলরামের বক্ষে আঘাত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় বিকট শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া গর্দ্দভ পুনরায় বলদেবকে আঘাত করিবার জন্য যখন পদপ্রসারণ করিল, তখনই শ্রীবলদেব অসুরের পদদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক প্রবলবেগে উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই ঘূর্ণনেই অসুরের প্রাণ বিনষ্ট হইল। বলদেব তাল-বৃক্ষের উপর অসুরের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন। অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ গর্দ্দভের দেহের আঘাতে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভগ্ন হইল, সেই কম্পিত বৃক্ষ আবার অপর বৃক্ষকে কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইরূপে এক একটি বৃক্ষ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

'তালফল প্রায় ভাদ্রমাসেই পাকিয়া থাকে ; সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদির উক্তি অনুসারে গ্রীষ্মকালে কালীয়-দমন হইবার পরেই এই তালবনে ধেনুকাসুর বধ হইয়াছিল।'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ধেনুকাসুর বধের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'যে সকল অসুরকে শ্রীবলদেব নাশ করিয়া থাকেন সেই অনর্থগুলি সাধক নিজচেষ্টায় দূর করিবেন। ইহাই ব্রজভজনের রহস্য ; ভারবাহিত্বরূপ কুসংস্কারই ধেনুকাসুর। স্ব-স্বরূপ, নামস্বরূপ ও উপাস্যস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অবিদ্যা—তাহাই ধেনুকাসুর।'

এইজন্য বোধহয় বর্ত্তমানে তালবনে একটি তাল-বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধেনুকাসুর নিহত হইলে উহার জ্ঞাতিবর্গ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি ধাবিত হইল। অসুরগণ নিকটে আসিবামাত্র রাম-কৃষ্ণ অসুরদিগের পশ্চাদ্‌ভাগের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অনায়াসে উহাদিগকে তালবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলার কথা শ্রবণ করিয়া আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য এবং মহর্ষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও মঠের প্রচারকবৃন্দ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দ রোপরে (ঘনোউলিতে) গত ২০ চৈত্র ৩ এপ্রিল বুধবার, লুধিয়ানায় ২১ চৈত্র ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার, জালন্ধর শহরে ২২ চৈত্র ৫ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ৮ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত, নিউ দিল্লীতে ১০ এপ্রিল হইতে ১৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেকস্থানে অভিভাষণ প্রদান করেন। জালন্ধরে, দিল্লীতে, ভাটিণ্ডা থার্মেল কলোনিতে, ভাটিণ্ডা শহরে ও ভাটিণ্ডার নিকটে ভুচ্চোমণ্ডীতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রত্যহ দুইবার হইতে পাঁচ ছয়বার পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিতে হয়। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ সর্ব্বত্র শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে অবস্থান করতঃ ভাষণাদি দ্বারা এবং বহুবিধভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রচারপার্টির সহিত রোপর, লুধিয়ানা ও জালন্ধরে এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ রোপর, জালন্ধর, ভাটিণ্ডায় অবস্থান করতঃ ভাষণাদির দ্বারা প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিলে সেবকগণ প্রোৎসাহিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ বৃন্দাবন মঠ হইতে নিউদিল্লীতে আসিয়া প্রচারপার্টির সহিত যোগ দেন। এতদ্ব্যতীত প্রচারপার্টিতে ছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস বনচারী ও শ্রীগৌরসুন্দর দাস।

ঘনোউলি (রোপর) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাম শেখরীর আহ্বানে ও ব্যবস্থায় ঘনোউলিতে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসবের আয়োজন হয়। রোপরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা আদি বহু গৃহস্থ ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

লুধিয়ানা ঃ— লুধিয়ানার, মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমহেন্দ্র কাপুরের আহ্বানে তাঁহার সিভিল লাইনস্থ বাসভবনে শুভ-প্রবেশ অনুষ্ঠানোপলক্ষে বিশেষ সভা, হরিকীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়।

জালন্ধর ঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে জালন্ধরে দিবসত্রয়ব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনের ও হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। সাধুগণ ও অতিথিবর্গ প্রতাপবাগস্থ বাবালাল মন্দিরে অবস্থান করেন। ৭ এপ্রিল রবিবার উক্ত মন্দির হইতে জালন্ধরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, তজ্জন্য পাঞ্জাব রাজ্যসরকার হইতে তিন শতাধিক পুলিশের বিপুল বন্দোবস্ত ছিল। মহোৎসবের দিন অগণিত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন। জালন্ধরের স্থানীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ ও সজ্জনগণ জালন্ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করিতে যে জমি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে গৃহাদি নির্ম্মিত এবং শ্রীমন্দির ও বিশাল সংকীর্ত্তন ভবনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। নগর-সংকীর্ত্তনের দিন শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ সেখানে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। সাধুগণ সকলেই প্রচারকেন্দ্রের কার্য্যের দ্রুত অগ্রগতি দেখিয়া ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। যাঁহারা সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেন তন্মধ্যে মুখ্যভাবে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীরামভজন পাণ্ডে ও শ্রীধরমপাল শর্ম্মা।

নিউদিল্লী ঃ— নিউদিল্লীবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ ঘি-মণ্ডীস্থিত আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় ১০ই এপ্রিল হইতে ১৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৪ই এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ধর্ম্মশালা হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জ এলাকার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ১৭ই এপ্রিল মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসূরজভান সাহানি এবং তাঁহার পুত্র শ্রীঅশোক কুমার সাহানি পাহাড়গঞ্জে দরিবাপান মহল্লায় প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। উক্ত সম্মেলনে বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে মডেল টাউনস্থ শ্রীপ্রহলাদ রায় গোয়েল, পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীত্রিলোক চাঁদ আগরওয়াল, শ্রীহরসহায় মলজী ও আগরওয়ালা পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালার সভাপতির গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

ভাটিণ্ডা ঃ—ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিস্থ শ্রীহরিমন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে ১৯শে এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলন হয় তাহাতে সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআর, এস্ ভাল্লা, অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজ শ্রীএম্-এস্ আলুয়ালিয়া, চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীজে-ডি মেলহোত্র, চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআর-সি মাথুর প্রধান অতিথিরূপে এবং শ্রীহরিমন্দিরের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শ্রীভি-কে শেঠ, ডক্টর মেলারাম বাংশাল, ইঞ্জিনিয়ার কার্ত্তার সিং, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআর-এল্ মহাজন বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত চারিদিনের সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেব। 'শরণাগতি একমাত্র শান্তিলাভের উপায়', 'হিংসাপ্রবণতা প্রতিরোধে ভগবৎ প্রেমানুশীলন', 'ভক্ত কৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা', ও 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ২১ এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীহরিমন্দির হইতে থার্ম্মেল কলোনির মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং সেই দিন মহোৎসবেও বহু নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে ২২ এপ্রিল পর্য্যন্ত এবং তৎপরে ভাটিণ্ডা সহরে ভানামল ধর্ম্মশালায় ২৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ শিবকলোনিস্থ শ্রীপ্রেম গুপ্তা, পাওয়ার হাউস রোডস্থ শ্রীসুধীরকান্তজী, থার্ম্মেল কলোনিস্থ শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান, বিবিওয়ালা রোডস্থ শ্রীআর্-এন্ কাপুর, শ্রীশ্যামলাল শারিন, অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজ্ শ্রীএম্-এস্ আলুওয়ালিয়া, শ্রীশ্যামলাল গর্গ ওভারসিয়ার, শ্রীগুরু নানক সেক্টরে

শ্রীও-পি লুম্বা, কোর্টরোডস্থ শ্রীবানারসীলাল পাটোয়ারি, মেনাচকস্থ শ্রীসৎপাল শর্ম্মা, কিলা রোডস্থ শ্রীদেওয়ান চাঁদ মঙ্গারাম, রামনগরস্থ শ্রীহরিকিসনজী, নইবস্তিস্থ শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, সিভিল ষ্টেশনস্থ শ্রীউজীর চাঁদ গ্রোভার, সিভিল ষ্টেশনস্থ শ্রীশিবচরণজী, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার গোয়েলের ব্যবস্থায় গীতাভবনে, শ্রীসাধুরাম, রেলওয়ে কলোনিস্থ শ্রীরামপ্রসাদজী, ডক্টর মেলারাম বাংশাল এম্-বি-বি-এস্, শ্রীপ্রেম জিগুেল, শ্রীকৃষণ-লালজী ও মেনাচকস্থ বৈদ ওমপ্রকাশ শর্ম্মার এবং ভুচ্চো মণ্ডীস্থ শ্রীরঘুনন্দনজী ও শ্রীগিরিধারীলালজীর বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। কোনও কোনও গৃহস্থ ভক্তগণের বাড়ীতেও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, ডক্টর মেলারামজী ও শ্রীপ্রেম গুপ্তার বাসভবনে বৃহৎ সভামণ্ডপে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল।

নিউদিল্লী হইতে ১৮ই এপ্রিল যাত্রা করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে এবং ২৮ এপ্রিল ভাটিণ্ডা হইতে দিল্লী হইয়া কলিকাতা যাত্রাকালে ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে অগণিত ভক্ত-সমাবেশ হইয়াছিল। স্বাগত সম্বর্দ্ধনকালে এবং বিদায়কালে তাঁহারা পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীল আচার্য্য-দেব ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজকে বিপুলভাবে ভূষিত করেন। বহু নরনারী শুদ্ধ সদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন। ভাটিণ্ডা-বাসী ভক্তগণের সংখ্যা বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হওয়ায় সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে শ্রীরাজকুমার গর্গ এবং ভাটিণ্ডা সহরে বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন।

হায়দ্রাবাদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্ঘাটন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভা-বির্ভাব পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের যে বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে, হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন ভবনে গত ২২ মে, বুধবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় অন্ধ্রপ্রদেশের মাননীয় রাজ্যপাল ডঃ শঙ্করদয়াল শর্ম্মা প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহার শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় রাজ্যপাল বলেন, "মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল প্রেম-ধর্ম্মের বাণীই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপনে সমর্থ। পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণ বিশ্বশান্তি বলিতে বিশ্বে যুদ্ধের অবসান বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় মনীষিগণ বিশ্বশান্তির অর্থে শুধু যুদ্ধাবসান বুঝেন না, শান্তিস্বরূপ বা পরমানন্দস্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তিকে বুঝেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমরূপ বিমল আনন্দ নিজে অনুভব করেন এবং অপরের মধ্যেও উহা বিলিয়ে দেন এবং তিনি ভগবৎ প্রেমলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনকে সার্ব্বজনীন রূপ প্রদান করেন।" রাজ্যপাল আরও বলেন,—"আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক সমুন্নতির কোন অর্থ হয় না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতিতে নীতিশিক্ষা বাধ্যতা-মূলক হওয়া উচিত।" শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের যে বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে তজ্জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি ধন্যবাদ প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ মাননীয় রাজ্যপালকে মঠের সদস্যবৃন্দের পক্ষ হইতে যে লিখিত অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়, তাহা পাঠ করেন এবং মাননীয় রাজ্যপাল তাঁহার অমূল্য সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কার্য্যে ব্যয়িত করায় তাঁহাকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বন্দে মাতরম্ শ্রীরামেশ্বর রাও। অদ্যকার বিষয়বস্তু নির্দ্ধারিত ছিল 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও বিশ্বশান্তি'। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার অভিভাষণে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের

বাণীই বিশ্বে শান্তি আনয়নে সমর্থ—ইহা শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ভালভাবে বুঝাইয়া বলেন। সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন এবং মধ্যাহ্নে মহোৎসবে প্রায় সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

২৩, ২৪ ও ২৫ মে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডক্টর মোহনলাল নিগম, ডাইরেক্টর সালার জং মিউজিয়াম, ডক্টর মোদিবন্দা শিবপ্রসাদ, রিডার তেলেগু ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডক্টর প্রমোদগণেশ লালে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২৫ মে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীএস্-এস্ চ্যাটার্জ্জী, কমিশনার রিজিওন্যাল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ। উক্ত তিন দিবসের বক্তব্য বিষয় ছিল যথাক্রমে 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' ও 'সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত'। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ডক্টর বেদপ্রকাশ শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, ডি-এস্-সি মহোদয় বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন।

২৬শে মে রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ রথযাত্রা বাহির হয়। শ্রীমঠের সেবিত অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইংরাজী, হিন্দী, তেলেগু ও উর্দ্দূ ভাষায় স্থানীয় সংবাদ পত্রসমূহের মাধ্যমে এবং টেলিভিশন যোগে অনুষ্ঠানের সংবাদ বিপুলভাবে প্রচারিত হয়।

দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ হিন্দু পত্রিকায় (The Hindu) প্রকাশিতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

THE HINDU

Governor stresses need for moral instruction in educational curricula

From Our Staff Reporter
HYDERABAD, May 22

The Governor, Dr. Shankar Dayal Sharma, has underscored the need for inclusion of moral and spiritual teaching in educational curricula.

There could be no two opinions about the importance of moral values in education. It was unfortunate that although the Central Advisory Board for Education had favoured inclusion of moral teaching as early as 24 years ago, it had not materialised so far, Dr. Sharma said.

He was speaking on the occasion of the 500th birth centenary celebrations of Sri Chaitanya Mahaprabhu, sponsor of the Sri-Krishna Sankirtan movement, organised by the Sri Chaitanya Gaudiya Math here on Wednesday.

The Governor felt that the imparting of moral education would enable young pupils to understand the oneness of all faiths. He recalled Jawaharlal Nehru's conviction that economic development of a country had no meaning or purpose without ethical and moral values.

The Governor said Hindu concept of peace differed from the Western concept. The latter viewed peace as mere absence of war. But in India they had a positive concept. For them peace meant 'anandanubhav' (experience of joy), rendered greater by sharing with fellow men. He said chanting of the Lord's name (Nam Sankirtan advocated by Sri Chaitanya Mahaprabhu) in chorus gave the participants a great feeling of ecstasy and acted as a binding force.

Swamy Bhakti Ballabh Tirtha, Acharya of the All-India Math at Calcutta, said chanting of the Lord's name (Sri Krishna) by the devotees conferred several benefits and peace of mind on them. God resided in those whose mind was at peace. Divine love taught people to overcome envy and other petty feelings. 'Namsankirtan' was a great unifier, Sri Chaitanya Mahaprabhu preached the doctrine of divine love which said the ultimate goal of life was to attain Krishna Prema (divine love) and

the best way to do this was congressional chanting of the holy name.

Mr. Vandemataram Ramachandra Rao, Arya Samaj leader, who presided, lamented growing materialistic tendencies and wanted people to understand the correct meaning of Dharma.

Swami Bhakti Vijnan Bharati, Secretary of the All-India Math, proposed a vote of thanks.

চণ্ডীগড় হইতে শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅভয়চরণ দাস ব্রহ্মচারী, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী এবং যশড়া হইতে শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী হায়দ্রাবাদ মঠের অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ বিভিন্নভাবে প্রচারসেবায় আনুকূল্য করেন।

হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার দাস, শ্রীপ্রহলাদ দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীভকতজী, শ্রীবজ্রংসিংজী শ্রীচন্দ্রাইয়া, শ্রীকরুণাকর, শ্রীশ্যামসুন্দর কনোড়িয়া, শ্রীরমানীক লাল হিঙোচা, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী, শ্রীজগদ্দাসজী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত এবং সজ্জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের শ্রীশ্রীগৌরধামরজঃ প্রাপ্তি

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত প্রিয় শিষ্য, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ বিগত ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে সোমবার গৌর-প্রতিপদ তিথিবাসরে মধ্যরাত্রিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণকে বিরহ-দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে ৬৩ বৎসর বয়সে ধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের পূর্ব্বনিবাস ছিল আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলান্তর্গত (বর্ত্তমানে বড়পেটা জেলান্তর্গত) সরভোগে—সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্নিকটে। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে সময়ে আসামে শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপনের জন্য সর্ব্বপ্রথম সরভোগে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন, তৎকালে বাল্যাবস্থায় শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী তাঁহার দর্শন ও কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরপার্ষদ মহাপুরুষের কৃপাকটাক্ষই শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামীর শ্রীগৌরপাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হইল। পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আসামদেশবাসী সজ্জনগণের সাধুসেবায় বিশেষ আর্ত্তি দেখিয়া অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মকে আসামে প্রচারের জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেব তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে আসামে প্রচারে আসিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের আসাম প্রচারকালে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত প্রথমদিকের শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	৩.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৯২
১৪ পুরুষোত্তম, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, বুধবার, ৩১ জুলাই, ১৯৮৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—বিদ্বৎসভা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উলটাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—রবিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৩৩, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাবোৎসব তিথি

নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণ প্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

আজ শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসর। শ্রীসীতাদেবী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পত্নী। অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং হরির সহিত অদ্বৈত, ভক্তরূপে আচার্য্য—সুষ্ঠুভাবে আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কারণার্ণবশায়ী ভগবানের উপাদান-কারণ।

কারণ-নির্ণয়ে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। দৃশ্যজগৎ—কার্য্য। কার্য্য উদ্ভূত হ'য়েছে যে বস্তু হ'তে, তাহাই 'কারণ'; যেমন কুম্ভকার—নিমিত্ত-কারণ; মৃত্তিকা, কুলালচক্র প্রভৃতি—উপাদান-কারণ।

পরিদৃশ্যমান জগৎ বা মানবজাতি এল কোথা থেকে? —আসে কোথা থেকে? অনেকেই অক্ষজ-জ্ঞানে বিচার করেন,—জীব আসে পিতামাতা হ'তে।

জগতের পরমাণুগুলো হ'লো কেমন ক'রে? ভগবানের শক্তির প্রকারভেদে অচিৎ-এর পরমাণুসকল, বহির্দ্রষ্টার জ্ঞান যেখানে আবৃত হ'য়েছে—আবৃত হ'বার মুখে 'পরমাণু'-রূপে প্রতিভাত হ'য়েছে। সম্পূর্ণ জ্ঞানটাকে স্তব্ধ ক'রে—আবরণ ক'রে একটা অচিদ্ বস্তুর পরমাণুপিণ্ড 'আমি পরমাণু' এই ব'লে আমাদের কাছে এসেছে—আসে। বস্তুতঃ তাহার অভ্যন্তরটা পরমাণু নহে—বাহিরটা তাহাই; ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু আমি পাষণ্ডী, আমি মনে করছি,—জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু। আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন বহিরঙ্গ-শক্তি-দ্বারা পরমাণুরূপে উদিত হ'য়ে তাঁ'র স্বাভাবিক-স্বরূপ আবৃত করছেন।

আমি ভোক্তৃত্বসূত্রে আমার ভোগের বস্তু—আমার ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুসকল দেখ্তে ব'সেছি। বিষ্ণুই যে সমস্ত-জগতের একমাত্র মূল কারণ—তাহা বুঝ্তে না পেরে' 'পরমাণুপুঞ্জগঠিত জগৎ, পিতামাতা হ'তে জীব উদ্ভূত হ'য়েছে'—আমি এরূপ প্রলাপ বলছি। বর্ত্তমানে আমার চেতন আচ্ছাদিত র'য়েছে—যে-কাল পর্য্যন্ত না আমি কোন বিষ্ণুভক্তের নিকট উপস্থিত

হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রৌতবাণী না শুনি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম' আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রে'খেছে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—উপাদান-কারণ বিষ্ণুবস্তু। তাঁহার পত্নী—সীতাদেবী। সীতাদেবী—অচ্যুতানন্দের জননী। অচ্যুতের উপাদান-কারণ (নিমিত্ত কারণ নহে যে বিষ্ণুবস্তু, তাঁহা) হইতে 'অচ্যুতানন্দ'-নামক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আবির্ভূত হ'য়েছেন। উপাদান-কারণ বিষ্ণু-বস্তু হ'তে অচ্যুতানন্দ প্রকটিত হ'য়েছেন। এরূপ কোথাও নাই যে, অদ্বৈতপ্রভু—'নিমিত্ত-কারণ'। স্বয়ং অচ্যুতানন্দই সে কথা বলেছেন—'চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি।'

শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর অনুগৃহীত পাত্র। অন্যান্য অদ্বৈতপুত্রাভিমানীর সহিত তাঁহার মতভেদ হ'য়েছিল। অচ্যুতানন্দ ব্যতীত অদ্বৈতপ্রভুর 'পুত্র' ব'লে পরিচয় দেবার মত আরও পাঁচজন ছিলেন; তন্মধ্যে দুইজন অচ্যুতানন্দের অনুগত থাকায় কিছু কিছু বিষ্ণুভক্তি দেখিয়েছিলেন, আর তিনজন ছিলেন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। অদ্বৈত-প্রভুর পুত্রব্রুব বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধামোহন বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতের সামাজিক বিপ্লবের একজন প্রধান কারণ। সীতাদেবীর গর্ভসম্ভূত শ্রীঅচ্যুতানন্দই জগতে শুদ্ধভগবদ্ভক্তির কথা প্রচুর বিস্তার ক'রেছিলেন। অচ্যুতানন্দের নিজেকে 'অদ্বৈত-সন্তান' ব'লে বিচারপ্রণালী ছিল না। 'বাবা-মা-র' কাছ থেকে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, নিজের পিতামাতার থেকেই ত' মন্ত্রাদি গ্রহণ করা যে'তে পারে, অন্যগুরুর কাছে যা'বার আবশ্যকতা কি?'— এরূপ বিচার তাঁহার ছিল না। এই জন্য তিনি গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর কাছে গমন ক'রেছিলেন। একদিন তিনিই সমগ্র উৎকল-দেশে শুদ্ধভক্তি প্রচার ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের কথা ধর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হওয়ায়, আমরা অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রচার ক'রেছিলেন—'শুক্রশোণিত-জাত দেহ আমি' নই, পিতামাতা 'পুত্র' ব'লে যে জিনিষটা গ্রহণ করেন, তাহা আমার স্বরূপ নহে।' তিনি ব'লেছিলেন—

"বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥"

অদ্বৈতাচার্য্য ও অদ্বৈতগৃহিণীর পুত্রমাত্রেই অচ্যুতের সমান,—এরূপ কথা নহে। শুক্রশোণিতজাত সম্পত্তি-বিশেষ 'হরি' নহেন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যে অচিৎএর উপলব্ধি হয়, তাহা 'হরি' নহে। দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞান কর্‌তে হবে না, কেন না 'দরিদ্রতা' নারায়ণত্ব নহে। 'দরিদ্রতা' ও 'সমগ্র-ঐশ্বর্য্যবত্তা'র সমন্বয় হ'তে পারে না। (গীঃ ৩।২৭)—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

'আমি কর্ত্তা', 'আমার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি', 'আমার পুত্র'—এইরূপ বিচারপ্রধান হ'লে আমরা বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে পারি না। অদ্বয়জ্ঞান নহে যে বস্তু, সে বস্তুকে বিষ্ণুত্বে স্থাপন কর্‌তে গিয়েই আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

পিতামাতার থে'কে যে জিনিষটা পাওয়া গিয়েছে, সে জিনিষটা "আমি" নহে। জীবের উপাদান কারণ পিতামাতা নহেন। "সংক্লেশনিকরাকরঃ"—সুখভোগ বা দুঃখপ্রাপ্তির মূল কারণ পিতামাতা হ'তে পারেন। "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ"। (শ্বেতাশ্বঃ ১।১); "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩।১)।

বাহ্যজগতের বস্তু চেতনকে প্রসব ক'রেছে, এরূপ নহে। পরিবারবিশিষ্ট, রূপবান্, লীলাময়, রূপ-গুণ-লীলা-বিভাবিত কৃষ্ণ যেখানে বাহ্যানুভূতির নিকট আচ্ছাদিত র'য়েছে, সেখানেই ক্ষুদ্রজ্ঞান; আমাদের চেতন যে-স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়েছে, সে-স্থানেই খণ্ড ও বিকৃত জ্ঞান। আমরা হাতী, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি অজ্ঞানানুভূতির দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব বোধ কর্‌ছি। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়দ্বারা চালিত হ'য়ে জীব অদ্বয়জ্ঞান হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছে। (ভাঃ ২।৯।৩২)

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥"

(১) ভগবানের বিষয় যেখানে আমাদের নিকট প্রতীত হয় না, (২) ভগবানের প্রতীতিতে যাহার প্রতীতি নাই এবং (৩) ভগবানের অনুভূতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় না, সেই জিনিষটাই 'মায়া'—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'।

'আমার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অদ্বয়জ্ঞানকে মেপে নে'ব !' 'আমার অস্তিত্ব যেখানে নাই, সেখানকার বস্তু আমি মেপে নে'ব !'—এ কথাটী কিরূপ ? যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত এসে' উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানেই মাপামাপি-ধর্ম্ম।

অনেকে বিচার করেন,—ত্রিপুটীবিনাশের নামই 'অদ্বয়জ্ঞান'! 'কেন—কং বিজানীয়াৎ' (বৃহদাঃ ২।৪।১৪।৪।৫।১৫) জড়নির্ব্বিশিষ্টবাদকে লক্ষ ক'রে মায়াবাদীয় এরূপ বিচার শ্লাঘনীয় হ'তে পারে, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা-মাত্র। দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের নিত্যত্বের ব্যাঘাত ক'রবার জন্য যে নাস্তিকতা উপস্থিত হ'য়েছে, বিষ্ণুভক্তের নিকট গমন ক'র্‌লে এরূপ নাস্তিকতা মনোধর্ম্ম বা বিক্রম প্রকাশ কর্‌তে পারে না।

চিদ্বিলাসের বিভিন্ন প্রতিফলন এই জগতে প্রকাশিত। বাহ্যজগতের বস্তু পরিবর্ত্তনশীল ; বিষ্ণু পরিবর্ত্তনশীল নহেন। মায়াবাদী বলেন,—সৎ ও অসৎ হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সমষ্টির (?) নাম 'ঈশ্বর'। ভগবদ্ভক্ত বলেন,— কল্যাণগুণবারিধি ঈশ্বর।

যাহাদের বিচারে উপাসনার নিত্যত্ব নাই, তাহাদের বিচারকে নাস্তিক্য-বিচার জেনে' দূর হ'তে তা'দের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিমভাবে মন নিগৃহীত হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্ত বলেন,—হাজার যম-নিয়ম-প্রাণায়াম-দ্বারা মন নিগৃহীত হ'তে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠার পর]

প্রথমং সহজং জ্ঞানং দ্বিতীয়ং শাস্ত্রবর্ণনং।
তৃতীয়ং কৌশলং বিশ্বে কৃষ্ণস্য চেশরূপিণঃ ॥

জীবের সহজ জ্ঞানে ভগবদাকর্ষণের উপলব্ধির নাম কৃষ্ণগীত শ্রবণ। কৃষ্ণরূপদর্শকেরা শাস্ত্রে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কৃষ্ণোপলব্ধির নাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল দর্শনের নাম চিত্রপট দর্শন। মায়িক বিশ্বটী চিদ্বিশ্বের প্রতিভাত ছবি, ইহা যাঁহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন বলা যায়। অথবা সহজ জ্ঞানে ভগবদ্দর্শন, শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ভগবদুপলব্ধি এবং বিশ্বকৌশলে ভগবদ্ভাব দর্শন এইপ্রকার ত্রিবিধ উপায়ে প্রথমে বৈষ্ণবতা সংগৃহীত হয়, ইহা বলিলেও হইতে পারে।

ব্রজভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণে শ্রদ্ধাতু রাগরূপকা।
তস্মাৎ সঙ্গোথ সাধূনাং বর্ত্ততে ব্রজবাসিনাং ॥

ব্রজভাবের আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণে বিমল শ্রদ্ধাই পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ রাগের প্রাগ্‌ভাব। সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে ব্রজবাসী সাধুদিগের সঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণলাভের হেতু।

কদাচিদভিসারঃ স্যাদ্‌যমুনাতটসন্নিধৌ।
ঘটতে মিলনং তত্র কান্তেন সহিতং শুভং ॥

এইরূপ ভাগ্যবান্ পুরুষদিগের ক্রমশঃ কৃষ্ণাভিমুখ অভিসার হইতে হইতে চিদ্দ্রবতারূপ যমুনার তটে পরম কান্তের সহিত শুভ মিলন হয়।

কৃষ্ণসঙ্গাৎ পরানন্দঃ স্বভাবেন প্রবর্ত্ততে।
পূর্ব্বাশ্রিতং সুখং গার্হ্যং তৎক্ষণাদ্গোষ্পদায়তে ॥

তখন কৃষ্ণসঙ্গক্রমে ব্রহ্মানন্দতুচ্ছকারী পরানন্দ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বাশিত মায়িক গার্হ্যসুখ তৎক্ষণাৎ প্রেমসমুদ্রের নিকট গোষ্পদের তুল্য হইয়া পড়ে।

বর্দ্ধতে পরমানন্দো হৃদয়ে চ দিনে দিনে।
আত্মনামাত্মনি প্রেষ্ঠে নিত্যনূতন বিগ্রহে ॥

তাহার পর, প্রতিদিন সমস্ত আত্মার আত্মস্বরূপ নিত্য নূতন বিগ্রহে পরমানন্দ, অসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভগবদ্বিগ্রহ সর্ব্বক্ষণ রসরসান্তরের আশ্রয় হইয়া অপূর্ব্ব নূতনতা অবলম্বন করে। অর্থাৎ আশ্রিত জনের রসপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কখনও তৃপ্ত হয় না। চিজ্জগতে শান্তাদি পাঁচটী সাক্ষাৎ রস ও বীর

করুণাদি সাতটী গৌণরস সমাধিগত পুরুষেরা দর্শন করিয়াছেন। যখন বৈকুণ্ঠতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক জগৎ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তখন মায়িক জগৎস্থ সকল রসেরই আদর্শ বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে আছে, ইহাতে সন্দেহ কি।

চিদানন্দস্য জীবস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহে।
যানুরক্তিঃ স্বতঃসিদ্ধা সা রতিঃ প্রীতিবীজকং ॥

পূর্ব্ববিচারিত রতির মূলতত্ত্ব গাঢ়রূপে পুনরায় বিচারিত হইতেছে। সান্দ্রানন্দরূপ প্রীতির বীজস্বরূপ রতিই ভজনক্রিয়ার মূল তত্ত্ব। চিদানন্দ জীবের সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বের প্রতি যে স্বতঃসিদ্ধা আনুরক্তি তাহাই রতি। চিদ্বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ ও অনুরাগ রূপ স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহাই পারমহংস্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য স্থায়িভাব।

সা রতি রসমাশ্রিত্য বর্দ্ধতে রসরূপধৃক্।
রসঃ পঞ্চবিধো মুখ্যঃ গৌণঃ সপ্তবিধস্তথা ॥

সেই রতি, রসতত্ত্বের অতি সূক্ষ্মমূল। সংখ্যা-গণনায় এক যেরূপ মূলস্বরূপ হইয়া তদূর্দ্ধ সমস্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত আছে, প্রীতির পুষ্টি অবস্থায় প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ প্রভৃতি দশাতেও রতি তদ্রূপ মূলরূপে লক্ষিত হয়। প্রীতির সমস্ত ক্রিয়াতে রতিকে মূল-রূপে লক্ষ্য করা যায় এবং ভাব ও সামগ্রী সকলকে স্কন্ধশাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব রতি, রসকে আশ্রয় করত রসরূপী হইয়া বর্দ্ধমানা হন। রস, মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বাদশ প্রকার।

শান্তদাস্যাদয়ো মুখ্যাঃ সম্বন্ধভাবরূপকাঃ।
রসা বীরাদয়ো গৌণাঃ সম্বন্ধোত্থাঃ স্বভাবতঃ ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ মুখ্যরস সম্বন্ধভাবরূপী। বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই সাতটী গৌণরস। ইহারা সম্বন্ধ হইতে উত্থিত হয়। আদৌ রতির বেদনাসত্তা থাকিলেও যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধভাবের আশ্রয় না পায় সে পর্য্যন্ত উহার কৈবল্যাবস্থায় ব্যক্তির সম্ভা-বনা নাই। সম্বন্ধাশ্রয়ে রতির ব্যক্তি হয়। সেই ব্যক্তিগত বিশেষভাব সকলই গৌণরস।

রসরূপমবাপ্যেয়ং রতির্ভাতি স্বরূপতঃ।
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ ॥

রসরূপ স্বীকার করত ঐ রতি আর চারিটী সামগ্রী সহযোগে সম্যক্ দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়। রসাশ্রয়ে ব্যক্তি সিদ্ধ হইলেও সামগ্রী ব্যতীত রতি প্রকাশ পায় না। সামগ্রী চারিপ্রকার অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি। বিভাব দুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত। তাহাদের গুণ ও স্বভাব প্রভৃতি রতির উদ্দীপনরূপ বিভাগ। অনুভাব তিন প্রকার, অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক; ভাব হাব প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অলঙ্কার অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ এই তিন ভাবে বিভক্ত হইয়াছে। জৃম্ভা, নৃত্য, লুণ্ঠন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে উদ্ভাস্বর বলে। আলাপ বিলাপ প্রভৃতি দ্বাদশটী বাচিক অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি আট প্রকার সাত্ত্বিক বিকার। নির্ব্বেদ প্রভৃতি তেত্রিশটী ব্যভিচারীভাব আছে। রতির মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্টিকার্য্যে রস ও সামগ্রী সকলের নিত্য প্রয়োজন আছে।

এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।
বদ্ধে ভক্তিস্বরূপা সা মুক্তে সা প্রীতিরূপিণী ॥

এই কৃষ্ণরতি স্থায়ীভাব, ভক্তিরস। বদ্ধজীবে প্রপঞ্চসম্বন্ধ বশতঃ ভক্তিস্বরূপে ইহার প্রতীতি। মুক্ত-জীবে প্রীতিতত্ত্বরূপে বৈকুণ্ঠাবস্থায় নিত্য বর্ত্তমান।

মুক্তে সা বর্ত্ততে নিত্যা বদ্ধে সা সাধিতা ভবেৎ।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

রতির মহাভাব পর্য্যন্ত ক্রম, তাহার মুখ্য ও গৌণ রসাশ্রয় ও সামগ্রী সাহায্যে বিচিত্র পুষ্টিপ্রাপ্তিরূপ রস-সমুদ্রের অনন্ত মাধুর্য্য মুক্তজীবগণের নিত্যধন। বদ্ধ জীবদিগের তাহাই সাধ্য। যদি বল, আত্মার চিন্ময় আনন্দ রস নিত্য হইলে সাধনের প্রয়োজন **কি?** তবে বলি, জীবের রতি জড়গতা হইয়া বিকৃত হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধরতির প্রাকট্য করাই ইহার সাধন।

আদর্শাচ্চিন্ময়াদ্বিশ্বাৎ সংপ্রাপ্তং সুসমাধিনা।
সহজেন মহাভাগৈর্ব্যাসাদিভিরিদং মতং ॥

সহজ সমাধিযোগে ব্যাস প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ দেখিয়াছেন ও আমরাও দেখিতেছি যে জীবের সিদ্ধ-সত্তায় রতিতত্ত্বই সর্ব্বোপাদেয়। আদর্শের ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে বিম্বিতসত্তায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। এতন্নি-বন্ধন প্রাকৃত রতিসত্তাও সমস্ত প্রাকৃতসত্তা অপেক্ষা রমণীয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ-গত রতি,

অপ্রাকৃত রতির নিকট অতিশয় তুচ্ছ ও জুগুপ্সিত। যথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে— "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতাঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।"

মহাভাবাবধির্ভাবো মহারাসাবধি ক্রিয়াঃ।
নিত্যসিদ্ধস্য জীবস্য নিত্যসিদ্ধে পরাত্মনি॥

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণের সহিত নিত্যসিদ্ধ জীবগণের মহাভাবাবধি ভাব ও মহারাসাবধি ক্রিয়া বর্ণিত হইল।

এতাবজ্জড়জন্যানাং বাক্যানাং চরমা গতিঃ।
যদূর্দ্ধং বর্ত্ততে তন্নো সমাধৌ পরিদৃশ্যতাং॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণাপ্তিবর্ণনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

আমাদের জড়জন্য বাক্যের এই পর্য্যন্ত শেষগতি। ইহার অতিরিক্ত যাহা আছে, তাহা সমাধিদ্বারা লক্ষিত হউক।

ইতি শ্রীকৃষ্ণ সংহিতায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বর্ণননামা নবম অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম—পরতমতত্ত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন—যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ বা তদভিন্নস্বরূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রসুত—শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি পিতামাতা অবলম্বন করিয়া প্রপঞ্চে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা জননমরণধর্ম্মশীল মর্ত্ত্যমানব, ইহাই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ামোহমুগ্ধ মূঢ় অজ্ঞ জীব-সাধারণের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। অপর কতিপয় সাহিত্যিকবুব তাঁহাদিগকে অতিমানব, মহামানব, রাজনীতিবিশারদ বা রাজনৈতিক নেতৃবর; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কাজী-উদ্ধারলীলায় আইন-অমান্য-আন্দোলন করিয়াছিলেন ইত্যাদি নানাবিধা ভ্রান্তিপূর্ণা উক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি যে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে যান, বস্তুতঃ তদ্দ্বারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর— সর্ব্বকারণ-কারণ— স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যমানববুদ্ধিই করা হইয়া থাকে। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম যে ভগবান্ অনন্তকোটিবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপী কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুরও অংশী— সর্ব্বঅবতারের অবতারী যে ভগবান্, যাঁহার আইনের অধীনে অনন্তকোটি বিশ্ববিধাতা, যিনি সকল বিধির বিধিস্বরূপ, তিনি আবার কাহার আইন অমান্য করিবেন? এই সকল ভ্রান্তি নিরসনার্থ স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তারস্বরে স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"
—গীঃ ৯।১১

[অর্থাৎ মূঢ়—তত্ত্বানভিজ্ঞ অবিবেকিগণ আমার এই মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত ভাব বা তত্ত্বই যে অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কারণাব্ধিশায়ী মহাপুরুষাদি হইতেও উৎকৃষ্ট, আমার সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ না জানিয়া আমার সৃজ্য ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বর যে আমি, আমাকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।]

বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম', তাঁহার বপু শব্দব্রহ্ম বেদময়, তাঁহার বেণু শব্দব্রহ্ম ময় (শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ; শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে); গোপালতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং স-মরুদ্ গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি" অর্থাৎ সনকাদি মুনিগণের প্রশ্নে ব্রহ্মা গোপালবিদ্যা-দ্বারা তাহার উত্তর দিতেছেন— শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরুতলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই এক অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব গোবিন্দদেবকে আমি সর্ব্বদা মরুদ্গণসহ পরমা স্তুতিদ্বারা তোষণ করি অর্থাৎ তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করি।

সুতরাং শ্রীভগবানের এই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মময়ী তনুকে যাহারা প্রাকৃতবুদ্ধি করে, তাহাদের কি ভয়াবহ শোচনীয়া গতি হয়, তাহা পরবর্ত্তী (গীঃ ৯।১২) শ্লোকে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য দেবতা দ্রুত ফল দান করিবেন, এইরূপ আশায় অন্যদেবাশ্রয়ে তৎসমীপে প্রাপ্য ফলের আশা নিষ্ফলা হইয়া যায়, কর্ম্মিগণের যাগাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি ফলপ্রদ হয় না, জ্ঞানিগণের জ্ঞানফল মোক্ষ লাভ হয় না বা তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কাশ্রিত হওয়ায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই সকল কারণে তাহারা তমোগুণময়ী হিংসাদি-বহুলা রাক্ষসী এবং রজোগুণময়ী কামদর্পাদিপূর্ণা মোহিনী অর্থাৎ বুদ্ধিনাশকারিণী প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব আশ্রয় করতঃ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। (গীঃ ৯।১২)

তবে কাহারা তোমার ভজন করিয়া থাকে, এই-রূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যাদৃচ্ছিক মদ্ভক্তকৃপাক্রমে মহাত্মত্বপ্রাপ্ত বিদ্বৎপ্রতীতি-লব্ধ মনুষ্যগণ দেবস্বভাব লাভ করতঃ অনন্যচিত্ত হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ ক্ষয়িষ্ণু ফলপ্রদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী শুষ্ক অভেদবাদরূপ জ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া মদৈশ্বর্য্যজ্ঞান-বলে আমাকে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতের কারণ ও অব্যয় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বহেতু অবিনশ্বর যে আমার এই কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাকেই চরম তত্ত্ব জ্ঞানে ভজন করেন।" (গীঃ ৯।১৩)

পরবর্ত্তী শ্লোকে তাঁহাদের ভজন কি প্রকার, তাহাই বলিতেছেন—তাঁহারা অর্থাৎ সেই বিদ্বৎপ্রতীতিবিশিষ্ট মহাত্মা ভক্তসকল কাল, দেশ ও পাত্রের শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা না করিয়া (যেহেতু শাস্ত্র বলিতেছেন—"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥" অর্থাৎ হে লুব্ধক, সেই শ্রীহরিনামগ্রহণে দেশকালাদির কোন নিয়ম নাই, এমন কি উচ্ছিষ্টাদিতেও অর্থাৎ হস্ত-মুখাদি উচ্ছিষ্ট লিপ্তাবস্থাতেও হরিনাম গ্রহণের নিষেধ নাই।) আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। দীন গৃহস্থগণ কুটুম্ব পালনার্থ ধনিকদ্বারাদিতে যেমন ধনার্থ যত্ন করে, আমার ভক্তগণও তদ্রূপ কীর্ত্তনাদি ভক্তিলাভার্থ সাধুসভায় যান, সাধুমুখে আমার কথা শ্রবণ করিয়া আমার স্বরূপ-গুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল হন এবং অপতিতভাবে আমার প্রিয় একাদশ্যাদি ব্রত ও নামগ্রহণাদি নিয়ম পালনকারী হইয়া আমাকে নমস্কারপূর্ব্বক ভবিষ্যতে আমার নিত্যসংযোগের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার উপাসনা করেন। (গীঃ ৯।১৪)

এইরূপে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁহাকেই একমাত্র পরমোপাস্য তত্ত্ব, তাঁহাতে শুদ্ধভক্তিযোগকেই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া জানাইয়াছেন। "সেই নিত্য-মূর্ত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের প্রভাবরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-কেই জ্ঞানী, যোগী ও যাজ্ঞিকেরা উপাসনা করেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তসকল সেই পরমার্থতত্ত্বের খণ্ডভাবকে উপাসনা না করিয়া নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথগ্‌বোধে অন্যান্য দেবতার উপাসনা—নিতান্ত অজ্ঞান-কার্য্য। যেহেতু সেই সেই দেবতার ভজন করিলে সেই সেই খণ্ডভাববিশিষ্ট গতি লাভ হয়। ভক্তিযোগের কথা এই যে, অন্য দেবাদির উপাসনা হইতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষশূন্যভাবে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তি আলোচনাপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।"

—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥"

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥"

—গীঃ ৯।৩৩-৩৪

অর্থাৎ অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া কেবলমাত্র আমারই নিরবদ্য ভজন কর।

আমাতে অর্পিতচিত্ত, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও আমার অর্চ্চন-নিরত হও এবং আমাকেই নমস্কার বিধান কর। এইপ্রকারে আমাকে আশ্রয় করতঃ আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৪র্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় অর্থাৎ অবিনশ্বর ফলপ্রদ 'অব্যয়যোগ' অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগের কথা

বলিয়াছিলাম, সূর্য্য তাহা নিজপুত্র শ্রাদ্ধদেব মনুকে বলিয়াছিলেন, তিনি আবার তাহা তৎপুত্র—ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছেন। এইপ্রকার পরম্পরাপ্রাপ্ত যোগের কথা নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। ইহলোকে কালক্রমে তাহা নষ্টপ্রায় হইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এজন্য সেই লুপ্তপ্রায় পুরাতন উত্তম রহস্যপূর্ণ জ্ঞানযোগকথা অদ্য তোমাকে উপদেশ করিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন—"হে কৃষ্ণ, সূর্য্য কত প্রাচীন, আর তুমি হইলে আধুনিক, তুমি ঐ অব্যয়যোগের কথা সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছ ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর বলিয়া জানিতে পারি?" তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ কহিলেন—"অর্জ্জুন, তোমার ও আমার ইতঃপূর্ব্বে বহুজন্ম বিগত হইয়াছে, আমি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তজ্জন্য সেসকল কিছুই বিস্মৃত হই নাই, তোমরা আমার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ভক্ত হইলেও লীলাপুষ্টির জন্য আমা কর্ত্তৃক তোমার জ্ঞানটি আবৃত হইয়াছে বলিয়া তুমি সে সকল স্মরণ করিতে পার না।" এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীভগবান্ ও জীবগণ জগতে পুনঃ পুনঃ আগমন করেন বটে, কিন্তু তদুভয়ের আগমনে বিশেষ পার্থক্য আছে। শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ ; শ্রীভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, জন্মরহিত, অব্যয়স্বরূপ হইয়াও নিজ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিকে অবলম্বন পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় লীলাবশতঃ দেবতির্য্যগাদিরূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু মায়াবশ জীব মায়াশক্তিপ্রভাবে কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া স্ব-স্ব কর্ম্মানুযায়ী লিঙ্গশরীরাশ্রয়ে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের আবির্ভাব তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে, কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় তাঁহার বিশুদ্ধ চিন্ময় শরীর স্থূল ও লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা আবৃত হয় না। তিনি তাঁহার নিত্যশুদ্ধ চিন্ময় শরীরেই প্রাপঞ্চিক জগতে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ইচ্ছামত লীলাবিলাস করতঃ সেই চিৎশরীর সহিতই অন্তর্দ্ধান বা আত্মগোপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চিন্ময় শরীর কখনই জরাব্যাধের বাণবিদ্ধ হইতে পারে না। অবিচিন্ত্য শক্তি ভগবান্‌কে মায়াবশযোগ্য জীবের ন্যায় কোন প্রাকৃতবিধির বাধ্য হইতে হয় না। প্রাকৃত মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় তিনি জন্ম মৃত্যুর অধীন তত্ত্ববিশেষ নহেন। নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় শ্রীহরি, তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব জড়জগতে অনায়াসে বিশুদ্ধস্বরূপে প্রকাশ করিতে পারেন অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিন্ময় স্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। মায়াবদ্ধ ভূমিকায় বাস করিতে করিতে মায়াবদ্ধ জীব আমরা মায়িক ধারণায় এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, মায়াতীত চিন্ময় ভূমিকার কোন অলৌকিকী ধারণার কথাই আমাদের জড় মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে চাহে না। আমাদের ত্রিগুণরাগরঞ্জিত চশমা দিয়া দেখিতে গিয়া শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্মাদির চিন্ময়ত্ব—অলৌকিকত্ব কিছুতেই ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যে সমস্ত প্রাপঞ্চিক বিধির অতীত, প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও তাহা যে পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত, শ্রীভগবান্ যে তাঁহার নিত্যশুদ্ধ স্বরূপগত চিন্ময় স্বভাব অবলম্বন করিয়াই স্বীয় চিচ্ছক্তি যোগমায়া দ্বারা জন্মাদি লীলা আবিষ্কার করেন, তাহা তাঁহারই কৃপা ব্যতীত কেহই ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। এজন্যই শ্রীভগবান্ কহিলেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

—গীঃ ৪।৬

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, জন্মরহিত, অবিনশ্বর শরীর এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে অবলম্বন করিয়াই আত্মভূতা মায়া বা চিচ্ছক্তি যোগমায়া দ্বারা দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি লোকে আবির্ভূত হই। 'স্বাং প্রকৃতিং' বলিতে শ্রীল স্বামিপাদ 'স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি' এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ" অর্থাৎ 'প্রকৃতি' বলিতে 'স্বভাব'। স্বীয় স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক স্বরূপে স্বেচ্ছায় সম্ভূত হই, ইহাই অর্থ। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও প্রকৃতিকে 'স্বরূপ' বলিয়াছেন। স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই আবির্ভূত হই, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ কখন আবির্ভূত হন, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যখন যখনই ধর্ম্মের

গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বা আধিক্য হয়, তখন তখনই আমি আবির্ভূত হই। (গীঃ ৪।৭)

কি নিমিত্ত তিনি আবির্ভূত হন, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—আমার একান্ত ভক্তগণকে আমার অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ এবং যাহারা দুষ্কৃতিশালী অর্থাৎ আমার একান্ত ভক্তগণকে দুঃখদানকারী, তাহাদের বিনাশ সাধনার্থ এবং আমার ধ্যান-যজন-পরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে স্থাপনার্থ আমি প্রতিযুগে আবির্ভূত হই। (গীঃ ৪।৮)

সুতরাং এই কলিযুগেও তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার নিজমুখবাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে। আবার ভক্তরাজ প্রহলাদও শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্" (ভাঃ ৭।৯।৩৮) অর্থাৎ আপনি কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হন।

নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদেও দৃষ্ট হয়—নবযোগেন্দ্রের অন্যতম নবমযোগেন্দ্র করভাজন ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন—

"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥"
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"
—ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২

[অর্থাৎ "সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার বিষয় শ্রবণ করুন।"

"যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, যাঁহার অঙ্গ—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় এবং 'উপাঙ্গ'— তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনামশব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদর-স্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ 'পীত' (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধোগণ সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।"]

এস্থলে কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কথা স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো' এই দশম স্কন্ধীয় গর্গোক্তিতেও কলিতে পীতবর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের একান্ত কৃপা ব্যতীত ঐসকল শাস্ত্রবাক্য মহাপ্রভুপর বলিয়া বিশ্বাস হইবে না।

শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী গীতায় বলিতেছেন—

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥
—গীঃ ৪।৯

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম (লীলা) অপ্রাকৃত। (শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ উভয়েই 'দিব্য' শব্দের 'অপ্রাকৃত' এবং শ্রীস্বামিপাদ 'অলৌকিক' অর্থ করিয়াছেন। অবশ্য অলৌকিক অর্থও অপ্রাকৃত।) যিনি তত্ত্ববিচারক্রমে তাহা অবগত হন, তিনি দেহত্যাগ পূর্ব্বক আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ("কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি প্রকাশ রূপ হ্লাদিনী শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান অভাবে আমার জন্ম, কর্ম্ম ও প্রপঞ্চ-প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা কর্ম্মজড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধুকৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল ভক্তি উদিত হয় না।" —শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শতাধ্যায়ী শ্রীব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই কৃষ্ণকে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, স্বয়ং অনাদি অথচ সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ বলা হইয়াছে। গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহার নিকট হইতেই অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্ররাজ ও অপ্রাকৃত কামগায়ত্রী লাভ করতঃ অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি বলিয়া দিব্য স্তব করিলেন। মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ৭১।৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ 'কৃষি' শব্দ আকর্ষক সত্তাবাচক, 'ণ' 'নির্বৃতি' বা পরমানন্দবাচক, এতদুভয়ের ঐক্য 'কৃষ্ণ' বলিয়া অভিহিত হন। (কৃষ্ ধাতু 'ণ' প্রত্যয়যোগে ঐ একই অর্থবোধক)

শ্রীবাসুদেবোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

'দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়েৎ'।

সামোপনিষদে—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়।

প্রভাসখণ্ডে ও পদ্মপুরাণে শ্রীনারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তি— 'নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ'। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে কথিত হইয়াছে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

অর্থাৎ পরম পবিত্র শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করিয়া যে ফল লাভ হয়, এক কৃষ্ণনামের একবার আবৃত্তিতেই সেই ফল লভ্য হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ ভাগবতেও কৃষ্ণকে 'পরং ব্রহ্ম', 'পূর্ণং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বলা হইয়াছে—

'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্'।

'যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।'

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও কৃষ্ণকে 'নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ"

শ্রীগীতাতেও বলা হইয়াছে—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"।

শ্রীতাপনীশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ"
"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ"
"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্" ইত্যাদি।

শ্রীভাগবত একাদশেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও আদ্যত্ব যুগপৎ উক্ত হইয়াছে—

'পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি।'

শ্রীগোপালতাপনী (পূর্ব্ববিভাগ) ও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ ১॥

অর্থাৎ "যাঁহা হইতে ভক্তজনের অবিদ্যা, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশরূপ পঞ্চক্লেশ নিবৃত্ত হয়, যিনি বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, সর্ব্বপ্রকার হিতের উপদেষ্টা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণ মনোবুদ্ধির সাক্ষী, সেই নিত্য-জ্ঞান আনন্দরূপি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।"

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব—পরং ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুনিন্দকজ্ঞানে অসম্ভাষ্য বলা হইয়াছে—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥"

—চৈঃ চঃ ম ২১।১০১-১০৩

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—তাঁহার চিচ্ছক্তি নামক যোগমায়ার সন্ধিনীগত বিশুদ্ধসত্ত্ব তত্ত্বের পরিণাম-স্বরূপ।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি পর-ব্যোমলীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার লীলা, মৎস্য কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্ম-শিবাদি গুণাবতার-লীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময়-ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে তারতম্য বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ— নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণমল-বিশিষ্ট নহে।"

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১৬৫ পৃষ্ঠার পর]

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি নচালমধ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নাই, অহো! সেই আপনি গোবৎস এবং গোপবালকগণের রূপে আনন্দে যাহাদের স্তন্যামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন, সেই ব্রজ গো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্য ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ টীকা—কিঞ্চ তত্র তদ্ভক্তেষ্বতিনিকৃষ্টস্য মমৈতাবত্যেব প্রার্থনা সমুচিতা ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলবতী ভূয়াৎ যে তু ত্বদ্ভক্তেষ্বতিপ্রকৃষ্টাস্তেষাং ত্বয়ি শুদ্ধবাৎসল্যাদিরতিভাজাং পদবী প্রার্থয়িতুমযোগ্যা অস্মদাদিভিরতিদুর্ল্লভা কেবলং স্তূয়তে এবেত্যাহ— অহো ইতিদ্বাভ্যাম্। ব্রজস্থা গাবো রমণ্যো গোপ্যশ্চ অতিধন্যাস্তত্রাপ্যহো ইত্যাশ্চর্য্যাভিধায়কপদেন বাঙমনসাগোচরশ্চমৎকারাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তমেবাহ—তে ত্বয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপেণাপি যাসাং স্তন্যং দেহৈকাবয়বস্তনোদ্ভবম্ অমৃতং পীতং তত্রাপি মুদা তত্রাপ্যতীবেতি পুনঃ পুনঃ পানেঽপি মুদঃ প্রতিক্ষণবর্ধিষ্ণু ত্বমেব তত্রাপি গবাং বৎসতরাত্মনেতি দোহনাদিব্যবধানস্যাসহ্যত্বং গোপীনামাত্মজাত্মনেত্যন্যথা তৎপ্রাপ্ত্যভাবঃ তত্রাপি বিভো, ইত্যতিলোভাৎ স্বস্য বহুস্বরূপীকরণেনেতি তাসাং মধ্যে একস্যা অপ্যেকস্তনোত্থো রসোঽপি ত্বয়া ত্যক্তুমশক্য ইত্যানন্দমাত্রস্বরূপস্য তবাপ্যানন্দকত্বাত্তাসাং বপুষঃ সচ্চিদানন্দত্বে কে নাম সংশেরতে ইতি ভাবঃ। যস্য তব তৃপ্তয়ে "তৃপ প্রীণনে" যং ত্বাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। অদ্যাপি অনাদিকালতঃ প্রবৃত্তা অদ্য পর্য্যন্তা অপি সর্ব্বেঽপি যজ্ঞা অস্মদাদিকৃতা মন্ত্রানুষ্ঠান পাবিত্র্যাদ্যবিকলা অপি নালং ন সমর্থাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—আরও 'আপনার ভক্তগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট আমার এই মাত্রই সমুচিত প্রার্থনা আপনার প্রসাদে ফলবতী হউক, যাঁহারা আপনার ভক্তগণের মধ্যে অতিপ্রকৃষ্ট, আপনার প্রতি শুদ্ধ বাৎসল্য প্রভৃতি রতিমান সেই ভক্তগণের মার্গ প্রার্থনার অযোগ্য, আমাদের অতি দুর্ল্লভ, কেবল স্তুতি করিতেছি' ইহা 'অহো' এই দুইটী পদ্যে বলিতেছেন। ব্রজে স্থিত 'গোগণ' এবং 'রমণী' গোপীগণ অতি ধন্যা, 'অহো' এই আশ্চর্য্যবাচক পদের দ্বারা বাক্যমনের অগোচর চমৎকারাতিশয় ব্যঞ্জিত হইতেছে। তাহাই বলিতেছেন। 'তে' সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও আপনা কর্ত্তৃক, যাহাদের 'স্তন্য' দেহের একটি অবয়ব স্তন হইতে উৎপন্ন অমৃত 'পীত' হইয়াছে, তাহাতেও 'মুদা' আনন্দে, তাহাতেও 'অতীব' ইহার দ্বারা এই অমৃত পুনঃ পুনঃ পানেও আনন্দের প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীলই, তাহাতেও গোসমূহের 'বাৎসরাত্মনা' বৎসতর (বাছুর) রূপে, ইহার দ্বারা দোহন প্রভৃতির ব্যবধান অসহ্য, গোপীগণের 'আত্মজাত্মনা' (পুত্ররূপে), ইহার দ্বারা অন্যরূপে সেই অমৃতের প্রাপ্তির অভাব, তাহাতেও 'বিভো' ইহার দ্বারা অতিশয় লোভবশতঃ নিজেকে বহুস্বরূপ করণের দ্বারা, (ইহার দ্বারা) সেই গোপীগণের মধ্যেও একগোপীরও এক স্তন হইতে উত্থিত রসও আপনি ত্যাগ করিতে অসমর্থ, ইহার দ্বারা আনন্দ মাত্র স্বরূপ আপনারও আনন্দ কারিণী, এই হেতু সেই গোপীগণের শরীর যে সচ্চিদানন্দময়, ইহাতে কাহারা সংশয় করিবে? এই ভাব। 'যৎ' যে আপনার, 'তৃপ্তয়ে' যে আপনাকে প্রীণন 'প্রীত' করিবার নিমিত্ত, এই অর্থ। তৃপ্ প্রীণন অর্থে। 'অদ্যাপি' অনাদিকাল কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া এইদিন পর্য্যন্তও, আমি প্রভৃতি কর্ত্তৃক কৃত সকলও (অধ্বর) যজ্ঞ, মন্ত্র অনুষ্ঠান পবিত্রতাদির দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়াও, 'নালং' সমর্থ হয় নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১৯)

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

'ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজ-নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ।
সহস্রগায়কান্মহ্যং দেহি ত্বং করুণাময়।
ইতি চৈতন্যপাদে স উবাচ মধুরং বচঃ।
স্বপ্রকাশ বিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ ॥'

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৭১ শ্লোক

যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় চতুর্ব্যূহান্তর্গত অনিরুদ্ধ তিনিই গৌরলীলায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীরাধিকার প্রিয় সখী শশিরেখা শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতে অন্তর্প্রবিষ্ট আছেন।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব স্থান ত্রিবেণীর নিকট গুপ্তিপাড়াতে বলিয়া অনেকে বলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এইরূপ অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি একভাবে চব্বিশ প্রহর অর্থাৎ তিনদিন পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥
'দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ' ॥
প্রভু বলেন,—'তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাঙ আর পাখা' ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭-২০

ইনি শ্রীবাস অঙ্গনে ও শ্রীচন্দ্রশেখরভবনে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনকালে নৃত্য করিতেন।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ প্রিয় ছিলেন যে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিচর্য্যার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার ভাজন হইয়াছিলেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে তাঁহার যে অপরাধ হইয়াছিল সেই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাপরাধের প্রায়শ্চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

"শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর ॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥
পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান ॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণব বন্দন ॥
সবা' হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত কবিত্ব বিপ্র কর' তুমি গিয়া ॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥
এই সত্য কহি, তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল ॥
আর যদি নিন্দ্য-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥
এই সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায় ॥"

—চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৩।৪৪৯-৪৫৮

"অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণবনিন্দা করে, সেই মুখে অনুতপ্ত হইয়া নিজাপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব বন্দনা করিলে তাহার মঙ্গললাভ ঘটে। যেরূপ বিষভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় শরীর জরজর হয়, আবার বিষনাশক অমৃত পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণবনিন্দা পুনরায় না করিলে কোটি প্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণবনিন্দা-

জনিত যে পাপ দূর হয় না, সেই পাপ বৈষ্ণবের স্তুতির দ্বারাই দূরীভূত হয়।

বৈষ্ণবসেবার ফলে কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে অবস্থান করায় তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিলেন। এই দেবানন্দ পণ্ডিত স্মার্ত্তধর্ম্মে-প্রবিষ্ট হইলেও মহা-জ্ঞানী ও সংযত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্য ছিল না। তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াদির অবশীভূত ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। শ্রীবক্রেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সেই দুর্বুদ্ধি দূর হইলে তিনি ভগবানে শ্রদ্ধালু হইলেন।"

—চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৩।তথ্য

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্য-প্রিয়-পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র॥
নিরবধি কৃষ্ণ-প্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল॥"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৬৯-৪৭০

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের মহিমা দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট বর্ণন করিয়াছেন।

"প্রভু বলে—তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥"

—চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৩।৪৯৩-৯৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষালন হইলে তাঁহাকে স্নেহার্দ্রচিত্তে উপদেশ প্রদানমুখে বলেন —পণ্ডিতাভিমানী দাম্ভিকগণ ভাগবত অর্থ বুঝিতে পারে না, শরণাগতের নিকটেই ভগবতার্থ প্রকাশিত হয়, ভাগবতের প্রতিপাদ্য একমাত্র শুদ্ধভক্তি, গ্রন্থ ভাগবতকে ভক্ত ভাগবতের সহিত অভিন্ন জানিয়া ভাগবত কীর্ত্তন করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

"ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তা'র হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য-কৃষ্ণ-রঙ্গ॥
বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৫১৪-১৮

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন পুরুষোত্তমধামে ছিলেন, তখন টোটাগোপীনাথে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং অন্যান্য গৌরপার্ষদগণের সহিত তিনিও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ভাগবত শ্রবণ করিতেন। ভক্ত ভাগবতের নিকটই গ্রন্থ ভাগবত শ্রবণীয়।

গোপালগুরু শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। গোপালগুরুর পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত, তাঁহার পিতৃদেবের নাম ছিল মুরারি পণ্ডিত। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরুর মধ্যেও অলৌকিক শক্তি প্রকাশের কথা শুনা যায়। গোপালগুরু বাল্যাবস্থা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর প্রণাম করিতে আসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে ক্রোড়ে রাখিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। গোপাল শিশুবয়সে শুচি-অশুচি সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনীয় ইহা শিক্ষা দিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট 'গুরু' উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীগোপালগুরু বৃদ্ধ হইলে নির্য্যাণ লাভের পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত শ্রীরাধাকান্ত শ্রীবিগ্রহের সেবা সমর্পণ করেন। কথিত আছে গোপালগুরুর শ্রীঅঙ্গ স্বর্গদ্বারে দাহ করিবার জন্য আনিলে রাজপুরুষগণ আসিয়া রাধাকান্ত মঠ অবরোধ করে। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রবল আর্ত্তিভরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে গোপালগুরু গোস্বামী শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া রাধাকান্ত মঠে আসিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া পুনরায় অন্তর্ধান লীলা করেন। কিন্তু তৎপরেও গোপালগুরুকে বৃন্দাবনে সাক্ষাৎভাবে প্রকটিতরূপে ভজন করিতে দেখিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া-

ছিলেন। তাঁহার বিগ্রহ এখনও রাধাকান্ত মঠে নিত্য সেবিত হইতেছেন। উৎকল প্রদেশে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্যগণ অধিকাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন।

পুরীতে রথযাত্রাকালে যখন রথাগ্রে সাতসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন হইত তন্মধ্যে চতুর্থ সম্প্রদায়ের মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ, নর্ত্তক ছিলেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যশাখা অথবা গদাধর পণ্ডিত শাখায় বর্ণিত হন।

আষাঢ়ী শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত তিরোধানলীলা করিয়াছেন এইরূপ জানা যায়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের শ্রীশ্রীগৌরধামরজঃ প্রাপ্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১৭৬ পৃষ্ঠার পর]

১৯৪৪ সালে শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী একান্ত পারমার্থিক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নাম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে অবস্থান করতঃ শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর সেবা করিয়া তাঁহার বিশেষ স্নেহ, কৃপা ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব যখন দক্ষিণ কলিকাতা ৮ নম্বর হাজরা রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গৃহত্যাগ অভিপ্রায়ে শ্রীল গুরুদেবের দর্শনে আসিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজীকে তথায় শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎ সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত থাকিতে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রীল গুরুদেবের স্নেহসিক্ত ব্যবহাররূপ সৌভাগ্যাতিশয্যও দর্শন করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভু বহুদিন মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষকরূপে তথাকার দায়িত্বপূর্ণ সেবা পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের পূজারীরূপে এবং তৎপরে শ্রীবাসাঙ্গনে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠেও সংবৎসরকাল অবস্থান করতঃ শ্রীমঠের বহু সেবা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীল নৃসিংহানন্দ প্রভু।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব যেকালে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি সংস্থাপন করেন, শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভুও তৎকালে মঠারম্ভের প্রথম হইতে শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তথায় অবস্থান করতঃ বহু ক্লেশ ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শ্রীগুরুমনোঽভীষ্ট-সেবায় আপ্রাণ যত্ন করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে অন্যত্র গেলেও দীর্ঘ দিন শ্রীমায়াপুর মঠে থাকিয়া সেবা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকিবার অভিপ্রায়ে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ নামে পরিচিত হন।

তাঁহার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই তিনি শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কোনও কিছু করিবার জন্য কোনও দিনই উৎসাহবিশিষ্ট ছিলেন না। নিষ্কপট গুর্ব্বানুগত্য হেতু তিনি গুরুদেবের বিশেষ কৃপার ভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, বামনপুকুর, বল্লালদীঘি প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি গ্রামবাসিদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। বিপদ্ আপদে সকলেই আসিয়া তাঁহার পরামর্শ লইতেন। তাঁহার প্রয়াণে গ্রামবাসী অনেকেই নিজদিগকে অভিভাবকশূন্য মনে করিতেছেন। সমস্যাকালে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণের জন্য আসিতেন। অতিথি অভ্যাগতগণ যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে তৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

তাঁহার অভাবরূপ শূন্যতা বহুদিন ধরিয়া অনুভূত হইবে।

মঠের প্রাচীন সেবকগণ যাঁহারা প্রথমাবস্থায় শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজকে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, তিনি সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ও ভাল মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় হরিকথাও বলিতে পারিতেন।

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে ২১শে মে প্রাতে যথা-বিহিতভাবে তাঁহার সমাধিকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়াকালে তাঁহাকে শেষবারের মত দর্শন করিতে মঠে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। যোগদানকারী ভক্তগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন বৃহস্পতিবার শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁহার বিরহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্নে বিরহসভায় পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশনমুখে সকলকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনা প্রদান করেন, তৎপর শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের গুণ-মহিমা কীর্ত্তনমুখে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে বিরহ-মহোৎসবে বিভিন্ন মঠের সাধুগণকে ও বিভিন্ন স্থান হইতে আগত গৃহস্থ ভক্তগণকে—পাঁচ শতাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

হায়দ্রাবাদ মঠে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল
বর্ষব্যাপী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্‌ঘাটন

হায়দরাবাদ মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্‌ঘাটন

সভামণ্ডপে উপবিষ্ট বাম হইতে—শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, বন্দেমাতরম্ শ্রীরামেশ্বর রাও, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, রাজ্যপাল ডঃ শঙ্করদয়াল শর্ম্মা এবং শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আয়োজিত বর্ষব্যাপী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে গত ২২শে মে হায়দ্রাবাদ দেওয়ান দেউড়ীস্থিত শ্রীমঠে সুসম্পন্ন হয়, উহা শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার গত পঞ্চবিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণ, স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বন্দে মাতরম্ শ্রীরামেশ্বর রাওয়ের সভা-

পতির অভিভাষণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের অভিভাষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উক্ত সংবাদ ইংরাজী, হিন্দী, তেলগু ও উর্দ্দূ ভাষায় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ 'দি হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা গত সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ২৩শে মে (১৯৮৫) বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

Governor's stress on moral values

Express News Service

Hyderabad, May 22

Governor Shankar Dayal Sharma, inaugurating the fifth centenary celebrations of Lord Chaitanya Mahaprabhu here on Wednesday, stressed on the strengthening of ethical and moral values among people for welfare of all mankind.

Inaugurating the quincentenary celebrations, organised by the Chaitanya Gaudiya Math, southern Zone, he said peace in the Indian context meant not only absence of strife but inculcating of a feeling of oneness and harmony among various sections of the society.

Earlier, welcoming the gathering, Acharya B. V. Bharati, General Secretary of the All-India Chaitanya Gaudiya Math, said an all-out effort should be made to impart moral teachings through various media to counter the growing trend of thought of violence in a section of youth in the country.

Chief Acharya of the All-India Chaitanya Gaudiya Math, Sreemad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj blessed the gathering. Arya Samajist Vandemataram Ramachandra Rao spoke.

পুরীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান
ওড়িষ্যার রাজ্যপাল কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির-তোরণদ্বারের উদ্‌ঘাটন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবপীঠে পুরী গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান এবং শ্রীমঠের পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরতোরণদ্বারের উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে বিগত ২ আষাঢ়, ১৭ জুন সোমবার হইতে ৪ আষাঢ় ১৯ জুন বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ওড়িষ্যার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে মহোদয় ১৭ই জুন সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকায় শ্রীমঠ-সন্নিধানে উপনীত হইলে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। অতঃপর রাজ্যপাল পবিত্র শঙ্খধ্বনির সহিত শ্রীমন্দিরতোরণদ্বারের উন্মোচন করেন। রাজ্যপাল শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানে নির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধানয়নমণিজীউ এবং বলদেব, সুভদ্রা, জগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমা করতঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ শ্রীমধ্ব-শ্রীরামানুজ-শ্রীবিষ্ণুস্বামী-শ্রীনিম্বাদিত্য চারি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। রাজ্যপাল সভামণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য

আরম্ভ হয়। মাননীয় রাজ্যপাল প্রধান অতিথিরূপে এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র সভাপতিরূপে বৃত হন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে শুভবিজয়' নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যে লিখিত অভিভাষণ প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"We are to speak today on the subject—"Sree Krisna Chaitanya Mahaprabhu's Holy Advent at "Sree Neelachal" in the first sitting of the 3-day meeting on the occasion of the Fifth Centenary of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu and inauguration of the Temple-Gate of the Math. We are to discuss three points in the subject—about 'Sree Chaitanya Mahaprabhu', 'Sree Neelachal Dham' and 'Sree Chaitanya Mahaprabhu's Holy Advent in Neelachal'. There are two aspects of a thing —morphological— thing as it appears outwardly and ontological—thing as it is actually. Material senses, intellect and mind can have knowledge of the morphological aspect of the thing. Thing-in-itself cannot be known, but realised through its descent or grace. According to the Indian theologists, specially according to the Vaisnav School of thought, ultimate Reality is Person. God-head is Masculine and not neuter. God reveals Himself to a surrendered soul. It is said in the Kathoponishad,— "Paramatma cannot be attained by speeches, intellect or erudition (scriptural knowledge). Paramatma reveals His Transcendental Spiritual Form only to a surrendered soul". Brahma says in his prayer to Sree Krishna—"One who is blessed with a tinge of Lord's Grace is eligible to know Him, but without His Grace nobody can know Him even if he endeavours eternally".

'Sree Chaitanya Charitamrita' written by Sreela Krisna Das Kaviraj Goswami and Sree Chaitanya Bhagavat written by Sreela Vrindavan Das Thakur are the two authentic scriptures on Sree Chaitanya Mahaprabhu. The Ontological aspect of Sree Chaitanya Mahaprabhu has been clearly described in Sree Chaitanya Charitamrita by Sreela Krishnadas Kaviraj Goswami. Sree Kaviraj Goswami says,— 'Advaita Brahma (Impersonal Godhead) of the Upanishads is the Halo of the Person of Supreme Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu; Paramatma is His Partial Manifestation, but Sree Krisna Chaitanya Mahaprabhu is the Ultimate Reality—Supreme Personality possessing six-fold potencies—majesty, might, glory, beauty, wisdom and supremacy. Sree Krisna and Radha combined has become Sree Krisna Chaitanya Mahaprabhu. There are many scriptural evidences regarding Supreme Divinity of Sree Chaitanya Mahaprabhu which cannot be stated here due to paucity of time.

Sree Chaitanya Mahaprabhu appeared at Sree Mayapur, Nadia, West Bengal in 1486 A.D. and remained in this world for forty eight years. Sree Kaviraj Goswami has made three broad divisions in his description of the Life-History of Sree Chaitanya Mahaprabhu—Adilila, Madhyalila and Antyalila. The pastimes of Sree Chaitanya Mahaprabhu as a householder for twenty four years from birth till sannyas are narrated in the Adilila of Sree Chaitanya Charitamrita. In Adilila Sree Chaitanya Mahaprabhu was known as Nimai, Gour Hari and Biswambhar. The second half of His life after sannyas is divided into two—Madhyalila and Antyalila. His pracharlila for six years—His extensive preaching tour in India to rescue the fallen souls—is described in Madhyalila. He passed His last part of life for eighteen years continuously at a stretch at Puri. This last part is narrated in Antyalila of Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu associated with all His devotees for six years out of His last eighteen years of stay at Puri. But He absolutely kept Himself aloof from all in the remaining twelve years at Gambhira (Kashi Misra Bhavan) except Sree

Swarup Damodar and Sree Roy Ramananda with whom He relished the most secret esoteric feelings of the highest order of Divine Love.

Sree Nimai took sannyas at the age of twenty four at Katwa from Sree Keshav Bharati and thence forth He was known as Sree Krisna Chaitanya Mahaprabhu. After taking Sannyas Sree Chaitanya Mahaprabhu became very much impatient to see Sree Krisna and was running towards Vrindavan. Sree Nityananda Prabhu cleverly managed to divert Mahaprabhu's direction of going from Vrindavan to Shantipur. When Sree Chaitanya Mahaprabhu came to the Ganges, He was exceedingly delighted thinking it to be Yamuna and the adjoining place Vrindavan. But He came to realise His mistake when He saw Sree Advaita Acharya there with new saffron clothes. Sree Advaita Acharya took Him to Shantipur where Sachi Devi, mother of Sree Chaitanya Mahaprabhu and other personal associates of Sree Chaitanya Mahaprabhu assembled. The devotees were charmed to see the Sannyasi Murti of Sree Chaitanya Mahaprabhu. Sree Chaitanya Mahaprabhu consoled His mother Sachi Devi seeing her intense grief saying that He had committed mistake in taking Sannyas, He would do whatever Sachi Devi would order Him to do. As Sachi Devi was a pure devotee, she wanted eternal welfare of her son and not her own satisfaction. So she did not press Sree Chaitanya Mahaprabhu to stay with her at the house. It was her desire that Sree Chaitanya Mahaprabhu should stay in such a place from where she could easily get the news of His well-being. As per desire of Sree Sachi Devi, Sree Chaitanya Mahaprabhu decided to stay at Neelachal Dham. Accordingly Sree Chaitanya Mahaprabhu left for Sree Neelachal Dham from Shantipur with Sreeman Nityananda Prabhu, Sree Jagadananda Pandit, Sree Mukunda and Sree Damodar Pandit.

Neelachal Dham is the Transcendental Spiritual Abode of Supreme Lord Sree Jagannath Deva. It is Bhouma-Vaikuntha. It is stated in the scriptures that when everything will be destroyed in Mahapralaya, Neelachal Dham will continue to exist. Neelachal Dham is variously described as Sree Kshetra, Puri, Purusottam, Jagannath Kshetra. Sree Kshetra means the Abode of Lakshmi Devi or Sreemati Radha Rani—the Internal Potency of Jagannath Deva. Puri means the Abode of Supreme Master Vishnu. Sree Krisna is Lila Purusottama. As Sree Jagannath Deva is One with Sree Krisna, He is also Lila-Purusottama. Sree Krisna says in the Geeta—"As I am superior to Jiva and also superior to Brahma and Paramatma, I am reputed as Purusottam in this world and in the Vedas". So, Neelachal Dham is known as Purusottama Dham. Considering on the stand point of 'Rasa' or 'Ananda' there exists excellence of Biraha-Rasa at Purusottama Dham. Without Biraha (Separation) Ananda of Sambandha cannot be realised. Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu Who is One with Sree Krisna and Sree Jagannath Deva, manifested this Biraha-Prema (Bipralamva Rasa) by accepting the complexion and Bhava (mood) of Sreemati Radha Rani. We will get climax of Biraha Prema-Rasa in Purusottam Dham. Even there is more manifestation of Biraha-Rasa in Purusottam Dham than it is in Sree Nabadwip Dham. It is stated in the scriptures, people can get the fruit of Kirtana by only speaking, parikrama by walking, dandawat pranam by lying, samadhi by sleeping in Purusottam Dham. Supreme Lord has manifested Himself in this world in Infinite Forms of which His descent as Archa-Murti, has got special significance. Lord appeared in this world (Bhouma Jagat) as Archa Avatar to rescue the fallen souls by giving them oppor-

tunity for Darsan and seva. Lord's appearance as Archa Murti in Mathura is Keshav, at Neelachal, Jagannath, at Prayag, Madhav, at Mandar, Madhusudan at Visnu-Kanchi, Visnu, at Sree Mayapur, Sree Hari and as Archa Murtis at Anandaranya—Basudev, Janardan and Padmanabha.

Nityananda Prabhu was not happy on seeing Sree Chaitanya Mahaprabhu carrying Danda with Him. A conditioned soul takes Danda to control his senses and to engage him in the service of Lord. As Sree Chaitanya Mahaprabhu is Himself Supreme Godhead, it is not befitting for Him to take Danda, at least devotees cannot be happy on seeing Him taking Danda. When Sree Chaitanya Mahaprabhu was in Divine ecstatic mood and had no awareness of the outside world, Nityananda Prabhu broke the Danda in three pieces and threw them in the river Bhargi. When Sree Chaitanya Mahaprabhu on coming to His sense was searching for Danda, Nityananda Prabhu told Him, that due to His fall on Danda during His Divine ecstatic mood, Danda was broken and so it was thrown in the river Bhargi. Sree Chaitanya Mahaprabhu was displeased on hearing this and understood the motive of the devotees. He was reluctant to go with them further. Sree Chaitanya Mahaprabhu told them, either they should go first, he would go later or He would go first, they should go afterwards. It was decided that Sree Chaitanya Mahaprabhu would go first and the devotees would follow Him. Sree Chaitanya Mahaprabhu on reaching Atharonala first saw Sree Jagannath Temple from there. He became infatuated with Krisna-Prema on seeing a boy playing flute at the top of the Temple. He rushed to the Jagannath Temple where He fell down unconscious on seeing Sree Jagannath Deva. The Sevakas of Jagannath Temple immediately came to remove Sree Chaitanya Deva from inside Jagannath Temple. But Sree Basudev Sarbabhouma prohibited them to do so. He was very much astonished to see the beautiful Sannyasi and wonderful expressions of Astaswatikvikar in His Divine Form. He brought Him to his house. Sree Nityananda Prabhu and other associates came later and was searching for Sree Chaitanya Mahaprabhu. They came to know from Sree Jagannath Temple that Sree Chaitanya Mahaprabhu was removed to Basudev Sarbabhouma's house. They reached there. They were extremely perturbed seeing the unconscious state of Sree Chaitanya Mahaprabhu and started Sankirtan. On hearing Sankirtan Chaitanya Mahaprabhu regained consciousness. Basudev Sarbabhouma in age was much older than Sree Chaitanya Mahaprabhu. Basudev Sarbabhouma was happy when he was introduced about Sree Chaitanya Mahaprabhu that He belonged to Nabadwip Dham and was connected with Sree Neelambar Chakraborty. Basudev Sarbabhouma, out of affection for Sree Chaitanya Mahaprabhu, advised Him to hear Vedanta from him for seven days, so that His Sannyas Dharma might be retained. Sree Chaitanya Mahaprabhu obeyed his orders and heard Vedanta from him for seven days. When Basudev Sarbabhouma enquired Him whether he had understood Vedanta Sutra or not, Sree Chaitanya Mahaprabhu told him that, He had understood Vedanta Sutra clearly, but could not understand his explanation. Basudev Sarbabhouma was annoyed on hearing this and started arguing with Him on the meaning of Brahma, etc. Sree Chaitanya Mahaprabhu refuted all his points, views and contentions and established His own contention—that Brahma is 'Savises' and not 'Nirvises'. Basudev Sarbabhouma was simply charmed on seeing the unfathomable erudition of Sree Chaitanya Mahaprabhu. He repented and apologized for arguing with Him and took absolute shelter at His Lotus Feet. Sree

Chaitanya Mahaprabhu graced him and showed him Sarabhuja Murti. This Sarabhuja Bhagawan is still being daily worshipped inside Sree Jagannath Temple. This is in short, the History of Sree Chaitanya Mahaprabhu's First Entrance into Neelachal Dham."

ওড়িষ্যার মাননীয় **রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে** মহোদয় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন— "আজ পৃথিবীতে ৫০০০ নিউক্লিয়ার বোমা তৈরী হইয়াছে। ক্ষুদ্র শক্তিযুক্ত আণবিক বোমাতে জাপানে হিরোসিমা ও নাগাসিকা ধ্বংস হইয়াছিল। উহা অপেক্ষা শত শত গুণ শক্তিযুক্ত ৫০০০ নিউক্লিয়ার বোমা যদি এক-সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে তাহা হইলে সংসারের কি কোন অস্তিত্ব থাকিবে? ইহার বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপে ৪ লক্ষ নরনারীর প্রতিবাদ ঝঙ্কৃত হইয়াছে— মানব-জাতিকে বাঁচাবার জন্য আণবিক বোমাগুলি অবিলম্বে নষ্ট করা হউক। মানুষের চিত্তবৃত্তি দূষিত ও হিংসাপ্রবণ হওয়ায় বিশ্বধ্বংসকারী আণবিক বোমার যে কোন মুহূর্তে অপব্যবহারের আশঙ্কা আছে। এমতাবস্থায় মানবজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে মানু-ষের চিত্তবৃত্তির সংশোধন এবং হৃদয়ের শুদ্ধিতার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই শুদ্ধিতা কি প্রকারে হইতে পারে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার প্রকটকালে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত নরনারীগণকে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত এবং কৃষ্ণপ্রেমলাভের সহজ সরল উপায় শ্রীহরিনাম সংকীর্তন-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করতঃ মানবজাতির মধ্যে অপূর্ব্ব ঐক্যবিধান করিয়াছিলেন। পাঁচ শত বৎসর পরেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন, প্রেমভক্তির বাণী ও নামসংকীর্ত্তন ভারত ও বিশ্ব-বাসীকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে। ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র উপায় প্রেম ও ভক্তি। ঈশ্বরে প্রেম আসিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রেম আসিবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের প্রতি আজ বিশ্বের নরনারীগণ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনধর্ম্মের সমাদর দৃষ্ট হইতেছে।"

ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের **অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র** সভাপতির অভিভাষণে বলেন— "পুরুষোত্তম ধাম পবিত্র ক্ষেত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা যে স্থানে সমবেত হইয়াছেন এই স্থানের পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও

পুরীতে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন
বাম হইতে—শ্রীরাজকিশোর রায়, অর্থমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র, ওড়িষ্যার রাজ্যপাল
শ্রীবিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে এবং শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই পবিত্র স্থানে আজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী আবির্ভাব অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হইতেছে। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম্মের আচার্য্যগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ওড়িষ্যায় পুরীতে আসিয়া আঠার বৎসর একাদিক্রমে ছিলেন। ওড়িষ্যার তদানীন্তন রাজা প্রতাপরুদ্র এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী শ্রীরায় রামানন্দাদি চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রভাব ওড়িষ্যাতে এইরূপ হইয়াছিল যে আজও সেই প্রভাবে ওড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ভাগবত পাঠ ও নাম-সংকীর্ত্তন হইতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামসংকীর্ত্তন ধর্ম্ম অধুনা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় বিশ্বের সাম্প্রতিক অগ্নিগর্ভের কথা বিস্তৃতভাবে আপনাদিগকে বুঝাইলেন। পৃথিবীকে এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে পারে একমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের বাণী।"

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ মঠের পক্ষ হইতে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে হার্দ্দী ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মেজর শ্রীবি, কে, মহান্তি ও ওড়িষ্যা সরকারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীযুগলকিশোর পট্টনায়েক দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে সভাপতিরূপে বৃত হন। বাঙ্কী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীভি, বি, এরাডি, ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীআর, বি, মিশ্র, ওড়িষ্যা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীডম্বরুধর পাঠক, শ্রীনারায়ণ মিশ্র য়্যাড্ভোকেট এবং শ্রীসদাশিব রথ-শর্ম্মা। এতদ্ব্যতীত 'নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য', 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয়** পুরীস্থিত শ্রীমঠে ক্রমসমুন্নতি দর্শন করিয়া হৃদয়ের উল্লাসভাব প্রকাশ করেন এবং তাঁহার

পুরী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশন
বাম হইতে—সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শ্রীআর-বি মিশ্র ওড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীডম্বরুধর পাঠক, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শ্রীভি-বি ইরাডি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, রাজস্বমন্ত্রী শ্রীজে-কে পট্টনায়ক এবং তৎপশ্চাতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ
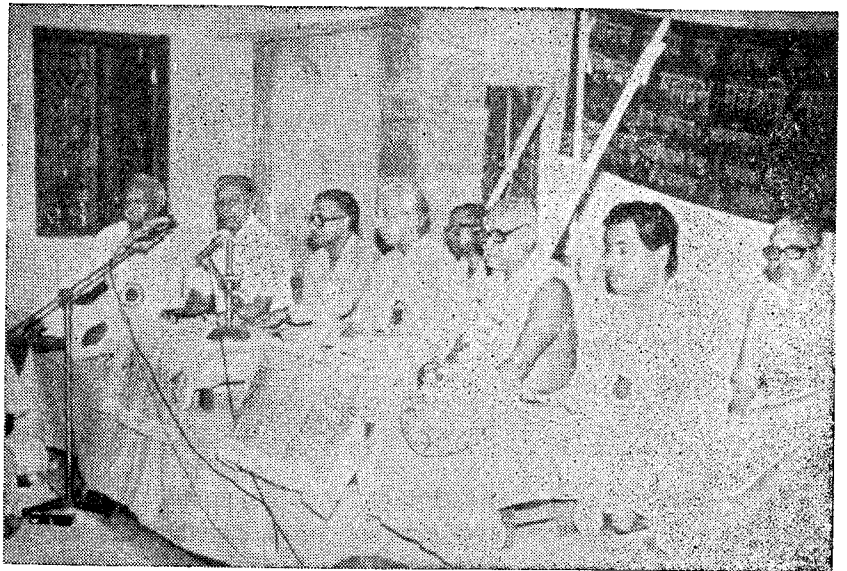
হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদানের পূর্ব্বে তিনি নবাগত সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ের এবং ওড়িষ্যা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরিচয় প্রদানমুখে তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগতার এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তির কথা বলেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন— "সংসারে যে ভয়ঙ্কর বিভেদভাব বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের বাণী অনুশীলন ও বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। মানুষের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন ও চিত্তের শুদ্ধিতা না আসা পর্য্যন্ত দেশের দুরবস্থা বিদূরিত হইতে পারে না। বাহ্যদর্শনে ভগবদনুভূতি হয় না। শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হয়। অন্তঃকরণ দূষিত থাকাকাল পর্য্যন্ত পার্থিব ও অপার্থিব মঙ্গললাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।"

১৯ জুন বুধবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথি-বাসরে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ তাঁহার শ্রীচৈতন্য আশ্রমের এবং শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দসহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য, ত্রিদণ্ডিযতিগণ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া বিরাট সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রাসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে পেঁছিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও মার্জ্জনসেবা সম্পাদন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং বাংলা ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীনৃসিংহ মন্দির এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরাদি দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট ধার্ম্মিক সজ্জন ১৮ই জুন তারিখে শ্রীমঠে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার, ২০ জুন রথ-যাত্রায় সর্ব্বসাধারণে খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণের এবং ২২শে জুন শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদের দ্বারা সহস্রাধিক ভক্তগণের সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া এবং কলিকাতা নিবাসী শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী মহোদয় ১৭ই জুন শ্রীমঠে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

২০ জুন রথযাত্রাদিবসে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকট হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

নন্দগ্রামের শ্রীমদ্ রাসবিহারী দাস বাবাজী মহা-রাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী পঞ্চ-চূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির-তোরণদ্বার, শ্রীমঠপ্রবেশপথ ও গৃহাদি নির্ম্মাণসেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। শ্রীবিজয়রঞ্জন দে ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় শ্রীমন্দির-তোরণ-দ্বারের নক্‌শা তৈরী করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সভার ব্যবস্থায় ও প্রচারকার্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (শ্রীব্যোমকেশ সরকার) ও শ্রীমনীন্দ্র মহান্তি; কীর্ত্তন-পূজা-রন্ধন-পরিবেশনাদি সেবায় শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিত-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদা বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিকমল ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারী ও শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা ওড়িয়া ভাষায় লিখন ও মুদ্রণে সস্ত্রীক শ্রীলোকনাথ নায়কের এবং অন্যান্য ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

যশড়া-শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে এবং পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বিগত ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সেবাকার্য্যে মুখ্যভাবে সহায়তা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীগোলোক-নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯ ও ২০ জ্যৈষ্ঠ শ্রীমঠে রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

২০ জ্যৈষ্ঠ দিনের বেলায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রামেলায় অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সহস্রাধিক নরনারীকে খিচুড়ী মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়।

চাকদহ সহরের বিপিনবিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণ, চাকদহ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ এবং চাকদহ সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে এক সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির করিয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা উৎসবে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করতঃ বহুবিধভাবে সেবায় সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উৎসবে এবং অন্যান্য সেবায় আনুকূল্যকারিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোমড়ার মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীবিশ্বম্ভরপ্রসাদ দাসা-ধিকারী এবং নদীয়া জেলার গাংনাপুরের শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দেব রায়।

মঠরক্ষক শ্রীনিমাইদাস বনচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুল ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীগৌতম দাস, শ্রীঅমৃতানন্দ দাস, শ্রীবলরাম মুখার্জ্জি, শ্রীদিলীপ, শ্রীউজ্জ্বল দাস, শ্রীভীষ্ম দাস, শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কাঁচরাপাড়ার শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, বনগাঁও-এর ভক্তবৃন্দসহ শ্রীব্রহ্মা-নন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের অর্থাৎ পঞ্চবিংশ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ তারিখে পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হইবে তাহার বিস্তৃত কার্য্যসূচী প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন নূতন স্থান হইতে পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সনির্বন্ধ প্রার্থনা আসায় কার্য্যসূচীর কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

ছোট মোল্লাখালি (২৪-পরগণা)—৬ জানুয়ারী সোমবার হইতে ৮ জানুয়ারী বুধবার

বোলপুর—৩১ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২ ফেব্রুয়ারী রবিবার রামকেলিধাম—৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার

চাঁচল (মালদহ)—৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার

ঝাণ্টিপাহাড়ী (বাঁকুড়া)—৩১ মার্চ্চ সোমবার হইতে ২ এপ্রিল বুধবার

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত	—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৬.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	যন্ত্রস্থ
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৯২
২ হৃষীকেশ, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, রবিবার, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠার পর]

ভগবদ্বিমুখগণ বেদ-বেদান্তের প্রকৃত বিচার—ভগবদ্ভক্তের বিদ্বদনুভূতি প্রভৃতি হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে অপরজীবগণকে ভগবদ্বিমুখ ক'র্‌বার জন্য ব'লে থাকেন,—'মুমুক্ষুদের কথাও ত' শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে র'য়েছে।'

কৃষ্ণের কীর্ত্তন—সাতশত শ্লোকে শ্রীগীতায় শুন্‌তে পাওয়া যায় (গীঃ ৭।১৪)—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।।"

যিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধনা ব্যতীত ; অন্য কোনও উপাস্যবস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

"আন কথা না কহিবে, আন কথা না শুনিবে "

'কর্ম্মফলভোগী'-নামে এক সম্প্রদায় আছেন। কর্ম্মসকল— ত্রৈবর্গিক ও কুঞ্জর-স্নানের মত। হাতী কাদা ঘাঁটে, আবার স্নান করে, আবার কাদা ঘাঁটে। 'কৃষ্ণপাদ-পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই',—আত্মার যখন ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, 'ভগবানের পাদপদ্ম-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—সর্ব্বকালের ধর্ম্ম'— ইহা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন দুষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে তাণ্ডব নৃত্য দেখায় না।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানেই আমরা সময় কাটা'চ্ছি। যিনি বুঝ্‌তে পারেন,—'কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ, পঞ্চরসের একমাত্র ভোক্তা, কৃষ্ণই কামদেব, আমরা তাঁ'র কামের ইন্ধনমাত্র', তাঁহার নিকট অক্ষজজ্ঞানে প্রত্যক্ষবাদ, অক্ষজজ্ঞানে অনুমান-বাদ, তথা-কথিত শ্রৌত-পথ—যাহা প্রত্যক্ষ-বাদ ও অনুমান-বাদেরই অন্তর্ভুক্ত—ইত্যাদির স্পৃহা কমে' যায়।

আমরা যখন বলি,—আমি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি 'আউল-সম্প্রদায়ে'র অন্তর্ভুক্ত হই। 'আউওল' শব্দে —আদি, প্রথম। 'আউওল', 'দোয়েম', 'সোহেম', 'চাহারম্' প্রভৃতি ফার্সি-ভাষার

সংখ্যা-বাচক শব্দ—শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত।

শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত আমরা অন্যকথার মধ্যে থাক্‌বো না। যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হ'চ্ছে, সেরূপ স্মৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর্‌বো। স্মার্ত্তের অনুগমন কর্‌লে বিষ্ণুসেবা হয় না।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥"

একমাত্র বৈষ্ণবই গুরু হ'তে পারেন, অন্যের বৈষ্ণব না-হওয়া পর্য্যন্ত 'গুরু' হ'বার যোগ্যতা নাই।

অনেকে মনে কর্‌তে পারেন,—'আমার স্বতন্ত্রতা আছে—যথেচ্ছাচারিতা আছে—আমি বিষ্ণুভক্তি গ্রহণ ক'র্‌বো না, বাদ-বাকী সব কর্‌বো।' জগতে বহু সাধন-প্রণালীর কথা আছে, কিন্তু একমাত্র মঙ্গল হয় যে নামগ্রহণের পন্থায়, তাহাই আমার ভাল লাগ্‌ছে না! শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—অভিন্ন। ইহাতে যে পার্থক্য স্থাপন করে, সে মনোধর্ম্মী। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ১৭৬),—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান, সব— মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল' 'এই মন্দ',—এই সব ভ্রম ॥"

যে কালে আত্মা হরিসেবা করেন, তখন আত্মার হরিসেবা-ধর্ম্মক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা কর্‌তে বাধ্য হয়। যখন 'নামাভাস' হয়, তখন জীব এই জগৎ হ'তে মুক্ত হ'য়েছে। নামাপরাধ-দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম-লাভ হয়, কখনও বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিও লাভ হয়। শ্রীবিল্বমঙ্গল বলেন (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ১০৭ শ্লোক),—

'ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥"

যখন ভগবানের চরণে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহা হাত দিয়ে, পা দিয়ে, মন দিয়ে নয়। মনের দ্বারা ক'র্‌লে (ভগবানের সেবার চেষ্টা দেখা'লে) অনেক-সময়ে মায়াবাদী হ'য়ে প'ড়ে। আত্মা-দ্বারাই ভগবানের উপাসনা হয়। আত্মার বৃত্তি আবৃত হ'লে কখনও ভগবদ্বস্তুকে 'ব্রহ্ম', কখনও বা 'পরমাত্মা' ব'লে সন্তুষ্ট হই। কিন্তু যখন আমাদের ভজনীয় বস্তুর দর্শন-লাভ হয়, তখন আমাদের অনুভবের ব্যাপারে অতুল শ্যামসুন্দর-রূপের দর্শন হয়। আত্মা—ভগবানের সেবার উপকরণ। ভক্তরাজ ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায় ॥"

যদি অধঃপতিত হ'তে ইচ্ছা করি, তা'হ'লে অপথ কুপথ অবলম্বন ক'রে, কৃষ্ণলীলা অনিত্য মনে ক'রে, সন্দিগ্ধ হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে ধাবিত হই। মহাপ্রভু আমাদিগকে নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। যা'রা নাক টিপ্‌তে পারে, বুজরুগী দেখা'তে পারে, Athletic feat দেখা'তে পারে, ছলপাণ্ডিত্য বা ছলাভিজাত্য জাহির কর্‌তে পারে, তা'দিকে আমরা 'গুরু' ব'লে গ্রহণ কর্‌তে পারি। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীত অপরে 'গুরু' হ'তে পারে না। তা'রা বৈষ্ণবের শিষ্য হ'লে, কালে তা'দের মঙ্গল-লাভ হয়।

অনেকে আবার বৈষ্ণবের দাস না হ'য়েই—বৈষ্ণবের সেবা না ক'রেই 'বৈষ্ণব' হ'য়ে যেতে চায়। আমরা অনেকে অভক্ত হ'য়ে নিজদিগে 'ভক্ত' মনে করি—রাসলীলা শ্রবণ কর্‌বার অধিকারী মনে করি। কিন্তু আমি কোথায়? আমি ত' ভক্ত নই—অনুক্ষণ ভগবানের সেবা-রত নই! কোন-সময়ে 'পুরুষ' অভিমান ক'রে স্ত্রী-রূপে প্রলুব্ধ হই, কোন-সময়ে স্ত্রী অভিমান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই,—আমার ন্যায় পাষণ্ডী, পাপিষ্ঠ, নরাধম আবার 'ভক্ত'-শব্দবাচ্য হ'তে পারে?

যাঁ'র বাহ্যবিষয়ে বিরতি হ'য়েছে—ভগবানের কথায় লোভ হ'য়েছে, তাঁ'কেই অনুগ্রহ কর্‌বার জন্য ভগবান্ রাসলীলা বিস্তার করেছেন; কিন্তু (ভাঃ ১০।৩৩।৩০),—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥"

মৃত্যুঞ্জয়ের শুন্‌বার উপযোগী রাইকানুর গান

শুন্‌বার অধিকার আমাদের নাই। যতকাল আমরা বাহ্যজগতে আকৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছি, ততকাল আমরা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ধাবিত হই। বাহ্যজগতের দৃশ্য যখন বাসুদেবময় হ'বেন, তখন না আমরা রাসস্থলীতে যেতে পার্‌বো! তা'র পূর্ব্বে তদ্রূপ কল্পনা— বামন হ'য়ে চাঁদ ধ'র্‌বার উচ্চাশার ন্যায় বাতুলের চেষ্টা-মাত্র। এই হাড়মাসের থলে নিয়ে কৃষ্ণ-বক্ষে আরোহণ করা যায় না। যে ঐরূপ ধৃষ্টতা ক'র্‌তে যায়, তা'র অধঃপতন অবশ্যম্ভাবি। যা'রা বিদ্যার মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, সৌন্দর্য্যের মহিমা, ঐশ্বর্য্যের মহিমাকে, 'থুথু' ফেল্‌বার মত ক'র্‌তে পেরেছেন, তাঁ'দের কাণেই কৃষ্ণকথা প্রবেশ ক'র্‌তে পারে।

'আমরা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি ভোগ্যের উপভোক্তা, আর কৃষ্ণ বেচারা হাত-পা-কাটা হ'য়ে গিয়ে নির্ব্বিশেষ নিরাকার হ'য়ে থাক্‌বে—একটুমাত্র খেতে পার্‌বে না, দেখ্‌তে পার্‌বে না, চল্‌তে পার্‌বে না'— এরূপ বিচার যুক্তিপুষ্ট নহে; যখন আমি বলি,— ভগবানকে খানিক বঞ্চনা কর্‌ব, তখন ভগবানকে 'পরমাত্ম'-রূপে দেখি। (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

জড়ের হাত-পা ভগবানের না থাকার দরুণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানকে তাঁহার নিত্যচিন্ময় হস্তপদ হইতেও যে চ্যুত কর্‌তে হ'বে,—এরূপ ধৃষ্টতা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভোক্তৃ-অভিমানী আমরা কখনও বুভুক্ষু, প্রচ্ছন্নভাবে ভোক্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা কখনও ছল-ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মবিশিষ্ট মুমুক্ষু।

সূর্য্য দর্শন ক'রে যেমন আমরা বুঝ্‌তে পারি,— সমস্ত আলোর মালিক সূর্য্য, তদ্রূপ যা'রা ভগবদ্দর্শন করেছেন, তাঁ'রা অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ জানেন যে, সকল-শক্তির শক্তিমান্ প্রভুই কৃষ্ণ। তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাঁ'র ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ ক'র্‌তে পারে না। 'ভগবান্—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং আমরা তাঁহার আশ্রিত অনুচিৎ'—যখন আমি ইহা বুঝ্‌তে পারি, তখন বৃহৎ সচ্চিদানন্দের সেবাই আমাদের কার্য্য হয়, তখন আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করি।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

দশমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

যেষাং রাগোদিতঃ কৃষ্ণে শ্রদ্ধা বা বিমলোদিতা।
তেষামাচরণং শুদ্ধং সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যতে॥

ব্রজভাবগত শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের আচরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের রাগ উদিত হইয়াছে অথবা পূর্ব্বরাগরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের আচরণ সর্ব্বত্র বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। অর্থাৎ তাহাদের আচরণ নির্দ্দোষ। এস্থলে রাগতত্ত্বের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন। চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধন সূত্রের নাম প্রীতি। সেই বন্ধনসূত্র বিষয়ের যে অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রঞ্জকতা ধর্ম্ম। চিত্তের যে অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ। চিত্ত ও বিষয়ের বিচারটী বিশুদ্ধ আত্মগত রাগ ও অশুদ্ধ মনোগত রাগ উভয়েরই সামান্য লক্ষণ। রাগ যখন প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরক্ত উভয়বিধ পুরুষের চরিত্র সর্ব্বত্র নির্ম্মল।

অশুদ্ধাচরণে তেষামশ্রদ্ধা বর্ত্ততে স্বতঃ।
প্রপঞ্চবিষয়াদ্রাগো বৈকুণ্ঠাভিমুখো যতঃ॥

যদি বলেন, ইহার কারণ কি? তবে শ্রবণ করুন। জীবের রাগতত্ত্ব এক। বিষয়রাগ ও

ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যকমত প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয় সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয়, অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। রাগাভাব হইলে আসক্তি অবশ্যই খর্ব্ব হয় এবং অশুদ্ধরূপে বিষয় স্বীকারে একপ্রকার অশ্রদ্ধ স্বভাবতঃ লক্ষিত হয়। অতএব ভক্তজনের পাপকার্য্য প্রায়ই অসম্ভব যদিও কদাচিৎ অশুদ্ধাচার হইয়া পড়ে, তজ্জন্যও তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, পাপ কার্য্যরূপী ও বাসনারূপী। কার্য্যরূপী পাপকে পাপ বলা যায় এবং বাসনারপী পাপকে পাপবীজ বলা যায়। কার্য্যরূপী পাপে স্বরূপ সিদ্ধাবস্থা নাই, যেহেতু বাসনা অনুসারে একই কার্য্য কখন পাপ কখন নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বাসনা অর্থাৎ পাপবীজের মূলানুসন্ধান করিলে শুদ্ধ আত্মার দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপভ্রমই সমস্ত পাপ বাসনার একমাত্র মূলহেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপ ভ্রম বা অবিদ্যা হইতে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই উৎপত্তি। অতএব পাপ পুণ্য উভয়ই সাম্বন্ধিক। আত্মার স্বরপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিক রূপে আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য। যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই তাহাই পাপ। কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্য বিশেষ হইয়াছে; তখন সে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপ পুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মূলস্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে। মাঝে মাঝে যদিও ভর্জ্জিত কই মৎস্যের ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে। সে স্থলে প্রায়শ্চিত্তচেষ্টা বিফল। প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। কৃষ্ণানুস্মরণ কার্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপ-কার্য্য দ্বারা জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তি-ব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজবাসনা এবং পাপও তদ্বাসনা-মূল-অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে। অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কোন বিদেশীয় বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তিতত্ত্বে অনুতাপের বিধান দেখা যায়, কিন্তু ঐ বাৎসল্যভাব, জ্ঞানমিশ্র ও ঐশ্বর্য্যগত থাকায় সেরূপ বিধান অযুক্ত নয়। কিন্তু মাধুর্য্যগত অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তিতে ভয়, অনুতাপ ও মুমুক্ষারূপ বৈরস্য অপকারী হইয়া পড়ে। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধরূপ পূর্ব্ব-পাপ নির্ম্মূলকরণ ও আত্মার স্বরূপাবস্থান সাধন এই দুইটী ভক্তির অবান্তর ফল, সুতরাং ভক্তসম্বন্ধে অনায়াসসিদ্ধ। জ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্যতিরকে চিন্তারূপ অনুতাপ ক্রমে অপ্রারব্ধ পাপ নাশ হয় কিন্তু প্রারব্ধ পাপ জীবনযাত্রায় ভুক্ত হয়। কর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে পাপের দণ্ডরূপ ফলভোগ ক্রমেই পাপক্ষয় হয়। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে অধিকার বিচার নিতান্ত প্রয়োজন।

> অধিকার বিচারেণ গুণদোষৌ বিবিচ্যতে।
> ত্যজন্তি সততং বাদান্ শুষ্কতর্কানানাত্মকান্॥

পশুস্বভাব হইতে নরস্বভাব এবং সামান্যবৈধ স্বভাব হইতে স্বাধীন রাগাত্মক স্বভাব পর্য্যন্ত অনেক অধিকার লক্ষিত হয়। যাঁহার অধিকারে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই তাঁহার পক্ষে গুণ এবং যাঁহার অধিকারে যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহার পক্ষে দোষ। এই বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য্য বিচারিত হইলে স্বতন্ত্ররূপে গুণদোষের সংখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? অধিকার বিচারে যাহা এক ব্যক্তির পুণ্য তাহা অন্য ব্যক্তির পাপ। শৃগাল কুক্কুরের পক্ষে চৌর্য্য ও ছাগলের পক্ষে অবৈধ মৈথুন কি পাপ হইতে পারে? মানবের পক্ষে অবশ্য তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। বিষয়রাগাক্রান্ত পুরুষের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ কর্ত্তব্য ও পুণ্যজনক। কিন্তু যাঁহার সংসাররাগ পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়াছে; তাঁহার পক্ষে এক পত্নীপ্রেমও নিষিদ্ধাচার, কেননা বহুভাগ্যোদয়ে যে পরম প্রতির উদয় হইয়াছে, তাহাকে বিষয়প্রীতিরূপে পর্য্যবসান করা অবনতির কার্য্য বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে এক বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহবিধি দ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য। অপিচ উপাসনাপর্ব্বে

প্রথম ঈশ্বরসাম্মুখ্য হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রজভাবের উদয় পর্য্যন্ত তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণাবধি সগুণ ও তদনন্তর নির্গুণ এইরূপ সাধকের স্বভাব, জ্ঞানোন্নতি ও বৈকুণ্ঠ-প্রবৃত্তির কৈবল্যানুসারে অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়। ঐসকল ভিন্ন ভিন্নাধিকারে কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থবৃদ্ধি করার আবশ্যক নাই। যেহেতু বিচারক স্বয়ং এ সকল স্থির করিয়া লইতে পারেন। পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, নিবৃত্তি প্রবৃত্তি, স্বর্গ নরক, বিদ্যা অজ্ঞান ইত্যাদি যতপ্রকার দ্বন্দ্বভাব আছে, এ সমুদায়ই বিকৃতরাগ পুরুষদিগের বাদ মাত্র, বাস্তবিক স্বরূপতঃ ইহারা কেহ দোষ গুণ নয়। সাম্বন্ধিকভাবে ইহাদিগকে গুণ-দোষ বলিয়া আমরা ব্যাখ্যা করি। স্বতন্ত্ররূপে বিচার করিলে স্বরূপতঃ আত্মরাগের বিকারই দোষ ও আত্মরাগের স্বরূপাবস্থিতিই গুণ। যে কার্য্য যখন গুণের পোষক হয়, তখন তাহাই গুণ ও যে কার্য্য যখন দোষের পোষক হয়, তখন তাহাই দোষ বলিয়া সারগ্রাহিগণ স্থির করেন। তাঁহারা অনাত্মক শুষ্ক তর্কে ও পক্ষাশ্রিত বাদ সকলে সম্মত হন না।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু, আপনার পত্র পাইলাম। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন—আপনি ছোটবেলা থেকেই শ্রীশ্রীযোগমায়া কালীকে নিজহাতে সেবা করিয়া তৃপ্তি পান, কিন্তু ব্রাহ্মণ না হওয়ায় নানাপ্রকার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, "ব্রাহ্মণ ছাড়া কি কারো পূজার অধিকার নেই? ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? আমি কি সত্যিই ভুল ক'রছি" ইত্যাদি। আমরা এই প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে নিম্নে যে সকল শাস্ত্রবিচার অবতারণ করিলাম, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে আশা করি আপনার প্রশ্নের সকল উত্তর প্রাপ্ত হইবেন।]

সাত্বত স্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

'বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ।'

অর্থাৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত কাহারও পূজায় অধিকার হয় না। আগমেও লিখিত আছে—

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥"

অর্থাৎ জগতে যেরূপ উপনয়নসংস্কার অপ্রাপ্ত বিপ্রের নিজকর্ত্তব্য কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার থাকে না, কিন্তু উপনয়নসংস্কার প্রাপ্ত হইবার পর অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও মন্ত্র-দেবতার অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই, এইহেতু আত্মাকে 'শিবসংস্তুত' অর্থাৎ দীক্ষিত করিবে। [বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর উপাস্য বিষ্ণু, এজন্য সেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীশিবেরও সম্যক্ স্তুতিবিষয় হইয়া থাকেন, তজ্জন্য 'শিবসংস্তুত' বলিতে 'দীক্ষিত' এইরূপ বুঝিতে হইবে।]

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে যে—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্নলব্ধা হরেদীক্ষা নাচ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥"

অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুদীক্ষা প্রাপ্ত না হয়, অথবা জনার্দ্দনের পূজা না করে, ইহলোকে তাহারাই পশু বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের জীবনধারণে কি ফল?

ঐ স্কান্দে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে এবং বিষ্ণু-যামলেও কথিত হইয়াছে—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥"

অর্থাৎ হে বামোরু! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত

সকল কর্ম্মই নিরর্থক বা নিষ্ফল হয়। দীক্ষাহীন ব্যক্তি পশুজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

'বিষ্ণুযামলে' আরও বিশেষভাবে লিখিত আছে যে—"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥"

অর্থাৎ যে গুরু স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ দীক্ষা-বিধি-ব্যতিরেকে শিষ্য গ্রহণ করেন, (অর্থাৎ সেই শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিকে যথাশাস্ত্র মন্ত্রদানাদি ব্যতীতই তাহার দেবার্চ্চনাদি-ক্রিয়া অনুমোদন করেন,) সেই গুরুতে ও তাঁহার শিষ্যে সমস্ত দেবতার বা তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতার শাপ পতিত হইয়া থাকে।

'বিষ্ণুরহস্যে'ও লিখিত আছে –
"অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াং।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ॥"

[যদি বল, যথাকথঞ্চিদ্ভাবে ভগবদর্চ্চনা করিলেই যখন মহাফল লাভের কথা শুনা যায়, তখন গুরুসকাশে দীক্ষা গ্রহণের এরূপ আগ্রহ করার কি প্রয়োজন আছে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—] পূর্ব্বপূর্ব্ব উপদেষ্টৃগণকর্ত্তৃক যথাবিধানে উপদিষ্ট শ্রীহরিপূজাবিধির ক্রিয়ানুষ্ঠান শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে বিশেষরূপে না জানিয়া যথাবিধানে ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চন করিলেও পূজাফলের শতাংশের একাংশ মাত্র ফল লভ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ গুরুর অপেক্ষা না করিয়া পূজা করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিষ্টজন-প্রদর্শিত পথের অনাদরহেতু পূজাফল সম্যগ্রূপে লাভ করা যায় না। (এজন্য সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দীক্ষালাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।)

বিষ্ণুযামলে এই দীক্ষার মাহাত্ম্য এইরূপ কথিত হইয়াছে—
"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

অর্থাৎ যেহেতু ইহা দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই অবিদ্যা, তাহা হইতেই পাপবীজরূপ পাপবাসনা, তাহা হইতেই পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি। অবিদ্যাই পাপের মূল।) সমূলে বিনাশ সাধন করে, সেইহেতু ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

এইরূপ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার প্রভাবে মনুষ্যমাত্রেরই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে এই হরিদীক্ষাকে 'সর্ব্বদুঃখবিমোচনী' বলিয়াছেন। তত্ত্বসাগরেও কথিত হইয়াছে—
"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অর্থাৎ যেরূপ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা (অর্থাৎ রাসায়নিক বিধান দ্বারা শোধিত পারদ-সংযোগে) যেমন কাংস্যও (কাঁসা—রাংতামা মিশ্রিত ধাতু) সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষা বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই 'দ্বিজত্ব' অর্থাৎ বিপ্রতা সাধিত হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—
"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা' জায়তে" অর্থাৎ বিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণ প্রভাবে সকলেরই বিপ্রতা বা ব্রাহ্মণতা লাভ হয়।

এইপ্রকার দীক্ষিত ব্যক্তিই শ্রীশালগ্রামশিলা পূজায় অধিকার প্রাপ্ত হন। পদ্ম ও স্কন্দপুরাণাদি সাত্ত্বতশাস্ত্রে এই শ্রীশালগ্রামশিলা পূজার নিত্যত্ব, সুতরাং বিষ্ণু-দীক্ষারও নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, যেহেতু দীক্ষিতেরই পূজাধিকার প্রাপ্তি।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—
"শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোহশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥"

স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—
"গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে॥"

[অর্থাৎ শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা না করিয়া কিছু ভোজন করিলে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমিকীট হইয়া কল্পকাল যাবৎ তথায় অবস্থিতি করিতে হয়।

শালগ্রাম শিলার্চ্চনায় যে ব্যক্তির মতি না জন্মে, গিরিশৃঙ্গ পাতিত করিয়া তাহার দেহ বিদ্ধ করা হয়।]

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥"

সুতরাং যথাবিধানে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীভগবানের অর্চ্চনপরায়ণ হইলে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র—সকলেই শালগ্রাম-শিলারূপী ভগবানের অর্চ্চন করিতে পারিবেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকায় লিখিতেছেন—

"এবং লিখিতপ্রকারেণ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ তৎ-স্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্‌ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈর্দ্বিজাদিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈর্বিপ্রক্ষত্রিয়-বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। ননু ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্য-শুচেরপি। স্ত্রী শূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মমেতি শালগ্রামশিলা প্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্‌বচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎ-পূজা নিষিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভি-রিত্যর্থঃ।" —হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২৩ টীকা

অর্থাৎ শ্রীশালগ্রাম শিলাস্বরূপ সাক্ষাদ্ ভগবদ্-ভজনে সকলেরই অধিকার অভিপ্রেত বলিয়া দ্বিজাদি সর্ব্বজনকর্ত্তৃক সম্যক্ পূজ্য, ইহা বলা হইয়াছে। দ্বিজ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণ। যদি বল,—'ব্রাহ্মণ শুচি বা অশুচি হইলেও আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, স্ত্রী-শূদ্র-কর-সংস্পর্শ আমার অঙ্গে 'বজ্রপাততুল্য হয়'—শালগ্রামশিলা-প্রসঙ্গে এই শ্রীভগবদ্ বাক্যদ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষে শালগ্রামশিলা পূজা নিষিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকল্পেই 'ভগবতঃ পরৈঃ' অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎপূজাপরায়ণ সাধুগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রীশূদ্রগণকর্ত্তৃকও আমি পূজ্য, ইহাই বলা হইয়াছে।

ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রত বিষয়ে শালগ্রাম শিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে কথিত আছে যে—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং সচ্ছূদ্রগণের অর্থাৎ বৈষ্ণব বা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবশূদ্রগণের শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকার আছে, অন্য অসৎ বা অবৈষ্ণব শূদ্রগণের তাহাতে অধিকার নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

ঐ স্কন্দপুরাণের স্থানান্তরেও লিখিত হইয়াছে—

"স্ত্রিয়ো যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥"

অর্থাৎ কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়াদি, যে কেহই হউক, শিলাচক্র অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন করিলে নিত্যপদ প্রাপ্ত হয়।

"অতো নিষেধকং যদ্‌যদ্‌বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

—অতএব স্ত্রীশূদ্রাদির পক্ষে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন-বিষয়ে যে সকল নিষেধপর বাক্য স্পষ্টভাবে শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিবিহীন, তাহাদের পক্ষেই ঐ সকল নিষেধপর বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঐ সকল নিষেধপর বাক্য এইরূপ যথা—

"ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥"

[অর্থাৎ শুচিই হউন, আর অশুচিই হউন, আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য। স্ত্রী ও শূদ্রের করসংস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্রাঘাত অপেক্ষাও অধিক বেদনাদায়ক। শূদ্র যদি প্রণব উচ্চারণ করে; শালগ্রামশিলা পূজা করে অথবা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।]

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—"শূদ্রাদির কৃত্য সম্বন্ধে বায়ু-পুরাণে লিখিত আছে—নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে এবং শালগ্রামও পূজা করিবে ইত্যাদি। এইসকল মহাপুরাণের বাক্যের সহিত 'আমি কেবল ব্রাহ্মণেরই পূজ্য'—ইত্যাদি বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় জানিতে হইবে—ঐসকল নিষেধপর বাক্য কোন মাৎ-সর্য্যপরায়ণ স্মার্ত্তকল্পিত। যদিই বা যুক্তিদ্বারা উহা স্থাপন করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলেও ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, অবৈষ্ণব শূদ্র বা অবৈষ্ণবী স্ত্রী-গণের পক্ষেই ঐ সকল নিষেধপর বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, পরন্তু যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে গৃহীতদীক্ষ শূদ্রা-দির পক্ষে উক্ত শ্রীশালগ্রামপূজাদি কর্ত্তব্য বলিয়াই ব্যবস্থাপনীয়। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে, নারদীয়ে, ইতিহাসসমুচ্চয়ে, পদ্ম ও স্কন্দপুরাণাদি বহু সচ্ছাস্ত্রে শূদ্র বা অত্যন্ত নীচকুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্তকে জাতি-সামান্যে দর্শনকে সুভীষণ নরকগতিপ্রাপক বলিয়া বিশেষভাবে গর্হণ করা হইয়াছে। 'ভগবদ্দীক্ষা-

প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব' অর্থাৎ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়। 'অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা' অর্থাৎ এইহেতু বৈষ্ণবগণকে বিপ্রগণের সহিত একত্রই গণনা করা হয়।"

[আমরা প্রবন্ধ-বিস্তৃতিভয়ে এস্থলে শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ৫।২২২-২২৪ শ্লোকের দিগ্‌দর্শিনী টীকার সংক্ষিপ্তসার মাত্র প্রদান করিলাম।]

সূর্য্যাদি অধিষ্ঠান ও প্রতিমূর্ত্তিসমূহ মধ্যে শালগ্রামশিলাই শ্রীহরির অত্যুত্তম অধিষ্ঠান। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যমধূম্রকেশসংবাদে লিখিত আছে—প্রতিমাতে শ্রীহরির অর্চ্চনবিধি আছে, এই প্রতিমা অষ্টবিধা—

"শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী, মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তিরষ্টধা স্মৃতা॥
শালগ্রামশিলায়ান্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্‌গুরুঃ॥"

অর্থাৎ শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহ-সুবর্ণাদি ধাতুময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ মৃচ্চন্দনাদিময়ী, লেখ্যা অর্থাৎ চিত্রপটাদিতে অঙ্কিতা, সৈকতী—বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী—এই অষ্টবিধা প্রতিমার কথা শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু শালগ্রাম শিলায় পূজা করিলেই উহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইয়া থাকে, কেননা জগদ্‌গুরু শ্রীবাসুদেব নিরন্তর ঐ শালগ্রাম শিলায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শিবস্কন্দ(কার্ত্তিকেয়)-সংবাদে লিখিত আছে—

"সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম।
শালগ্রাম শিলায়ান্তু সর্ব্বদা বসতে হরিঃ॥"

অর্থাৎ হে সুরশ্রেষ্ঠ, শ্রীহরি কি স্বর্ণপ্রতিমা, কি রত্নময়ী প্রতিমা, কি পাষাণ প্রতিমা—এই সকলে নিরন্তর অধিষ্ঠিত থাকেন না, কিন্তু শালগ্রাম শিলায় সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত থাকেন।

ঐ স্কন্দপুরাণেই লিখিত আছে,—শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা-কৃত্য নাই। মহাপূজা অর্থাৎ অভিষেকাদি করিয়া পূজা করিতে হয়। ইহার ক্রয়বিক্রয়াদিও নিষিদ্ধ। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নরকগতি লাভ করিতে হয়।

শ্রীহরির অত্যুত্তম অধিষ্ঠান এই শালগ্রামশিলা-পূজায় অধিকার একমাত্র ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর কেহই লাভ করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।"

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মাইলেন হরিদাসে অধমকুলেতে॥"

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।"

আর একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে—শাস্ত্র বলিতেছেন—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈ-রিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।

সুতরাং সদ্‌গুরুপাদপদ্মে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবই বিপ্রসাম্য লাভ করিয়া শালগ্রাম শিলাপূজায় অধিকার লাভ করিতে পারেন। বিষ্ণু ব্যতীত অন্যদেবোপাসক বিপ্রসাম্য লাভ করিয়া শালগ্রাম শিলাপূজায় অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। কৃষ্ণ বা বিষ্ণু ব্যতীত অন্যদেবোপাসককে কোন শাস্ত্রই বিপ্রসাম্যলাভের যোগ্যপাত্ররূপে বিচার করেন নাই। বিশেষতঃ 'সর্ব্বশাস্ত্রময়ী' গীতা ও সর্ব্ববেদ-বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র চরম উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। তিনিই একমাত্র সম্বন্ধতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় এবং কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র প্রয়োজনবিচারে স্বীকৃত হইয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতা বা ভাগবতের কোনস্থলেই এক সর্ব্বসেব্য কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন দেবতার উপাসনা-রই মুখ্য প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত বা স্বীকৃত হয় নাই। তবে কৃষ্ণেতর দেবদেবীগণকে কখনই অনাদর করিতে

হইবে না। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণকিঙ্কর বা কৃষ্ণকিঙ্করী, কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যই তাঁহাদের সকলের একমাত্র কৃত্য। সুতরাং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব বিষ্ণুপূজা-পুরঃসর তাঁহাদিগের সকলকেই বিষ্ণুপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা সম্মান করিবেন।

'ব্রাহ্মণ'—ব্রহ্মজ্ঞতা বা বেদজ্ঞতাকেই বুঝায়। সর্ব্ববেদবেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদজ্ঞশিরোমণি—সর্ব্বজগদ্‌গুরু পরংব্রহ্মপরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্বই সুতরাং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞতা বা ব্রাহ্মণতা। বেদজ্ঞ শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ—শরণাগতি-ভক্তি গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাই সুতরাং প্রকৃত বেদজ্ঞতা, বিপ্রতা বা ব্রাহ্মণতা। গোস্বামী তুলসীদাসজী বলিয়াছিলেন—

ব্রাহ্মণ ভয়া ত' কেয়া ভয়া গলে লপেটে সূত।
ভাবভক্তিকা মরম না জানে যৈসে জঙ্গলীভূত ॥

ভাবভক্তির মর্ম্মবেত্তা এবং সেই মর্ম্ম নিজে আচরণ করিয়া যিনি জীবকে শিক্ষা দেন, তিনিই প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। সামাজিক বা ব্যবহারিক জাতি বা কুলগত ব্রাহ্মণকে প্রকৃত তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বলা যায় না। শাস্ত্রে 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ' বলা হইয়াছে, ইহা খুবই সত্য কিন্তু বর্ণসকলকে নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত করিবার 'গুরুত্ব' না থাকিলে তিনি সে মর্য্যাদা কিরূপে লাভ করিতে পারেন? ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব-সজ্জায় সজ্জিত হওয়া খুবই সহজ, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবতা লাভ আর একটি জিনিষ। প্রকৃত ভগবদ্‌ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও গুরু। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার'।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণসন্তান ৮ম বর্ষ বয়সে আচার্য্য-সমীপে মৌঞ্জিবন্ধন সংস্কার বা উপনয়নসংস্কার লাভ করতঃ প্রণব ও বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণ এবং শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনাধিকার প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ঐ প্রকার ১ শ ও ১৪শ বর্ষ বয়সে দ্বিজাত্যুচিত সংস্কার আছে। শূদ্রের ত্রিবর্ণের সেবাই ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে (১১শ অধ্যায় ২১-২৪ শ্লোক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের ব্রাহ্মণত্বাদি অভিব্যঞ্জক লক্ষণসমূহ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—(১) ব্রাহ্মণত্ব—শম (অন্তরিন্দ্রিয় মনের সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপস্যা (শাস্ত্রীয় কায়ক্লেশ—যেমন একাদশ্যাদিতে উপবাস, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগাদি), শৌচ (অন্তর ও বাহিরের পবিত্রতা), সন্তোষ (যথালাভে তুষ্টি), ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা বা ক্রোধাভাব), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান (বিবেক), দয়া, অচ্যুতাত্মত্ব (শ্রীবিষ্ণুপরত্ব—শ্রীভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ) এবং সত্যভাষণ—এই সকল ব্রাহ্মণত্বাভিব্যঞ্জক লক্ষণ। (২) ক্ষত্রিয়ত্ব—শৌর্য্য (যুদ্ধোৎসাহ), বীর্য্য (পরাক্রম বা প্রভাব—অন্য-কর্ত্তৃক অনভিভাব্যত্ব), ধৃতি (ধৈর্য্য—আপৎকালেও দুঃখরাহিত্য), তেজঃ (প্রাগল্‌ভ্য—পরাভিভবসামর্থ্য), ত্যাগ (দান), আত্মজয় (মনের জয়—ক্ষুৎপিপাসাদি দেহাদি ধর্ম্মদ্বারা অনভিভাব্যত্ব), ক্ষমা (পরাপরাধ-সহিষ্ণুতা), ব্রহ্মণ্যতা (ব্রাহ্মণকুলানুবৃত্তি, ব্রাহ্মণ-পরায়ণতা), প্রসাদ (প্রসন্নতা) এবং সত্যভাষণ—এইসকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।

(৩) বৈশ্যত্ব—দেবতা, গুরু ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি বা সেবাবুদ্ধি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামের অনুষ্ঠান, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদ ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থাদি উপার্জ্জনের জন্য নিত্য উদ্যম ও নিপুণতা—এইসকল বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক লক্ষণ। (৪) শূদ্রত্ব—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের প্রণাম, শৌচ (শুদ্ধত্ব), স্বামী বা প্রভুতে নিষ্কপটভাবে সেবা বা পরিচর্য্যা, অমন্ত্রযজ্ঞ অর্থাৎ নমস্কার দ্বারা পঞ্চ-যজ্ঞানুষ্ঠান, অচৌর্য্য অর্থাৎ পরস্বাপহরণ অকরণ, সত্য বা যথার্থভাষণ এবং গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষণ—এই সকল শূদ্রত্বাভিব্যঞ্জক লক্ষণ। এইপ্রকার চারিটী আশ্রমেরও কৃত্যাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু "চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও রৌরবে পড়ি' মজে॥" এইটিও সর্ব্বসার মর্ম্ম জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকে ঐ সকল বর্ণলক্ষণ কথিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৭।১১।৩৫) কথিত হইয়াছে—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সকল লক্ষণ যেস্থানে লক্ষিত

হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে, কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা চলিবে না।

উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিতেছেন—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যৎ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ "শমাদি গুণদর্শনদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণতা নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার অন্যই 'যস্য যল্লক্ষণং'—এই ভাগবতীয় শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্রব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণসংজ্ঞা নাই—এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণদ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।"

মহাভারতের প্রাচীন টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ সূরিও ঐ মত পোষণ করেন।

এবিষয়ে বহু শাস্ত্রীয় বিচার আছে। সময়ান্তরে সাক্ষাতে তৎসমুদয় অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আপনি পত্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—আপনি ছোটবেলা থেকেই শ্রীশ্রীযোগমায়া কালীকে নিজহাতে সেবা করিয়া তৃপ্তি পান, কিন্তু ব্রাহ্মণ না হওয়ায় নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় ইত্যাদি। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য—শ্রীযোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাপুষ্টিকারিণী অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি। ত্রিগুণময়ী মহামায়া তাঁহারই বহিরঙ্গা ছায়ারূপিণী—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়সাধিনী শক্তি। কিন্তু কথা হইতেছে—যোগমায়ার স্বতন্ত্রভাবে আরাধনা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতনাদি—আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মহাজনই প্রবর্ত্তন করেন নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণপূজার পর তাঁহার প্রসাদনির্ম্মাল্য বৈষ্ণবরাজ শম্ভু ও তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তিকে প্রদান করিতে পারেন। সাধনভজন সচ্ছাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া মহাজন-প্রদর্শিত পথানুযায়ী না করিলে কখনই সুফলপ্রদ হয় না। চণ্ডীতে যে দেবীকে নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সেই দেবীকে নারায়ণ বা বিষ্ণুপ্রসাদনির্ম্মাল্য দ্বারা তর্পণ না করিলে তিনি কি তাঁহার স্বতন্ত্রপূজায় প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? শক্তিমান্ বিষ্ণুপ্রীতিতেই বিষ্ণুশক্তির প্রীতি। যেহেতু 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'। এবিষয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আরও বিস্তারিতভাবে শ্রবণ প্রয়োজন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২০)

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি লীলামঞ্জরী সখী ছিলেন, তিনি গৌরলীলাপুষ্টির জন্য শ্রীলোকনাথ গোস্বামীরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। 'লোকনাথাখ্য-গোস্বামী শ্রীলীলামঞ্জরী পুরা'—গৌঃ গঃ ১৮৭। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য বা পার্ষদরূপে পরিগণিত। যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে পূর্ব্বনিবাস ছিল। অবশ্য সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নিবাস কাচনাপাড়ায় ছিল, পরে তালখড়ি গ্রামে তাঁহার নিবাস হয়। তাঁহার পিতা শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী এবং মাতা শ্রীসীতাদেবী। 'যশোর দেশেতে তালখেড়া-গ্রামে স্থিতি। মাতা সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥'—ভক্তিরত্নাকর ১।২৯৬। 'শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈক সেবাসম্পৎ-সমন্বিতম্। পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভজে॥' —ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত প্রাচীন উক্তি। 'শ্রীমদ্ রাধাবিনোদের ঐকান্তিক সেবাসম্পত্তিবিশিষ্ট পদ্মনাভ-তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুকে আমি ভজনা করি।' লোকনাথ গোস্বামীর কনিষ্ঠ

ভ্রাতা শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ তালখড়ি গ্রামে আছেন। ব্রজের প্রেমমঞ্জরী শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ ছিলেন। 'ভূগর্ভ-ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী'।—গৌঃ গঃ ১৮৭। সাধনদীপিকায় শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পিতৃব্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শাখা-নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে ভূগর্ভ গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—'গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্'। শ্রীল গোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্ ॥' শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর দীক্ষা-গুরু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। এইজন্য তিনি গদাধর পণ্ডিত শাখায় গণিত হন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখার শ্রীভাগবত দাস শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সঙ্গী ছিলেন। 'ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস। যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥' —চৈঃ চঃ আ ১২।৮১

১৪৩১ শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ সঙ্কল্প হওয়ায় লোক-নাথ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠাইতে মহাপ্রভু অভিলাষী হইলেন। লোকনাথ গোস্বামীও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, তাঁহার চাঁচর-চিকুর কেশের অদর্শন মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ভক্তগণ কিভাবে সহ্য করিবেন চিন্তা করিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকনাথ গোস্বামীর বিরহ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ গোপনে অনেক প্রবোধ বাক্যের দ্বারা বুঝাইলে লোকনাথ গোস্বামী মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। লোকনাথ গোস্বামী অত্যন্ত দুঃখী হইয়া শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, পদব্রজে রাজমহল, তাজপুর, পূর্ণিয়া, অযোধ্যা, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি বহু স্থান ও তীর্থ পর্যটন করিয়া শ্রীব্রজধামে উপনীত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তিনি ব্রজে আসিলেও সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর চিন্তা করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন শুনিলেন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ নীলাচলে গিয়াছেন ও তথা হইতে দক্ষিণ ভারত যাত্রা করিয়াছেন, মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণে ছুটিয়া চলিলেন। দক্ষিণ ভারতে আসিয়া পেঁৗছিলে শুনিলেন মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে নাই বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তখন আবার ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। বৃন্দাবনে পেঁৗছিয়া পুনঃ শুনিলেন মহাপ্রভু প্রয়াগে আছেন। লোকনাথ গোস্বামী হতাশ হইয়া পুনঃ প্রয়াগ যাত্রার উদ্যোগ করিলে মহাপ্রভু স্বপ্নে দর্শন দিয়া এইভাবে ছুটাছুটি করিতে নিষেধ করিলেন এবং বৃন্দাবনে থাকিয়া ভজন করিতে বলিলেন। কিছুদিন বাদে শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী—মহা-প্রভুর পার্ষদভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া লোকনাথ গোস্বামী পরমানন্দ লাভ করিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোস্বামীর গোবর্দ্ধনে যাইতে অসামর্থ্য হেতু গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে বাঞ্ছা হইলে গোপাল শ্রীরূপ গোস্বামীকে কৃপা করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া যখন মথুরানগরে বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে একমাস ছিলেন তৎকালে লোকনাথ গোস্বামীও অন্যান্য ভক্ত-বর্গের সহিত গোপাল দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছিলেন। লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গী ভূগর্ভ গোস্বামী লোকনাথের কত প্রিয় ছিলেন তাহা এতদ্‌প্রসঙ্গে ভক্তি-রত্নাকরে লিখিত হইয়াছে—

'ভূগর্ভেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার।
লোকনাথসহ দেহ ভিন্নমাত্র তাঁর ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১।৩১৭

'গোস্বামী গোপালভট্ট অতি দয়াময়।
ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ গুণের আলয় ॥'

—ঐ ৬।৫১০

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ব্রজে বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠার গন্ধেও অত্যন্ত ভীত হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছু লিখিতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে নিষেধ করায় চৈতন্যচরিতামৃতে কেবলমাত্র তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী হরিভক্তি-বিলাসে মঙ্গলাচরণে লোকনাথ গোস্বামীর নাম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লোকনাথ গোস্বামীকে স্মরণ করিয়াছেন যথা ঃ—

'বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্ ।
শ্রীমদ্ কাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্ ॥'

'বৃন্দাবনপ্রিয় শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিত শ্রীমদ্ কাশীশ্বর, শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে আমি বন্দনা করিতেছি।'

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী সর্ব্বদা ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। একসময়ে তিনি ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে খদিরবনে আসিলেন, ছত্রবনের পার্শ্বে উমরাও গ্রামে শ্রীকিশোরীকুণ্ডের শোভা দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন, কিছুদিন নির্জ্জনে ভজন করিতে করিতে মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা করিবেন। লোকনাথ গোস্বামীর উৎকণ্ঠার কথা জানিয়া ভক্তাধীন ভগবান নিজেই আসিয়া বিগ্রহ সমর্পণ করিয়া বিগ্রহের নাম রাধাবিনোদ ইহা জানাইয়া অদৃশ্য হইলেন। লোকনাথ গোস্বামী রাধাবিনোদ বিগ্রহের আবির্ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কে এই বিগ্রহ দিয়া গেলেন চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। তখন শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ লোকনাথের প্রতি মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'আমি এই উমরাও গ্রামের কিশোরী কুণ্ডের তটে থাকি, তোমার উৎকণ্ঠা দেখিয়া আমি নিজেই তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে আবার কে আনিবে ? আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে, শীঘ্র আমাকে ভোজন করাও।' উহা শুনিয়া লোকনাথ গোস্বামীর দুই নেত্রে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি শীঘ্র রন্ধন করিয়া রাধাবিনোদকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। পরে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া পল্লবের দ্বারা বাতাস এবং মনের আনন্দে পাদসম্বাহন করিলেন। লোকনাথ গোস্বামী তনু-মন-প্রাণ প্রভুপদে সমর্পণ করিলেন। রাধাবিনোদকে কোথায় রাখিবেন চিন্তা করিয়া একটি ঝোলা নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাই রাধাবিনোদের সুন্দর মন্দির হইল। সেই আরাধ্যদেবকে সর্ব্বক্ষণ বক্ষে রাখেন কণ্ঠমালার ন্যায়। ব্রজবাসিগণ লোকনাথ গোস্বামীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহাকে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। পরম বিরক্ত লোকনাথ গোস্বামী সেবার উপযোগী দ্রব্যছাড়া কিছুই গ্রহণ করিতেন না। কিশোরীকুণ্ডে কিছুদিন অবস্থান করার পর লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিলেন। সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামীর অপ্রকটে বিচ্ছেদ জ্বালায় তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাজসাহী জেলার গোপালপুর পরগণার অধিপতি রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আসিয়া লোকনাথ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে যাইতে যে প্রেমক্রন্দন করিয়াছিলেন উক্ত প্রেম নরোত্তম ঠাকুরকে দিবার জন্য পদ্মাবতীর তীরে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন; তদবধি উক্তস্থান প্রেমতলি নামে প্রসিদ্ধ। নরোত্তম ঠাকুর পদ্মাবতীর তীরে প্রেমতলিতে অবগাহন স্নানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত সংসার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইলেন। বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীরূপ, সনাতন গোস্বামীর দর্শন এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কৃপালাভ করিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর একমাত্র শিষ্য ছিলেন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পরম বিরক্তের লীলা করিয়াছিলেন, কাহাকেও শিষ্য করিবেন না এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। নরোত্তম ঠাকুরেরও সঙ্কল্প লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেনই। নরোত্তম ঠাকুরের অনেক প্রার্থনা সত্ত্বেও লোকনাথ গোস্বামী প্রথমে দীক্ষা প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া লোকনাথ গোস্বামী যেখানে বাহ্যকৃত্যে যাইতেন প্রত্যহ মধ্য রাত্রে যাইয়া উক্তস্থান পরিষ্কার করিতেন। লোকনাথ গোস্বামী প্রত্যহ প্রাতে শৌচের স্থানটি নির্ম্মল দুর্গন্ধমুক্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কে এইরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা জানিবার জন্য তিনি রাত্রে তৎসন্নিকটে গোপনে অবস্থান করতঃ হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন, মধ্যরাত্রে একটি ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্য করতে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলেন সে ব্যক্তি নরোত্তম ঠাকুর। লোকনাথ গোস্বামী রাজার ছেলে নরোত্তমকে এইরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার ঐরূপ কার্য্য করার উদ্দেশ্য কি ? নরোত্তম ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামীর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার কৃপালাভ ব্যতীত আমার

জীবন বৃথা'। লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুরের এইপ্রকার দৈন্য, আর্ত্তি দেখিয়া স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। শুদ্ধ নিষ্কপট সেবার দ্বারা আরাধ্যদেবকে বশীভূত করা যায়, ইহা তাহার একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। শ্রাবণ পূর্ণিমাতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবনে গুরুদেবের সেবা নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত করিতে থাকিলে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী জগদ্বাসীর শিক্ষার জন্য এবং উত্তর বঙ্গের অধিবাসিগণের মঙ্গলের জন্য একটি অদ্ভুত লীলা করিলেন। বিরক্ত বৈষ্ণব লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুরের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতির অনুকূল সৌজন্যমূলক ব্যবহারাদিতে রুচি ও উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐসব কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীহরিতে অনন্যশরণ ব্যক্তিগণের অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীহরির অন্তরঙ্গ সেবায় নিয়োজিত থাকাকালে জাগতিক স্থূল তাৎকালিক কল্যাণমূলক কার্য্যে উৎসাহ বা রুচি থাকে না। উপরোক্ত ভাবের ব্যত্যয় হইলেই জাগতিক কল্যাণকর কার্য্যের বহুমানন হয়। গুরুদেবের আদেশে নরোত্তম ঠাকুর উত্তরবঙ্গে আসিয়া শুদ্ধ প্রেমভক্তির বাণী প্রচারকরতঃ তদ্দেশবাসিগণের উদ্ধার সাধন করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার রচিত প্রার্থনা গীতিতে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব-মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে,
ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া॥"

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী আনুমানিক ১৫১০ শকে আষাঢ়ী কৃষ্ণা-অষ্টমী তিথি-বাসরে তিরোধান-লীলা করেন। বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোকুলানন্দ মন্দিরে তাঁহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধাবিনোদজীউ বিগ্রহও বর্ত্তমানে শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে সেবিত হইতেছেন।

মেদিনীপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত সুতাহাটা অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে বিগত ১৪ পৌষ (১৩৯১), ২৯ ডিসেম্বর (১৯৮৪) শনিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে হলদিয়ার ট্রেনযোগে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে বরদা রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মাইতি, শ্রীঅশোক কুমার জানা প্রভৃতি ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা মঠের শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী মেদিনীপুরে প্রচারের জন্য উদ্যোগী হইয়া শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারীসহ প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য একদিন পূর্ব্বেই মনোহরপুর গ্রামে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীতারক দাস এই চারি মূর্ত্তি বরদা ষ্টেশন হইতে মোটরকার ও ভ্যানযোগে মনোহরপুর গ্রামে শ্রীশ্যামাপদ জানার বাসভবনে আসিয়া পৌঁছেন। সুতাহাটা অঞ্চলে দেখিলাম ভ্যান শব্দে একপ্রকার খোলা রিক্সা বুঝায় যাহাতে ৪।৫ জন বসিতে পারে। শ্যামাপদবাবু ও তাঁহার পুত্রগণ ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর মনোহরপুর গ্রামে, প্রাচীন গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপরমেশ্বরী দাসাধিকারী প্রভু ৩০ ডিসেম্বর বড়বাসুদেবপুরে এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসৌরেন্দ্র কুমার দাস ও শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মাইতি ৩১ ডিসেম্বর চক্‌লালপুর গ্রামে ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বড়বাসুদেবপুরে ও চক্‌লালপুরে খোলা ময়দানে ধর্ম্মসভা হওয়ায় বিপুল নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীপরমেশ্বরী দাসাধিকারী প্রভুর উদ্যোগে বড়বাসুদেবপুরে যে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে বহু নরনারী মহাপ্রসাদ সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভাসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ হয়। এতদ্ব্যতীত বড়বাসুদেবপুরের ধর্ম্মসম্মেলনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন আচার্য্য মহারাজ এবং ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর সারস্বত মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ যতি মহারাজ। ধর্ম্মসভার পূর্ব্বে ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। চক্‌লালপুরে শ্রীসৌরেন্দ্র কুমার দাসের গৃহে ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর সাধুগণের অবস্থিতি হইয়াছিল।

সুতাহাটা অঞ্চলের ভক্তগণের হরিকথা শ্রবণে ও বৈষ্ণবসেবার আগ্রহ ও আন্তরিকতা খুবই প্রশংসনীয়।

১লা জানুয়ারী শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ চক্‌লালপুর হইতে প্রথমে চৈতন্যপুর, তৎপর চৈতন্যপুর হইতে বাসে কুক্‌রাহাট ষ্টিমার ঘাট, ষ্টিমারে ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছিয়া ট্রেনযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৮৬ পৃষ্ঠার পর]

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য ! কি মহাভাগ্য ! ৩২ ॥

বিশ্বনাথ টীকা— রাগাত্মকবাৎসল্য প্রেমবতীঃ স্তুত্বা রাগাত্মকসখ্যপ্রেমবতঃ স্তুবন্নেব তন্ত্রেণ বাৎসল্যাদিসর্ব্বরতিমতোঽপ্যুপশ্লোকয়তি— অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমিতি। বীপ্সা অত্যানন্দচমৎকারেণ পরমানন্দমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। তেন চ 'সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতিবাচ্যং ব্রহ্ম সূচয়তি। পরম পদেন শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রতিষ্ঠাভূতত্বং পূর্ণপদেন ব্রহ্মস্বরূপাণামংশাবতারাণাং ব্যাবৃত্তিঃ। এতাদৃশং ব্রহ্ম যেষাং শ্রীদামাদিবালকানাং মিত্রং সখা। মিত্রত্বস্য তৎকালভবত্বং বারয়ন্ বিশিনষ্টি। সনাতনং সার্ব্বকালিকমিতি মিত্রত্বস্য সার্ব্বকালিকত্বেন শ্রীদামাদীনামপি সার্ব্বকালিকত্বং জ্ঞাপিতম্। 'অয়ন্তূত্তমো ব্রাহ্মণ' ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণ্যস্যৈবোত্তমত্বাত্তদ্বিশিষ্টোঽপ্যুত্তম ইতিবদত্রাপি মিত্রত্বস্যৈব সনাতনত্বং বিবক্ষিতম্। তথা মিত্রশব্দস্য বন্ধুমাত্রবাচকত্বাদেবঞ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রীমন্নন্দরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষি পর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষামেবাহো ভাগ্যমহোভাগ্যং কিং পুনর্নন্দস্য তস্য তদীয় গোপানাঞ্চ। কিং তৎ যেষাং বাৎসল্যাদিসর্ব্ববিধপ্রেমবতাং পরমানন্দং ব্রহ্ম সনাতনং মিত্রং বন্ধুঃ। বন্ধুত্বোচিতপ্রতীকর্ত্তৃ। যদ্বক্ষ্যতে গোপৈঃ—'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নৌ ব্রজৌকসাম্। নন্দ ! তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্"॥ ইত্যত এষু ব্রজবাসিষ্বৌৎপত্তিকানুরাগ্যেব পূর্ণব্রহ্মেত্যর্থ আয়াতঃ। তেন পরমানন্দমপ্যানন্দয়ন্তি ব্রজবাসিন ইতি। তে সচ্চিদানন্দময়া এবাথ চ পরমবিস্ময়রসবিষয়ীভূতা ইতি ধ্বনিতম্ ॥

টীকার ব্যাখ্যা— রাগরূপ বাৎসল্য প্রেমবতী গোপীগণকে স্তুতি করিয়া, রাগরূপ সখ্য প্রেমবানগণকে স্তুতি করিবার নিমিত্তই তন্ত্রে (এক সখ্যের ভিত্তিতে) বাৎসল্য প্রভৃতি সকল রতিমানগণকেও শ্লোকের দ্বারা স্তুতি করিতেছেন, 'অহো ভাগ্যম্ অহো ভাগ্যম্' ইতি। বীপ্সা (দ্বিরুক্তি) অত্যন্ত আনন্দের চমৎকার (আস্বাদ) হেতু। 'পরমানন্দং' এই ক্লীবত্ব আর্ষ (আনন্দ শব্দ পুংলিঙ্গ)। তাহার দ্বারা 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাচ্য ব্রহ্মকে সূচনা করিতেছে। 'পরম' পদের দ্বারা কৃষ্ণ 'ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা', 'পূর্ণ' পদের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ অংশাবতারগণের ব্যাবৃতি (পৃথকত্ব)। এতাদৃশ ব্রহ্ম, 'যন্মিত্রং' যে শ্রীদাম প্রভৃতি বালকগণের 'মিত্র' সখা। মিত্রতার সেই কালে উৎপত্তি বারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ করিতেছেন 'সনাতন' সার্ব্বকালিক। মিত্রতা যে হেতু সার্ব্বকালিক সেই হেতু শ্রীদাম প্রভৃতিও (মিত্র) সার্ব্বকালিক (সবকালে) ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'ইনি উত্তম ব্রাহ্মণ' ইহা বলিলে ব্রাহ্মণ্যেরই উত্তমতা হেতু ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট ও উত্তম, ইহার মত এখানেও মিত্রত্বেরই সনাতনত্ব বিবক্ষিত (অভিপ্রেত)। সেইরূপ মিত্র শব্দ বন্ধুমাত্রের বাচক, এই কারণে এইরূপও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীমান নন্দরাজের ব্রজবাসিমাত্রের পশুপক্ষি পর্য্যন্ত সকলেরই অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য, নন্দ এবং তাঁহার গোপগণের কি ? কি সেই (ভাগ্য) ? বাৎসল্য প্রভৃতি সকলপ্রকার প্রেমবানগণের, পরমানন্দ ব্রহ্ম সনাতন 'মিত্র' বন্ধু—বন্ধুত্বের উচিত প্রীতি কর্ত্তৃ। যেহেতু গোপগণ বলিবেন। 'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্। নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্' (ভাঃ ১০ ২৬৷১৩)। হে নন্দ ! আপনার এই পুত্রের প্রতি ব্রজবাসী আমাদের সকলের অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারা যায় না, স্বাভাবিক। তাঁহার ও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক, কিরূপে সম্ভব হয় ? এই হেতু এই ব্রজবাসিগণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগই পূর্ণব্রহ্ম, এই অর্থ আসিতেছে। তাহার দ্বারা 'ব্রজবাসিগণ পরমানন্দকেও আনন্দিত করিতেছেন' এই কারণে তাঁহারা সচ্চিদানন্দময়ই, অথচ পরমবিস্ময়রসের বিষয় স্বরূপ, ইহা ধ্বনিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

আগরতলায় শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আগরতলাস্থিত শাখামঠের মঠরক্ষক ও সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে প্রতিবৎসরের ন্যায় এবৎসরও ৫ আষাঢ় ২০ জুন বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা এবং ১৩ আষাঢ় ২৮ জুন শুক্রবার পুনর্যাত্রা মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বদিবস গৌহাটী হইতে বিমানযোগে আগরতলায় শুভাগমন করেন। শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, ও শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী বাস ও রেলপথে আগরতলায় আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীধনঞ্জয় ব্রহ্মচারী সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রচারে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আগরতলায় রথযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পুরী হইতে যাত্রাকরতঃ কলিকাতা হইয়া গত ২৪ জুন প্রাতে বিমানে আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে বিমানযোগে আগরতলায় পৌঁছিয়াছিল।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে—শ্রীজগন্নাথ বাড়ীতে ৯ আষাঢ় ২৪ জুন সোমবার হইতে ১২ আষাঢ় ২৭ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বিশেষ সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ, আগরতলা রামঠাকুর কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় মহিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রতাপচৌধুরী এবং আগরতলা পি ডব্লিউ ডির চীপ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনীহারকান্তি সিন্হা। খোয়াই গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকুলদা প্রসাদ রায় এবং স্থানীয় এম্, বি, বি,

আগরতলা মঠের (শ্রীজগন্নাথ বাড়ীর) উদ্যোগে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার একটি দৃশ্য

কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুভাষ দাস তৃতীয় ও ৪র্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'মানবজাতির ঐক্য-বিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' ও 'ভক্তাধীন ভগবান'। শ্রীমঠের আচার্য্য ও যুগ্ম-সম্পাদকের বক্তব্য বিষয়-গুলি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহা-রাজও বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

আগরতলায় রথযাত্রাকালে অগণিত নরনারীর সমাবেশ ও তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ বহিরাগত দর্শনার্থীমাত্রকেই উদ্দীপনা প্রদান করিয়া থাকে। আগরতলা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, নবনির্ম্মিত গুণ্ডিচা মন্দিরের সৌন্দর্য্য এবং তদভ্যন্তরে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শোভা এবং নবনির্ম্মিত বিশাল সংকীর্ত্তন ভবনের শোভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুবৃন্দ পরমোল্লসিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠে শাস্ত্রাবলম্বনে উপদেশ প্রদান করিতেন। স্থানীয় ভক্তগণের দ্বারা আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় মঙ্গল মহারাজ সহরের বিভিন্ন-স্থানে হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীননাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধনঞ্জয় ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীগৌতম দাস, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।
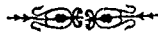
বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ ঃ— অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বিগত ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন বৃহস্পতিবার শুক্লা-দশমী-তিথিবাসরে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে শ্রীব্রজধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদের সংস্থাপিত বিদ্যানগরস্থ সার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠের সেবা দীর্ঘদিন তথায় থাকিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন মঠে অবস্থান করতঃ তাঁহার যোগ্যতানুসারে সেবা করিয়া শেষ বয়সে বৃন্দাবন কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীবিগ্রহের সেবা ও ভজন করিতেছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থতা-লীলাভিনয় করতঃ বৃন্দাবনস্থ মঠে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূত চরিতামৃত

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কী জয় !

শ্রীগুরু-প্রণাম

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় রূপানুগপ্রিয়ায় চ।
শ্রীমতে ভক্তিদয়িত মাধবস্বামিনামিনে ॥
কৃষ্ণাভিন্ন-প্রকাশ-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
ক্ষমাগুণাবতারায় গুরবে প্রভবে নমঃ ॥
সতীর্থপ্রীতিসদ্ধর্ম্ম-গুরুপ্রীতিপ্রদর্শিনে।
ঈশোদ্যান প্রভাবস্য প্রকাশকায় তে নমঃ ॥
শ্রীক্ষেত্রে প্রভুপাদস্য স্থানোদ্ধার-সুকীর্ত্তয়ে।
সারস্বতগণানন্দ সম্বর্দ্ধনায় তে নমঃ ॥

শ্রীগুরু-বন্দনা

সুদীর্ঘং স্বর্ণ বর্ণাঙ্গং দিব্যাবয়ব সুন্দরম্।
ত্রিদণ্ডিবেষধৃক্ সৌম্যং সর্ব্বভারত সঞ্চরম্ ॥
নবদ্বীপে তথাসামে ব্রজে পঞ্চনদান্ধ্রয়োঃ।
স্থাপয়ন্তং মঠং গৌর-রাধাকৃষ্ণার্চ্চনোজ্জ্বলম্ ॥
গুর্ব্বাবির্ভাব পীঠে তু শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমে।
দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ সেবা প্রকটকারকম্ ॥
সর্ব্বত্র সাধু সঙ্ঘেষু সজ্জনেষু তথা গুরোঃ।
বাণীবৈভব বিস্তার সদাচারপ্রবর্ত্তকম্ ॥
শিষ্যেঽশেষ কৃপাসিন্ধুং প্রীতিমন্তং সতীর্থকে।
গুরোরভীষ্ট যজ্ঞেষু তূৎসর্গীকৃত জীবনম্ ॥
শ্রীভক্তিদয়িতং নামাচার্য্যবর্য্যং জগদ্গুরুম্।
বন্দে শ্রীমাধবং দেব গোস্বামিপ্রবরং প্রভুম্ ॥

শ্রীশ্রীল গুরুদেব-পাদপদ্মস্তবকৈকাদশকম্

শতসজ্জনবন্দিতপাদযুগং
যুগধর্ম্মপ্রচারকধুর্য্যজনং ।
জনতাসুসুভাষণশক্তিধরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ১ ॥

অতিদীর্ঘ মনোহর গৌরতনুং
মৃদুমন্দসুহাস্যযুতাস্যধরং ।
উরুলম্বিতহস্তসুরূপযুতং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ২ ॥

শিশুকালসুপাঠ্যসুযত্নপরং
জননীসবিধেশ্রুতশাস্ত্রমতং ।
পরমার্থকৃতে পরিহীনগৃহং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ৩ ॥

প্রভুপাদপদেহর্পিত দেহমতিং
গুরুকার্য্যকৃতে যতিবেশধরং ।
প্রণতেষু সদাহিতকারিবরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ৪ ॥

প্রভুপাদমনোমত কার্য্যরতং
সুসমাদৃতভক্তিবিনোদপদং ।
রঘুরূপসনাতনলব্ধ পথং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ৫ ॥

তরুধিক্কৃতমার্জ্জনশক্তিধরং
লঘুসেবনমাত্রকহৃষ্টহৃদং ।
হরিকীর্ত্তনসন্ততদত্তমতিং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ৬ ॥

মঠমন্দিরনির্মিতি কীর্ত্তিধরং
গুরুগৌরকথাসু চ নিত্যরতং ।
স্বয়মাচরণে পরধৈর্য্যপরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ৭ ॥

করুণার্দ্র হৃদাহৃত বিষ্ণুজনং
জননন্দিত বন্দিত কৃত্যকুলং ।
নিজদেশবিদেশ সুবন্দ্যপদং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ৮ ॥

গুরুপংক্তিসুরক্ষণযত্নপরং
গুরুসোদরগৌরবদানরতং ।
অনুরক্তসুসেবকবাক্যধরং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ৯ ॥

ভগবদ্ভজনেহ্যনুরাগপরং
ব্রতপালনকর্ম্মসুদার্ঢ্যযুতং ।
প্রভুপাদ পদোদ্ধৃতকারিজনং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ১০ ॥

কৃপয়া ক্ষমতামপরাধিজনং
কলুষাযুতসক্তসুদীননরং ।
সুপথে পরিচালয় সর্ব্বদিনং
প্রণমামি চ মাধবদেবপদম্ ॥ ১১ ॥

কাঞ্চনপাড়ায় (ফরিদপুরে) শুভাবির্ভাব

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় নবমাধস্তনান্বয়বর ও নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৩ অগ্রহায়ণ, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর শুক্রবার (১৮২৫ শকাব্দ) শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার কাঞ্চনপাড়া গ্রামে দিব্যদর্শন শিশুরূপে আবির্ভূত হন।

শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে পরম করুণাময় পরমানন্দস্বরূপ শ্রীহরির জাগরণলীলা যেমন সর্ব্বজীবের মঙ্গলদায়ক ও আনন্দবর্দ্ধক, তদ্রূপ ত্রিতাপসন্তপ্ত বদ্ধজীবের পরম সৌভাগ্যরূপে শ্রীহরির প্রিয়তমজন ও

করুণাময় মূর্ত্তি অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীউত্থানৈকাদশীতে আবির্ভাব সর্ব্বজীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান ও উল্লাস বর্দ্ধনের জন্য। আমাদের পরমেষ্ঠি-গুরুপাদপদ্ম বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা-মূর্ত্তি পরমহংস বৈষ্ণব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

পদ্মানদীর মোহনার তটবর্ত্তী ভেদারগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাঞ্চনপাড়া গ্রামের পরিবেশ পবিত্র এবং রমণীয়। প্রেমভক্তিপ্রদানে পদ্মানদীর বিশেষ মহিমা শুনা যায়, যদিও বাহ্যবিচারে পদ্মানদীকে অনেকে কীর্ত্তিনাশা বলেন বহু গ্রাম ও শহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করায়। পদ্মানদীর তটে অবস্থিত প্রেমতলি গ্রাম। পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পদ্মানদীতে স্নান করতঃ এই নদীর তীরে নরোত্তম ঠাকুরের জন্য প্রেম সংরক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা আজও 'প্রেমতলি' নামে প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশ হওয়ার পর কাঞ্চনপাড়ার সেই রমণীয় পরিবেশ বাহ্যদর্শনে এখন তদ্রূপ দৃগ্‌গোচর নাও হইতে পারে। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের জননীদেবীর মাতুলালয় ছিল এই গ্রামে। শ্রীল গুরুদেবের জননীদেবীর মাতুলগণ তথাকার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা তালুকদার হইলেও তাঁহাদের জমিদারের ন্যায় মর্য্যাদা ছিল। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার তাঁহাদিগকে রাজচক্রবর্ত্তী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে 'চক্রবর্ত্তী-বাড়ী'রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণু ও ব্রাহ্মণ-প্রধান। শ্রীল গুরুদেবের মাতুলগণও কাঞ্চনপাড়ায় থাকিতেন বলিয়া উহাকে শ্রীল গুরুদেবের মাতুলালয়ও বলা হইয়া থাকে।

বংশ-পরিচয়

শ্রীল গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রমে পিতৃবংশের পরিচয় এইরূপ জানা যায়। তাঁহার পিতামহ ছিলেন শ্রীচণ্ডী-প্রসাদ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতৃদেব ছিলেন শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পিত্রালয় ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে। শ্রীল গুরুদেবের পিতা এবং পিতামহ উভয়ে বিক্রমপুরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের জননীদেবীর নাম শ্রীযুক্তা শৈবালিনী দেবী। জননীদেবী পরমা ভক্তিমতী দেব-দ্বিজ-সাধু-সেবা-পরায়ণা ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাবের পর চারি বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর জননীদেবী পুত্রকে মাতুলালয়ে আনিয়া লালন পালন করেন। বালক মাতুলগণের অসীম স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন। বালকের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল শ্রীহেরম্ব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য 'গণেশ' এইনামে সকলে তাঁহাকে স্নেহসূচকভাবে ডাকিতেন।

শৈশব ও যৌবনকালের গুণাবলী

শৈশবকাল হইতে বালকের মধ্যে কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণ প্রকাশিত হয়। কখনও কোন অবস্থায় বালক মিথ্যা কথা বলিতেন না। অন্যান্য সমবয়স্ক বালককে সত্যকথার মহিমা এবং মিথ্যাকথার দোষ বুঝাইতেন। সকলে বালকের ঐ প্রকার আচরণ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। শৈশবকাল হইতেই শ্রীল গুরুদেবের মধ্যে বিষয়বিরক্তভাব প্রকটিত হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে রুচিবিশিষ্ট শ্রীল গুরুদেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বালকগণ হইতে বিলক্ষণরূপে পরিদৃষ্ট হইত। বাল্যকাল হইতেই শ্রীল গুরুদেব স্বয়ং আচরণমুখে অন্যান্য বালকগণকে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি নিজের দুঃখ ও অসুবিধা সহ্য করিয়া অপরের দুঃখ অপনোদনের ও সুখবিধানের চেষ্টা করিতেন। বাল্যকালে তাঁহার হৃদয়ের ও জ্ঞানের প্রসারতা দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন—ইনি ভবিষ্যতে একজন

অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হইবেন। শ্রীল গুরুদেবের জননীর নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীল গুরুদেবকে বাল্যবয়সে কোন ভালবস্তু বা খাদ্য প্রদত্ত হইলে তিনি অগ্রে উহা সকল বালকগণকে বণ্টন করিয়া পরে কিছু অবশেষ থাকিলে গ্রহণ করিতেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় অধ্যয়নকালে বালকের নিকট জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া অধ্যাপকগণ বিস্মিত হইতেন। একদিনের একটি ঘটনা এখানে লিখিত হইতেছে। বালক তাঁহার সহপাঠী বালকগণের সহিত বালসুলভ খেলাধূলায় প্রমত্ত আছেন। তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইতেছে, তন্মধ্যে দৌড়-প্রতিযোগিতায় বালক সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া চলিলে মাঝে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যান এবং সমস্তশরীর ক্ষত বিক্ষত হয়, রক্তের প্রবাহ বহিতে থাকে। অধ্যাপকগণ এবং অন্যান্য অভিভাবকগণ বালকগণের নিকট ঐরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া দুর্ঘটনাস্থানে ছুটিয়া আসেন। তাঁহারা বালককে উঠাইয়া তাঁহার ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য ঔষধাদি প্রয়োগ করেন এবং অনেক প্রকারে প্রবোধ দিতে থাকেন। তখন গুরুদেব তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন, 'আপনারা অধিক চিন্তিত হইবেন না, আমি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিব। ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমার চোখ, নাক, কান নষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু সেসব কিছুই হয় নাই। আমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল আরও অধিক গুরুতর ছিল। ভগবানের কৃপায় তাহা হয় নাই।' বালকের মুখে অত্যদ্ভুত জ্ঞানের কথা শুনিয়া অধ্যাপকগণ সঙ্গে সঙ্গে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন—'এ বালক সামান্য নয়।' বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়ন-কালে শ্রীল গুরুদেব দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ বহু পরিশ্রম করিয়া একটি গ্রন্থাগার স্থাপন এবং বিনামূল্যে গ্রন্থবিতরণের ব্যবস্থা করেন। শ্রীল গুরুদেবের রূপলাবণ্যযুক্ত সুঠামদেহ, স্বভাবে কমনীয়তা, অদ্ভুত ন্যায়পরায়ণতা ও সহ্যগুণসম্পন্নতা স্বাভাবিকভাবে তাঁহাকে কি বাল্যবয়সে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে সর্ব্বত্র নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া বা ভোটের দ্বারা নেতৃত্ব-পদ লাভ করিতে হয় নাই। তাঁহার গুণেতে আকৃষ্ট হইয়া সকলে তাঁহাকে সকল বিভাগে নেতৃত্বপদে বরণ করিতেন এবং বরণ করিয়া সুখী হইতেন। বস্তুতঃপক্ষে গুরুত্ব, আদর্শ এবং যোগ্যতা নেতৃত্বপদ প্রদান করিয়া থাকে। সুপুরুষ ও দীর্ঘাকৃতি হওয়ায় তিনি যৌবনে ক্রীড়াবিষয়ে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। এইজন্য খেলোয়াড়গণ সর্ব্বদা তাঁহাকে তাঁহাদের নেতা করিতেন। নাটক অভিনয়েও অদ্ভুত দক্ষতা লাভ করায় তিনি সেখানেও নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হইতেন। এমন কোনও বিষয় ছিল না যাহাতে তিনি দক্ষ ছিলেন না। এইজন্য জনহিতকর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নেতারূপে তিনি সেগুলির পরিচালনা করিতেন। এমনকি তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

১১ বৎসর বয়সে গীতা কণ্ঠস্থ, নারদের কৃপালাভ ও হরিদ্বার-হিমালয়ে গমন

শ্রীল গুরুদেব আদর্শ মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার জননীদেবী তাঁহার নিকট বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার দ্বারা পাঠ করাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ে ও ঈশ্বরারাধনায় উৎসাহ প্রদান করিতেন। বালককে প্রত্যহ গীতাপাঠ করিতে বলিতেন। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ গীতাপাঠ করিতে করিতে এগার বৎসর বয়সে বালকের সম্পূর্ণ গীতা কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। বালকের বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাঞ্চনপাড়া গ্রামে ও ভটাগ্রামে সমাপ্ত হয়। তৎপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ও কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতা শহরে আসেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার ভগবানের জন্য বিরহ-ব্যাকুলতা অত্যন্ত তীব্র হয়। শ্রীল গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয় শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের (শ্রীল গুরুদেবের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের পর যিনি শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন) গৃহে অবস্থানকালে নারায়ণ মুখার্জ্জি প্রভু শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার কামরায় অধিকরাত্রিতে ব্যাকুলভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে ও কাঁদিতে দেখিয়াছেন। সেই সময় শ্রীল গুরুদেব দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্নাবস্থায়

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	যন্ত্রস্থ
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৯২
৪ পদ্মনাভ, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, বুধবার, ২ অক্টোবর, ১৯৮৫ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীল সূতগোমীর স্থান, নৈমিষারণ্য

সময়—অপরাহ্ন, মঙ্গলবার, ২রা কার্ত্তিক, ১৩৩৩

শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি—এক তাৎপর্য্যময়। ইহাতে স্বীয় ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির পরিবর্ত্তে সকলই নৈষ্কর্ম্ম্য। সুখ ও দুঃখ, দুইটী ভিন্ন বস্তু। সুখের জন্য বেড়া'লে দুঃখই আসে। সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কর্ম্ম-কাণ্ড মুক্ত-পুরুষের কৃত্য নহে। কর্ম্মের ফল কখন ভাল, কখন মন্দ। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন না। যা'তে জীবের পরম-মঙ্গললাভ হয়, ভাগবত সেই পরমাত্মার কথা কীর্ত্তন করেন। ভাগবতে নৈষ্কর্ম্ম্য ও পারমহংস্য-ধর্ম্মের কথা আছে। ভাগবত শুন্‌তে হ'বে, পড়্‌তে হ'বে ও বিচার কর্‌তে হ'বে। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে 'ভাগবত' কি বলেন, তাহা বিচার্য্য।

ভাগবত ছেড়ে' অন্যান্য গ্রন্থ পড়্‌লে কর্ম্ম-জ্ঞান-মার্গের, সুখ-দুঃখের ও জন্ম-মৃত্যুর বাধ্য হ'তে হয়। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম হ'তে পারে। মোক্ষকামী ভোগ ত্যাগ কর্‌লেও ঈশ্বরের উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন।

যোগের দ্বারাও ভগবানের ভজন হয় না,—উহাতে 'অণিমা', 'লঘিমা' প্রভৃতি সিদ্ধি-লাভ হয়। মোক্ষ-কামীর (Salvationist-এর) কথা ছেড়ে' দিতে হ'বে। সে কেবল সংসারের সুখ-দুঃখের হাত হ'তে ছুটী চায়, সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা (recipient)।

যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ ক'রেছেন, ভাগবত বলেন,—তিনি ভুল পথ অবলম্বন ক'রেছেন। ভক্তি হ'লেই সহজে মুক্তি হ'তে পারে, প্রেয়ো-বস্তু-লাভ হ'লে শ্রেয়ো-বস্তু-লাভ নাও হ'তে পারে। কিন্তু শ্রেয়ো-বস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন,—আমি আমার ভগবানের সেবাই কর্‌বো, তিনি গ্রহণ ক'র্‌তেও পারেন, নাও পারেন ;—ইহাই ভক্তি।

কর্ম্মিগণ এ-জীবনে ও পর-জীবনে নিজের ভোগ চায়। Bhakti is the eternal function of pure souls. If we regain our real position, then we have the chance of dissociating ourselves from the world. ভক্তি

—নির্ম্মল আত্মারই বৃত্তি। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি, তবেই অনায়াসে এই পৃথিবী হ'তে পৃথক্ হ'তে পার্ব।

পৃথিবীর কোন বিষয় আমার চিন্তনীয় নয়। স্বরূপ-লক্ষণে ভগবান্ শুদ্ধসত্য। স-পরিকর সেই নিত্য বাস্তব শুদ্ধসত্যই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। তটস্থ-লক্ষণেই মায়িক জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষিত হয়।

ভগবানের আমার ন্যায় হাত, পা, মুখ, চোখ, কাণ, নাক নাই। আমার ইন্দ্রিয়গুলির পরস্পরে ভেদ আছে। ভগবানের দেহ ও দেহীর (Proprietor and properties এর) ভেদ নাই (identical)—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা 'এক'। পৃথিবীর প্রাকৃত বস্তু হ'তে সংজ্ঞা ভিন্ন, রূপী হ'তে রূপ ভিন্ন, গুণী হ'তে গুণ স্বতন্ত্র। 'কম্বল-শব্দ' ও 'কম্বল-বস্তু' এক নহে। পৃথিবীতে রূপীর রূপ পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু ভগবান্—স্বরাট্। He does not require any other help. He may come down upon the scene of anybody and everybody as He pleases. ভগবান্ কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করেন না,—তিনি পূর্ণ নিরপেক্ষ, পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ। (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

তাঁহার কর্ণ-চক্ষু ইত্যাদি অচিন্ময় নয়, সকলই চিন্ময় ও পূর্ণ। Electron theory বা পরমাণু-বাদে ভ্রান্ত জীব ইহা ধারণা করতে অসমর্থ। Electron theory ও theism এক নহে।

ভগবান্ নারায়ণ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে শুদ্ধসত্য প্রকাশ করেন। সূরিগণেরও বাস্তব সত্য (Absolute Truth) ধারণা করতে ভুল হয়। মানবের বিচারে ভুল আছে, কিন্তু Absolute Truth এর ভুল নাই। "সত্যং পরং ধীমহি"—শ্রীভাগবতের আদি শ্লোকে আছে। জাগতিক ফল্গু অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাগবত জানা যায় না; সদ্গুরুপদাশ্রয় দরকার।

ভাগবতের এই বিশুদ্ধ সত্যের কথা শ্রীল সূত-গোস্বামী এই স্থানে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন ক'রেছিলেন। Mental speculation or activity was stupified here—ব্রহ্মার মনোময় চক্র এখানে স্তব্ধ হ'য়েছিল ব'লে এই স্থানের নাম—"নৈমিষারণ্য"; এইটি আত্ম-বি-রামের স্থান।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর]

সম্প্রদায়বিবাদেষু বাহ্যলিঙ্গাদিষু ক্বচিৎ।
ন দ্বিষন্তি ন সজ্জন্তে প্রয়োজনপরায়ণাঃ॥

প্রীতির পুষ্টিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ইহা জ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণ সম্প্রদায়বিবাদে ও বাহ্যলিঙ্গ সকলে আসক্ত হন না, অথবা বিদ্বেষও করেন না, যেহেতু তাঁহারা সামান্য পক্ষপাত কার্য্যে নিতান্ত উদাসীন।

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
স্মৃত্বৈতন্নিয়তং কার্য্যং সাধয়ন্তি মনীষিণঃ॥

হরিভক্ত পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, তাহাকেই কর্ম্ম বলা যায় যদ্দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তুষ্ট হন এবং তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় যাহাদ্বারা কৃষ্ণে মতি হয়। এইটী স্মরণ করত তাঁহারা সমস্ত প্রয়োজন-সাধক কর্ম্ম করেন এবং সমস্ত পরমার্থপোষিকা বিদ্যার অর্জন করেন। তদিতর সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানকেই তাঁহারা ফল্গু বলিয়া জানেন।

জীবনে মরণে বাপি বুদ্ধিস্তেষাং ন মুহ্যতি।
ধীরা নম্রস্বভাবাশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

তাঁহারা স্বভাবতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ, নম্রস্বভাব ও সর্ব্ব-ভূতের হিতসাধনে তৎপর। তাঁহাদের বুদ্ধি এত স্থির

যে, জীবনকালে বা জীবনাত্যয়ে নানাবিধ প্রপঞ্চযন্ত্রণা ঘটিলেও পরমার্থতত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না।

আত্মা শুদ্ধঃ কেবলস্তু মনো জাড্যোদ্ভবং ধ্রুবং।
দেহং প্রাপঞ্চিকং শশ্বদেতত্তেষাং নিরূপিতং ॥
জীবশ্চিদ্ভগবদ্দাসঃ প্রীতিধর্ম্মাত্মকঃ সদা।
প্রাকৃতে বর্ত্তমানোয়ং ভক্তিযোগসমন্বিতঃ ॥

রাগের প্রাদুর্ভাবে মন ও দেহের স্বভাবতঃ ভিন্নতা-প্রাপ্তি বশতই হউক অথবা রাগতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্য স্বরূপ জ্ঞানালোচনা দ্বারাই হউক, ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের একটী সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠে। সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও কেবল অর্থাৎ মায়িকগুণের কোন অপেক্ষা করেন না। আপাততঃ যাহাকে আমরা মন বলি, তাহার নিজ সত্তা নাই, আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রপঞ্চ-সম্বন্ধবিকার মাত্র। আত্মার সিদ্ধবৃত্তি সকল সাম্বন্ধিক অবস্থায় মনোবৃত্তিস্বরূপ লক্ষিত হয়। বৈকুণ্ঠগত আত্মার স্ববৃত্তিদ্বারা কার্য্য হয়, তথায় এই মন থাকে না। আত্মার প্রপঞ্চ সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান সুপ্তপ্রায় হইলে বিকৃত জ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। এই জ্ঞান মনের কার্য্য ও জড়জনিত। ইহাকেই বিষয়জ্ঞান বলা যায়। আমাদের বর্ত্তমান দেহ প্রাপঞ্চিক, ইহার সহিত আত্মার বদ্ধকালাবধি সম্বন্ধমাত্র। এই স্থূল ও লিঙ্গদেহের সহিত বিশুদ্ধ আত্মার সংযোগপ্রণালী কেবল পরমেশ্বরই জানেন, মানবগণের জানিবার অধিকার নাই। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিযোগে ভক্তদিগের শরীরযাত্রা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীব স্বয়ং চিত্তত্ত্ব, স্বভাবতঃ ভগবদ্দাস এবং প্রীতিই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম। আদৌ হৃদয়নিষ্ঠানুসারে জীবের পতনকালে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই অনির্দ্দেশ্য বন্ধন ব্যাপার সিদ্ধ হওয়ায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের পক্ষে ভক্তিযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ। ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবৎকৃপা উদয় হইলে, অনায়াসে চিজ্জড়ের সংযোগ দূর হইবে। নিজচেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ দেহপাত বা কর্ম্মত্যাগরূপ নিশ্চেষ্টতা অথবা ভগবদ্বিদ্রোহতাসহকারে ইহা কখনই সিদ্ধ হইবে না; সমাধি দ্বারা এই পরম সত্যটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কর্ম্মজ্ঞানাত্মক মানব-জীবন যখন ভক্তির অনুগত হয় তখনই ভক্তিযোগের উদয় হয়।

জ্ঞাত্বৈতৎ ব্রজভাবাঢ্যা বৈকুণ্ঠস্থাঃ সদাত্মনি।
ভজন্তি সর্ব্বদা কৃষ্ণং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ॥

ইহা অবগত হওত, ব্রজভাবাঢ্য পুরুষগণ বৈকুণ্ঠস্থ হইয়া সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন।

চিৎসত্ত্বে প্রেমবাহুল্যাল্লিঙ্গদেহে মনোময়ে।
মিশ্রভাবগতা সা তু প্রীতিরুৎপ্লাবিত সতী ॥

আত্মার চিৎসত্তায় যখন প্রেমের বাহুল্য হইয়া উঠে, তখন মনোময় লিঙ্গদেহে পবিত্র প্রীতি উচ্ছলিতা হইয়া মিশ্রভাবগত হয়। ঐ অবস্থায় মনন, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা ও ভূতশুদ্ধির চিন্তা ইত্যাদি মানসপূজার নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। মানস পূজাকার্য্যে মিশ্রভাব আছে বলিয়া তাহা পরিহার্য্য নয়; যেহেতু লিঙ্গভঙ্গ পর্য্যন্ত উহা নিসর্গসিদ্ধ থাকে। জড় হইতে আদৌ যে সকল মানসক্রিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে ঐ সকলই প্রপঞ্চজনিত পৌত্তলিকভাব;—কিন্তু সমাধিগত আত্মচেষ্টা হইতে যে সকল ভাব উচ্ছলিত হইয়া মানসযন্ত্রে ও ক্রমশঃ দেহে ব্যাপ্ত হয়, সে সকল চিৎ-প্রতিফলনস্বরূপ সত্যগর্ভ।

প্রীতিকার্য্যমতোবদ্ধে মনোময়মিতীক্ষিতং।
পুনস্তদ্ব্যাপিতং দেহে প্রত্যগভাবসমন্বিতং ॥

অতএব বদ্ধজীবে প্রীতির কার্য্য সকল মানসিক কার্য্য বলিয়া লক্ষিত হয়; ঐসকল মানসগত চিৎ-প্রতিফলন পুনরায় অধিকতর উচ্ছলিত হইয়া দেহগত হয়। জিহ্বাগ্রে আসিয়া চিৎপ্রতিফলিত ভগবন্নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে। কর্ণ সন্নিকটস্থ হইয়া ভগবন্নাম-গুণাদি শ্রবণ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। চক্ষুগত হইয়া জড়জগতে প্রেমময় সচ্চিদানন্দ প্রতিফলিত ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করে। আত্মগত শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব সকল দেহে উচ্ছলিত হইয়া পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প, নৃত্য, দণ্ড-বন্নতি, লুণ্ঠন, প্রেমালিঙ্গন, ভগবত্তীর্থ-পর্য্যটন প্রভৃতি কার্য্য সকল উদিত করে। আত্মগত ভাব সকল আত্মাতেই সক্রিয়রূপে অবস্থান করিতে পারিত, কিন্তু আত্মার স্বরূপাবস্থান সম্বন্ধে ভগবৎকৃপাই প্রাকৃত জগতে চিদ্ভাবের উচ্ছলন কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী। বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূপে উন্নত করিবার আশয়ে প্রবৃত্তির পরাগ্গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যগ্গতি সাধনের

জন্য ভগবদ্ভাব সকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারা অতিক্রম করতঃ আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম আত্মার পরাগ্‌গতি। ঐ প্রবৃত্তিস্রোত পুনরায় স্বধাম ফিরিয়া যাইবার নাম প্রত্যগ্‌গতি। সুখাদ্য লালসার প্রত্যগ্ধর্ম্ম সাধনার্থে মহাপ্রসাদ সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থাদি দর্শন দ্বারা দর্শনবৃত্তির প্রত্যগ্‌গমন সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিসূচক গীতাদি শ্রবণ-দ্বারা শ্রবণপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুলসী চন্দনাদি সুগন্ধি গ্রহণদ্বারা গন্ধপ্রবৃত্তির বৈকুণ্ঠ-গতি সনকাদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধিমূলক বিবাহিত ভগবৎ পর পত্নী বা পতিসঙ্গম-দ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষসংযোগপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবচরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসবপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌গতি সাধনের জন্য হরিলীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্‌ভাবান্বিত নরচরিত্র সর্ব্বদা সারগ্রাহী-দিগের পবিত্র জীবনে লক্ষিত হয়। (ক্রমশঃ)

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় সমস্ত জগৎ প্লাবিত হয়, কিন্তু মায়াবাদী সেই কৃষ্ণপ্রেমরসে চিরবঞ্চিত। মায়াবাদী যাবতীয় সদ্‌বিষয়ে মায়া বলিয়া বাদ উত্থাপন করেন। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত বিগ্রহ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি, তাঁহার অবতারগণের দেহ সমস্তই মায়িক—মায়াসম্বন্ধযুক্ত, একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত। জীব, জগৎ সমস্তই মিথ্যা মায়াকল্পিত ব্যাপার, জীব মায়ামুক্ত হইলেই নিজেকে ব্রহ্ম ও সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মময় বলিয়া দর্শন করিতে পারিবেন, ইহাই মায়াবাদীর বিচার।

জীব ও জগৎকে স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়-ত্বের হানি হয়, ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু-স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, এজন্য শাঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ও জগৎ মিথ্যা—এই মত প্রবর্ত্তন করেন। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ইহাই তাঁহাদের মতের সংক্ষিপ্তসার।

আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রমুখ মহা-জনগণের বিচারাবলম্বনে এই ভক্তিপ্রতিকূল মহাশত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার্থ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। ভক্তিপথের পথিকমাত্রকেই ইহা হইতে সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিতেছেন—

'মায়াশক্তি স্বরূপশক্তির ছায়ামাত্র, তাহার চিজ্জগতে প্রবেশ নাই। সেই মায়া জড়জগতেরই অধিকর্ত্রী; জীব অবিদ্যা-ভ্রমে জড়জগতে প্রবিষ্ট। চিদ্বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্রশক্তি অবশ্যই আছে, মায়াবাদ তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে মানে না। মায়াবাদ বলে যে, জীবই ব্রহ্ম—মায়ার ক্রিয়াগতিকে তাহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, মায়াসম্বন্ধ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়া-সম্বন্ধ-শূন্য হইলেই জীবের ব্রহ্মত্ব। মায়া হইতে পৃথক্ হইয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই, অতএব জীবের মোক্ষই ব্রহ্মের সহিত নির্বাণ। মায়াবাদ জীবকে ত' এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া শুদ্ধজীবের সত্তা স্বীকার করিলেন না; আবার বলেন যে, ভগবান্‌কে জড়-জগতে আসিতে হইলে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—তিনি একটি মায়িকস্বরূপ গ্রহণ না করিলে প্রপঞ্চে উদিত হইতে পারেন না, কেননা ব্রহ্মাবস্থায় তাঁহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাবস্থায় তাঁহার মায়িক বিগ্রহ হয়; অবতারসকল মায়িক শরীরকে গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করেন, আবার মায়িক শরীরকে এইজগতে রাখিয়া স্বধামে গমন করেন। মায়াবাদী ভগবানের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, জীব ও ঈশ্বরের

অবতারে একটি ভেদ আছে—সেই ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া স্থূলদেহ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কর্ম্মের স্রোতোবেগে জরা, মরণ ও জন্ম প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হন ; ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন ; তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তিনি সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্য হইতে পারেন; ঈশ্বর কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু কর্ম্মফলের পরতন্ত্র নন —এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীধামে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে যে বেদার্থ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থরাজের মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে জানিতে পাই—

বেদ—স্বতঃপ্রমাণ শিরোমণি। শব্দের 'অভিধা'-বৃত্তিগত মুখ্যার্থ ছাড়িয়া 'লক্ষণা'-বৃত্তিগত 'গৌণার্থ' কল্পনা দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাঁহার স্বতঃপ্রমাণতা হানি হয়। ব্যাসসূত্র বা বেদান্তসূত্রার্থ সূর্য্যকিরণবৎ পরম নির্ম্মল, কিন্তু শ্রীশঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাকে তাঁহার স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে আচ্ছাদন করতঃ শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ বিপরীতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিকশাস্ত্র কৈল ॥"

'ঈশ্বরাজ্ঞা' সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডে সহস্রকথনে ৬২ অ, ৩১ শ্লোকে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥"

[অর্থাৎ "ভগবান্, শ্রীমহাদেবকে কহিলেন—কল্পিত স্বাগমদ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর, আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।"]

উক্ত পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫অ ৭ম শ্লোকে শ্রীপার্ব্বতী-প্রতি শ্রীমহাদেবেরও উক্তি এইরূপ—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥"

অর্থাৎ "হে দেবি, মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র—বৌদ্ধমত, বৈদিক বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। কলিকালে আমি ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।"

কূর্ম্মপুরাণেও (পূর্ব্বভাগে ১৬।১১৫-১১৭ সংখ্যায়) শ্রীভগবদ্‌বাক্যানুসারে শ্রীরুদ্রের 'মোহশাস্ত্র' প্রণয়নের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীবরাহপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

'এবং মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
রুদ্ররুদ্রমহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয় ॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু ॥"

অর্থাৎ "আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে। হে মহাবাহো রুদ্র, তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর। হে মহাভুজ, অন্যায় ও ভগবৎ স্বরূপ প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল প্রদর্শন কর। তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর আমার নিত্য ভগবৎ-স্বরূপকে আবৃত কর।"

"দেবদেব মহাদেব বৈষ্ণবপ্রধান, তিনি কিজন্য এরূপ কদর্য্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?"—এই পূর্ব্ব-পক্ষের উত্তরে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে এইরূপ কহিয়াছেন—"শ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবতার। অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ সকামভাবে ভগবদুপাসনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ সরল হৃদয়ে জীব-দিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট না করিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে শম্ভো, তামসপ্রবৃত্তি অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈবজগতের মঙ্গল হইবে না, তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটি শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ হয়; অসুরপ্রবৃত্তিগণ শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন। পরম বৈষ্ণব শ্রীমহাদেব এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিতে প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু

ভগবদাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন। অতএব জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাদেবের ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য কৌশলরূপ সুদর্শনচক্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় যে কি ভাবিমঙ্গল আছে, তাহা তিনিই জানেন। অধিকৃত দাসদিগের প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই কার্য্য; এতন্নিবন্ধন শুদ্ধবৈষ্ণবগণ মায়াবাদ-প্রচারক শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ দৃষ্টি করেন না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২১)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

"যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী।
সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥
সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ।
তমেব প্রাবিশৎ-কার্য্যান্মুনিরত্নং সনাতনঃ॥"

—গৌরগণোদ্দেশ ১৮১ শ্লোক

কৃষ্ণলীলায় যিনি রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা রতিমঞ্জরী অথবা লবঙ্গমঞ্জরী তিনিই গৌরলীলায় গৌরাভিন্নতনু শ্রীসনাতন গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চতুঃসনের অন্তর্গত 'সনাতন' যাহাতে প্রবিষ্ট আছেন।

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' এইরূপ লিখিত আছে যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আনুমানিক ১৪১০ শকাব্দে (১৫৪৪ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উর্দ্ধ্বতন সাতপুরুষের কথা জানা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বংশপরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকার পঞ্চবিংশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল জীবগোস্বামী চরিত্র বর্ণনে উক্ত বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তদতিরিক্ত নির্ভরযোগ্য কোনও বর্ণন পাওয়া যায় না। প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষকগণ এতদ্বিষয়ে আলোক সম্পাত করিতে পারেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী অল্পবয়সে অধ্যাপক শিরোমণি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হইলেও ম্লেচ্ছের চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজেকে সর্ব্বদা দীন হীন জ্ঞান করিতেন।

"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঁই।
যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাঞি॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১৷৫৯৮-৫৯৯

"যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥
করি' মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়।
ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়॥
যবে মগ্ন হ'ন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁ'র॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদ-যুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্র-জ্ঞান কভু নাহি করে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১৷৬০৯-৬১৪

"রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে।
দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে॥

হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১।৬৩০-৬৩১

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পিতামহ কিভাবে মুসলমান বাদশাহের রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধস্তনক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আসিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন পাওয়া যায়, যথা—'সুলতান বার্‌বকশাহের সময়ে (১৪৬০-১৪৭০ খৃঃ) শ্রীল সনাতনের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বার্‌বকশাহ রাজ্য ও অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আবিসিনীয়া হইতে বহু ক্রীতদাস ও খোজাকে আনিয়া চাকুরী দিয়াছিলেন— ইহাদিগকে 'হাব্‌সি' বলে। বারবক্‌শাহের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র ইউসুফ, ইউসুফের মৃত্যুর পর ফতেশাহ রাজা হইলেন। ফতেশাহের সময়ে হাব্‌সিরা চক্রান্ত করিয়া ফতেশাহকে হত্যা করিয়া পাঁচ-ছয় বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। শেষ হাব্‌সিরাজার উজীর বা মন্ত্রী ছিলেন হুসেন শাহ। তিনিই পরে গৌড়ের বাদশাহ হইলেন। ফতেশাহের সময়ে মুকুন্দ স্বধাম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্থলে সনাতন নিযুক্ত হইলেন। হাবসীদের অত্যাচার সনাতন সহ্য করিয়া পরে হুসেন শাহের সময়ে নিজ যোগ্যতাবলে উচ্চ রাজপদবী লাভ করিলেন এবং ক্রমশঃ প্রধানমন্ত্রী হইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী উপমন্ত্রী, (বা অর্থমন্ত্রী) হইলেন।' শ্রীসনাতনের মুসলমান রাজপ্রদত্ত নাম ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং শ্রীরূপের 'দবীরখাস'।

"রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইঁহা নাহিক সংশয় ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ-অভ্যন্তরে।
তবে দবিরখাস আইলা আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা ॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে ॥
তাঁরা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮০-১৮৪

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদগণই শ্রীগৌরলীলাপুষ্টির জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদগণের দ্বারা জগদ্‌বাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

"হরিদাসদ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস ॥
শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৮৬-৮৭

"সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৫।২০৩

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য সম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রদাতা।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অনুকম্পিত শিষ্যগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া "বৈষ্ণব কে ?" স্বরচিত গীতিতে যে উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'সনাতনশিক্ষাপ্রসঙ্গ' মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"তাই দুষ্ট মন,　　নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে,　　পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেইসব ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বা সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বাসীকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা পরম যত্নের সহিত চিন্তা করিতে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হইয়া পুরীতে এবং তথা হইতে দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত হইতে পুরীতে ফিরিয়া গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনযাত্রাকালে যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই সময় কুলিয়া হইতে যাত্রাকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষকোটি লোক ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু মালদহে রামকেলি গ্রামে পৌঁছিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ-সনাতনের

প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অসংখ্য হিন্দু দেখিয়া যবনরাজা বাদশাহ প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন। বাদশাহ যাহাতে মহাপ্রভুর সহিত শত্রুতা না করে ক্ষত্রিয় কেশব বাদশাহকে সেইভাবে প্রবোধ দিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীও (দবীরখাসও) মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করতঃ বাদশাহের সৌভাগ্যের কথা বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। ক্ষত্রিয় কেশব গোপনে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া মহাপ্রভুকে শীঘ্র অন্যত্র চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন যুক্তি করিয়া উভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইয়া অত্যন্ত দৈন্যার্ত্তি জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন—

"জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিঞা।
কুবিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৯৬-১৯৯

"আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥"

—ঐ ২০৪-২০৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি শুনিয়া কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন "তোমরা আমার পুরাতন দাস, আজি হইতে তোমাদের নাম 'রূপ', 'সনাতন'। গৌড়ে—রামকেলিগ্রামে আমি আসিয়াছি তোমাদের সহিত মিলিবার জন্য। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদের ২০৮ পয়ারের স্বকৃত অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"শ্রীমহাপ্রভু প্রসাদদানে দবির-খাসের নাম 'রূপ' এবং সাকর-মল্লিকের নাম 'সনাতন' রাখিয়াছিলেন। বৈধ কনিষ্ঠাধিকারে, নামকরণ—একটী সংস্কার। যাহারা নামপ্রসাদ অবজ্ঞা করে, তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই; জড়প্রতিষ্ঠায় তাহারা মত্ত থাকে। 'শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।' প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে বিষ্ণুদাস্যপর নামকরণের অভাব থাকায় বর্ত্তমানকালে তাহারা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব'-শব্দবাচ্য নহে। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগুরুপ্রদত্ত নামের অপ্রাপ্তিতে দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে আপনাদের হরিসম্বন্ধ না জানিয়া প্রাগ্‌র্ণোচিত নামাদি-সংরক্ষণে প্রমত্ত থাকে।"

রামকেলিতে* মহাপ্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দপ্রভু, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি ভক্তগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের উপর আশীর্ব্বাদ করাইলেন। বিদায়-কালে সুবিচক্ষণ সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর পাদপদ্মে এই বলিয়া নিবেদন করিলেন—

"ইঁহা হৈতে চল, প্রভু, ইঁহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবনজাতি, না করিহ প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১।২২২-২২৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া

---

* শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীপাট শ্রীরামকেলি (গুপ্ত বৃন্দাবন)—ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে এবং বর্ত্তমান সহর মালদহ ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত। দর্শনীয়—(১) তমাল ও কেলিকদম্ববৃক্ষ—এই বৃক্ষতলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন এবং রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। উক্ত স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য তথায় একটী পাদপীঠ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উচ্চ বেদীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন আছে। এখানে সপার্ষদ মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমামৃত দান করিয়াছিলেন। (২) শ্রীমদনমোহন মন্দির—সনাতন গোস্বামীর সেবিত মদনমোহন বিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত নিতাই গৌরাঙ্গ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তিগণ বিরাজিত আছেন। (৩) শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, সুরভীকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ডের প্রকাশ। (৪) রূপসাগর—শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সরোবর। (৫) 'সনাতন সাগর'—একটী জলাশয়।

শ্রীরূপ-সনাতন 'ফতেয়াবাদে' এবং 'রামকেলি' গ্রামে উভয় স্থানে বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সনাতনের পরামর্শের কথা চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন না যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পথে শান্তিপুর হইয়া পুরী যাত্রা করিলেন।

'গণসহ সনাতন-রূপে কৃপা করি।
রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ১।৬৩৫

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগৌর-লীলার পুষ্টির জন্য অবতীর্ণ হইয়া সাধকলীলাভিনয়-কালে রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরে তীব্র বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা প্রকট করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম শীঘ্র লাভের আশায় তাঁহারা কৃষ্ণ-মন্ত্রে দুইটী পুরশ্চরণ* করাইলেন।

শ্রীরূপগোস্বামী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সনাতনগোস্বামীর জন্য গৌড়দেশে মুদিখানায় দশ হাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন লইয়া বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে† গেলেন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বগণকে অর্থ বণ্টন করিয়া দিলেন এবং এক-চৌথি বিভিন্ন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির কাছে স্থাপ্য রাখিলেন। তৎপরে, মহাপ্রভু বনপথে কবে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন—তাহা জানিবার জন্য রূপগোস্বামী দুই ব্যক্তিকে পুরুষোত্তমধামে প্রেরণ করিলেন।

বাদশাহ হুসেনশাহ সনাতন গোস্বামীকে ছোট ভাইরূপে দেখিতেন এবং খুবই প্রীতি করিতেন। সনাতন গোস্বামী চিন্তা করিলেন, রাজার প্রীতি—বিষয়ী ব্যক্তির প্রীতি বন্ধনের কারণ। কোনও প্রকারে রাজা ক্রুদ্ধ হইলে বিষয়ের বন্ধন হইতে রেহাই পাওয়া যায়। বিষয়ী ব্যক্তির ক্রোধ ও অনাদর হইতে হিত সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী অস্বাস্থ্যের ছলে রাজকার্য্য না করিয়া নিজগৃহে পণ্ডিতগণকে লইয়া ভাগবতচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগ করায় বাদশাহ চিন্তিত হইলেন। সনাতন অসুস্থ সংবাদ পাইয়া তিনি বৈদ্য পাঠাইলেন। বৈদ্য দেখিয়া আসিয়া বাদশাহকে সনাতন সুস্থ এবং তাঁহার পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত আলোচনার কথা জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে বাদশাহ নিজেই সনাতনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক প্রীতিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সনাতন রাজকার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং ওড়িষ্যার বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাদশাহ চিন্তিত হইয়া সনাতনকে কারারুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামী ছোট ভাই অনুপম মল্লিককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যে কোনও প্রকারে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিবার জন্য সঙ্কেতে লিখিয়া সনাতন গোস্বামীর নিকট‡ পত্র পাঠাইলেন।

পত্রের সঙ্কেত বুঝিয়া সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হইলেন। সুবুদ্ধিমান সনাতন কি করিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইবেন চিন্তা করিয়া কারারক্ষককে—যাহাকে তিনিই পূর্ব্বে উক্ত চাকুরীতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—প্রথমে অনেক প্রশংসামুখে 'একজন বদ্ধকে মুক্ত করিলে ঈশ্বর তাহাকে উদ্ধার করেন' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উৎসাহিত করিলেও যবনকারা-রক্ষকের মন দ্রবীভূত না হইলে তিনি প্রত্যুপকার প্রার্থনা করিলেন অর্থাৎ তিনি তাহাকে চাকুরী দিয়া-ছিলেন সেই উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার চাহিলেন। তৎসত্ত্বেও কারারক্ষক উক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হইলে সনাতন গোস্বামী তাহাকে তদ্বিনিময়ে পাঁচ সহস্র মুদ্রার প্রলোভন দেখাইলেন। মুদ্রার কথা শুনিয়া যবন কারারক্ষকের কঠোর মনোভাব শিথিল হইল, কিন্তু মুক্তি দিলে বাদশাহের দ্বারা দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিল। সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন—'বাদশাহ যুদ্ধে গিয়াছেন। যদি ফিরিয়া আসেন বলিতে হইবে সনাতন বাহ্যকৃত্যে গিয়াছিল, গঙ্গা দেখিয়া ঝাঁপ দিল, কোথায় চলিয়া গেল দেখিতে পাইলাম না। তিনি আরও

* পুরশ্চরণ—'প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা; শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণবিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল-লাভ ঘটে, তজ্জন্য শ্রীনামের পুরশ্চর-ণের অপেক্ষা নাই।' —শ্রীল প্রভুপাদ

† বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ—পূর্ব্বকালে পাবনা, ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।

‡ 'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা-পুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্য-বধারয়।'

বলিলেন তিনি এখানে থাকিবেন না, দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইবেন, সুতরাং তাহার চিন্তা নাই। এই-ভাবে বহু প্রকার স্তোকবাক্যে ও মিষ্টবাক্যে বুঝাইলেও যবনমন প্রসন্ন না হইলে সনাতন গোস্বামী মুদিখানায় রক্ষিত অর্থ হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া যবন কারারক্ষকের সম্মুখে রাশি করিলেন। মুদ্রা দেখিয়া যবনের লোভ হইল, বেড়ী কাটিয়া সনাতনকে গঙ্গা পার করাইয়া দিল।

কাহাকেও তোষামোদ করা, কাহারও নিকট প্রত্যুপকার প্রার্থনা করা, কাহাকেও প্রলোভিত করা, কাহাকেও মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দেওয়া, কাহাকেও উৎকোচ দেওয়া সবটাই আমরা অন্যায় বলিয়া মনে করি। কিন্তু সনাতন গোস্বামী ভগবানের নিকটে যাইবার জন্য—ভগবদ্‌সেবার জন্য সবগুলির প্রয়োগ করিলেন। মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করার জন্য সবটারই যৌক্তিকতা নিরূপিত হইয়াছে। উপেয়ের শুদ্ধিতা অশুদ্ধিতার উপর উপায়ের শুদ্ধিতা অশুদ্ধিতা নির্ভর করে। রামদাস শ্রীহনুমানজী পরব্রহ্ম শ্রীরামের সেবার জন্য লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও বহু প্রাণী হত্যা করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় শ্রীহরির প্রীতির জন্য হওয়ায় উহাতে সকলেরই কল্যাণ হইয়াছে এবং হনুমান আজও সমাদৃত হইয়া পূজিত হইতেছেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করতঃ মন্দিরে পূজাটাও তামসিক হইয়া যায় যদি উদ্দেশ্য অপরের অনিষ্টসাধন হয়। জাগতিক বিচারেও আমরা দেখিতে পাই নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দেশকে বাঁচাইবার জন্য শত্রুপক্ষের লোকজনকে হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড ত' হয়ই না, বরঞ্চ পুরস্কৃত হয়। কারণ উক্ত কার্য্য নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হয় নাই, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হইয়াছে। ইহা যেমন আমরা বুঝিতে পারি, তদ্রূপ ক্ষুদ্র দেশ বা পৃথিবী নহে, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক মঙ্গলময় ভগবানের জন্য যাহা করা যায় তাহাই সুসঙ্গত এবং সকলেরই হিত তাহাতে রহিয়াছে। 'মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে*।' ভগবানের নিমিত্ত কৃত পাপটাও ধর্ম্ম। কিন্তু কপটতাশ্রয় করতঃ ভগবানের নাম করিয়া যদি আমরা নিজের প্রাকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য করি,—পাপ করি, তাহা হইলে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হইবে। হনুমানের প্রাকৃত অভিমান ছিল না এবং প্রাকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। 'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥' —গীতা ১৮।১৭

যখন আত্মার অহৈতুকী ভক্তি প্রকটিত হয়—যখন যথার্থতঃ ভগবানের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা আসে, তখন জগতের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিচার বিসর্জ্জিত হয়। অহৈতুকী ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে বৈরাগ্য প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সনাতন গোস্বামী রিক্তহস্তে জেল হইতে মুক্ত হইয়া রাজপথ পরিত্যাগ করতঃ গ্রাম্য পথ দিয়া দুর্বারগতিতে চলিতে চলিতে পাতড়া পর্ব্বতে† আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বত পার হওয়ার রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া সনাতন গোস্বামী একজন ভূম্যধিকারীর (দস্যু-দলপতির) সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সনাতন গোস্বামীর পুরাতন ভৃত্য ঈশান সঙ্গে ছিলেন। ভূম্যধিকারী হাতগণিতার মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছিল ঈশানের নিকট আটটী মোহর আছে, এজন্য সনাতনকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিল। সুবুদ্ধিমান্ রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তা করিলেন, অপরিচিত ব্যক্তির এত আদর যত্নের কারণ কি, সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার নিকট কিছু আছে কি না। ঈশান একটী মোহর গোপন করতঃ সাতটী মোহরের কথা বলিলেন। সনাতন গোস্বামী 'সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কালযম ?' এই বাক্যের দ্বারা ঈশানকে মৃদু ভর্ৎসনা করতঃ তাহার নিকট হইতে সাতটী মোহর লইয়া ভূম্যধিকারীকে দিলেন এবং পর্ব্বত পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ভূম্যধিকারী তখন ঈশানের নিকট আটটী মোহর থাকার কথা এবং রাত্রিতেই তাহাদিগকে হত্যা করার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া প্রসন্ন চিত্তে মোহর ফেরৎ দিতে চাহিলেও সনাতন গোস্বামী তাহা গ্রহণ

* মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥
—পদ্মপুরাণ

'আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত পাপও ধর্ম্ম হয়, আর আমাকে অনাদর করিলে আমার প্রভাববশতঃ ধর্ম্মও পাপ হয়।'

† পাতড়া-পর্ব্বত—বিহারের ছোট নাগপুর অঞ্চলের রাজমহল পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত।
—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

করিলেন না। কারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বদা জানেন—'অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদপি ভয়ঙ্করঃ'; 'ধূর্ত্তস্য বচনে কাস্থা, কৃচিৎ সত্যং কৃচিৎ মৃষা, কৃচিৎ রৌদ্রং কৃচিৎ বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্য ঘনো যথা।' ধূর্ত্তের বচনের কোনও স্থিরতা নাই।

পর্ব্বত পার হওয়ার পর সনাতন গোস্বামী ঈশানকে অবশিষ্ট মোহর লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। 'মোহর' রক্ষা করিবে এইরূপ জড়নির্ভর-শীলতা থাকিলে তাহার সংসার ত্যাগের অধিকার হয় না। অনধিকারী ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিলে ত্যক্তাশ্রম দূষিত হয়। সনাতন গোস্বামী তাঁহার ভৃত্য ঈশানের মাধ্যমে এই শিক্ষা দিলেন। ঈশানকে বিদায় দিয়া চলিতে চলিতে পাটনার অপর পারে হাজিপুরে আসিয়া পেঁৗছিলেন। সেখানে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে বিশ্রামের জন্য কএকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেও মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যাকুল সনাতন গোস্বামী অপেক্ষা করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন শ্রীকান্ত একটী মূল্যবান ভোটকম্বল দিলেন। সনাতন গোস্বামী বারাণসী পেঁৗছিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া পরমানন্দিত হইলেন। প্রথমে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া বহির্দ্বারে বসিয়া থাকিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আসিতে বলিলে সনাতন গোস্বামী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব্ব মিলনে উভয়ের অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু সনাতনকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া অত্যন্ত স্নেহাপ্লুত হইয়া তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামী সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—

('প্রভু কহে)—তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥'
'তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল—এই শাস্ত্রের নিরূপণ।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৫৬ ও ৬০

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১৭২ পৃষ্ঠার পর]

কুমুদবন (কুদর বন)ঃ—পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ তালবন হইতে বাসযোগে যাত্রাকরতঃ কুমুদবনের অনতিদূরে বাস হইতে অবতরণ করেন এবং পদব্রজে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কুমুদবনে আসিয়া উপস্থিত হন। কুমুদবন বা কুদরবন তালবন হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভক্তগণ কুমুদবনে কৃষ্ণকুণ্ডের তটবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করেন। ১৯৩২ সালে যে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বর্ণিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা গ্রন্থে কৃষ্ণকুণ্ডের তীরে কদম্ববৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষ ও পিপ্পলবৃক্ষের অবস্থিতির কথা লিখিত আছে। কৃষ্ণকুণ্ডের অপরনাম কুমুদকুণ্ড। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালে উক্ত সরোবরটি কুমুদপূর্ণ অর্থাৎ রক্তপদ্মপূর্ণ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে একটিও কুমুদ (রক্তপদ্ম) দেখা যায় না। কুমুদশোভিত এই স্বচ্ছ সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি লীলা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই স্থানের নাম কুমুদবন হইয়াছে। পুরাণ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে স্থানটি 'জলশয্যা-বিহার-স্থান' রূপে প্রসিদ্ধির কথা জানা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এই স্থানের মহিমাবর্ণনমুখে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে এখানে জলবিহারলীলা করিয়াছিলেন গোপীগণ রক্তপদ্মের ন্যায় উক্ত সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্থানীয়

ব্রজবাসিগণ এই স্থানের কুমুদকুণ্ড বা কৃষ্ণকুণ্ড এবং কপিলদেব দর্শনীয় বলিয়া বলেন। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এই স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। এখানে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠকও আছে। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-কালে এই স্থানটিকে পদাঙ্করঞ্জিত করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থানের স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে একটি পাদপীঠ মন্দির স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতি দুঃখের বিষয় এখনও এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির সংস্থাপিত হইতে পারে নাই।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে কুমুদবনের এইরূপ মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

'দেখহ কুমুদবন পরম আশ্চর্য্য।
এথা গতিমাত্রে বিষ্ণুলোকে হয় পূজ্য॥'

—ভঃ রঃ ৫।৪০৫

'কুমুদবনমেতশ্চ তৃতীয়বনমুত্তমম্।
যত্র গত্বা নরো দেবি মমলোকে মহীয়তে॥'

—আদিবরাহপুরাণ

'হে দেবি এই কুমুদবন তৃতীয় বন ও উত্তম, যথায় গমন করিয়া লোক আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে।'

কুমুদবন হইতে বাসযোগে অপরাহ্ন ২-৩০টায় ভক্তগণ মধুবনস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় চাল, ডাল ও তরকারী মিশ্রিত করিয়া খিচুড়ী এবং চাট্‌নি প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভক্তগণ অবেলায় ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় উহাকে অমৃতসম মনে করিয়া ভোজন করিলেন। প্রসাদ সেবনের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনঃ অপরাহ্ন চার ঘটিকায় যাত্রাকরতঃ ভক্তগণ মধুবনে ধ্রুবের তপস্যা-স্থলের সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইলে বাস হইতে অবতরণ করতঃ সংকীর্ত্তন সহযোগে মধুবনের পরম রমণীয় বনশোভা দর্শন করিতে করিতে উচ্চটীলায় অবস্থিত ধ্রুবের সিদ্ধিস্থানে পৌঁছিয়া নিজদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিলেন।

ধ্রুবটীলা ঃ— ধ্রুবের স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে একটি বারান্দাযুক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণমূর্ত্তি, শ্রীগোপালদেব ও শ্রীশালগ্রাম বিরাজিত। পশ্চিমদিকে অপর একটি প্রকোষ্ঠে নারদ ও ধ্রুবের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। তথায় হনুমানের শ্রীমূর্ত্তিও আছেন। টিলার উপরে একটি নিম্ববৃক্ষও দৃষ্ট হইল।

মহারাজ উত্তানপাদের জ্যেষ্ঠপুত্র ধ্রুব পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বীয় জননী সুনীতিদেবীর নিকট ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় অবগত হইয়া পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রাজ্য পাওয়ার অভিলাষে তপস্যায় বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি 'কাহা পদ্ম-পলাশলোচন হরি'—এই নামে ব্যাকুলভাবে হরিকে ডাকিতে ডাকিতে তন্ময়তালাভ করিলে শ্রীহরির প্রেরণাক্রমে তাঁহার প্রিয়জন শ্রীনারদ গোস্বামী প্রথমে উত্তানপাদের রাজধানীতে পরে হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ জঙ্গলে ধ্রুবের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীনারদ গোস্বামী ধ্রুবকে অনেক পরীক্ষা করিয়া তাঁহার হরি-ভজন নিষ্ঠাতে সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রপ্রদান করিলেন। শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুসারে ধ্রুব মধুবনে তীব্র তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করতঃ চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন লাভ করতঃ কৃতার্থ হইলেন। নারা-য়ণের দর্শনে তাহার রাজ্যলিপ্সা চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। এই প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ গ্রন্থবিভাগ হইতে প্রকাশিত 'ভক্ত-ধ্রুব' গ্রন্থে ধ্রুবচরিত্র গদ্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

ধ্রুবের প্রতি নারদের উপদেশ—

'তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥'

—ভাঃ ৪।৮।৪২

'অতএব হে বৎস, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যমুনাতটস্থিত পরমপাবন মধুবনে গমন কর, কারণ শ্রীহরি সেই মধুবনেই নিত্য অবস্থান করেন।'

ধ্রুব যমুনার যে ঘাটে স্নান করিতেন তাহা চব্বিশ ঘাটের অন্যতম ধ্রুবঘাট নামে প্রসিদ্ধ। ধ্রুবতীর্থ ও ধ্রুবঘাটের মহিমা প্রচুররূপে বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত

হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরে ধ্রুবতীর্থ মাহিমা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'এই ধ্রুবতীর্থ—ধ্রুব তপস্যার স্থান।
ধ্রুবলোক প্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান॥
তীর্থ মুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে।
সর্ব্বতীর্থ ফল পায় জপাদি যে করে॥'

'যত্র ধ্রুবেন সন্তপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে॥
ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৃন্ সংতারয়েৎ সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ॥'
—আদিবরাহ

'যেই তীর্থে ধ্রুব সকামভাবে পরম তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নানমাত্রেই লোক ধ্রুবলোকে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি ধ্রুবতীর্থে—বিশেষতঃ পিতৃ-পক্ষে শ্রাদ্ধ করে, সে সকল পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।'

'গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ।
তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানে ধ্রুবস্য চ॥
ধ্রুবতীর্থে জপো হোমস্তপোদানং সমর্চনম্।
সর্ব্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং ভবেৎ॥'
—স্কন্দপুরাণ

'গয়ায় পিণ্ডদানে লোকের যে ফল লভ্য হয়, ধ্রুবতীর্থে পিণ্ডদানে তদপেক্ষা শতগুণ ফল হয়। সেই ধ্রুবতীর্থে লোকে যে সকল জপ, হোম, তপস্যা, দান ও অর্চ্চন করে; তাহার ফল অন্য সর্ব্বতীর্থের অপেক্ষা শতগুণ অধিক হয়।'

ধ্রুবের সিদ্ধির স্থান দর্শন করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তনকালে ধ্রুবের মহিমা স্মরণমুখে পরমোৎসাহে কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসে আসিয়া উঠিলেন। বাসগুলি সন্ধ্যার প্রাক্কালে বহুলাবনের পার্শ্ববর্ত্তী পাকারাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলে ভক্তগণ বাস হইতে নামিয়া সংকীর্ত্তন সহ-যোগে বহুলাবনে প্রবিষ্ট হইলেন। বহুলাবনের প্রচলিত নাম 'বাটী' বা 'বাথি'। বাটী গ্রামের মধ্য দিয়ে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বহুলাকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাটী গ্রামের উত্তরে বহুলাকুণ্ড, দক্ষিণে বহুলাগাভীর স্থান অবস্থিত। বহুলাগাভীর মন্দিরে ব্যাঘ্র, গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, বহুলাগাভী, গোবৎস ও ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ক্রমে খোদিত আছে। বহুলা-বনের নাম ও তৎসম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে তাহা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাগ্রন্থে এইরূপভাবে লিখিত আছে ঃ—

'এখানে বহুলানাম্নী ব্রজের গাভী ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত হইলে গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে নিধন-পূর্ব্বক উক্ত গাভীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য কিংবদন্তী এই যে, বৃন্দাবনে কোন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের একটি গাভী ছিল। ঐ গাভীটি চরিতে চরিতে বহুলা-বনে আসে। বহুলাবনে খুব ঘন বন ছিল। সেই বনের এক বাঘ গাভীকে আক্রমণ করে। গাভী তাহার ক্ষুধার্ত্ত বৎসকে দুগ্ধপান করাইয়া অতি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রতিশ্রুত হয়। গাভী বৎসের নিকট গিয়া বলিল,—তোমার যত ইচ্ছা দুগ্ধ পান করিয়া লও। আজই তোমার শেষ দুগ্ধপান। কারণ, আমি ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, শীঘ্রই সেখানে গিয়া তাহার ইচ্ছা পূরণ করিব। ইহা শুনিয়া বৎস বলিল—তুমি যেরূপ ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাকে প্রাণে না বাঁচাইতে পারিলে আমি একবিন্দুও দুধ খাইব না। ব্রাহ্মণ গাভী ও বৎসের এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া গাভী ও বৎসকে লইয়া ব্যাঘ্রের নিকট গেলেন। গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণকে সমুপস্থিত দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল আমি একজনকেই খাইব বলিয়াছি, তিনজনকে খাওয়ার কথা বলি নাই। বৎস ও ব্রাহ্মণ বলিলেন বহুলাগাভীকে আমাদের নিকট হইতে বিদায় দিলে আমরাও তোমার নিকট আত্মোৎ-স্বর্গ করিব। এদিকে ভক্ত ব্রাহ্মণের কৃষ্ণসেবার গাভীর এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারদকে তথায় ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইলেন। নারদ কৃষ্ণের নিকট গিয়া সমস্ত খবর দিলে কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে ভক্তরক্ষার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন—এইজন্যই বহুলাকুণ্ডের তীরস্থ মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র, গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি আছে। এই বহুলাগাভীর নাম হইতেই এই বনের বহুলা নাম হইয়াছে।'

বিশ্বকোষে বহুলাগাভী সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—'এইস্থানে বহুলা নামে এক পবিত্রচেতা

পয়ঃস্বিনী গাভী ছিল। একদা ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সে শার্দ্দূলরাজের নিকট ক্ষণকালের জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। তদনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া সে আপন শিশুকে স্তন পান করাইয়া পুনরায় ব্যাঘ্রসমীপে উপনীত হইল। ব্যাঘ্র আর কেহই নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পয়ঃস্বিনীর সাধুতা পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন ব্যাঘ্ররূপ পরিহারপূর্ব্বক শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী বঙ্কিমমোহন-ঠামে বহুলাকে দেখা দিলেন। এখানে কৃষ্ণকুণ্ডের পার্শ্বে বহুলা গাইপীঠ অবস্থিত থাকিয়া অদ্যাপি সে অতীত স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।'

বহুলাকুণ্ডকে অনেকে কৃষ্ণকুণ্ডও বলিয়া থাকেন। এই কুণ্ডের উভয়তীরে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক আছে। কুণ্ডের দক্ষিণদিকে বহুলাগাভীর মন্দিরের সন্নিকটে রাধাকৃষ্ণ বা বিহারীজীর মন্দির এবং কুণ্ডের উত্তর-দিকে মুরলীমনোহরের প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাগ্রন্থে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহুলাবন সম্বন্ধে হরিকথামৃত পরি-বেশনকালে এইরূপ বলিয়াছিলেন— 'বহুলাবনের অন্তর্গতই শ্রীরাধাকুণ্ড। কাজেই আমাদের সেই কুণ্ড-স্মৃতিতে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রবণ না করিয়া দর্শন করিতে গেলে ইন্দ্রিয়ের কাম-পিপাসাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণকামচরিতার্থ করিবার জন্যই শ্রবণের আবশ্যকতা। (ব্রজমণ্ডলের) সকলই যুগলকিশোর-বিলাসের উদ্দী-পক—এইরূপ দর্শন হইলেই আমাদের ধাম দর্শন হয়; নতুবা ইন্দ্রিয়ের ভোগ বা বিরাগের উদ্দীপনা হইয়া থাকে।'

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বন ভ্রমণকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বহুলাবনে শুভাগমন এবং তদ্দর্শনে লক্ষ লক্ষ গাভী, মৃগাদি পশু, কোকিলাদি পক্ষীর মহানন্দ-মদোন্মত্ত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

'রাঘব পণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলাবন এই—দেখ শ্রীনিবাস॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ-কালেতে।
প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে॥
লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায়।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' গৌরচন্দ্র-পানে চায়॥
শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি' গাভীগণে।
প্রকাশয়ে পূর্ব্বে যৈছে কৈলা গোচারণে॥
মৃগাদিক পশু, শিখি কোকিলাদি পক্ষ।
মহামত্ত চতুর্দ্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ॥
বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে।
দেখয়ে অসংখ্য লোক পরম আনন্দে॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৪৫২-৪৫৭

'বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ॥
তত্রৈব রমতে বিষ্ণুলক্ষ্ম্যা সার্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যাসহ বিশাংপতে॥'

—স্কন্দপুরাণ

'শ্রীহরির পত্নী বহুলা সেই বহুলাবনে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। হে রাজন্! বহুলাবনের কুণ্ডস্থ সেই পদ্মবনে প্রবিষ্ট ব্যক্তি বহু পুণ্যফল লাভ করে। কেননা, শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীসহ সেই বহুলাবনে সর্ব্বদা সুখে বিরাজ করেন। হে নৃপ! বহুলাবনে সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও মানসরঃ আছে। হে নরপতে! নৃপশ্রেষ্ঠ! যে চৈত্র-মাসে সেই কুণ্ডে ও সরোবরে স্নান করে সে তথায় লক্ষ্মীসহ শ্রীহরিকে দেখিতে পায়।'

বহুলাবনে অন্যতম বিশেষ দর্শনীয় 'ময়ূর গ্রাম'। লক্ষ লক্ষ ঊর্দ্ধপুচ্ছ ময়ূর ময়ূরীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ (রাইকানু) ময়ূরগণের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। ময়ূরগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণের সহিত ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যও দর্শন করিয়াছিলেন। এইজন্য ঐ স্থানের নাম ময়ূরগ্রাম হইয়াছে।

বাটীস্থিত অথবা বহুলাবনস্থিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের মন্দিরের পূজারী ও সেবক শ্রীমধুসূদন দাস শর্ম্মা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধুবৃন্দ পরিক্রমাকারী ভক্তগণসহ উক্ত

মন্দিরে গমন করিলে শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজকে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যকে নববস্ত্র অর্পণের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ তথা হইতে বাসযোগে যাত্রাকরতঃ মথুরায় ভিওয়ানি ধর্ম্মশালায় রাত্রি ৮ ঘটিকায় নির্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছিলেন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে কলিকাতা, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে তৎকর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীকৃষ্ণের আবাহন-গীতি নামসঙ্কীর্ত্তন-যোগে সম্পন্ন করিবার জন্য উক্ত দিবস শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইলে প্রথমে শ্রীমঠের আচার্য্য, পরে মঠের ব্রহ্মচারিগণ গৃহস্থ ভক্তগণের সহিত সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকিলে রাস্তার দুই পার্শ্ববর্ত্তী নরনারীগণ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া উল্লসিত হন। সংকীর্ত্তনে মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গবাদন-সেবা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি পূজা অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিন শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন, রাত্রি ১১টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, মধ্যরাত্রে শুভাবির্ভাবকালে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক সহযোগে ব্রতপালনকারী সহস্র নরনারীর সমাবেশে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। রাত্রি ৩ ঘটিকায় ব্রতপালনকারী ভক্তবৃন্দকে ফলমূল প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। অগণিত নরনারীর ভীড় থাকা সত্ত্বেও প্রসাদ পরিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য মঠের ব্যবস্থাপকগণকে স্থানীয় ব্যক্তিগণ ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্থানীয় পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ভীড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। শ্রীজয়নারায়ণ গুপ্ত উৎসবের আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদানের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীতও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্ত অতিথির শুভাগমন হইয়াছিল। শ্রীভগবল্লীলার চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইত। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর মুখ্য প্রচেষ্টায় শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী সেবা সম্পাদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রদত্ত ভাষণ, ব্রহ্মচারীগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী ২০ মিনিটের জন্য টেলিভিশন-যোগে প্রদর্শিত হইলে লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহে বসিয়াও উক্ত শুভানুষ্ঠান দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত, মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ

পাইন, মাননীয় বিচারপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় এবং পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন খড়্গপুর ও কলিকাতা বেহালা শ্রীচৈতন্যাশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। 'ভব-মহাদাবাগ্নি হইতে মুক্তির উপায়', 'বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ', 'ব্রজের বাৎসল্য প্রেমমাধুর্য্য', 'সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' বক্তব্য বিষয়গুলি যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়।

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবে বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব গত ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট সোমবার হইতে ১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট শুক্রবার পর্য্যন্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস ও শ্রীনন্দোৎসব ২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন, গৌহাটী, চণ্ডীগড়, হায়দরাবাদ, কৃষ্ণনগর, গোয়ালপাড়া ও সরভোগস্থিত মঠসমূহে শ্রীভগবল্লীলাপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়; তন্মধ্যে শ্রীধাম বৃন্দাবন, চণ্ডীগড়, গৌহাটী ও হায়দরাবাদস্থ মঠে অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী দর্শনের জন্য অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। গৌহাটী মঠে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, কৃষ্ণনগরে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, গোয়ালপাড়ায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, চণ্ডীগড়ে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, হায়দরাবাদে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, তেজপুরে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, আগরতলায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও সরভোগে মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর সুষ্ঠু ব্যবস্থায় এবং তত্তৎমঠের ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উক্ত মঠসমূহে মহোৎসবাদি বিরাটাকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ২১৮ পৃষ্ঠার পর]

একদিন রাত্রিতে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখেন—শ্রীনারদঋষি আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং বলিলেন মন্ত্রজপের দ্বারা সর্ব্বাভীষ্টবস্তু লাভ হইবে। কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গের পর সেই মন্ত্র স্মরণ করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও মন্ত্রের সর্ব্বাংশ কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলেন না। মন্ত্র ভুল হইয়া যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি ও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সাংসারিক বস্তুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সংসার পরিত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার জননীদেবী নদীয়াজেলার গোঁসাই দুর্গাপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বিধবা জননীদেবীর আশীর্ব্বাদ লইতে গোঁসাই দুর্গাপুরে পৌঁছিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী জননীদেবী তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করিলেন না। তিনি ভগবদ্দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সংসার পরিত্যাগকরতঃ হিমালয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। লোহা যেমন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে কোন বাধা মানে না, তদ্রূপ আত্মস্বভাবে যখন পরমাত্মার আকর্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জাগতিক কোন বন্ধন বা বাধা আর তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীল গুরুদেব হৃদয়ের তীব্র আবেগে হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে ক্রমশঃ একাকী এবং নিঃসম্বল অবস্থায় হিমালয় পাহাড়ের উপর উঠিলেন। জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন পাহাড়ে তিনদিন এবং তিনরাত্রি অবস্থান করতঃ আহার ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকেন। ভগবদ্দর্শনের তীব্র আর্ত্তিতে যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়, সেই সময় তিনি দৈবের দ্বারা গুরুপদাশ্রয়ের জন্য আদিষ্ট হইলেন। যেখানে তিনি ছিলেন সেখানেই তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব হইয়াছে জানাইলেন অর্থাৎ তাঁহাকে তাঁহার নিজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশ করিলেন। দৈবাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীল গুরুদেব পর্ব্বত হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং গঙ্গার তটবর্ত্তী পরম পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে কিছুদিন থাকিবার অভিলাষী হইলেন। হরিদ্বারে থাকাকালে একজন সাধুপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। গুরুদেব তাঁহার নিকট দৈবাদেশের কথা জানাইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তিনিও গুরুদেবকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য এবং তথায়ই সদ্গুরু লাভ হইবে বলিলেন। কিয়দ্দিবস হরিদ্বারে থাকিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু দৈবচক্রে হরিদ্বারে কিছুদিন অবস্থানের অভিলাষে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘটনাক্রমে তদ্দেশবাসী একজন ধনাঢ্য শেঠ তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া হরিদ্বার তীর্থদর্শনে আসিলেন। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন। শেঠ এবং শেঠানী ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে আসিয়া এক অপূর্ব্ব সুদর্শন যুবক গুরুদেবকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহারা অনেক ফল মিষ্টি ভেট দিলেন এবং তাঁহাদের বাসস্থানে আসিবার জন্য পুনঃ পনঃ অনুরোধ করিলেন। প্রত্যহ এইভাবে ভেট দিতে এবং তাঁহাকে বাসস্থানে যাইবার জন্য বলিতে থাকিলে শ্রীল গুরুদেব একদিন সৌজন্য রক্ষার জন্য তাঁহাদের বাসস্থানে পৌঁছিলেন। শেঠ-শেঠানী সেখানেও তাঁহাকে অনেকপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য দিয়া খুব স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতে থাকেন। পরে প্রস্তাব দেন সে যদি তাঁহাদের পোষ্যপুত্র হয় তাহা হইলে সে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। তাঁহাদের ঐপ্রকার প্রস্তাবে শ্রীল গুরুদেব অপ্রস্তুত হইয়া চিন্তা করিলেন,—'আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, মায়া আমাকে অন্যভাবে আকর্ষণ করিতেছে'। তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু শেঠ-শেঠানী তাঁহার প্রতি এতটা স্নেহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ গুরুদেবের কাছে যাইতে এবং তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ভগবানের জন্য যেখানে নিষ্কপট

তীব্র ব্যাকুলতা সেখানে জাগতিক কোন প্রলোভনই আকর্ষণ করিতে পারে না। বিষয়ভোগাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার সুযোগ পরিত্যাগ সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীল গুরুদেবের বিষয়ভোগাভিলাষ না থাকায় এবং শ্রীহরির আরাধনে নিষ্কপট আর্ত্তি হওয়ায় এই প্রস্তাবে নিজেকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করিলেন, উহা অগ্রাহ্য করতঃ হরিদ্বারে অধিকদিন অবস্থানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপালাভ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার দীক্ষাগুরু পরমহংস শ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং শিক্ষা গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী-প্রচারে আদিষ্ট হইয়া ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করতঃ উক্ত বৎসরেই শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ এবং কলিকাতায় ১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডে 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' সংস্থাপন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে' শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার নাম 'শ্রীগৌড়ীয় মঠ' হয়। আনুমানিক ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল গুরুদেব—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কলিকাতার যুবক বন্ধু-বান্ধবগণ সহ কলিকাতা হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন শ্রীমায়াপুর বলিয়া একটী অপূর্ব্ব রমণীয় স্থান আছে, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যেখানে শ্রীচৈতন্য মঠে মনোরম বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন। যদিও নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠ বিরোধী কতকগুলি লোক তাঁহাদিগকে শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শ্রীল গুরুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণ হেতু সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীমায়াপুর ধামে ইংরাজী ১৯২৫ সালে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও গেলেন, বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই গেলেন না। শ্রীমায়াপুর পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর হওয়ায় মন্দির বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীবিগ্রহ দর্শন না হওয়ায় তাঁহারা হতাশ হইলেন। তদানীন্তন মঠের সেবক ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে আগত সুদর্শন শিক্ষিত যুবকগণকে দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি সমাদরসূচক ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সেবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন এবং মন্দির না খোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ সস্ত্রীক তাঁহাদের গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার দীক্ষানাম শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী এবং তাঁহারা সেইদিন মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। ডাঃ এস্ এন্ ঘোষের সহিত শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমায়াপুরে প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। পরবর্ত্তিকালে ডাঃ ঘোষ শ্রীল গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। যদিও শ্রীল গুরুদেবের এবং তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণের আহারের ব্যবস্থা নবদ্বীপ সহরেই ছিল, তথাপি তাঁহারা বিচার করিলেন মহাপ্রসাদ সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং অত কষ্ট করিয়া শ্রীমায়াপুরে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক নহে। তাঁহারা প্রসাদ সেবায় স্বীকৃত হইলেন। প্রসাদ সেবনের পর তাঁহারা ঠাকুর দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী সেবকটী পুনঃ আসিয়া বলিলেন—'আপনাদের এখন কোনও কার্য্য নাই, আমাদের গুরুদেব এখানে আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে এবং তাঁহার নিকট হরিকথা শুনিলে আপনাদের মঙ্গল হইবে, আমাদেরও সুযোগ হইবে হরিকথা শুনিবার।' তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত হইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ যে ভজন-কুটীরে ছিলেন, সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। আজানুলম্বিত বাহু, গৌরকান্তি, দীর্ঘাকৃতি মহাতেজোদ্দীপ্ত মাধুর্য্যপূর্ণ অলৌকিক দিব্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া

তাঁহারা বিস্মিত ও কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ মহাপুরুষ কোথাও দেখেন নাই, বুঝিলেন ইনি গৌরাঙ্গের নিজজন কোনও অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ হইবেন। শ্রীল গুরুদেবের এইরূপ অনুভূতি হইল নিশ্চয়ই ইনিই হইবেন দৈবাদিষ্ট তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ে তিনি অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিবেন। অতীব শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের পরিচয় এবং তাঁহারা কি জন্য আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল গুরুদেব বলিলেন 'শ্রীমায়াপুরের' নাম এবং 'এখানে মনোরম শ্রীবিগ্রহগণ আছেন' শুনিয়া দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহারা কি পূর্ব্বে কোথাও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন নাই? তদুত্তরে ভারতের বহু তীর্থে ও মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন হইয়াছে—শ্রীল গুরুদেব জানাইলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ জানিতে চাহিলেন তাঁহাদের তাহাতে কোনও লাভ হইয়াছে কিনা। ইহা শুনিয়া শ্রীল গুরুদেব চিন্তিত হইলেন—কি উত্তর দিবেন, মহাপুরুষের নিকট যথার্থ কথা বলা উচিত, বলিলেন লাভ হইয়াছে কি না হইয়াছে তিনি জানেন না, দর্শন করিতে হয় করিয়াছেন! শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন 'শ্রীবিগ্রহগণকেই দর্শন করিতে হইবে ঠিক, কিন্তু দর্শন করিবার পূর্ব্বে দর্শন করিতে শিখিতে হইবে। কামনেত্রে দর্শন হয় না; প্রেমনেত্রে দেখিতে হইবে।' শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীর্ঘসময় অপূর্ব্ব হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের দিব্য শ্রীমূর্ত্তি ও ও বীর্য্যবতী কথা তাঁহাদের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কাটিল। তাঁহারা জানিতে চাহিলেন কলিকাতায় তাঁহার দর্শন পাইতে পারিবেন কিনা। কলিকাতা ১নং উল্টাডাঙ্গাজংসন রোডে একটী মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র পদার্পণ করিবেন, সেখানে গেলে দেখা হইবে এইরূপ জানিতে পারিলেন। তাঁহারা নিজদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল গুরুদেব নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথামৃত শ্রবণের জন্য ১নং উল্টাডাঙ্গা রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাইতে লাগিলেন। বৈষ্ণব-সেবা দ্বারা হরিভজনের সমস্ত বাধা দূরীভূত এবং অচিরেই ভগবৎ কৃপা লাভ হয়, ইহা বুঝিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবার জন্য বহুদ্রব্য গোপনে তিনি মঠে পাঠাইতে লাগিলেন। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ বুঝিতে পারিলেন না, কে বা কাহারা এই দ্রব্য পাঠাইতেছেন। জগতের লোক জানুক বা না জানুক, সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ সবই দেখেন ও তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যেই করিতে হয়, ইহা শ্রীল গুরুদেব সাধক-লীলায় আচরণ মুখে শিক্ষা দিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের লীলাও প্রকাশ করিলেন। তিনি শঙ্করা-চার্য্যের ভাষ্যযুক্ত বেদান্ত পাঠ ও অধ্যয়ন করা প্রথমতঃ বুদ্ধিমত্তার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিলেও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও সিদ্ধান্তসমূহ শুনিয়া উহা অধিক যুক্তিপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার ও প্রদেয় বস্তুর সর্ব্বোত্তমতা উপলব্ধি করতঃ তাঁহার শিক্ষায় সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। শ্রীগুরুশিষ্য সম্বন্ধ নিত্য হইলেও গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের লীলা প্রকাশ করতঃ তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী তিথি শুভবাসরে উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহয়গ্রীব দাস ব্রহ্মচারী নাম প্রাপ্ত হইলে তদবধি গৌড়ীয় মঠসমূহে উক্তনামে পরিচিত হইলেন। দীক্ষাকালে বৈষ্ণব-হোমের কার্য্য করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা মহোদয়।

দীক্ষাগ্রহণে পূর্ব্বাশ্রমস্থলোকের অসন্তোষ

উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ব্যক্তিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উহা বংশের কলঙ্ক স্বরূপ

গর্হিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। শ্রীল গুরুদেব বহু শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি-দ্বারা তাঁহার কার্য্য সুসমীচীনই হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিলেন, শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ তাঁহার কুলগুরুদ্বয় শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ককে সদ্গুরুরূপে স্বীকার করেন নাই, কারণ তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা ছিল না। ষণ্ড অমর্ক বিষয়নিষ্ঠ হওয়ায়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের এবং রাজনীতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দেন নাই। তিনি শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ভগবানের নিজজন নারদ গোস্বামীর শিক্ষাই প্রকৃত সদ্গুরু-শিক্ষা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। গুরু যদি তত্ত্ববেত্তা না হন শিষ্যকে কি করিয়া ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করিবেন? "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" (—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭) শ্রীল গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রমের ব্যক্তিগণ যাঁহারা প্রথমে শ্রীল গুরুদেবের মন্ত্র গ্রহণ কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক মহাপুরুষোচিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল গুরুদেবের শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে যোগদান

দীক্ষাগ্রহণের প্রায় অব্যবহিত পরেই শ্রীল গুরুদেব কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগের অভিপ্রায়ে মঠবাসী হইলেন। শ্রীল গুরুদেব আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, সুতরাং গৃহপরিত্যাগ করতঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—বৃহদ্‌ব্রতীরূপে মঠে প্রবেশ করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা, বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবার জন্য অফুরন্ত উদ্যম, সেবাবিষয়ে বহুমুখী যোগ্যতা শ্রীল গুরুদেবকে অত্যল্পকালের মধ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদরূপে পরিগণিত করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুদেবের নিষ্কপট নিরলস মহোদ্যমযুক্ত সেবা প্রচেষ্টা এবং সর্ব্বকার্য্যের সাফল্য দেখিয়া শ্রীল গুরুদেবের অদ্ভুত Volcanic Energy এইরূপ বলিতেন।

আনুমানিক ১৯২৮ সালে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে যোগদান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত এবং তৎপরেও ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি কি কি করিয়াছেন, কোথায় কোথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার এবং বহু দুর্গতজীবের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাঁহার অলৌকিক ব্যাক্তিত্বের মহিমা, তাঁহার সতীর্থগণের এবং তাঁহার চরণাশ্রিত প্রাচীন শিষ্যগণের এবং পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যাহা যাহা জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে লিখিত হইল। ১৯৪৬ সালে শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হওয়ায় তৎপরবর্ত্তি ঘটনাগুলি বিস্তারিত-ভাবে লেখা সম্ভব হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী সেবা

আমরা শ্রীল গুরুদেবের প্রাচীন সতীর্থগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি শ্রীল প্রভুপাদের বিরাট প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং পাশ্চাত্যদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে যে বিপুল অর্থের আবশ্যক হইত, তাহা ভিক্ষার দ্বারা যাঁহারা সংগ্রহ করিতেন, তন্মধ্যে শ্রীল গুরুদেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহকারী ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের রমণীয় গৌরকান্তি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরিকথামৃত যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। অনেকে তাঁহাকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আনুকূল্য প্রদানে আগ্রহী হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তিনি মাদ্রাজে দীর্ঘকাল অবস্থান করতঃ মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের জমি সংগ্রহ, শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির এবং গৃহ নির্ম্মাণাদি বিষয়ে মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছিলেন।

তৎকালে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থদ্বয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট হইতে উক্ত সেবাকার্য্যে বিশেষ প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব আনুকূল্য সংগ্রহব্যাপারে বিপুল প্রচেষ্টা করায় মাদ্রাজে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ। শ্রীল প্রভুপাদ জীবসমূহকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য যেপ্রকার বহুমুখী প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কখনও কোন আচার্য্যলীলায় দৃষ্ট হয় নাই। তিনি গৌরকরুণাশক্তি বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ জনসাধারণের মধ্যে ভগবদ্‌স্মৃতি-উদ্দীপনার জন্য কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিপুল ব্যবস্থা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতের বাহিরে মঠ ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপন, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিরাট আয়োজন, বিভিন্ন শহরে ও বিভিন্ন গ্রামে শ্রীচেতন্যবাণীর প্রচার ও নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার ব্যবস্থা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহের স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাদপীঠ স্থাপন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র প্রচার, দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক পারমার্থিক পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহুবিধভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি-বাণী প্রচারে যে বিপুল উদ্যম করিয়াছিলেন, শ্রীল গুরুদেব তন্মধ্যে অন্যতম মুখ্য অংশগ্রহণকারী ছিলেন। অধিকাংশক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুদেবকে প্রাক্ ব্যবস্থার জন্য অগ্রে প্রেরণ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীল গুরুদেবের প্রতি এইরূপ দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহাকে কোনও কার্য্যে পাঠাইলে তাহা অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে। অন্ধ্রপ্রদেশে রাজমহেন্দ্রী জেলার অন্তর্গত গোদাবরী নদীর তটে গোষ্পদ-তীর্থের সন্নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরায় রামানন্দের স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে শ্রীল প্রভুপাদ যে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার জমি সংগ্রহ এবং মঠ নির্ম্মাণাদির মূলে শ্রীল গুরুদেব মুখ্যভাবে ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি যে, শ্রীল প্রভুপাদের আরও কয়েকজন যোগ্য সেবক উক্ত মঠ স্থাপনে যত্ন করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা জমি সংগ্রহব্যাপারে হতাশভাব প্রকাশ করিলে শ্রীল গুরুদেব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'এইজন্য কোন উপযুক্ত প্রচেষ্টাই তো হয় নাই।' যেখানে সকলের চেষ্টা শেষ, সেখানে গুরুদেব বলিতেছেন চেষ্টা শুরুই হয় নাই। তিনি বড় বড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করিয়া যখন কার্য্যটী সিদ্ধি করিলেন, তখন তাঁহার অদ্ভূত যোগ্যতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের পরম সুদর্শন শ্রীমূর্ত্তি, অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, অতীব মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যবহার, অতি আধুনিক যুক্তি ও অকাট্য শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা বুঝাইবার ক্ষমতা, যে যত বড় ব্যক্তিই হউন না কেন তাহা-দ্বারা বশীভূত হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট সেবাই শ্রীল গুরুদেবের ধ্যান, জ্ঞান, জপ সর্ব্বস্ব ছিল। শ্রীল গুরুদেব সেবাকার্য্যের জন্য অনাহারে, অনিদ্রায় যে প্রকার দিবারাত্র প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন, তাহা আধুনিক যুগের সেবক-সম্প্রদায় কল্পনার মধ্যেও আনিতে পারিবেন না। শ্রীল গুরুদেবের তাঁহার গুরুদেবের প্রতি যে প্রকার ঐকান্তিক নিষ্কপট আনুগত্য ছিল, তাহা আদর্শস্থানীয়। তিনি তাঁহার গুরুদেবের নির্দ্দেশ ব্যতীত কখনও কোন কার্য্যেই উৎসাহী ছিলেন না। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত শক্তি তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেবের প্রতি আশীর্ব্বাদ

শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের কতদূর আস্থাভাজন প্রিয় সেবক ও অন্তরঙ্গ জন ছিলেন, তাহা আসাম প্রদেশস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ১৯৩৬খৃঃ মার্চ্চ মাসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর শ্রীবিগ্রহ-গণের প্রতিষ্ঠা উৎসবকালে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব সম্বন্ধে উক্তিসমূহ হইতে জানা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ

তাঁহার প্রকটকালে বিশ্বে যে চৌষট্টিটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আসাম প্রদেশে কামরূপ জেলান্তর্গত (বর্তমানে বরপেটা জেলান্তর্গত) সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ অন্যতম। শ্রীল প্রভুপাদ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সহিত শ্রীজানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন সেবকসহ অগ্রিম প্রেরণ করিলেন। তৎকালে শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ উক্ত মঠের সেবার দায়িত্বে ছিলেন। আসাম প্রদেশস্থ শ্রীল প্রভুপাদের গণের মধ্যে শ্রীল নিমানন্দ দাসাধিকারী প্রভু একজন তেজস্বী, প্রচার বিষয়ে দক্ষ, বিদ্বান্, গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য আনুকূল্য ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ এবং কলিকাতা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার নিজজনগণ যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা শ্রীমদ্ নিমানন্দ প্রভু করিয়া রাখিবেন, এইরূপ সকলে আশা করিয়াছিলেন। উৎসবানুষ্ঠানের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ও অগ্রগামী সেবক সংঘসহ সরভোগে পেঁৗছিয়া কিছুই ব্যবস্থা নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—'শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাদের উপর দায়িত্ব দিয়াছেন তাহারা কিছুই করেন নাই, তিনি কি করিবেন'—এইরূপ বলিলেন। শ্রীল গুরুদেবের এমনই অলৌকিক ব্যাক্তিত্ব এবং কার্য্যকরণে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন যে, তিনি কখনও কোন কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করতঃ বহু পরিশ্রমের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের এবং তাঁহার গণের বাসস্থানের একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। শ্রীমদ্ নিমানন্দ প্রভু সরভোগ মঠের উৎসবে যোগদানের জন্য সপরিবারে গোয়ালপাড়া হইতে সরভোগে আসিয়া চকচকা বাজারে বাসা গ্রহণ করিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ ১৫ই মার্চ্চ (২ চৈত্র, ১৩৪৮) রবিবার প্রাতঃ ৬-৩০ টায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজজনগণসহ সরভোগ রেলষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীল গুরুদেব ও স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। প্রভুপাদের গণের মধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীমদ্ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু, শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু, শ্রীমদ্ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ সজ্জন মহারাজ ও শ্রীমদ্ কৃষ্ণ কেশব ব্রহ্মচারী। অগ্রে হস্তী ও বাদ্যভাণ্ডসহ বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত শ্রীল প্রভুপাদ সরভোগ রেলষ্টেশন হইতে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাসস্থান ও শোভাযাত্রার কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব সাধুগণের সেবার জন্য ভোজ্য দ্রব্যাদি তেমন কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু শ্রীব গুরুদেবের হৃদয়ের আর্ত্তিতে এবং শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক মহিমায় শ্রীল প্রভুপাদ গণসহ সরভোগ গৌড়ীয় মঠে শুভ পদার্পণের পূর্ব্বেই চাল, ডাল, তরিতরকারি প্রভৃতি সমস্ত সেবার দ্রব্য তথায় স্তূপীকৃত হইয়া পর্ব্বত প্রমাণ হইল। নবদ্বীপ হইতে একজন মহাপুরুষ আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে ধর্ম্মানুরাগী নরনারীগণ ছয় মাইল, আট মাইল, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ মাইল এবং আরও দূর দূর হইতে স্কন্ধে দুইপার্শ্বে সেবার দ্রব্যাদি বহন করিয়া সরভোগ গৌড়ীয় মঠে স্রোতের ধারার ন্যায় আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যের দ্বারা মঠ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। আসামের গ্রাম্য নরনারীগণের সরল অন্তঃকরণ ও সাধুসেবাপ্রাণতা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সরভোগ গৌড়ীয় মঠে দিবসত্রয়ব্যাপী অবস্থিতিকালে প্রত্যহ মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ পরদিবস শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে আদেশ প্রদান করিলে তিনি শ্রীবিগ্রহগণকে মন্দিরাভ্যন্তরে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। প্রাতঃ ১০ টায় শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদ সংবাদ পাইয়া শ্রীমন্দিরে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীবিগ্রহগণকে সুসজ্জিত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ

প্রণাম করতঃ বলিলেন—'শ্রীবিগ্রহগণত প্রকাশিতই আছেন'। শ্রীল প্রভুপাদের এই বাক্য শুনিয়া পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এই চিন্তা করিয়া যাহা শ্রীল প্রভুপাদের করণীয় ছিল তাহা তিনি করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সঙ্কীর্ত্তন, বৈষ্ণবহোম আদি বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুযায়ী যথাবিহিতভাবে মহা-সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহোৎসবে অগণিত নরনারীগণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠা উৎসবান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীল গুরুদেবকে বারবার অনুরোধ করিলেন—'নিমানন্দপ্রভুর যাহা করণীয় ছিল, তাহা তিনি করেন নাই'—ইহা শ্রীল প্রভুপাদকে নিবেদন করিতে। শ্রীল প্রভুপাদের সন্তোষ হইবে না চিন্তা করিয়া শ্রীল গুরুদেব প্রথমে উহা নিবেদন করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বলিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে শ্রীল গুরুদেব জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ যখন পায়চারি করিতেছিলেন এবং শ্রীল গুরুদেব পিছনে পিছনে চলিয়া পাখার হাওয়ার দ্বারা মাছি তাড়াইতেছিলেন, সেইসময় অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের অভিযোগের কথাও জানাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উহা শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীল গুরুদেবকে তিরস্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সন্তোষ হয় নাই বুঝিয়া শ্রীল গুরুদেব খুবই অনুতপ্ত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত স্নেহসূচক বাক্যে শ্রীল গুরুদেবকে প্রশংসা করিতে থাকিলে শ্রীল গুরুদেবের উক্ত প্রশংসা বাক্য শুনিয়া সুখ হইল না এই কারণে যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের (প্রভুপাদের) তিরস্কার সহ্য করিতে পারিবেন না—শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীল গুরুদেবকে অনেক মূল্যবান কথা উপদেশ প্রদানমুখে শ্রীল গুরুদেব যে তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয়জন ইহা প্রকারান্তরে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমেই বলিলেন—'অত চাও কেন, আর কষ্ট পাও কেন। অমুকে অতটা সেবা করিবে এই প্রকার আশা করা ঠিক নহে। তোমার গুরুসেবা চ-বা-তু ক'রে তোমার। অপর কেহ যদি কিছু সেবা করে, তা'র জন্য তুমি কৃতজ্ঞ থাকবে। কৃষ্ণের গৃহকর্ত্রী (majordomo) শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীমতী রাধিকা জানেন কৃষ্ণের সব সেবাটাই তা'র করণীয়। যদি কেহ কোন সেবায় কিছু সাহায্য করেন, তিনি তা'র কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন।' এখানে শ্রীল প্রভুপাদের হৃদ্গত ভাব এই, শ্রীল প্রভুপাদের সব সেবাটাই শ্রীল গুরুদেবের করণীয়। যদি কেহ তজ্জন্য কোন প্রকার সাহায্য করেন, তিনি তাহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের উক্তপ্রকার বাক্যের দ্বারা শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রদর্শিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদের আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি যে প্রকার ছিল, শ্রীল গুরুদেবের মধ্যেও তদ্রূপ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অনেকের শ্রীল গুরুদেবকে শ্রীল প্রভুপাদের পুত্র বলিয়া ভ্রম হইত।

শ্রীল গুরুদেব শরণাগতির মহিমার কথা তাঁহার আশ্রিতবর্গকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার উপদেশ প্রদান কালে সরভোগ গৌড়ীয় মঠের একটী দৃষ্টান্ত প্রায়শঃ উল্লেখ করিতেন। সরভোগ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দিবসে শ্রীল প্রভুপাদের যাহা করণীয় ছিল, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রীধর মহারাজ পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখায় পূঃ শ্রীধর মহারাজের মানসিক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি মনে করিলেন তাঁহার গুরুর চরণে অপরাধ হইয়াছে। এজন্য তিনি আমাদের শ্রীল গুরুদেবকে অনুরোধ করিলেন তাঁহার চিত্তের অশান্তির কথা এবং তাহার অজানিতভাবে কৃত অপরাধ ক্ষমা করিতে শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রীধর মহারাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে উহা পত্রে নিবেদন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে লিখিলেন—'শণাগতের কখনও অপরাধ হয় না।' শরণাগতের ত্রুটি শরণ্য দেখেন না, সর্ব্বদা মার্জ্জনা করেন, কারণ শরণাগত অবান্তর মতলবরহিত শরণ্যের সেবার জন্য সমর্পিতাত্ম। পক্ষান্তরে অবান্তর-মতলবযুক্ত অশরণাগতের পদে পদে অপরাধের আশঙ্কা আছে।

পাশ্চাত্য দেশে প্রচারে প্রেরণের প্রস্তাব

পাশ্চাত্যদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে শ্রীল প্রভুপাদের আগ্রহ হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুদেবকে তদ্বিষয়ে যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল গুরুদেবের এবং আরও দুইজন সেবকের ফটো তোলা হইল এবং পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা হইল। বিলাতে প্রচারে যাওয়া যখন সমস্তই স্থির, তখন রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন করিলেন,—'বিলাত পরীর দেশ। সেখানে অল্পবয়স্ক সুপুরুষ যুবকগণকে পাঠানো সমীচীন মনে করি না, কোন বয়স্ক ব্যাক্তিকে পাঠাইলে ভাল হয়।' শ্রীল প্রভুপাদ রাজর্ষি শরদিন্দু নারায়ণের আশঙ্কা অমূলক নয় চিন্তা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের পরিবর্তে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুদেবকে নির্দ্দেশ দিলেন বিলাতের প্রচারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আনুকূল্য দংগ্রহ করিতে। শ্রীল গুরুদেবের মনে মনে আশঙ্কা ছিল শ্রীল প্রভুপাদ অধিকদিন জগতে প্রকট থাকিবেন না। এইজন্য যখন তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, তিনি পুনঃ শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন পাইবেন কিনা চিন্ত করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রাজর্ষি শরদিন্দু নারায়ণের পরামর্শে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুদেবের বিলাত যাওয়া বন্ধ করিলে শ্রীল গুরুদেব স্বস্তি অনুভব করিলেন।

বাংলার তদানীন্তন পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নের সহিত বিচার

শ্রীল গুরুদেবের ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিকূল বিচারসমূহ খণ্ডন করিয়া বুঝাইবার অত্যদ্ভূত ক্ষমতা এবং অমানী-মানদত্ব স্বভাব দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নৈহাটী-ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর প্রেরণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডিত্যাভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শাস্ত্রযুক্তিসম্মত দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মবিচারের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির ঐরূপ সমালোচনার দ্বারা অনেক নিঃশ্রেয়ার্থী জীবের অকল্যাণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুদেবের প্রতি উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহাকেও মর্য্যাদা প্রদানে পরাঙমুখ থাকায় শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় ও পূর্ব্বাশ্রমের নামে, এমনকি বৈষ্ণবচিহ্নাদি রহিত হইয়া যাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীগুরুদেব উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় নৈহাটী কাঁঠালপাড়ানিবাসী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তর্করত্ন মহাশয়ের যোগ্যপুত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ মহাশয়ের সহিত শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎকার হয়। পরবর্ত্তিকালে তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত দীর্ঘ ২ ঘণ্টাব্যাপী শ্রীগুরুদেবের শাস্ত্রালোচনা হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহা তিনি কথোপকথনপ্রসঙ্গে তদাশ্রিত জনগণকে জানাইয়াছিলেন—'শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য সন্দেহ নাই। বহু শাস্ত্রের শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ, কিন্তু সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সুসমাধান দিতে বা সঙ্গতি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি বিচার করিতে করিতে blind lane এ পৌঁছিয়া প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছেন।' অতবড় পণ্ডিত হইয়া এইরূপ হইল কেন, ইহার কারণ বলিতে গিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—পণ্ডিত মহাশয়ের শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ বা প্রকৃত সাধুর সঙ্গ হয় নাই। সাধু আনুগত্য বা সঙ্গ ব্যতীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে পারঙ্গতি লাভ হয় না। তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হইতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৫শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৯২
৪ দামোদর, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১ নভেম্বর, ১৯৮৫ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীশ্যামারমণ জিউর মন্দির, শ্রীধাম বৃন্দাবন
সময়—অপরাহ্ন, শুক্রবার, ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩

শ্রীধামবাসিগণের চরণসেবা কর্‌বার যোগ্যতা আমার নাই, তবে আপনাদের ইচ্ছা ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় গৌরভক্তগণের সেবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি ; কেননা, যে গৌরভক্তগণের কৃপা-কটাক্ষে সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা ও সকল প্রয়োজন অতি-সহজে লাভ করা যায়, তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণে আমাদের যে সাফল্য, তার তুলনা আর নাই।

আমরা—আমাদের স্বীয় গৌরবে গর্ব্বিত ; কখনও কোনও কার্য্যারম্ভে পাপ-পুণ্যের বিচার করি, কখনও বা মনে হয়, 'বড় হ'লে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'র্‌বো'—এ সমস্তই প্রতিষ্ঠা। গৌরভক্ত বলেন,—আ-ব্রহ্মস্তম্ব যত আকাঙ্ক্ষা, বস্তুলাভের যত চেষ্টা, ভোগের যে বাঞ্ছা, ভোগের পর যে বিরাগ, তা' সমস্তই অসৎ বা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কাল-ক্ষোভ্য। এরূপ প্রয়াসের লব্ধবস্তু হস্তান্তরিত হ'লে সকলই বিফল ব'লে মনে হয়। কুকুরের লাঙ্গুল সোজা ক'র্‌বার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ, তদ্রূপ ভূর্ভুব-আদি চতুর্দ্দশ ভুবনে ভোগের পরিণতিও ক্ষণস্থায়িনী। কর্ম্মফল-বাধ্য ভোগ্যবস্তু-মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল।

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-গ্রহণোপযোগি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসমূহের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে অনেক-সময়ে আমরা অহংগ্রহোপাসক হ'য়ে পড়ি। তখন আমাদের শুদ্ধ আত্ম-প্রয়াস সুপ্তপ্রায় থাকে। কখনও আমরা কর্ম্মফলের আশায় আকাশ-পুষ্প ত্রিদশপুরীকে বরণীয় বস্তু মনে করি। আবার এই ত্যাগ-চিন্তা যখন প্রবলা হয়, তখন মনকে 'আমি' ব'লে ভ্রান্ত হই। মনই ভোক্তৃরূপে কার্য্য করে। এই ভোগ-ত্যাগ-বৃত্তি—আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকারিণী।

আত্মা জানেন,—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব বস্তু ; শ্রীনারায়ণ— তাঁ'র বিলাস-বিগ্রহ, এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—বৈভবপ্রকাশ। পরতত্ত্ব কিছু নারায়ণ হ'তে প্রকট হন নাই। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—নিত্য। শ্রীনারায়ণে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট এবং শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের

ঐশ্বর্য্যের মধুরিমা বিকশিত। আমরা এসব না জেনে' আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে বৈষ্ণবের চেষ্টা ও পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভুল করি; তখন সংসারে মিত্রতা-শত্রুতা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হই এবং অসতে সদ্‌ভ্রম হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ—সম্পূর্ণ চেতনময়। অচিৎপর বস্তু—অচেতন, ভগবদ্বস্তু—সৎ। ভ্রান্ত হ'য়ে আমরা নিজকে স্বয়ংব্রহ্ম মনে করি। তখন সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত হওয়া প্রভৃতি কুতর্ক হৃদ্দেশে অধিকার করে,—তখন চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধ মনই মনে করে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মে তাহার কিছু ভোগের বস্তু আছে। ভগবানের পাদপদ্ম—চিন্ময়, আমাদের ভোগের উপকরণ নয়। চেতনের ব্যাঘাত হ'লে চেতনের অস্মিতায় অচেতনকে চেতন ব'লে ভ্রম হয়।

কৃষ্ণই আনন্দ; তাঁ'তে পূর্ণানন্দ আছে; তিনি—পূর্ণানন্দময়বিগ্রহ। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে জড়ানন্দে পূর্ণতা নাই; এখানে সমস্ত প্রার্থনার পূরণ হয় না। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে পরিচালিত হ'য়ে মনে করি,—অহংগ্রহোপাসনায় বা পতঞ্জলির কৈবল্যলাভে অখণ্ড আনন্দ আছে। কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রয়াসই আত্মার ধর্ম্ম। মনে যখন নিত্যানন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগময় ব্যাপারে উপস্থিত হই। একমাত্র কৃষ্ণ-দর্শনেই কৃষ্ণসেবা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে ধারণা হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নানা-বিচারে আবদ্ধ থেকে' ভোগ বাঞ্ছা করি, ততদিন মনে করি যে, জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যা'ক্। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্যবস্তু নহে। যে-দিন নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিদানন্দ নিরন্তর উপস্থিত হ'বে, সেদিন কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যক্ বন্ধন হবে।

যে-স্থলে সংখ্যা-গত 'এক', 'দুই', 'তিন' ইত্যাদির উপলব্ধি, সেখানে 'ভেদবাদ'। প্রপঞ্চে এই 'ভেদবাদ' হ'লেও চিজ্জগতে উহা পূর্ণ সমতা উপস্থিত করে। তখন জানি,—কৃষ্ণই নিত্য চেতনময় বস্তু।

আমাদের নিত্যত্ব, সত্যত্ব, চেতনতা তাঁহাতে পর্য্যবসিত হ'লে তাঁহাতে ভক্তি হয়। বর্ত্তমানে "ভক্তি"-শব্দে নানা অসদ্ভাব এসেছে;—যেমন, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি বা পাঠশালার গুরুভক্তি। 'ভক্তি' অর্থে সেবা—"ভজ্ ধাতুঃ সেবায়াম্"। কোন্ বস্তুর medium-এ ভক্তি সাধিত হ'বে, তাহার বিচার না হ'লে আমরা অসুবিধায় পড়্‌ব।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৪৯)—

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

বর্ত্তমান কাল কলি—বিবাদের যুগ। তাই পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ—বাগ্‌বিতণ্ডা, ছল, কুতর্ক প্রভৃতি কোটি-কোটি-কণ্টকে অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তির বিচার জানা অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই স্বয়ং কৃষ্ণ—ভগবদ্বস্তু। ভগবদ্বস্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না; (কঠ ১।২। ২৩)—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন
বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনূং স্বাম॥"

ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠানের উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্মজীবী নানা-প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে' অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে, এবং ইন্দ্রিয়জ-দর্শনে ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে' মনে করে,—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়মাংসে হয় না—চেতনের দ্বারা হয়। পরমাণুবাদে ভগবানের সেবা হ'তে পারে না।

সবিশেষ বিচারে পরতত্ত্ব-বস্তু নারায়ণে ও স্বয়ংরূপ বস্তুতে লীলা-বৈচিত্র্য আছে। সান্ত-প্রতিম স্বয়ংরূপ কৃষ্ণে অনন্ত নারায়ণ আছেন। কৃষ্ণচন্দ্রই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বস্তু। তাঁ'র স্বয়ংরূপ হ'তেই নারায়ণের পরতত্ত্ব, এবং শ্রীবলদেব—কৃষ্ণেরই বৈভবপ্রকাশ ও আকর-পরমাত্ম-বস্তু। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হ'লে বুঝ্‌বো,—কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু, আনন্দময় বস্তু। সেখানে মর্য্যাদা-রূপ অন্তরায় নাই। মর্য্যাদার পূজ্য-পূজক-বিচারে সম্যক্ সেবা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ—সর্ব্বতোভাবে সেবকের নিত্য-সেব্য বস্তু। কৃষ্ণ নশ্বর নহেন। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা কর্‌তে হ'বে। মনের কল্পনা-প্রভাবে কৃষ্ণসেবা হ'বে

না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। 'কৃষ্ণই আরাধ্য' ব'লে যাঁ'দের বিচার, তাঁ'রা ব্যতীত আমাদের অন্য কেহ নাই। "কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য"—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের ; ইহাই প্রয়োজন। ভোগ-বাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়া নয়।

সময় খুব সংক্ষিপ্ত ; সন্ধ্যারতিরও সময় হ'লো। আজ আর আপনাদের ভজনের অধিক সময় নোব না। কৃষ্ণেচ্ছা হ'লে আবার আপনাদের সেবা কর্‌বার প্রয়াস পা'ব। কৃষ্ণের নিত্য সেবকগণের চরণে অনন্ত দণ্ডবৎ-প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠার পর]

সারগ্রাহী ভজন্ কৃষ্ণং যোষিদ্ভাবাশ্রিতেঽত্মনি।
বীরবৎ কুরুতে বাহ্যে শারীরং কর্ম্ম নিত্যশঃ॥

তবে কি সারগ্রাহী মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া জড়কার্য্যসকলকে অশ্রদ্ধা করেন? তাহা নয়। আত্মায় যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্য-দেহে শারীর কর্ম্ম সকল বীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য, বায়ুসেবন, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীররক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়।

পুরুষেষু মহাবীরো যোষিৎসু পুরুষস্তথা।
সমাজেষু মহাভিজ্ঞো বালকেষু সুশিক্ষকঃ॥

সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে বীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। স্ত্রীজাতির আশ্রয় পুরুষ হইয়া, যোষিদ্বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজ সকলে অবস্থিত হইয়া সামাজিক কার্য্য সমুদায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক বালিকাগণকে অর্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়া প্রধান শিক্ষক মধ্যে পরিগণিত হন।

অর্থশাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থপ্রয়োজকঃ।
শান্তিসংস্থাপকো যুদ্ধে পাপিনাং চিত্তশোধকঃ॥

শারীরিক ও মানসিক যতপ্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্পশাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি সকলই অর্থশাস্ত্র। ঐসকল শাস্ত্রদ্বারা কোন না কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয় ; ঐ উপকারের নাম অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে, চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়। গীতশাস্ত্রদ্বারা কর্ণ ও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়। প্রাকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা কালাদি নির্ণয়রূপ অর্থ সংগ্রহ হয়। এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক স্মৃতিশাস্ত্রকেও অর্থশাস্ত্র বলা যায় এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ বলা যায় ; যেহেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাৎ রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থশাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন। পরমার্থনির্ণয় অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিসংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন। নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না। কখন গোপনীয় উপদেশ, কখন প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখন বন্ধুভাবে, কখন বিরোধভাবে, কখন স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখন বা পাপের দণ্ডবিধান করত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্তশোধনে তৎপর থাকেন।

বাহুল্যাৎ প্রেমসম্পত্তেঃ স কদাচিজ্জনপ্রিয়ঃ।
অন্তরঙ্গং ভজত্যেব রহস্যং রহসি স্থিতঃ ॥

সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র সর্ব্বদাই অদ্ভুত, কেন না পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিকার্য্য যেমত তাঁহাদের আচরণে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কখন প্রেমসম্পত্তির অতি বাহুল্য বশতঃ নিবৃত্তিলক্ষণও দেখা যায়। সর্ব্বজনপ্রিয় সারগ্রাহী বৈষ্ণব নির্জ্জনস্থ হইয়া কখন কখন অন্তরঙ্গ পরম রহস্য ভজনা করেন।

কদাহং শ্রীব্রজারণ্যে যমুনাতটমাশ্রিতঃ।
ভজামি সচ্চিদানন্দং সারগ্রাহিজনান্বিতঃ ॥

ব্রজমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে অত্যন্ত বলবতী প্রেমলালসার উদয় হওয়ায় লেখক কহিতেছেন যে, আমার সে সৌভাগ্য কোন দিবস হইবে যখন যমুনাতটস্থ শ্রীবৃন্দারণ্যে সারগ্রাহী বৈষ্ণবজন্সঙ্গে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ভজনা করিব।

সারগ্রাহিবৈষ্ণবানাং পদাশ্রয়ঃ সদাস্তু মে।
যৎকৃপালেশমাত্রেণ সারগ্রাহী ভবেন্নরঃ ॥

যে সারগ্রাহী বৈষ্ণবের কৃপামাত্রে কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরাও সারগ্রাহী বৈষ্ণবতা লাভ করেন, সেই ভবার্ণবের কর্ণধারস্বরূপ সারগ্রাহী বৈষ্ণব-জনপদাশ্রয় আমার নিত্য কর্ম্ম হউক।

বৈষ্ণবাঃ কোমলশ্রদ্ধা মধ্যমাশ্চোত্তমাস্তথা।
গ্রন্থমেতৎ সমাসাদ্য মোদন্তাং কৃষ্ণপ্রীতয়ে ॥

বৈষ্ণব ত্রিবিধ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী। কর্ম্মকাণ্ড ও তদ্দত্ত ফলকে নিত্যজ্ঞান করিয়া পরমার্থবিরত পুরুষেরা কর্ম্মজড়। কেবল যুক্তিযোগে নির্ব্বিশেষব্রহ্মনির্ব্বাণসংস্থাপক পুরুষেরা নিত্য-বিশেষ-জ্ঞানাভাবে জ্ঞানদগ্ধ অর্থাৎ নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস। আত্মার চরমাবস্থায় নিত্য বিশেষগত বৈচিত্র্য স্বীকার পূর্ব্বক যাঁহারা আত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন সর্ব্বানন্দধাম পরমৈশ্বর্য্য ও পরমমাধুর্য্যসম্পন্ন করুণাময় ভগবানের উপাসনাকার্য্যকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত বা বৈষ্ণব। কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরা সৌভাগ্যক্রমে ও সাধুসঙ্গপ্রভাবে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ নরস্বভাবে অবস্থিতি করেন। কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণের যে মল লক্ষিত হয়, তাহা প্রবলরূপে কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষদিগের বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্তি হইলেও পূর্ব্বাবস্থা হইতে জড়তা ও কুতর্কের যে অবশিষ্টাংশ অভ্যাসক্রমে থাকে, তাহাই কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবদিগের হেয়াংশ। যাহা হউক, ঐ হেয়াংশ কেবল অজ্ঞান ও কুসংস্কারের ফল ইহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিবিধ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে উত্তমাধিকারী পুরুষের কুসংস্কার ও জড়তা থাকে না। অনেক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সারগ্রাহীপ্রবৃত্তি প্রবলরূপে সমস্ত কুসংস্কারকে একেবারে দূর করে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব ভারবাহী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু সারগ্রাহী প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বলবতী না থাকায় তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ব্বকুসংস্কারজনিত কিছু কিছু সংশয় বলবান্ থাকে। ইঁহারা চিদ্গতবিশেষতত্ত্ব ও সহজ সমাধি স্বীকার করিয়াও যুক্তির মুখাপেক্ষায় বৈকুণ্ঠতত্ত্বকে সম্যক্ রূপে দর্শন করিতে পারে না। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়াও কুসংস্কারের নিতান্ত বশবর্ত্তী থাকেন। ইঁহারা কর্ম্মসঙ্গী ও বৈধ শাসনের অধীন। যদিও ইঁহারা এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ অধিকারী নহেন, তথাপি উত্তমাধিকারীর সাহায্যে ইহার আলোচনা করিয়া উত্তমাধিকারিত্ব লাভ করিবেন। অতএব ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিসংবর্দ্ধনার্থ এই শাস্ত্রালোচনায় পরমানন্দ লাভ করুন্।

পরমার্থবিচারেঽস্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ।
ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিজনো ভবেৎ ॥

এই গ্রন্থে পরমার্থ বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে দোষ সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহীজনেরা বৃথালোচনা করেন না। এই গ্রন্থ আলোচনা সময়ে যাঁহারা ঐ বাহ্যদোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া পরমার্থসারসংগ্রহরূপ এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। বালবিদ্যাগত তর্ক সমুদায় গম্ভীরবিষয়ে নিতান্ত হেয়।

অষ্টাদশশতে শাকে ভদ্রকে দত্তবংশজঃ।
কেদারো রচয়চ্ছাস্ত্রমিদং সাধুজনপ্রিয়ং ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণাপ্তজনচরিত্রবর্ণনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।
ওঁ হরিঃ হরিঃ হরিঃ ওঁ।

অষ্টাদশ শত শকাব্দে উড়িষ্যাদেশমধ্যবর্ত্তী ভদ্রক-নগরে কার্য্যগতিকে অবস্থিতিকালে কলিকাতার হাট-খোলাস্থ দত্তবংশীয় কেদারনাথ নামক ভরদ্বাজ কায়স্থ, সাধুজনপ্রিয় এই শাস্ত্র রচনা করেন। ইতি শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় কৃষ্ণপ্রাপ্ত জনচরিত্রবর্ণননামা দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন। হরি হরি বল ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

উপনিষদ্‌বাক্যে প্রায় সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম' শব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্, ইহাই বেদসম্মত এবং নিখিল শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা কৃষ্ণই যে সেই পরমপরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ তাহা সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১।৩।২৮) এই বাক্যে সুস্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। "বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" (ভাঃ ১।২।১১)—এই শ্লোকেও বলা হইয়াছে এক অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বিতীয় বাস্তববস্তুই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (আ ২।৬৫) বলা হইয়াছে—

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥"

ঐ শ্রীচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও (আ ১।৩ ও ২।৫) উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্ম শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি-স্বরূপ, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তাঁহার অংশ এবং ঐ ব্রহ্ম পরমাত্মারও আশ্রয় বা অংশী-স্বরূপ যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আবার শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাভিন্নতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ১৪।২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" অর্থাৎ নির্গুণ সবিশেষতত্ত্ব আমিই জ্ঞানিগণের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। জ্ঞানিগণ জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং দর্শন করিতে না পারিয়া পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অসম্যক্ প্রতীতিস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকেই তাঁহাদের আরাধ্য-তত্ত্ব বলিয়া জানিতেছেন। আমরা যেমন দূর হইতে সূর্য্যের বিগ্রহ ও রসাদি বিশেষ কিছুই দর্শন করিতে পারি না, দেবতারা তাহা দর্শন করেন, এজন্য বলা হইয়াছে— "সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।" —চৈঃ চঃ আ ২।২৫। পরমাত্মসম্বন্ধেও গীতায় (১০। ৪২) বলা হইয়াছে—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

—অথবা "হে অর্জ্জুন এই সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে উপদিষ্ট জ্ঞান-দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? তুমি এইটুকু জানিয়া রাখ—আমি প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে একাংশে এই চিদচিৎ সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।"

সুতরাং এস্থলে দেখা যাইতেছে—জ্ঞানিগণোপাস্য জ্যোতির্ম্ময় চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম ও যোগিজনোপাস্য অঙ্গুষ্ঠ বা প্রাদেশ পরিমিত সত্তাবিশিষ্ট সচ্চিৎস্বরূপ পর-মাত্মারও অংশী সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিতেছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্" (গীতা ১৫।১৫), যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥" (গীঃ ১৫।১৮) অর্থাৎ "আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, বেদব্যাসরূপে আমিই বেদান্তকর্ত্তা—বেদার্থ নির্ণয়কারী এবং আমিই বেদার্থবেত্তা। যেহেতু আমি ক্ষরপুরুষ জীবাত্মার অতীত, অক্ষরপুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও অতীত উৎকৃষ্ট প্রকাশবিশিষ্ট, অতএব লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি।" সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতার এই সকল ভগবদুক্তি বিচার করিলে নিরাকার নির্ব্বিশেষাদিবাদ কি করিয়া প্রাধান্য লাভ করিতে

পারে ? এইজন্যই শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও তারস্বরে বলিয়া গিয়াছেন—

"চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্ ।
বিহন্তং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো
ততো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ ॥
বংশীবিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥
প্রমাণতোহপি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্ ।
ন শক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ ॥"

শ্রীভগবান্ স্বয়ংও বলিতেছেন—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥

—গীঃ ১৫।১৯

অর্থাৎ "যিনি নানা মতবাদ দ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তম-তত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং তিনি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজন করিতে সমর্থ।"

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ? ॥"

তবে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—শ্রুতিতে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' প্রভৃতি শব্দ কেন দেওয়া হইয়াছে, তদুত্তরে বলা হইয়াছে—

" 'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে, যেই শ্রুতিগণ ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥"

অর্থাৎ প্রাকৃতবিশেষ নিষেধপূর্ব্বক 'অপ্রাকৃত-বিশেষ' স্থাপনার্থই শ্রুতিতে স্থানে স্থানে নির্ব্বিশেষাদি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥"

অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য, ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেননা জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩য়া বল্লী ১ম অনুবাকে) কথিত হইয়াছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্-ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ "বরুণনন্দন ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপ-দেশ করুন। বরুণ তদুত্তরে কহিলেন—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন ও সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।"

এই শ্রুতিবাক্যে তিনটি কারক দ্বারা পরতত্ত্ব-বিশিষ্ট হইতেছেন,—(১) যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান কারকত্ব সিদ্ধ হয়, যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয় এবং যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে, এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণকারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই লক্ষণত্রয়দ্বারা পরতত্ত্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু তাঁহার চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি ও অচিৎ বা মায়াশক্তিপরিণাম হইতেই চিজ্জগৎ, জীবজগৎ ও মায়িকজগতের উদ্ভব হওয়ায় তিনি সর্ব্বদাই স্ব-স্বরূপসংপ্রাপ্ত।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স
শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তিবেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং
পুরুষং মহান্তম্ ॥"

—এই শ্বেতাশ্বতর (৩।১৯) শ্রুতিবাক্যে তাঁহার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির 'বহু স্যাম্' (অর্থাৎ ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন) ও ঐতরেয় শ্রুতির 'স ঐক্ষত' (অর্থাৎ তখন তিনি প্রাকৃতশক্তিতে

দৃষ্টিপাত করিলেন)—এই দুইটি বাক্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—শ্রীভগবান্ যে মনে চিন্তা বা সঙ্কল্প করিলেন এবং যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ বা দৃষ্টি করিলেন, সেই মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের যে চিৎস্বরূপগত চিন্ময় মন ও নেত্র ছিল, ইহা সর্ব্ববেদসম্মত। ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৬ প্রঃ ২য় খণ্ড—৩)—'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ব্রঃ ৬ অঃ)—'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' বাক্যেও শ্রীপরমেশ্বরের ঐরূপ অপ্রাকৃত মনোনয়নের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপনিষদে প্রায় সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম' শব্দ পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ংই যে তাঁহাকে সর্ব্ববেদবেদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার এই শ্রীমুখবাক্যের কখনই বিপরীতার্থ কল্পিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ পঞ্চমবেদস্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণে বেদার্থ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥"

বেদার্থ পূরণহেতু পুরাণ নাম। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৪।২০ ও ৩।১২।৩৯ শ্লোকে) ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃহদারণ্যকে (২। ।১০), মৈত্রী উপনিষদে (৬।৩২ মন্ত্র) এবং ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৩।১৫।৭) চতুর্ব্বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদরূপে বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও মৎস্য পুরাণেও উহার প্রামাণিকতা স্বীকৃত আছে। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
—ভাঃ ১০।১৪।৩২

অর্থাৎ "নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই। যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন।"

বেদবাক্যের অর্থ অত্যন্ত নিগূঢ়, এজন্য মহর্ষিগণ পুরাণবাক্যদ্বারা সেই বেদতাৎপর্য্য নিরূপণ করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥"

শ্রীবেদব্যাস পুরাণরত্ন ভাগবতের 'অহো ভাগ্যং' শ্লোকদ্বারা সেই ব্রহ্মের পূর্ণাবস্থায় কৃষ্ণই যে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ তাহা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং শ্রুতির অভিধা বা মুখ্য অর্থে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে, লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। অবশ্য ইতঃপূর্ব্বে তাহাও বিচার করা হইয়াছে যে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সবিশেষ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি স্বরূপ অসম্যক্ প্রতীতি বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পূর্ণব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া স্থাপন করিতে যাওয়া বড়ই বেদনাদায়ক।

মায়াবাদিগণ আবার ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, ইহাও খুবই বিস্ময়জনক। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে কি করিয়া নিঃশক্তিক বলা যাইবে? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির (৬।৮) 'পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' বাক্যে ব্রহ্মের তিনটি স্বাভাবিকী শক্তির কথা স্পষ্টরূপেই স্বীকার করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়াই সংসার-তাপ ভোগ করেন। ঐ শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০ বাক্যে পরমেশ্বরকে মায়াধীশ, জীবকে মায়াবশ বলা হইয়াছে। প্রকৃতিই মায়া। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত' অভেদ?॥

সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতাশাস্ত্রে (গীঃ ৭।৪-৫) জীবকে শ্রীভগবানের শক্তি বা জীবস্বরূপা 'পরাপ্রকৃতি' বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।৯ ও ৪।৩।১৮ মন্ত্রে জীবের তটস্থত্বও কথিত হইয়াছে, আবার ঐ শ্রুতির ৪।১।২০ মন্ত্রে জীবকে অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ বিচারদ্বারা তাঁহার বিভিন্নাংশত্বও প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের এইরূপ তটস্থশক্তিসম্ভূত

জীবকে কি করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যাইতে পারে ? তাই বলা হইয়াছে—

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি' মানে।
হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে ? ॥

তবে চিদংশে ঐক্যত্ব এবং বিভুত্বে ও অণুত্বে ভেদ বিচার দ্বারা জীবের সহিত শ্রীভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই সমীচীন হইতেছে। যুগপৎ ভেদাভেদ বিচার প্রাকৃত চিন্তার অতীত অচিন্ত্য হইলেও শাস্ত্রৈকজ্ঞানগম্য বিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই সমীচীন সিদ্ধান্ত।

শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ১ম মন্ত্রেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ অনাদি সর্ব্বাদি বলিয়া স্তব করিয়াছেন। গীতায় তাঁহাকেই সর্ব্ববেদবেদ্য, পুরুষোত্তম প্রভৃতি বলা হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসাদি— সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকে অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহবান্ বলা সত্ত্বেও মায়াবাদী ঐ দেহকে প্রাকৃতসত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া শ্রীভগবানের দেহে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ? ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য ॥

মুখে বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিলেও মায়াবাদী প্রকৃতপক্ষে বেদবিরোধী—অবৈদিক।

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
(কিন্তু) বেদাশ্রয়া নাস্তিক্য বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥"

অর্থাৎ শ্রীবেদব্যাস মুনি তৎকৃত বেদান্তসূত্রে পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের চিন্ময়বিগ্রহ স্বীকার করিয়া তাঁহাতে শুদ্ধভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের সৌভাগ্যের কথা 'অপি সংবাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন, মায়াবাদী সেই বেদান্তসূত্রের অপব্যাখ্যা প্রচারদ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। জীবকে ব্রহ্ম সাজাইয়া তাহাকে ভক্তিহীন করিয়া দিয়া তাহাকে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভের সৌভাগ্য হইতে চিরবঞ্চিত করিতেছেন। ভক্তিহীনতার মত সর্ব্বনাশ আর কি থাকিতে পারে ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ২২৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে পবিত্র হইবেন এবং ব্রাহ্মণকে পবিত্র করিবেন, এইজন্য সনাতন গোস্বামীকে স্পর্শ করিতেছেন ; এইকথা বলিয়াই পুনঃ সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন—শুন সনাতন, 'কৃষ্ণ কৃপার সমুদ্র, পতিত-পাবন, তোমাকে মহারৌরবরূপ নরক হইতে উদ্ধার করিলেন।' অর্থাৎ এখানে সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ শুদ্ধভক্ত—ইহা জানাইয়া পুনঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিতেছেন—জগতে প্রতিপত্তি—বিষয়-বৈভবলাভ সৌভাগ্যের কথা নহে, উহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয়। স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সাংসারিক বৈভব-লাভ নরক-প্রাপক। মায়ামোহিত বদ্ধজীব ন্যায়-অন্যায় উপায়ে অর্থ ও জাগতিক প্রতিপত্তি-লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে। কদাচিৎ এইরূপ আদর্শ গৃহস্থভক্ত পাওয়া যায়, যিনি কৃষ্ণকেই একমাত্র ভোক্তা জানিয়া তাঁহার সেবাতেই সম্পূর্ণ বিষয় নিয়োজিত করেন, বিষয়কে ভোগ্যরূপে দর্শন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন এবং শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে সনাতন গোস্বামী শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য

এবং শ্রীতপনমিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন। তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণে সনাতন গোস্বামীও তাঁহার গৃহে মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। বহুদিন কারাগারে থাকায় সনাতন গোস্বামীর কেশ-শ্মশ্রু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্ষৌর-কার্য্য করিয়া ভদ্র হইয়া আসিতে বলিলেন। বৈষ্ণব-গণের পক্ষে দাড়ি-মোচ রাখা বিধি নহে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি পালনের জন্য নখরোম রক্ষা করিলেও অন্য সময়ে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ভদ্রভাবে থাকা বৈষ্ণব-সদাচার। তবে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রতিপূর্ণিমায় ক্ষৌর বিহিত। প্রতিদিন ক্ষৌর কর্ম্মদ্বারা বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

সনাতন ক্ষৌরকার্য্যের পর গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে শ্রীচন্দ্রশেখর নূতন বস্ত্র দিতে চাহিলেন, সনাতন উহা গ্রহণ করিলেন না। পরে তপন মিশ্র নূতন বস্ত্র লইয়া আসিলে সনাতন উহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পরিধেয় পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইলেন। যিনি হাজার হাজার লোককে বস্ত্র দিতে পারেন, আজ তিনি নূতন বস্ত্র লইতে সংকোচ বোধ করিতেছেন। ভগবদ্ভজনের জন্য যখন নিষ্কপট আত্তি জাগে, তখন ভাল পোষাক, ভাল আহারের প্রতি রুচি থাকে না। বৈষ্ণবপ্রদত্ত দ্রব্য বা বৈষ্ণবগণের ব্যবহৃত বস্তু প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করিলে বিষয়ের বিষদোষ থাকে না। সনাতন গোস্বামীর প্রতিটি আচরণের মধ্যে নিঃশ্রেয়-সার্থী সাধকের অপূর্ব্ব শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু খুবই প্রসন্ন হইলেন। 'মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥' জাগতিক ভোগ-বিলাসে প্রমত্ততা ও প্রতিযোগিতা আসিলে পারমার্থিক জীবনের পতন ঘটে।

একজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র, সনাতন গোস্বামী যত-দিন কাশীতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন,— 'তিনি একস্থানে প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।' শুদ্ধ হরিভজনকারী ব্যক্তির দেহারাম-স্পৃহাও থাকে না।

সনাতন গোস্বামীর পুরাতন বস্ত্রের বহির্বাস ও উত্তরীয়ের সহিত মূল্যবান্ ভোটকম্বলের প্রতি মহাপ্রভু বার বার দৃষ্টি দিতে থাকিলে সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন মহাপ্রভুর উহাতে সুখ হইতেছে না। সনাতন গোস্বামী গঙ্গাতটে যাইয়া একজন গৌড়ীয়বাবাজীকে ঐ ভোটকম্বলটি দিয়া তাঁহার ব্যবহৃত কাঁথা পরিধান করিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

"প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯০-৯২

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সর্ব্বোত্তম আচার্য্যের লীলা করিতেছেন। তিনি যেমন স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণও তদ্রূপ। 'আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গী-কারে। আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥' —চৈঃ চঃ আ ৩।২০-২১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করেন। 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥' —গীঃ ৩।২১

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা হইল। ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্ববিষয়ে পরিপ্রশ্ন বা নিষ্কপট জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক—এইরূপ মনে করিয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য যে প্রশ্ন, তাহাকে তর্কপন্থা বলে, তাহাতে বস্তু লাভ হয় না। প্রপত্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছা হইতে যে প্রশ্ন, তাহাকে পরিপ্রশ্ন বলে। 'তদ্বিদ্ধি প্রণি-পাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥' —গীতা ৪।৩৪

যখন মানুষের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, সংসার হইতে মুক্তিলাভের দিন আসে, তখন গুরুপাদপদ্মে কি

প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী অজ্ঞ সাধকাভিমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন—

"নীচ-জাতি, নীচ সঙ্গী, পতিত অধম ।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি ।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
'কে আমি, কেনে আমায় জারে অপত্রয়' ।
ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি ।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯৮-১০৩

সনাতন গোস্বামীর প্রথম প্রশ্ন 'আমি কে'? সর্ব্বাগ্রে নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইবে। স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল হইলে, প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইবে; প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইলে, সমস্ত পরিশ্রম, সাধন-প্রচেষ্টা বৃথা হইবে। স্বরূপ-নির্ণয়ের উপর কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। দেহকেই ব্যক্তি মনে করিলে নিজের দেহের প্রয়োজন এবং দেহ-সম্বন্ধযুক্ত অপর দেহের প্রয়োজনেতেই স্বার্থবুদ্ধি হইবে, তৎসম্বন্ধীয় করণীয় কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে এবং তাহার অনুকূল-প্রতিকূল বিচারেতে নীতি-দুর্নীতি বা ধর্ম্ম নির্ণীত হইবে। সূক্ষ্মদেহকে ব্যক্তি মনে করিলে তাহার সমৃদ্ধিতেই স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণকে তদ্বিষয়ে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মদেহদ্বয়ের অতিরিক্ত আত্মাকেই ব্যক্তি বলিয়া জানেন, তাঁহাদের আত্মার সমৃদ্ধিতে বা আত্মার প্রয়োজন প্রাপ্তিতে স্বার্থ-বুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণের আত্মার সমৃদ্ধিতে সহা-য়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। পারমার্থিক সুবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যতদিন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারণরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থায় থাকেন, ততদিন তিনি আত্মার প্রকৃত স্বরূপের স্বার্থের অনুকূলে উক্ত দেহদ্বয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তৎ-প্রতিকূলে নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় জীবের স্বরূপ-নির্ণয়ে—জীবকে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং তাঁহার ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়াছেন। তিনি সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে বা সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন নির্দ্ধারণে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 'কৃষ্ণ'ই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় বা সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্যসম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম ভক্তি, 'প্রেম' প্রয়োজন ।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫

উপরি উক্ত বিষয়টী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই তিনটি পরিচ্ছেদে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর চরিত্রলিখন বিস্তার-আশঙ্কায় উহার বিচার-বিশ্লেষণ এখানে সংক্ষিপ্ত করা হইল। মূল কথা এই—ঈশ্বর-জীব সম্বন্ধে ভেদপর শ্রুতি ও অভেদপর শ্রুতি আছে। আচার্য্যগণ অদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্র মানিতে হইলে শাস্ত্রের সবটাই—শাস্ত্রের ভেদপর ও অভেদপর প্রমাণসমূহ মানা সুসমীচীন এবং তাহাদের মধ্যে কি সামঞ্জস্য, তাহা অবধারণের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবটার সামঞ্জস্য প্রদর্শনার্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—যাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে এবং আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে চারিটী বিশেষ সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন—(১) শুদ্ধভক্তি-শাস্ত্র প্রচার—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব আচার, বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন।

'তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার॥'
—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৭-৯৮

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন এবং বৈষ্ণব-সদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য চারিটী গ্রন্থরত্ন রচনা করেন—(১) হরিভক্তিবিলাস টীকা—'দিগ্‌দর্শিনী', (২) দশম স্কন্ধের টিপ্পনী যা বৃহদ্ বৈষ্ণব-তোষণী, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত, (৪) বৃহদ্ ভাগবতামৃত (টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়)।

তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহসেবা প্রকাশিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবস্মৃতি—বৈষ্ণবের লৌকিক আচার-বিষয়ক ব্যবহারশাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ রচনা-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সূত্র করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দিগ্‌দর্শন করাইয়া দিয়াছিলেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
—ভাঃ ১।৭।১০

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ভাগবতের এই শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সনাতন গোস্বামী প্রার্থনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উহার ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দাদি কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণব করিয়া সনাতন গোস্বামীকে উত্তমরূপে সংস্কার করতঃ বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন, নিজে নির্জ্জন বনপথে পুরী যাত্রা করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাজপথ দিয়া মথুরায় পৌঁছিলে সুবুদ্ধি রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। সেই সময় সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর উপদেশে হরিনামসংকীর্ত্তনরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বহু কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিতেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীসুবুদ্ধি রায় ও সনোড়িয়া বিপ্রের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট জানিতে পারিলেন—শ্রীরূপ গোস্বামী ও অনুপম দ্বাদশবন পরিক্রমান্তে গঙ্গাতীরপথে বঙ্গদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে আরিট্ গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবিষ্কার পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনে হরিদেব দর্শনের পর ইচ্ছা হইল গোবর্দ্ধন-ধারী গোপালদেব দর্শন করিবেন। গোপাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর বিরাজিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া দর্শন করিবেন না, কিন্তু কিভাবে তিনি গোপাল দর্শন করিবেন চিন্তা করিতেছেন, সেই সময়ে গোপাল ম্লেচ্ছভয় উঠাইয়া গাঁঠোলী গ্রামে আসিলে মহাপ্রভু গোপালের দর্শন লাভ করিলেন। মাঝে মাঝে শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে এইভাবে গাঁঠোলি গ্রামে আসিবার লীলা করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীরও সেইভাবে গাঁঠোলিতে গোপাল দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করতঃ বাংলাদেশে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত একত্রে নীলাচলে যাইতে না পারিয়া কিছুদিন বাদে নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে রূপ গোস্বামী জানাইলেন তিনি প্রয়াগ হইতে গঙ্গাপথে আসায় সনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারীখণ্ডপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। পথে জলের দোষে তাঁহার শরীরে কণ্ডুরসা হইল। তিনি দৈন্য ও নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পথে চিন্তা করিলেন—তিনি নীচজাতি, তাঁহার শরীর ঘৃণ্য, জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার, জগন্নাথ দর্শনের এবং মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের নিকট থাকায় তাঁহারও দর্শন-সৌভাগ্য হইবে না, জগন্নাথের সেবকগণের সহিত স্পর্শ হইলেও অপরাধ হইবে, সুতরাং রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকালে তাঁহার শরীর ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ—এইরূপ বিচার করিলেন। পুরীতে পৌঁছিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস

ঠাকুরকে দর্শন দিতে আসিলে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে সনাতন গোস্বামী নিজেকে অপবিত্রজ্ঞানে দূরে সরিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে পাঁচড়া ঘা-এর রস লাগিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সনাতন গোস্বামীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে রূপ গোস্বামী ও অনুপমের সংবাদ জানাইয়া অনুপমের ইষ্টনিষ্ঠা ও রঘুনাথধাম প্রাপ্তির কথা জানাইলেন। একদিন অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর হৃদ্গত ভাব বুঝিয়া অকস্মাৎ সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করতঃ বলিতে লাগিলেন—

'সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৫৫-৫৬

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিলেন দেহত্যাগরূপ তমোধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। একমাত্র শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলনের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তি, আবার তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। সর্ব্বশেষে শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার কত প্রিয়, তাহা জানাইবার জন্য বলিলেন—

(প্রভু কহে)—"তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে কৈরাছ আত্মসমর্পণ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ?
তোমার শরীর—মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭৬-৭৮

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়দেশের ও ওড়িষ্যার ভক্তগণ পুরুষোত্তমে আসিলে সনাতন গোস্বামীর সহিত সকলের মিলন হইল। রথযাত্রায় রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া সনাতন গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সনাতন গোস্বামী পুরীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যৈষ্ঠমাসে কিছুদিন যমেশ্বর টোটায় অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে তথায় মধ্যাহ্নে আসিবার জন্য আহ্বান করিলে সনাতন গোস্বামী হৃষ্টমনে জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া দ্বিপ্রহরে সমুদ্রের তপ্ত-বালুকারাশির উপর দিয়া চলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলেন। দেহস্মৃতি না থাকায় পায়ে ফোস্কা পড়িল, তাহাও অনুভব করিলেন না। সিংহদ্বারের পথে না আসার কারণ মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক-প্রচার ॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর।
তাঁর স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২৬-১২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্যোক্তিপূর্ণ এবং মর্য্যাদাপ্রদানরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২৯-১৩২

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ২১২ পৃষ্ঠার পর]

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বাদয়োহঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ।।৩৩।।

অনুবাদ— হে অচ্যুত ! এই ব্রজ গোপ গোপী এবং গোসমূহের সৌভাগ্য মহিমার কথা দূরে থাকুক, একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র প্রভৃতি এবং আমি মহাভাগ্যবান্, কেননা আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পাত্র দ্বারা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ অমৃত মদ্য পান করিতেছি ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ টীকা— কিঞ্চৈভির্ব্রজবাসিভির্বয়মপি ভূরিভাগাঃ ক্রিয়ামহে ইত্যাহ—এষান্তু ভাগ্যস্য মহিতা মহিমা তাবদাস্তাং কস্তাং বক্তুং শক্লোতি। বয়মেকাদশ এতেষামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারোহপি ভূরিভাগাঃ। যত এতেষাং হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যেব চষকানি পানপাত্রাণি তৈস্তৈব অঙ্ঘ্র্যুদজয়োশ্চরণ কমলয়োর্মঞ্জীররঞ্জিত-রোর্মধু তত্রত্যাভিমানাধ্যবসায়সঙ্কল্পশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-কীর্ত্তন-সম্বাহনান্তিকগত্যাত্মকং তদেব অমৃতং স্বাদু আসবং মাদকং শর্ব্বাদয়ো রুদ্রাদয়শ্চ ইত্যশ্লীলস্যেন্দ্রিয়-দ্বয়স্যাধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয়স্য ত্যাগাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতুর্ব্বাসু-দেবস্যাপি তদভেদদৃষ্ট্যা ত্যাগাদেকাদশৈরপিবামঃ। অত্র যদ্যপ্যেষামন্তরাত্মিন এব বিষয়ভোগো ন তু তত্তৎ-কর্ত্তৃণামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণামিত্যধ্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধৌ ব্রহ্মা তিষ্ঠতি চক্ষুষি সূর্য্যস্তিষ্ঠতি তং তমধিষ্ঠাতারং বিনা তত্তদিন্দ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানমপি রূপরসাদীনাং গ্রাহকং ন স্যাদিতি, সামান্য দৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাং প্রবাদোহপি শ্রীকৃষ্ণে রত্যৌৎকণ্ঠ্যবতাং ব্রহ্মাদীনামানন্দ হেতুঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রেনৈব ভোক্তৃত্বাভিমান স্বীকারাৎ তথৈব স্বেষাং প্রাকৃতত্বেহপি অপ্রাকৃততত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাভি-মানাচ্চ। প্রেম্নামেব বিলক্ষণেয়ং প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চান্যত্র পদ্যাবল্যাদৌ মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধে-রিত্যাদীতি। অন্যথা চিদানন্দময়বপুষাং শ্রীভগবৎ-পরিবারাণামিন্দ্রিয়াদীনামপি ভগবত ইব তন্ময়ত্বমেব ন তু প্রাকৃতত্বং সম্ভবেৎ কুতস্তত্র প্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মা-দীনাং প্রবেশ ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, কাদাচিৎ কেনাপি তন্মাধুরীলাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভিনন্দতি, এষামিতি। ভাগ্যমহিতা একা অদ্বিতীয়া অনুপমেত্যর্থঃ। দশৈব দশাপি বয়ং দিক্‌পালদেবতা ভূরিভাগা ভবামঃ। কুত ইত্যত আহ—এতাদিতি। স্বতর্জন্যা স্বনেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশতি। বৎসচারণায় ব্রজান্নিষ্ক্রান্তস্য তব চরণ-সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যামৃতং নেত্রশ্রোত্রৈঃ পিবাম ইতি ।।৩৩।।

টীকার ব্যাখ্যা— আরও, 'এই ব্রজবাসিগণ আমা-দিগকেও বহুভাগ্যবান্ করিতেছেন', ইহা বলিতেছেন। ইঁহাদের ভাগ্যের 'মহিতা' মহিমা সেই পর্য্যন্ত হউক, কে তাহা বলিতে সমর্থ হইবে ? আমরা ইহাদের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃগণও বহু ভাগ্যবান। যেহেতু ইহাদের 'হৃষীক' ইন্দ্রিয় সমূহই 'চষক' পান পাত্র, তাহাদের দ্বারা, আপনার 'অঙ্ঘ্রি-উদজ' মঞ্জরী-রঞ্জিত চরণপদ্মযুগলের 'মধু' সেই একাদশ ইন্দ্রিয়ে অভিমান (অহঙ্কার), অধ্যবসায় (বুদ্ধি), সঙ্কল্প (মন), শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কীর্ত্তন, সম্বাহন, নিকটে গমন রূপ, তাহাই 'অমৃত' (স্বাদু), 'আসব' (মাদক), 'শর্বাদয়' (রুদ্র) প্রভৃতি। অশ্লীল ইন্দ্রিয়দ্বয়ের (পায়ু, উপস্থ) অধিষ্ঠাতৃদেবতা দ্বয়ের (মিত্র ও প্রজাপতি) ত্যাগ হেতু, চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ বাসুদেবের ও কৃষ্ণের সহিত অভেদ দৃষ্টিতে ত্যাগ হেতু একাদশই আমরা পান করিতেছি। এখানে যদিও ইহাদের অন্তরে আত্মারই বিষয় ভোগ, সেই সেই বিষয়ের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের নহে, এইরূপ অধ্যাত্ম (শাস্ত্র) সিদ্ধান্ত, তথাপি বুদ্ধিতে বহ্মা থাকেন, চক্ষুতে সূর্য্য থাকেন, সেই সেই অধিষ্ঠাতা ভিন্ন সেই সেই ইন্দ্রিয়, শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠও রূপ রস প্রভৃতির গ্রহণকারি হয় না এই সামান্য দৃষ্টিতে। অধ্যাত্মজ্ঞানিগণের প্রবাদও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতিবিষয়ে উৎকণ্ঠিত ব্রহ্মা প্রভৃতির আনন্দের হেতু কর্ত্তৃত্বমাত্রেই ভোক্তৃত্বের অভিমান স্বীকার এবং সেইরূপ ব্রহ্মা প্রভৃতি নিজেরা প্রাকৃত হইলেও অপ্রাকৃত সেই সেই ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাতা, এই অভিমান বশতঃ (সঙ্গত হইতেছে)। প্রেমেরই

এইরূপ বিলক্ষণ প্রক্রিয়া। মিথ্যা অপবাদবাক্যের দ্বারাও অভিমানের সিদ্ধি হইয়া থাকে' ইত্যাদি অন্যত্র পদ্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। অন্যথা যাঁহাদের শরীর চিদানন্দময়, সেই শ্রীভগবানের পরিবারগণের ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও ভগবানের মত চিন্ময়ই তাঁহাদের প্রাকৃত্ব সম্ভব হয় না, কি হেতু সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহে প্রপঞ্চগত ব্রহ্মা প্রভৃতির প্রবেশ হইবে? ইহা জানিতে হইবে। অথবা, আকস্মিকও তাঁহার মাধুরীলাভে ব্রহ্মা নিজের ভাগ্যকে অভিনন্দিত করিতেছেন—'এষাং' (এই ব্রজবাসিগণের) ইতি। 'ভাগমহিতা' 'একা' অদ্বিতীয়া, অনুপমা এই অর্থ। 'দশ এব' দশ সংখ্যকও দিক্পাল দেবতা, 'বয়ং' আমরা 'ভূরিভাগ' হইতেছি। কেন? এই হেতু বলিতেছেন 'এতৎ' ইহার দ্বারা, (নিকটবর্ত্তী) নিজতর্জনীর দ্বারা নিজের চক্ষু কর্ণ স্পর্শ করিতেছেন। বৎসচারণের নিমিত্ত ব্রজ হইতে বহির্গত আপনার চরণ সৌন্দর্য্য এবং সৌস্বর্য্য (সুস্বর) রূপ অমৃত চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা পান করিতেছি॥ ৩৩॥

(ক্রমশঃ)
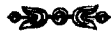
বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পঞ্চশত-বার্ষিকী অনুষ্ঠান

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব পঞ্চশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিষ্টার্ড) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের নানা-স্থানে যে বর্ষব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে তাহার তৃতীয় অধিবেশন বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট শনিবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসম্মেলনে পৌরহিত্যপদে বৃত হইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। উক্ত সভায় 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ক্রমানুযায়ী ভাষণ প্রদান করেন বৃন্দাবনস্থ শ্রীভজনকুটীরের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজ, মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের উপাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মনুষ্যগণের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপন এবং বিশ্বে যথার্থ শান্তি আনয়নে সমর্থ—ইহা পূজ্যপাদ সভাপতি মহোদয় এবং বক্তৃমহোদয়গণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। বাংলা ও হিন্দীভাষায় বক্তৃতা হয়। সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ মহাজন পদাবলী ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ড পথে যাত্রাকালে ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, হরিণ, অজগর সর্প প্রভৃতি সকল জীবকে কৃষ্ণনাম করাইয়া প্রেমোন্মত্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ শিক্ষাপ্রদ দৃশ্যাবলী প্রদর্শনীর মাধ্যমে বৃন্দাবন মঠের উদ্যোগে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দজীউর বিশেষ ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত নরনারীগণকে বিচিত্র মহা-প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরামচন্দ্র চতুর্ব্বেদী, দেরাদুন ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত, দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থশিষ্য শ্রীরামচন্দ্র চতুর্ব্বেদী বিগত ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট (১৯৮৫) বুধবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিবাসরে তাঁহার দেরাদুনস্থ বাসভবনে প্রায় নব্বই বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পশ্চিমভারতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিতগণের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রাচীন গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবকে ইঁহার ব্রাহ্মণোচিত সরলতার প্রশংসা করিতে আমরা বহুবার শুনিয়াছি। ইঁহার গুরুনিষ্ঠা এবং বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ইঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীও শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া পতির অভীষ্ট সেবায় সহায়তা করিয়া তাঁহার সুখবর্দ্ধন করিয়াছেন। ইঁনি, ইঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র পরিজনবর্গ সকলেই দেরাদুনে শ্রীল গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠের সেবায় বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকেন। দেরাদুনস্থ মঠের পার্শ্বেই ইঁহাদের বাসভবন। শ্রীরামচন্দ্র চৌবে দেরাদুন মঠের অভিভাবক সদৃশ ছিলেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীব্রজভূষণলাল গুপ্ত, জগদ্ধ্রী ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য হরিয়ানা প্রদেশের আম্বলা জেলান্তর্গত জগদ্ধ্রীনিবাসী শ্রীব্রজভূষণ লাল গুপ্ত গত ২১ ভাদ্র, ৭সেপ্টেম্বর (১৯৮৫) শনিবার তাঁহার জগদ্ধ্রীস্থ গৃহে স্বধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি জগদ্ধ্রী শহরে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সহধর্ম্মিণী, তিন পুত্র, দুই ভাই রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি এবং ইঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মিত্ররাণী জগদ্ধ্রী শহরে ও যমুনা নগরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে আন্তরিকতার সহিত বিশেষভাবে যত্ন করিয়া এবং বিষ্ণু বৈষ্ণব সেবা করিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীব্রজভূষণ শ্রীমঠের সেবাতে নানাভাবে আনুকূল্য করিতেন। চণ্ডীগড়স্থ মঠের মন্দির সেবাতেও ইঁহার যথেষ্ট দান আছে। অপরিণত বয়সে ইঁহার অকস্মাৎ স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদে সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ইঁহার আত্মার শান্তির জন্য আমরা পরম করুণাময় শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের কানাডা যাত্রা

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম-পঞ্চশত বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমন্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের পুনঃ সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে শুভযাত্রা।

১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৫) সোমবার দম্‌দম্ বিমানঘাঁটী হইতে Air India বিমান যোগে রাত্রি ১২টা ৪৫মিঃ এ আমেরিকা স্পর্শ করতঃ বরাবর কানাডার Montreal এ যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে ক্রমশঃ কানাডার অন্যান্য সহর ও সহরতলীগুলিতে, আমেরিকার বিভিন্ন অংশে ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করতঃ যথাসম্ভব শ্রীগৌরপূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রচার সমাচার ক্রমশঃ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

এবং উক্ত বর্ষের ১৫শে সংখ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের সহিত যে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল তাহার মুখ্য বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। "কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ও শুদ্ধভাগবতসিদ্ধান্ত" শিরোনামায় গৌড়ীয়ে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রমের নাম মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অথবা সংক্ষেপে মহোপদেশক লেখা হইয়াছে। বিষয়টী গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"প্রথমে মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তর্করত্ন মহাশয়ের যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত জীব ন্যায়তীর্থ এম্-এ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রফুল্লবাবু গৌড়ীয় মঠের প্রচারকের পরিচয় প্রদান করিলে ন্যায়তীর্থ মহাশয় মহোপদেশক প্রচারক মহাশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিপুল ধর্ম্মপ্রচারের কথা তিনি জ্ঞাত আছেন, তাহাও বলেন। ন্যায়তীর্থ মহাশয় বলেন—যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ —ইহা আপনাদের গৌড়ীয় মঠেরই তো কথা ?

মহোপদেশক—ইহা সাত্বত-পঞ্চরাত্র তত্ত্বসাগরের কথা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু দ্বারা সঙ্কলিত বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ হরিভক্তিবিলাসে সমাহৃত শাস্ত্র-বাক্য।

ন্যায়তীর্থ—আপনারাই তো 'দৈক্ষ্যব্রাহ্মণ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন ?

মহোপদেশক—ইহা জগদ্‌গুরু শ্রীধর স্বামিপাদ ও ভার্গবীয় মনুসংহিতার কথা। "ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।" (ভাবার্থ-দীপিকা ১০।২৩।৩৯)

মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ ॥ (মনু ২।১৬৯)

এই প্রসঙ্গ লইয়া ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের সহিত মহোপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রায় ২৫ মিনিটকাল আলোচনা হইবার পর তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তর্করত্ন মহাশয়ের ভবনের দ্বিতলোপরি নীত হইলেন।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় মহোপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ? নিবাস কোথায় ?"

মহোপদেশক—আমার নাম শ্রীহেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব্বনিবাস বিক্রমপুর ভরাকর, বর্ত্তমানে আমি শ্রীগৌড়ীয় মঠেই একজন নগণ্য সেবকাভাসরূপে অবস্থান করি। নৈহাটীতে প্রচার উপলক্ষে ত্রিদণ্ডি-পাদগণের সহিত আগমন করিয়াছি।

তর্করত্ন—'যথা কাঞ্চনতাং যাতি'—তোমাদের গৌড়ীয় মঠেরই তো এই কথা ?

মহোপদেশক—ইহা সাত্বত-স্মৃতি ও পঞ্চরাত্রের কথা। শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিবৃন্দ এই শ্রৌতবাণীর প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শ্রীচৈতন্যদেবের আচার প্রচার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের সম্পূর্ণ অনুগত।

তর্করত্ন—গৌড়ীয় মঠ চৈতন্যের অনুগত কিরূপ ? আমি মনে করি, তাহারা চৈতন্যদেবকে মানে না।

মহোপদেশক—আপনি শ্রীচৈতন্যদেবকে জানেন কি ? জানিলে কি ভাবে জানেন ?

তর্করত্ন—চৈতন্যদেব একজন পরমভক্ত ও পণ্ডিত।

মহোপদেশক—আপনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন।

তর্করত্ন—হ্যাঁ, আমি চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছি, তাহা বাঙ্গালা পয়ারী পুঁথি ; তাহাতে চৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে বিশেষ কিছু পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, সকলেই বঝিতে পারে।

মহোপদেশক—পাঠকের বিভিন্ন যোগ্যতা ও তজ্জন্য একই বস্তুর বিভিন্নভাবে ধারণার পার্থক্য কি আপনি স্বীকার করেন ?

তর্করত্ন—চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় সহজ ও সরল পুঁথির বিষয় বুঝিতে বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন কি ? উহা সকলেই একইভাবে বুঝেন।

মহোপদেশক—(নিকটস্থ ছাত্রগণকে দেখাইয়া) আপনার সকল কথাই কি প্রত্যেক ছাত্র একইভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন ? ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৮ম অঃ ৭ম—১২শ খণ্ড) দেখিতে পাই—ব্রহ্মার নিকট বিরোচন ও ইন্দ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন ; একই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিয়া বিরোচন আসুরিক-মতবাদ ও ইন্দ্র ব্রহ্মার হৃদয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া দৈবসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন,—গঙ্গার তীরে আম্র ও নিম্ব দুই বৃক্ষ সমপংক্তিতে অবস্থান করিয়া একই সুরধুনীর সুমিষ্ট পবিত্র রস আহরণ করিলেও ফলদান-কালে নিম্ব তিক্তফল ও আম্র অমৃতফল বিতরণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াও কেহ অচৈতন্য গরল উদ্‌গীরণ, কেহ বা অমৃত আহরণ করিয়া থাকেন।

তর্করত্ন—চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন নাই, ইহা চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে স্পষ্টই জানা যায়। তোমরা ইহা স্বীকার কর কি ?

মহোপদেশক—শ্রীচৈতন্যদেব 'ভোজ্যান্ন বিপ্র' অর্থাৎ **বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন।** 'অভোজ্যান্ন বিপ্র' বা **অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণব্রুবের গৃহে কোনদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।** যদি ব্রাহ্মণমাত্রের পাচিত অন্নই মহাপ্রভু অবিচারে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে 'অভোজ্যান্ন' ও 'ভোজ্যান্ন' শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। বস্তুতঃ মহাপ্রভু অচল-জল সনোড়িয়ার গৃহেও তাঁহাকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আশ্রিত ভগবদ্ভক্ত জানিয়া পুরীপাদের আদর্শানুসারে সনোড়িয়া-পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

অভোজ্যান্ন-বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ। প্রসাদ-মুল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥
ভোজ্যান্ন-বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে। কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৮।৮৮-৮৭)

তর্করত্ন—কাশীতে চৈতন্যদেব ভক্ত-চন্দ্রশেখরের ঘরে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে শূদ্রবিচার করিয়া ব্রাহ্মণ-তপনমিশ্রের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিতেন।

মহোপদেশক—কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তো মায়াবাদি-ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণ, ত্যাগী, তপস্বী ও শুদ্ধাচার ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাদের সহিত ভোজন করিলেন না, যথা—

তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৪৬)

তবে যে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে অন্ন গ্রহণ না করিয়া তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষানির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা **তপনমিশ্র বা চন্দ্রশেখরের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিয়া নহে।** মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন এবং "সবে মাত্র এড়াইল কাশীর মায়াবাদী"—এই বিচারে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেষ-গ্রহণেরও অভিনয় করিয়াছিলেন ; বস্তুতঃ যিনি মায়াবাদ ও কর্ম্মজড়-স্মার্তধর্ম্মকে (সুবুদ্ধি রায় সম্বন্ধী দৃষ্টান্তে) সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন, তাঁহার মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেষগ্রহণ ছদ্মবেশী গোয়েন্দার ন্যায়। গোয়েন্দা যেমন চোর ও অপরাধীর বেশে তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে, সেইরূপ অভিসন্ধিমূলেই শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক বিচারপালনের অভিনয় প্রদর্শন

করিয়াছিলেন। গোয়েন্দার ডাকাতের বেষ ধারণ বা তাহাদের ন্যায় বাহ্য ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন আত্যন্তিক সত্য নহে, উহা অভিনয় মাত্র।

তর্করত্ন—কাশী ছাড়া অন্যত্র কোথায়ও মহাপ্রভু তো তাঁহার শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তের সহিত ভোজনাদি করিতে পারিতেন বা তাহাদের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা করেন নাই কেন ?

মহোপদেশক—শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যবর্য্য অদ্বৈত তাঁহার গৃহে যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসের সহিত একপংক্তিতে ভোজন করিয়াছিলেন—

* * * প্রভু বলেন বচন। মুকুন্দ, হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥
তবে তো আচার্য্য সঙ্গে লইয়া দুইজনে। করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১০৫-১০৭)

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক যাঁহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনিই তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। ভক্তির বৈশিষ্ট্যই ইহা যে, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য গুরু-বৈষ্ণব বা ভগবান্‌কে ভোগ করিবার চেষ্টা তাঁহাতে নাই। সেখানে প্রাকৃত ও কর্ম্মমার্গীয় জাতির বিচার বা তৎপ্রতিযোগী বিচারের কোন স্থান নাই। ভগবান্ যাঁহার সেবা যেভাবে গ্রহণ করেন, তিনি সেইভাবেই তাহা প্রদান করিয়া সেব্যের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়া থাকেন।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় ও দীক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া গরুড়পুরাণের বাক্য তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড়বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

কালিদাস সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভূঁইমালী কুলে আবির্ভূত ঝড়ুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট আঁস্তাকুড় হইতে কুড়াইয়া সম্মান করিয়াছিলেন। ঝড়ুঠাকুরকে 'ভূঁইমালী' বুদ্ধি বা ঠাকুর হরিদাসকে 'যবন' বুদ্ধি করিলে শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার ভক্তগণ ঐরূপ আদর্শ প্রচার করিতেন না।

তর্করত্ন—ভক্ত শ্রেষ্ঠ বটে ; কিন্তু তাঁহাতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার নাই,—এরূপ কথা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

মহোপদেশক—'ভক্ত অথচ অস্পৃশ্য',—এই কথাটি সোনার মাটীর বাটীর ন্যায় নিরর্থক। শ্রীচৈতন্য-দেব ঠাকুর হরিদাসকে অস্পৃশ্যভক্ত(?) জ্ঞান করিলে নির্য্যাণের পর ঠাকুরের দেহকে পরম পবিত্রতার আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে কোলে করিয়া নৃত্য করিতেন না। একে চতুর্বর্ণাতিরিক্ত পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম-সংজ্ঞ অন্ত্যজ-জাতির দেহ, তাহার উপর আবার মৃতদেহ, সুতরাং দ্বিগুণিতভাবে অস্পৃশ্য !! কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরে স্পর্শে সর্ব্বপাবন-সরিৎ-কুলাশ্রয় তরল-পুণ্যৈক ভাণ্ডার সমুদ্র পর্য্যন্ত মহাতীর্থ হইল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দেহ অস্পৃশ্য-নিজজাতির দেহ বা কর্ম্মফলবাধ্য জীবের মৃতদেহ বিচার করিলে সেই দেহের সর্ব্ব নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ চরণের ধৌতজল শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যমানতায়ই বা ভক্তগণ কি করিয়া পান করিলেন ?

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় নহে ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্যগণের আচরণেও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ কোন শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তের অপ্রকটের পর তাঁহার দেহকে সৎকৃত করায় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসম্প্রদায় মহাপূর্ণের কার্য্য অব্রাহ্মণোচিত হইয়াছে বলিয়া নিন্দাবাদ করিতেছে, এমন কি, মহাপূর্ণের সামাজিক আত্মীয়-

স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপূর্ণ রামানুজকে বলিলেন,—তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, কেননা, মহাজনের পথ অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। জটায়ু তির্য্যগ্‌যোনিতে আবির্ভূত হইলেও ভগবদ্ভক্তবিচারে ভগবান্ রামচন্দ্র জটায়ুর দেহের সংস্কার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়াও দাসীপুত্র শূদ্রকুলে আবির্ভূত বিদুরের পূজা করিতেন ; সুতরাং মহাপূর্ণ ভক্তের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করায় আপনাকে পরম কৃতার্থই মনে করিতেছেন। আপাতদর্শী বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজন-নামধারী কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় তাঁহাকে 'একঘরে' করায় তাঁহার মঙ্গলই হইয়াছে, কেন না, তিনি অনেক যত্ন করিয়া (ভক্তিবিরোধি-ভোগীর) যাহাদের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, শ্রীভগবানের কৃপায় সেইসকল দুঃসঙ্গ স্বেচ্ছায়ই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে,—এক সময় চণ্ডালবংশে আবির্ভূত তিরুপ্পানি নামক এক দক্ষিণ-দেশীয় ভগবদ্ভক্ত কাবেরীর তীরে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য সংজ্ঞাহীন হন। সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথ দেবের 'মুনি' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পূজারী শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য কাবেরী হইতে জল লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমনকালে অকস্মাৎ তিরুপ্পানিকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া চণ্ডালজাতি-জ্ঞানে কএকবার রূঢ়স্বরে আহ্বান করিলেন। হস্ত-দ্বারা অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে নিজে অপবিত্র হইবেন এবং দেবসেবার জল নষ্ট হইবে মনে করিয়া তিরুপ্পানির অঙ্গে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন। এদিকে সেই পূজারী শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর মন্দির হইতে এক বাণী পূজারীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরঙ্গনাথ বলিতেছিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী অস্পৃশ্য চণ্ডাল-জাতি মনে করিয়া তাঁহার অঙ্গে যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাতে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীঅঙ্গই আহত হইয়াছে, সেই ভক্তকে স্কন্ধে করিয়া পূজারী মন্দির প্রদক্ষিণ না করা পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না। পূজারী তখন সেই ভক্তকে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পর দ্বার উন্মুক্ত হইল। মুনি-নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার 'বাহন' হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীতিরুপ্পানি শ্রী-সম্প্রদায়ে 'মুনিবাহন' আলোয়ার-নামে এখনও পূজিত হইতেছেন। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ সেই মুনিবাহনের নিত্যপূজা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত আলবন্দারু ঋষি শূদ্রকুলে আবির্ভূত ভক্তাবতার শঠকোপকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন,—

মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং শ্রীমত্তদঙ্‌ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

(আলবন্দারু-স্তোত্রে ৭ম শ্লোক)

আমাদিগের কুলের প্রথমাচার্য্য শঠকোপের শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সমস্ত সম্পত্তিই ঐ শ্রীমৎ পদযুগল, তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও ঐশ্বর্য্য—সর্ব্বস্বই ঐ শঠকোপদেবের শ্রীচরণ।

তর্করত্ন—শূদ্র কি করিয়া ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে ? ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে ? চৈতন্যদেবও ত' ইহা স্বীকার করেন নাই ?

মহোপদেশক—আপনার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। তবে আপনার মুখে সরস্বতী সত্যকথাই বলাইয়াছেন। শূদ্র কখনও ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে না। বৈষ্ণব শূদ্র নহেন। বিষ্ণুসেবকে ব্রহ্মজ্ঞতা ও যোগিত্ব অনুস্যূত। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও শাস্ত্রের এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি কি বিস্মৃত হইয়াছেন ?

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণুর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নিমন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-বুদ্ধি-
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

(তর্করত্ন মহাশয় নীরব।) আপনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কালে দেখিয়াছেন যে, ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বলরাম আচার্য্যের গুরু ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতেই পাঠ করিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

তর্করত্ন—শিক্ষাগুরু-সম্বন্ধে এসকল উক্তির সার্থকতা থাকিতে পারে ; কিন্তু দীক্ষাগুরু নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইবেন।

মহোপদেশক—হরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু যে সাত্ত্বতশাস্ত্রের বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানি—

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥
ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥
মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥
বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্। শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

(পদ্মপুরাণ বচন)

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই, কেবল উভয়ের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্য মাত্র বিদ্যমান। আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিধেয় বিগ্রহ ; আর আশ্রয়বিগ্রহ দীক্ষাগুরু সম্বন্ধজ্ঞানদাতা। সুতরাং শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু পরস্পর পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়ই শ্রীগুরুদেব, তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব অপরাধজনক। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে ॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২২)

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪৪-৪৭)

'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী'—এই বাক্য যদি কেবল শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে হইত, তাহা হইলে মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী (মতান্তরে শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ) সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও ঐ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সন্ন্যাসীর নিকট কি করিয়া দীক্ষিত হইবার লীলা প্রকাশ করিলেন ? শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু জগদ্গুরু ও আচার্য্য বলিয়াই গৌড়ীয়সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণভট্টাচার্য্য লৌকিক ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিকট, কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীদাসগদাধরের নিকট, শ্রীরসিকানন্দ শৌক্রব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন রামকৃষ্ণের পিতা শিবাই ভট্টাচার্য্য পুত্রের প্রতি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়াছিলেন,—

ওরে মূর্খ ! কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয় ? ব্রাহ্মণ হইতে কি বৈষ্ণব বড় হয় ?
বিপ্র শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব ? পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব ॥

(নরোত্তমবিলাস ১০ম বিলাস)

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহার রচিত নরোত্তম বিলাস গ্রন্থে ইহা উচ্চকণ্ঠে

জানাইয়াছেন এবং শিবাই ভট্টাচার্য্য দিগ্বিজয়ী মুরারিপণ্ডিতকে আনাইয়া ভাগবতধর্ম্মের বিচারকে উৎসাহ-দানের জন্য চেষ্টা করিয়া কিরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরই বা কিভাবে পরাজয় হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়—যাঁহারা 'বুঝিয়াও বুঝিব না, শাস্ত্রবচন মানিয়াও মানিব না', (মানিলে দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করিতে হয়, অপস্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, কিন্তু যাহা অসম্ভব)—এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ কুতর্ক কিছু নূতন নহে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র সমস্বরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈষ্ণবের আনুষঙ্গিক ভাবেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে বৈষ্ণবের পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন—যেমন লক্ষমুদ্রার অন্তর্গত শতমুদ্রা, তদ্রূপ বৈষ্ণবতার অন্তর্গতই ব্রহ্মজ্ঞতা।

তর্করত্ন—শ্রুতিতে কোথায় ব্রাহ্মণতার এইরূপ বিচার আছে ?

মহোপদেশক—শ্রুতিতেও বৃত্তানুসারে ব্রাহ্মণতার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ প্রপাঠকের ৪র্থ খণ্ডে জবালা-তনয় সত্যকাম ও গৌতমের প্রসঙ্গ হইতেই জানা যায় যে, গৌতম সত্যবাদিতা ও সরলতা—এই গুণ-বিচার দ্বারাই সত্যকাম-জাবালের বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

তর্করত্ন—ইহা তোমাদের আর একটি মনঃকল্পিত কথা। সত্যকামজাবাল ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন।

মহোপদেশক—প্রমাণ কি ?

তর্করত্ন—ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত-তনয়েরই বয়ঃ-প্রাপ্তিতে গুরুগৃহে যাইবার ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রবেশের স্বাভাবিকী রুচি দৃষ্ট হয়। এই সংস্কারের দ্বারাই জাবালের জাতি-ব্রাহ্মণতা নিরূপিত হইতেছে।

মহোপদেশক—ব্রাহ্মণ ঔরস-জাত-তনয়ের গুরুগৃহে প্রবেশের অরুচি এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতি বিরতিও ত' দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া কি আপনাকে বুঝাইতে হইবে ?

তর্করত্ন—'বহ্বহং'-শব্দের* অর্থ তোমরা অন্যপ্রকার বুঝিয়াছ। এখানে 'বহুর পরিচর্য্যা' হইবে না, 'বাহুল্যেন' এই অর্থ হইবে।

মহোপদেশক—আপনার কথাই যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, জবালা বহুলভাবে পতির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তথাপি পরিচর্য্যার বাহুল্যহেতু কি কোন সতী সহধর্ম্মিণী পতির নাম বা গোত্র সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারেন ?

তর্করত্ন—পতির নাম করিতে নাই বলিয়াই জবালা পুত্রের নিকট তাঁহার স্বামীর নাম বলিতে পারেন নাই।

মহোপদেশক—আচ্ছা, আপনার কথাই ধরিলাম যে, পতির নাম জানা সত্ত্বেও পতিব্রতা পতির নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু গোত্র বলিতে আপত্তি কি ছিল ? 'বহ্বহং' পদে 'বহু' শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ অথবা বর্গবাচকরূপে (সঙ্ঘবাচকরূপে) গ্রহণীয়। 'বহু' শব্দ-দ্বারা বহুভাবে, বহুল স্থানে বহু লোকের পরিচর্য্যা এবং তদব্যবহিত পরেই "যৌবনে ত্বামলভে" বাক্যের দ্বারা পরিচর্য্যার ফল সূচিত হইয়াছে। যদি গোত্র না জানার কারণ নিজ-পতিগৃহে বহুসেবায় মগ্নতাই হইত, তাহা হইলে তৎসঙ্গে-সঙ্গেই "যৌবনে ত্বামলভে" বাক্যের সার্থকতা কি ? "বহুল সেবা করিতে করিতে যৌবনে তোমাকে পাইয়াছি" ইহাই কি পতির গোত্র না জানিবার সমীচীন কারণের নির্দ্দেশ ? "যৌবনে" শব্দের দ্বারা শ্রুতি গম্ভীর ও সংযত ভাষায় যে অনুদ্ঘাটিত সত্যটি প্রকাশ বা ইঙ্গিত করিতে চাহেন, অভিসন্ধিমূলে তাহার

* তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি। স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহং অস্মি। অপৃচ্ছং মাতরম্। সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাত্বং এতৎ ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামা অহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসীতি। সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি। তং হোবাচ—নৈতদ্‌ব্রাহ্মণো বিবুক্তুমর্হতি সমিধং সোম্য আহর। উপ ধা-নেষ্যে। ন সত্যাদগা ইতি। —ছান্দোগ্য ৪।৪।৫

বিকৃতি করিলে সত্যের অপলাপ হয় না কি ? যৌবনেই পুত্র প্রসূত হয়। সুতরাং "যৌবনে বহুল পরিচর্য্যাকালে তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি"—এইরূপ উক্তির অন্তরে অন্য কোন ইঙ্গিত না থাকিলে ঐরূপ উক্তির অপ্রাসঙ্গিক ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর এইরূপ উক্তির মধ্যে যে ইঙ্গিতটুকু আছে, তাহা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সংযত ভাষায় প্রকাশিত হইলেও ঋষি গৌতম তাহা যদি বুঝিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনিই বা কেন উহাকে সরলতা ও সত্যবাদিতার ব্যঞ্জক বলিয়া প্রকাশ করিবেন ? "পিতা বা মাতার পুত্র"—এই প্রকার উক্তির মধ্যে সরলতা বা সত্যবাদিতার কোন নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা সর্ব্বসাধারণেরই অভিজ্ঞতার বিষয়। কিন্তু মাতার অন্যপ্রকার বিচার-সত্ত্বেও যখন সত্যকাম সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিলেন, তখনই না গৌতম ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া বালকের অনাবৃত সত্যবাদিতা ও সরলতার প্রশংসাপূর্ব্বক বলিলেন,—"ঐরূপ প্রকাশ করিয়া বলিবার যোগ্যতা ব্রাহ্মণেরই সম্ভব ; অতএব তোমাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিব।" গোপনীয় যে বিষয় লোকের নিকট প্রকাশে ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্মানের হানি হয়, তাহা অকপটে প্রকাশ করার নামই সরলতা ও সত্যবাদিতা। সাধারণ বিষয় বা সকলের পরিজ্ঞাত-বিষয়ে সরলতা বা সত্যবাদিতার কোনই পরিচয় নাই। ইহাদ্বারাই "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী"—এই বাক্যের প্রকৃত ইঙ্গিত স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের মন্ত্রপাঠকালে স্বামীর গোত্র-প্রবরাদি পুরোহিত নিশ্চয়ই জবালার কর্ণগোচর করাইয়াছিলেন। গর্ভাধানকালেও যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাতেও পতির গোত্রাদির কথা তিনি শুনিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই। বিবাহ হইল, পতির সঙ্গ হইল, পুত্র হইল, অথচ তিনি পতির নাম, গোত্র জানেন না,—জবালাকে এরূপ ন্যাকাবোকা সাজাইবার চেষ্টা যাঁহাদের, তাঁহাদের অভিসন্ধি কতটা সুরুচিপূর্ণ, তাহা সুধী শাস্ত্রপ্রজ্ঞ ও সামাজিকগণ বিচার করিবেন। বরং উহাতে ঐরূপ অযৌক্তিক ওকালতি করিতে গিয়া জবালাকে আরও অধিকতরভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ সরলতা ও সত্যবাদিতার উদাহরণের মধ্যে কপটতা ও মিথ্যাবাদিতারূপ একটি চরম-আদর্শ হেত্বাভাস ও ছলের সাহায্যে উপস্থিত করিবার যে চেষ্টা, তাহা অদৈব-মোহন-ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্ম্মপরায়ণ স্ত্রী বা পুরুষ—সকলেই নিজ নিজ গোত্রের সংবাদ রাখেন। বালক সত্যকামের মুখে তাঁহার মাতার চরিত্র-সম্বন্ধে যে সত্য ও সরল বাক্য গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সংযত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কোন যুক্তিদ্বারাই আবৃত করা যাইতে পারে না। ঐরূপ অনুদ্ঘাটিত গোপনীয় সত্য সরলভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়াই সত্যকামের সরলতা ও সত্যবাদিতা গৌতম স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই লক্ষণেই সত্যকামকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাই মাধ্বভাষ্যে সামসংহিতার বাক্য শুনিতে পাই—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।"

[তর্করত্ন মহাশয় এই কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া অন্য-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন]—ভগবদ্ভজনকারী ব্যক্তি এইজন্মে যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, তাঁহাকে জাতি-ব্রাহ্মণের সম্মান ও আসন দেওয়া যাইতে পারে না। সে মৃত্যুর পরে পুনরায় ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মলাভ করিলে তাঁহার দুর্জ্জাতিত্ব দূর হইবে।

মহোপদেশক—জাতিব্রাহ্মণ কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ। তাঁহার সমান আসন দাবী করিয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিবার নিম্ন আশা ভগবদ্‌ভক্তের আদৌ নাই। ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মার পদবী, ইন্দ্রের পদবী, এমন কি স্বর্গ ও মোক্ষকে নরকের তুল্য দর্শন করিয়া থাকেন। ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাকে পদাঘাত করিতে না পারিলে ভক্তির আভাসও উদিত হয় না !—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥　　(ভাঃ ৬।১৭।২৩)

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ ১৫শ শ্লোক)

ভগবদ্ভক্তকে যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। কাজেই তিনি পুণ্যকর্ম্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণযোনি ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপে তপ্ত হইবার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার দুর্জ্জাতিত্ব (?) ধ্বংস করিবেন—এইরূপ কল্পনাও হাস্যাস্পদ, অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়। ভগবানের নিত্যসিদ্ধভক্ত হনুমান্, গুহক, গরুড়, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীঝড়ু ঠাকুর প্রভৃতি নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলবন্দ্য ভাগবতগণ পুনরায় দুর্জ্জাতিত্ব দূর করিবার জন্য কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের উপযোগী কারাগার লৌকিক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন,—এইরূপ যুক্তি নিখিল শাস্ত্র ও মহাজনগণের প্রমাণ-বহির্ভূত এবং কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অপরাধ-প্রসূত কোলাহল।

তর্করত্ন—তোমার সহিত বাক্যালাপে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি পণ্ডিত বটে। তোমার শিষ্ট ব্যবহারেও মুগ্ধ হইয়াছি।

মহোপদেশক— আপনার সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম, সাধারণ লোকে যে প্রকার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে, আপনি সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি প্রকৃত শ্রীচৈতন্যানুগত শুদ্ধভক্ত-গণের নিকট তাঁহার কথা শ্রবণ করিলে আপনার অনেক বিকৃত ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে এবং আপনি শ্রীগৌড়ীয় মঠকেও বুঝিতে পারিবেন। আপনি সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শ্রবণ না করার দরুণ এবং অন্য ভ্রান্তব্যক্তির নিকট তাহাদের মনঃকল্পিত কথাকেই 'গৌড়ীয় মঠের কথা' বলিয়া শ্রবণ করায় গৌড়ীয় মঠকে অন্যরূপ বিচার করিয়াছেন। আপনি প্রাচীন ও পণ্ডিত ব্যক্তি। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করুন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীমদ্ভাগবতেরই ঐকান্তিক প্রচারক এবং ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রচারকারী। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপক।

তর্করত্ন— আমি বিশেষ মনোযোগের সহিতই চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছি এবং তোমাদের বিষয়ও শুনিয়াছি ও স্বয়ং পাঠ করিয়াছি।

মহোপদেশক— সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিশেষ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিক পণ্ডিত আধ্যক্ষিক বিচারে শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ব্বে 'মহাভাগবত'-মাত্র জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগতভক্ত গোপীনাথের ও শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলেন। অধিক কি, সার্ব্বভৌম প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবকে সাধক জীবমাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা (?) করিবার পক্ষপাতী ও শুভানুধ্যায়ী (!) হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের কৃপায় বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ সন্ন্যাসী দূরে থাকুক, তিনি স্বয়ং পরতত্ত্ব।

তর্করত্ন—তোমার পাণ্ডিত্য ও সরলতায় তোমার প্রতি স্নেহ হয়। কিন্তু তুমি ব্রহ্মণের সন্তান হইয়া যে-কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তুমি ভ্রান্ত হইয়াছ বলিয়াই মনে করি।

মহোপদেশক—কে ভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে উভয়েরই উভয়ের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। সত্য এক অদ্বিতীয়। অথচ ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত মানব অসত্যকে সত্য মনে করে। আমি ধৃষ্টতা করিয়াই বলিতেছি যে, আমি কুল-গৌরবে রাঢ়ীয় শ্রেণীর শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম এবং ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণগণের বংশ-গৌরব অপেক্ষা আমাদের বংশ-গৌরব কোন অংশে ন্যূন নহে। কিন্তু গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণের সেবকানুসেবকের একটি চরণরেণু মস্তকভূষণ করিতে পারিলে আমি অপার্থিব গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারি। উহার সহিত পার্থিব কৌলীন্য গৌরবের তুলনাই হইতে পারে না। আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের যে শৌক্র-ধারা ব্রহ্মার সময় হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত অবিমিশ্রভাবেও সংস্কার অপতিত আছে, ইহার কি অপ্রতিহত প্রমাণ আছে? কেহ জিজ্ঞাসা করিলে নিষ্কপটে উহার কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯২
৪ কেশব, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—বিদ্বৎসভা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—সায়ংকাল, রবিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৩

আত্মবিদ্‌গণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসের অনুগ জনগণ বলেন,—তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সমষ্টি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত নির্ব্বিশেষ ঔপনিষদ পরব্রহ্ম-শব্দে বাস্তববস্তু-ধর্ম্মের পরিচয়জ্ঞাপনোদ্দেশে নির্দ্দেশ করেন, সর্ব্বব্যাপক-বাহ্যান্তর্য্যামি-রূপে যাঁহার অখণ্ড ও খণ্ডিত ভাবদ্বয়-সংশ্লিষ্ট পূর্ণাপূর্ণভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী, বস্তুতঃ বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশক ভগবদ্ভাবের অংশবিশেষ 'পরমাত্মা' বলিয়া যিনি নির্দ্দিষ্ট, অনন্তসদ্‌গুণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহলীলা-পরিকর-মণ্ডিত নাম-রূপ-গুণোদ্ভাসিত সেই অদ্বয়জ্ঞান-পরিনিষ্ঠিত নৈর্গুণ্য-প্রকটিত-তনু চিচ্ছক্তিবিলসিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ-নামক হৃদয়ান্তর্গত শ্রীবদনকমল-নিনাদিত কীর্ত্তনীয়স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনের সেবানিরত-বৈষ্ণব-গুরুদেব-পাদপদ্মাশ্রিত মাদৃশ অকিঞ্চনজনের সদৈন্য নিবেদন এই যে, শ্রীব্যাস-পূজার নিতান্ত অযোগ্য অর্চ্চক-সূত্রে মদীয় হরিকথা কীর্ত্তনমুখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সুদুর্ব্বল হইলেও অদ্য মহতী আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া মহাজনানুগমনে শ্রীব্যাসানুগত বহু সজ্জন মহোদয়ের সহিত সমবেত-চেষ্টায় ভগবৎ-সেবাকার্য্যে ব্রতী হইতেছি।

চতুর্ম্মুখের হৃদয়োদ্ভাসিত তত্ত্বসমূহ শ্রীনারদচরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া বৈষ্ণবগুরু শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় আমরা তদীয় অধস্তনসূত্রে আম্নায়সমূহের তথ্য লাভ করি। এই সুষ্ঠু পথই 'শ্রৌতপথ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা শ্রীব্যাসানুগত্যে উদাসীন, তাঁহারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া শ্রৌতপথ পরিহার পূর্ব্বক তর্কপথাশ্রয়ে আম্নায়ালোচনায় স্ব-স্ব-চেষ্টা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিভিন্ন মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সেইগুলিকে কেহ কেহ শ্রৌতপথ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া বিবর্ত্ত আশ্রয় করেন। শ্রীব্যাস-কথিত পথের সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠুতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীগৌর-সুন্দর যে মহাজনের অনুসরণের পন্থা জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের সকল সাধ্য ও সাধনের এক-

মাত্র সম্বল। শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত-জনগণের সেবাপ্রণালীতে যে-প্রকার সাধন ও সাধ্যের তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহা কালপ্রভাবে তর্কপন্থী আস্তিকব্রুবের সঙ্গে সেবাময়ী প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া অভক্তিমূলা চেষ্টার উদয় করাইয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসের পন্থা পরবর্ত্তিকালে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র-নামক সাত্বতশাস্ত্রদ্বয়াবলম্বনে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য আজ উপাধির চাঞ্চল্যে প্রপঞ্চে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আম্নায়-পথকে ন্যূনাধিক বিপন্ন করিতে উদ্যত। অনুসরণের পরিবর্ত্তে ঔপাধিক জ্ঞানে বিচলিত হইয়া আজ অনুসরণ-পথ অনুকরণ-পথে পর্য্যবসিত।

এইজন্য ভগবদ্‌বিমুখ আম্নায়-প্রতিপন্থি-সম্প্রদায়ের কল্যাণ-বিধানার্থ শ্রীগৌরসুন্দর তারস্বরে বলিতেছেন (ভাঃ ১২।১৩।১৮),—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥"

এই প্রপঞ্চ হইতে জীবন্মুক্তপুরুষ-সম্প্রদায় ভক্তি অবলম্বন করিয়া সাধ্য লাভ করিবেন এবং সাধন-পর্য্যায়ে অবস্থিত জনগণের মঙ্গল-বিধানে স্বতঃ পরতঃ বিশেষ যত্ন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-লীলা প্রকটিত করিবেন। বস্তুতঃ আম্নায়শাস্ত্র ত্রিবিধ বিষয়বিভাগে শ্রুত, পঠিত ও বিচারিত হন। স্বরূপা-বস্থিত পরেশানুভূতি ভগবানের সহিত ভাগবতের সম্বন্ধ স্থাপন করে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সাধ্য-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া সাধ্য বা প্রয়োজন-লাভের উদ্দেশে অভিধেয় অনুষ্ঠিত হয়।

সাধনাভিধেয় ও সাধ্যাভিধেয় প্রাপঞ্চিক দর্শনে সমস্তরে অবস্থিত প্রতীত হইলেও উহাদের মধ্যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। সাধনাভিধেয় পরিপক্কাবস্থায় ভাবোন্মুখী অভিধেয়াত্মিকা বৃত্তিতে প্রকাশিতা হন এবং পরে প্রেমভক্তি স্বরূপিণী বৃত্তিতে উন্নতোজ্জ্বলরসের উচ্ছ্বসিত কিরণে সাধ্য ও ভাবভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারে মুক্তিলক্ষণে বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভরূপ প্রেমভক্তিরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী প্রাপঞ্চিক দর্শনে অনিত্য উপাধিতে অস্মিতা স্থাপন করিয়া সাধন-রাজ্যে স্থূল-সূক্ষ্ম অনাত্ম-প্রতীতিগত চেষ্টাকেই মুখ্য-সাধন-জ্ঞানে সাধ্য অপবর্গের বিচারে জড়বৈশিষ্ট্য স্তব্ধ করেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐরূপ চেষ্টা ঔপাধিক খণ্ড-জ্ঞানোত্থ ও সাধ্য-শব্দ-বাচ্য হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পঞ্চবিধ মায়াবাদীর মুক্তির প্রতীতি ত্রিপুটীবিনাশের পূর্ব্বে অনুভূত হওয়ায় স্বরূপের নির্দ্দেশে বিবর্ত্তবাদ আসিয়া চিচ্ছক্তিপরিণামবাদের সত্যতা তর্কপ্রণালীতে প্রবাহিত করে মাত্র; তখন জীবের অর্ণবত্রয়ের অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল হয়। "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং" প্রভৃতি ঈশ্বর-কৃষ্ণের বাণীসমূহ গৌড়পাদাশ্রয়ে কেবলাদ্বৈতবাদীর কর্ম্মান্তর ষট্‌কসাধনই সম্বল হইয়া পড়ে।

এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বাণীতে বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমাধ্বমতসংগ্রহ-সূচক শ্লোকে বলেন,—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়-বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥
শ্রীমন্মধ্বমতে হরি পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি-ত্রিতয়াং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরম বস্তু, (২) বিষ্ণুই অখিলবেদ-বেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) জীব—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—শ্রীহরির চরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তার-তম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই জীবের মুক্তিলাভের কারণ, এবং (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিই প্রমাণ।

শ্রীমধ্বের মতে,—ভগবান্ শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য হইলেও ভগবান্ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন, জীব—বহুসংখ্যক ও সকলেই শ্রীহরির নিত্য অনুচর; সাধন-ভেদে ফলগত তারতম্য হয় বলিয়াই তাঁহাদের পরস্পর উচ্চনীচভাব-প্রাপ্তি, কৃষ্ণসেবার বিস্মৃতিক্রমে অবিদ্যা-ঘটিত বৈরূপ্য পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থান-

পূর্ব্বক ভগবৎসেবানন্দানুভূতিই মুক্তি ; অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি মলদ্বারা অনাবৃতা নির্ম্মলা শুদ্ধভক্তিই ঐ মুক্তিলাভের সাধন ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,—এই তিনটীই প্রমাণ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিই নিখিল শ্রুতি-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত কথায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—তত্ত্বত্রয় 'দশমূলে' এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্ বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥ ১ ॥

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত—বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্ তান্ নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতি-সহিতং সাধয়তি নো
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২ ॥

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিব-সুরেশ-প্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদ কান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩ ॥

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম।
স্বতন্ত্রেচ্ছা-শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

স বৈ হলাদিন্যায়াঃ প্রণয়বিকৃতেহর্লাদনরত-
স্তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিতরহোভাব-রসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধাম-নিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥

স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়াঃ।
হরে সূর্য্যস্যেবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥৬॥

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৭ ॥

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥৮॥

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতি-
বিবর্ত্ত নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিত-তত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥৯॥

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানাং স্মরণ-নতিপূজা-বিধিগণা-
স্তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥১০॥

শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ববাদি-শাখাস্থিত একদণ্ডিগণের সহিত যে তত্ত্ববাদ-শাখার অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য দেশ পরিভ্রমণকালে শ্রীলক্ষ্মণ দেশিকাধ্যুষিত মূলকেন্দ্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের সম্পূর্ণতা সাধনোদ্দেশে শ্রীগৌরসুন্দর যে-সকল কথা স্বীয় লীলায় গৌড়ীয়গণের সাধন-সুষ্ঠুতার জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে। শ্রীনিয়মানন্দ-মুনির 'পারিজাত' 'দশশ্লোকী' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল অভাব তদনুগ-সম্প্রদায়ে কৃষ্ণভজনের অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইত, সেইসকল অভাব কাশ্মীর দেশীয় (?) কেশবাচার্য্যের সহিত বিচারকালে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরিপূরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের শিষ্য-বংশ-পারম্পর্য্যে উদিত শ্রীবল্লভাচার্য্য রচিত 'সুবোধিনী' নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবত টীকায় যে-সকল অভাব ছিল, তাহার পরিপূরণ-লীলাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নামক গ্রন্থে সর্ব্বতোভাবে উদাহৃত আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার মূল তাৎপর্য্য ও এই গ্রন্থ প্রণয়ণের আবশ্যকতা উপক্রমণিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সংহিতার মধ্যে স্থানে স্থানে শ্লোকানুক্রমে সকল তত্ত্বই বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ যে প্রণালীতে তত্ত্ব বিচার করিয়া থাকেন এই গ্রন্থে ঐ প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই; অতএব অনেকেই শ্রীকৃষ্ণসংহিতাকে প্রাচীনপ্রিয় গ্রন্থ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, এরূপ আশঙ্কা হয়। আমার পক্ষে উভয় সঙ্কট। যদি আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শ্লোকগুলি রচনা করিতাম, তাহা হইলে পুরাতন পণ্ডিতেরা অনাদর করিতেন, সন্দেহ নাই। এজন্য মূল গ্রন্থখানি পুরাতন প্রণালীমতে রচনা করিয়া উপক্রমণিকা ও উপসংহার আধুনিক পদ্ধতিমতে প্রণয়ণ করত উভয় শ্রেণীর লোকের সন্তোষ উৎপত্তি করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এজন্য পুনরুক্তি দোষ অনেকস্থলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। এই উপসংহারে সংক্ষেপতঃ সমুদায় তত্ত্ব বিচার করিতেছি।

সারগ্রাহী-বৈষ্ণবধর্ম্মই আত্মার নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ কি? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়নিষ্ঠ নহে, কিন্তু বিচারক-নিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অধিক উত্তাপ দায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানবগণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। সেই নির্ম্মল নিত্যধর্ম্মের তত্ত্ববিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সারগ্রাহী বৈষ্ণব মতপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কহিয়াছেন যে, "সম্প্রতি মানববৃন্দ বদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন।" প্রভুর উপদেশক্রমে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিব।

প্রথমে সম্বন্ধবিচার। বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্তন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই, তবে আর কিছুই নাই; যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত। আত্মপ্রত্যয় বৃত্তিদ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করতঃ প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত মাত্রই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থানবোধটী আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনতি-বিলম্বেই জড় জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড় জগৎ। যে সকল ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় জড়ই নিত্য; জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম বিলোম ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থা ব্যতিক্রমযোগে উৎপন্ন চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয় এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচারকেরা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড় প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত নয়। এতন্নিবন্ধন, তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার সমুদায় তাঁহাদের বিচারে চিত্তবৃত্তির পীড়াস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা যে বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নই। তাঁহারা যুক্তিবৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনই আত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোন ক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রফন যন্ত্রদ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তিযন্ত্র দ্বারা কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়জগতের বিষয় সকল যুক্তি-

বৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তি দ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্মবিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশও জড়ের প্রকাশক ; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তি বাদী-দিগের জড়সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্মদর্শনবৃত্তি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মার ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তিযন্ত্রযোগে জড়জগতে তত্ত্বসংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড় এই তিনটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন নামে উক্ত ত্রিতত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ বিচারে ত্রিতত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন। সাংখ্যলেখক কপিলাচার্য্য প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্বসংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্র সকল দ্বারা মূলভূত সকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তি সকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করত জনগণের প্রাকৃত জ্ঞান সমৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয় সকল বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু তাঁহারা অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরমগতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছেন। ফলতঃ সমুদায় আবিষ্কৃত বিষয় সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্বসংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূলভূত ৬০।৬৫ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষিতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূলভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। বরং সাংখ্যের তত্ত্ববিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়। বেদান্তসংগ্রহ রূপ ভগবদ্গীতা গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্বসংখ্যা লক্ষিত হয়, যথা—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চস্থূল-ভূত ও মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্রগুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে মন বুদ্ধি অহঙ্কার রূপ সূক্ষ্ম মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। এতএব তত্ত্বসংখ্যা সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত, প্রকৃতি বিচারে ঐক্য আছেন বলিতে হইবে।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপ-দেশীয় অল্পসংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডীয় বহুতর বিজ্ঞলোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা আত্মাকে 'মন' হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন ; কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে আত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন' শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পারমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমানা আছে। সে প্রকৃতি জীব-স্বরূপা। যাহার সহিত এই জড়জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীবপ্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে। (ক্রমশঃ)

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২৫০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীভগবান্ বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ১ম অঃ ১ম পাদ ১ম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্রের উত্তরে—২য় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (অর্থাৎ এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম), ইহাতে শক্তিপরিণামবাদ সুস্পষ্টরূপেই স্বীকৃত। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইতেছে—প্রাকৃত স্পর্শমণিতে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে তাহা স্বর্ণভার প্রসব করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে, অন্যপ্রকারে পরিণত—অবস্থান্তর প্রাপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে দূর হইতে মায়াতে ঈক্ষণ-দ্বারা তাহাকে ক্রিয়াবতী করতঃ তদ্দ্বারা গুণময় জগৎ সৃষ্টি করাইয়া নিজে অবিকৃত থাকিতে পারেন, অনন্ত অবিচিন্ত্যশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবানে এরূপ নিত্যশক্তি অবশ্যই নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিপরিণাম স্বীকারের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরই জগদ্রূপে পরিণত এইরূপ পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়িবেন, সুতরাং সূত্রকর্ত্তা ব্যাসকে তখন ভ্রান্ত বলিতে হইবে, এই আশঙ্কায় আচার্য্য শ্রীশঙ্কর উক্ত ১।১।২ সূত্রার্থে স্বকপোলকল্পনাপ্রসূত বিবর্ত্তবিচার উত্থাপন করতঃ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' এবং 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই মতবাদরূপ মায়াবাদ প্রচার করিলেন। জীব ও জগৎ উভয়কেই মিথ্যা বলিলেন। বস্তুতঃ জীবের 'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান' (চৈঃ চঃ আ ৭।১২৩)। শ্রীভগবান্ অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত, তিনি ইচ্ছা করিবামাত্র তাঁহার শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হইল। ইহাতে তাঁহাকে বিকৃত হইতে হইবে কেন? মায়াবদ্ধ জীব বিবর্ত্তবুদ্ধিদোষে দূষিত চিত্ত হইয়া শ্রীভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিপরিণতি বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলে, জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ৭ম পরিচ্ছেদে শ্রীপ্রকাশানন্দকে এবং ঐ মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীসার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ধীর স্থিরভাবে বিচার করিলে বেশ স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, আচার্য্য শঙ্কর ভগবদাদেশে অসুরবিমোহনার্থই এই অসচ্ছাস্ত্র-মায়াবাদ নানা কাল্পনিক যুক্তিজাল বিস্তার পূর্ব্বক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নতুবা 'যতো বা ইমানি ভূতানি' প্রভৃতি তৈত্তিরীয়বাক্য, 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজ্যতে গৃহ্ণতে চ'—এই মুণ্ডকবাক্য এবং শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদিতে এই প্রকার অসংখ্য বাক্যে শক্তিপরিণামবাদ স্বীকৃত থাকিলেও আচার্য্য শঙ্কর কেন ঐ সকলের সহজার্থ ছাড়িয়া নানা যুক্তিজাল অবলম্বন পূর্ব্বক কাল্পনিক মতবাদ—মায়াবাদ প্রচারে রত হইবেন? শ্রীভগবান্ 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি), 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি' ইত্যাদি মাঠরশ্রুতিবাক্য এবং গীতার 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি, ভক্ত্যা তুনন্যয়া শক্যঃ' ইত্যাদি, শ্রীভাগবতের ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে যে ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদত্ত হইয়াছে, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই ত্রিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকৃত না হইলে ঐ ভক্তির মূল্য ত' এক অন্ধ কপর্দ্দকও হইবে না। ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে অনভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তির মুখে শুনা যায়,—অমুক মায়াবাদী পরমভক্ত। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই সকল শ্রুতিবাক্যের অর্থ ভগবদ্ ভক্তগণ করেন—অহং ব্রহ্মণো দাসদাসানুদাসোঽস্মি, হে শ্বেতকেতো তস্য ত্বম্ অসি অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার দাসানুদাস অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস', এই স্বরূপার্থ ছাড়িয়া যিনি চরমে নিজেই 'ব্রহ্ম' হইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহার স্তবস্তুতি অর্চ্চনাড়ম্বরাদি সমস্তই ভগবান্‌কে উপহাস করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এজন্য মহাজনোক্তি—"কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে মায়াবাদীর স্তবন"।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যের একস্থানে লিখিয়াছেন—

'আমিই ব্রহ্ম' এই বুদ্ধি যাঁহাদের উদিত হয়, তাঁহাদের মায়াচিন্তা দূরীভূত হইয়া চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি রূপ একটু সুখোদয় হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলারূপ চিন্ময় রসবিলাস হৃদয়ে উদয় করাইতে পারেন, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ লীলারস ভোগ করেন। অতএব পূর্ণানন্দলীলারসস্বরূপ কৃষ্ণ-লীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া ফেলে।"

"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দলীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণবশ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৭ পয়ারের অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।

মায়াবাদিগণ অত্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, এজন্য তাঁহাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না, ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য—এই সকল নির্ব্বিশেষ নাম লইয়াই তাঁহারা উন্মত্ত থাকেন।

"প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১২৯

কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত কোন জড়সম্বন্ধ না থাকায় কৃষ্ণের দেহ-দেহী বা নাম-নামীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু বদ্ধজীবের তন্মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান্। কৃষ্ণের যিনি দেহ, তিনিই দেহী, যিনি নাম, তিনিই নামী। কৃষ্ণের—

'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩১

মায়াবাদী কৃষ্ণের সেই অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন। সুতরাং 'বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর'।

"(১) জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) কপিলাদি (অগ্নিবংশ্য ত্রেতাযুগীয় নিরীশ্বর সাংখ্যবাদী কপিল, পরন্তু সত্য-যুগীয় দেবহূতিনন্দন কপিল সেশ্বর সাংখ্যকর্ত্তা) নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩-৪) গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন। (৫) সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। (৬) পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহার যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এইসকল মত-বাদপরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ পরংব্রহ্ম স্বয়ং ভগবা-ন্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ডপ্রতীতিময় এক একটি মত স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের উক্ত ছয় মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বন পূর্ব্বক বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দরূপ সাকার। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং বিশেষ-স্থলে ভগবান্‌কে সগুণ (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন। বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণা-তীত নহেন, পরন্তু তিনি—অনন্তচিদ্‌গুণরাশির আধার সগুণ বিগ্রহ।"

—চৈঃ চঃ ম ২৫।৪৯-৫৩ অঃ প্রঃ ভাঃ

বস্তুতঃ ষড়্‌দর্শনকার কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব-কারণ-কারণ বিষ্ণুকে মানেন না, তাঁহারা পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপনেরই প্রয়াস করিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধভক্ত মহাজন যাহা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। বেদের বা বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতই যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব। প্রণবই বেদের মহাবাক্য ও ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্বরূপ। নামবিগ্রহ প্রণব হইতেই সর্ব্ববেদ ও জগতের উদ্ভব, তত্ত্বমস্যাদি বেদের একদেশ সূচক। প্রণবই মন্ত্র, মহামন্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি নিখিল সাত্বতশাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রণবই সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বরূপে বিবৃত। প্রণবই শ্রীভগবানের অপ্রা-কৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে প্রকাশিত। সুতরাং অস-চ্ছাস্ত্র মায়াবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদবেদান্তাদির মুখ্য তাৎপর্য্যস্বরূপ—শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তই সর্ব্ব-বাদিসম্মতরূপে গ্রহণীয়। ইহাই প্রকৃত নিঃশ্রেয়স-সাধক চরমমঙ্গল-নির্দ্দেশক। কিন্তু "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে ॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা—সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ ॥ সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ ভাগবতকেই

প্রমাণ-শিরোমণিরূপে স্বীকারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাই বেদকল্পতরুর প্রপক্ব রসময় ফল-স্বরূপ—"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।"

"ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার, এইজগৎ মায়ামাত্র বা মিথ্যা, জীব বস্তুতঃ নাই, কেবল অজ্ঞান-কল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান"—মায়াবাদীর এইসকল অপসিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন লাভই হইবে না, বরং ঐসকল মতবাদ ভক্তিপথের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কণ্টকস্বরূপ। ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জগৎকে না মানিলে ব্রহ্মের সত্যতা কি করিয়া স্বীকৃত হইবে? তবে জগৎ নশ্বর, উহাতে আসক্ত হইয়া কখনই পরমার্থ হারাইতে হইবে না। জীবকে গীতা নিত্য সত্য সনাতন বলিলেন। মায়াবশ জীবকে অস্বীকার করিয়া মায়াধীশের সহিত তাহাকে অভিন্ন বলিবার কি প্রয়োজন? জীবেশ্বরে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রেমসম্পৎ লাভের জন্য চেষ্টান্বিত হওয়াই বুদ্ধিমান্ জীবমাত্রেরই শ্রেয়ঃ সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম হইয়া লাভ নাই, ব্রহ্মের সেবকানুসেবক হইয়া ব্রহ্মদত্ত প্রেমসম্পৎ লাভে যত্নবান্ হও। ইহাই সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২৫৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বার বার আলিঙ্গন করিলে সনাতনের শরীরের কণ্ডুরসা পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর অঙ্গে লাগায় একদিন সনাতন জগদানন্দ পণ্ডিতকে ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া উক্ত অসুবিধার কথা নিবেদন করিলেন এবং উক্ত অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার পরামর্শ দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় হরিদাস ঠাকুরের স্থানে আসিয়া সনাতনকে জোর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলে সনাতন অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ এই বলিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন যে—তাঁহার পুরীতে আসা গুরুতর অপরাধের কারণ হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাঁহার কদর্য্য কণ্ডুক্লেদযুক্ত শরীরের স্পর্শ মহাপ্রভুর অঙ্গে লাগিতেছে। তিনি বৃন্দাবন যাইতে মহাপ্রভুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পণ্ডিত জগদানন্দও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছেন তাহাও জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল?
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য?
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা—করে ঐছে কার্য্য॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪)

শ্রীজগদানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর শাসন বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী জগদানন্দের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করতঃ বলিলেন—

"জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিঙ্গা-রস॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪)

উহা শুনিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিত জগদানন্দের কার্য্যের অসমর্থন জানাইলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"যাহার যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ-প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দ-সদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের অপ্রাকৃত শরীরকে প্রাকৃতবুদ্ধিতে দর্শন নিষেধ করিলেন।

"তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাহাদের প্রতি মহাপ্রভুর প্রশংসাবাক্য অস্বীকার করিলে মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে পুনরায় বুঝাইয়া বলিলেন—

"তোমারে লাল্য আপনাকে লালক-অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥"
"প্রভু কহে—বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহা দিলা পাঠাঞা ॥
ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥"*

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪)

এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের দেহ কণ্ডু অন্তর্হিত হইয়া সুবর্ণের ন্যায় হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে পুরীতে সেই বৎসর অবস্থান করতঃ পর বৎসরে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। দোলযাত্রান্তে শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ বনপথে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। পরে শ্রীরূপ গোস্বামীও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীল জগদানন্দপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা লইয়া মথুরাতে সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলে সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হইলেন। তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন। গোকুলে অবস্থান কালে সনাতন গোস্বামীর চেষ্টায় জগদানন্দ পণ্ডিত অবস্থান করিলেও উভয়ে পৃথক্‌ভাবে আহার করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'সনাতন তখন মাধুকরী ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুক্‌রা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাত না খাইলে নিজের প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া জগদানন্দ-পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল প্রসাদ হইত না।' একদিন জগদানন্দ-পণ্ডিত সনাতনকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সনাতনগোস্বামী শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতের অদ্ভুত চৈতন্য নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য নিজে 'মুকুন্দ সরস্বতী' নামক একজন সন্ন্যাসী-প্রদত্ত রক্তবস্ত্র মস্তকে পরিধান করিয়া জগদানন্দের নিকট পৌঁছিলে জগদানন্দ পণ্ডিত জানিলেন উহা মহাপ্রভুর প্রদত্ত নহে, তখন ভাতের হাড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয়—ইহা পারে সহিবারে।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৫৬-৫৭)

শ্রীসনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের গৌর-প্রেমনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

(সনাতন কহে) এ "সাধুপণ্ডিত মহাশয়।
তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥
ঐছে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে ?
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ ॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কাজ উহায় ?"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৫৮-৬১)

এই প্রকারে ব্রজে দুই মাস থাকার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত

* চতুঃসম— চন্দন, কর্পূর, কস্তূরী ও কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্যের ঘ্রাণ।

সনাতন গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিদায় কালে ব্যাকুল হইলেন, মহাপ্রভুকে দিবার জন্য ব্রজের রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধন শিলা, শুষ্ক পাকা পীলুফল ও গুঞ্জামালা দিলেন। শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত পুরীতে পেঁৗছিয়া সনাতন গোস্বামীর প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৃন্দাবনের পীলুফল পরম আদরের সহিত আস্বাদন করিয়া সুখ লাভ করিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে দ্বাদশ-আদিত্য টীলায় মঠ স্থাপন নিশ্চয় করিয়া তথায় পরে শ্রীরাধা-মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত হয় যে, সুলতানের ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর শ্রীমদনমোহন মন্দির, ভোগশালাদি নির্ম্মাণ এবং নিত্য রাজসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর চরণাশ্রিতও হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত অবস্থান করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যহ সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেন।

গোকুল মহাবনে থাকাকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী রমণরেতিতে অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়ায়ও মদনগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"অহে শ্রীনিবাস! স্থান করহ দর্শন।
এইখানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন॥
মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্।
সনাতনে দেখিলেই সবে পায় প্রাণ॥
সনাতন মদনগোপাল দরশনে।
মহাসুখে পাইয়া রহয়ে মহাবনে॥
'রমণক'-বালু এই যমুনার তীরে।
এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে॥
একদিন মহাবনবাসী শিশুসনে।
গোপশিশুরূপে আইলা এই দিব্য পুলিনে॥
নানা খেলা খেলয়ে—তা' দেখি সনাতন।
মন বিচারয়ে এ সামান্য শিশু নন॥
খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে।
সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে॥
মন্দিরে প্রবেশে শিশু, তথা সনাতন।
শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন॥
সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া।
আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥
গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল।
ব্যাপিল জগতে যাঁ'র চরিত্র রসাল॥"

ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭৭-১৮৬

শ্রীল সনাতন যখন গোবর্দ্ধনে ছিলেন তখন অজাচিতভাবে প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমা করিতেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পথশ্রম দেখিয়া একদিন গোপীনাথ গোপবালকরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হাওয়া করিয়া তাহার শ্রম দূর করিলেন। সেই গোপবালক গোবর্দ্ধনে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নাঙ্কিত শিলা আনিয়া সনাতন গোস্বামীকে দিয়া—'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এত পরিশ্রম করেন কেন? এই গোবর্দ্ধন শিলা দিতেছি, ইহাকে প্রত্যহ পরিক্রমা করিলেই আপনার গিরিরাজ পরিক্রমা হইবে।' —এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গোপবালককে দেখিতে না পাইয়া সনাতন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গটী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত আছে। এই স্থানটির নাম চক্রতীর্থ। মানসী গঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহাদেব (বা চলিত ভাষায় চাক্‌লেশ্বর মহাদেব) অবস্থিত। তথায় সম্মুখে একটী প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ। এই নিম্ববৃক্ষের নীচে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুরভজন কুটীর। তাহার উত্তরে একটী মন্দিরে গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি আছেন। বর্ত্তমানে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত গোবর্দ্ধন শিলা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে বিরাজিত আছেন। এখানকার মহিমা এইরূপ শুনা যায়। সনাতনগোস্বামী যখন সেখানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন তখন সেখানে প্রথমদিকে মশার খুব উপদ্রব ছিল। মশার উপদ্রবে হরিনাম করা এবং গ্রন্থ লিখার খুবই বিঘ্ন হওয়ায় সনাতন গোস্বামী অন্যত্র যাইবেন স্থির করিলেন। সেইদিন রাত্রিতে চক্রেশ্বর মহাদেব সনাতনকে স্বপ্নে বলিলেন,—তাঁহার কোন চিন্তা নাই, তিনি নিরুপদ্রবে ভজন করুন,

মশা আর থাকিবে না। অদ্ভুত ঘটনা পরদিন হইতে সেখানে কোনও মশা ছিল না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী নন্দগ্রামে পাবনসরোবরের তটে কুটীরে অবস্থান করতঃ ভজন করিয়াছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে সনাতন গোস্বামীকে দুগ্ধ এবং কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনকে দুগ্ধান্ন (পরমান্ন) ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমতী রাধারাণী কপট গোপবালিকার বেশে পরমান্নের সামগ্রী-ঘৃত-দুগ্ধ-চাল-চিনি সব দিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী উহা রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়া সনাতন গোস্বামীকে প্রসাদ দিলে সনাতন গোস্বামী উহা সেবন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন দ্রব্যগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামী সব বৃত্তান্ত বলিলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন শ্রীমতী রাধারাণীকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, ঐরূপ কার্য্য করিতে পুনঃ নিষেধ করিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ একটী কাহিনীর কথা শুনা যায়—একজন অত্যন্ত দরিদ্র শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইয়া শিবের নিকট ধন প্রার্থনা করিলেন। শিব তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর নিকট ধন আছে, তাঁহার নিকট গেলে ধন পাওয়া যাইবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বৃন্দা-বনে গেলেন এবং সনাতন গোস্বামীর নিকট পেঁৗছিলেন, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর পরিধেয় মলিন বসন এবং কৃশ দেখিয়া তাহার অন্তরে বিশ্বাস হইল না যে উনি ধন দিতে পারেন। তথাপি স্বপ্নাদেশের কথা সনাতন গোস্বামীকে নিবেদন করিলেন। সনাতন গোস্বামী উহা শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন তিনি মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করেন, কোথায় ধন পাইবেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, মনে মনে চিন্তা করিলেন শিবের স্বপ্নাদেশও ভুল হইল। সনাতন গোস্বামী ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন, শিব তাহার নিকট ব্রাহ্মণকে কেন পাঠাইলেন, অনেক চিন্তার পর তাঁহার মনে পড়িল একটি স্পর্শমণির কথা, যাহা ময়লা আবর্জ্জনার মধ্যে প্রোথিত আছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আবর্জ্জনার ভিতর হইতে স্পর্শমণিটী লইতে বলিলেন। স্পর্শমণিটী পাইয়া ব্রাহ্মণ খুবই আনন্দিত হইলেন। মনে করিলেন এখন তাহার মত ধনী পৃথিবীতে আর কেহই থাকিবে না। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর আবার চিন্তা হইল এত বড় একটা মূল্যবান্ জিনিষের কথা সনাতন গোস্বামীর মনেই ছিল না, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আরও কিছু মহামূল্যবান্ ধন রহিয়াছে, আমি বোধহয় বঞ্চিত হইয়াছি। তিনি কি ধনে ধনী হইয়া মূল্যবান্ মণিকে অগ্রাহ্য করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সনাতন গোস্বামীর নিকট নিজ সন্দেহের কথা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন,—তাহার নিকট নিশ্চয়ই আরও বহু মূল্যবান্ ধন আছে, যেজন্য তিনি স্পর্শমণিকে অগ্রাহ্য করিলেন। তখন সনাতন গোস্বামী ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণপ্রেমধনের সর্ব্বোত্তমতা এবং পার্থিব সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা ও দুঃখপ্রদত্ব বুঝাইলেন, ব্রাহ্মণ সনাতন গোস্বামীকে এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি, তার এক কণ মাগি নত শিরে, সনাতন গোস্বামী তাহাকে কৃপা করতঃ কৃষ্ণ-প্রেমধন প্রদান করিলেন।

পুরাতন শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরের পার্শ্বেই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি মন্দির অবস্থিত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ১৪৮০ শকাব্দ (১৬১৫ সম্বৎ, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীরূপ সনাতন শ্রীব্রজমণ্ডলে কিভাবে ভজন করিতেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥

বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ-পরিহরি ॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে ।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥”

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১২৭-১৩১

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২৫৬ পৃষ্ঠার পর]

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষকম্ ।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ— অদ্যাবধি শ্রুতিগণ যাঁহার পদরজ অন্বেষণ করিতেছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব সেই গোকুলবাসিগণের মধ্যে কাহারও পদধূলিদ্বারা অভিষেক-যোগ্য এই ভৌম ব্রজ-বিপিনে অথবা গোকুলে যে কোন জন্ম মহাভাগ্যেই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ টীকা— তস্মাজ্জগদৈশ্বর্য্যায় প্রাপ্তায় প্রাপ্তব্যায় মোক্ষায় চ ময়া জলাঞ্জলির্দত্তঃ কেন প্রকারে-নৈষাং ব্রজবাসিনাং চরণধূলয়ো লভ্যন্ত ইতি বিভাব্য সনিশ্চয়মাহ,—তদেব মে ভূরিভাগ্যং ভবত্বিতি শেষঃ । যদি শ্রীমৎকৃপাকটাক্ষা উদারা ভবন্তীতি ভাবঃ, কিং তৎ ? ইহ অটব্যাং বৃন্দাবনে যৎ কিমপি কোমল-তৃণদূর্ব্বাদিজন্ম যদুপরি ত্বৎপ্রিয়সখাদিব্রজবাসিজন-চরণবিন্যাস সৌভাগ্যং সম্ভবেৎ । ননুস্মিন্নতিদুর্ল্লভে লোভং বিহায় স্বযোগ্যমন্যৎ প্রার্থয়স্বেতি চেৎ তর্হি গোকুলেঽপি ত্বন্নগরপ্রান্তাদাবপি কতমস্য ত্বদীয়-সৌচিককারুহড্ডিপাদ্যেকতরস্যাঙ্ঘ্রিরজসোঽভিষেকো যত্র তথাভূতং শিলাপীঠপট্টিকাদিজন্ম ভবতু । নন্বেষাং ব্রজবাসিনামেতাবন্মাহাত্ম্যবত্ত্বে কো হেতুঃ কথং বা জগৎপূজ্যস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেষ্ঠিনস্তবৈষাং নীচ-জাতীনাং পাদধূলিপিপসায়াং নাস্তি লজ্জেতি তত্রাহ— যেষাম্ জীবিতং ভগবান্ 'ভগঃ শ্রীকামমাত্ম্যে'ত্যমরণা-নার্থবর্গাৎ সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদি গুণবিশিষ্টো ভগবান্, মুকুন্দঃ মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য সঃ ইতি ত্বৎসৌন্দর্য্যাদি-মন্দহসিতাদ্যেক জীবনোপায়ঃ । তেন বিনা সদ্য এবামী ম্রিয়ন্তে ইত্যেতেষামসাধারণং ত্বয়ি মহাপ্রেমৈব সর্ব্বোৎ-কর্ষে হেতুরিতি ভাবঃ । নিখিলমিতি কিঞ্চদপি জীবিতং ন ভোজনপানাদিহেতুকমিত্যর্থঃ । অতোঽদ্যাপি যেষাং পদরজঃ শ্রুতিভির্মৃগ্যতে এব নতু প্রায়ঃ প্রাপ্যত ইত্য-তোঽহং ব্রহ্মাপি কিং বেদেভ্যোঽপ্যধিকো যত এতৎ-প্রার্থনে মম লজ্জা স্যাদিতি ভাবঃ । অতো ময়া তদস্তু মে নাথেতি যৎ পূর্ব্বং প্রার্থিতং তৎ স্বস্য বৈধভক্তিমত্ত্বে এব যদি ব্রজজনানুগতিমত্ত্বেন মাং রাগানুগামতাম্ভোধৌ নিমজ্জয়তি তদেবং প্রার্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার ব্যাখ্যা— সেই হেতু প্রাপ্ত জগতের ঐশ্বর্য্য এবং প্রাপ্তবৎ মোক্ষকে আমি জলাঞ্জলি দিয়াছি, 'কি প্রকারে এই ব্রজবাসিগণের পদধূলি লাভ করা যায়' এই ভাবনা করিয়া নিশ্চয়ের সহিত বলিতেছেন— 'তাহাই আমার বহুভাগ্য হউক । যদি 'শ্রীমানগণের কৃপাকটাক্ষ উদার হয়' এই ভাব । তাহা কি ? এই বৃন্দাবনে 'যৎ কিমপি' যে কোনও কোমল তৃণ দূর্ব্বা প্রভৃতি 'জন্ম', যাহার উপরে আপনার প্রিয়সখা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের পদক্ষেপণরূপ সৌভাগ্য সম্ভব হয় । 'ওহে । এই অতি দুর্ল্লভে লোভ ত্যাগ করিয়া নিজের যোগ্য অন্য প্রার্থনা কর' ? এই যদি বলেন, তাহা হইলে 'গোকুলেও' আপনার নগরের প্রান্ত প্রভৃতিতেও, 'কতমস্য' আপনার সৌচিক, শিল্পী, হড্ডিপ প্রভৃতির মধ্যে কোন এক জনের, যাহাতে 'অঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেক'

(পদধূলির দ্বারা অভিষেক) হয়, সেইরূপ শিলাপীঠ পত্রিকাদি জন্মে, হউক। এই ব্রজবাসিগণ যে এত মাহাত্ম্যবান, তাহার প্রতি হেতু কি? কেন বা জগৎ-পূজ্য জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা আপনার এই নীচজাতিগণের পদধূলি প্রাপ্তির ইচ্ছায় লজ্জা হইতেছে না? তাহাতে বলিতেছেন যাঁহাদের জীবন 'ভগবান' 'ভগ'শ্রী-কাম-মাহাত্ম্য এই অমর কোষের নানার্থ বর্গ প্রমাণহেতু সৌন্দর্য্য সৌস্বর্য্য (সুস্বর) প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট আপনি, 'মুকুন্দ' যাঁহার মুখে কুন্দের মত হাস্য, তিনি। আপনার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মন্দহাস্য প্রভৃতি একমাত্র জীবনের উপায়, তাহা ভিন্ন সদ্যাই ইঁহারা মরিবেন, এই ভাব। 'নিখিলং' 'কিঞ্চিৎও জীবন ভোজন পান প্রভৃতি হেতুক নহে', এই অর্থ। এই কারণে যাঁহাদের 'পদরজঃ' শ্রুতিগণ অন্বেষণই করিতেছেন, প্রায় প্রাপ্ত হইতেছেন না। এই হেতু 'আমি ব্রহ্মাও কি বেদসমূহ হইতেও অধিক? যেহেতু ইহার প্রার্থনায় আমার লজ্জা হইবে' এই ভাব। এই কারণে আমি 'তদস্তু মে নাথ' হে নাথ! তাহা হউক, এই যাহা পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা নিজের ভক্তির অধিকারেই, যদি ব্রজের জনগণের অনুগত রূপে আমাকে রাগানুগাভক্তিরূপ অমৃতের সমুদ্রে নিমজ্জিত করেন, তাহা হইলে এইরূপ প্রার্থনা। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ২৩৩ পৃষ্ঠার পর]

২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর সোমবার—শ্রীমথুরা পরিক্রমা। মথুরা নিবাসস্থান ভিওয়ানিধর্ম্মশালায় গতকল্য দেরাদুনাদিস্থান হইতে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অভিপ্রায়ে আরও অনেক ভক্তবৃন্দ পরিক্রমাপার্টির সহিত যোগ দেন। অদ্য প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় ভিওয়ানি-ধর্ম্মশালা হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বহির্গত হইয়া শ্রীনাথজী, শত্রুঘ্ন মন্দির, পদ্মনাভ মন্দির, দীর্ঘবিষ্ণু মন্দির, ভূতেশ্বর মহাদেব, যোগমায়া (পাতাল-দেবী-পার্ব্বতীদেবী), পোতরাকুণ্ড, আদিকেশব মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শনান্তে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেইদিন ভক্তগণের প্রসাদ সেবন করিতে করিতে অপরাহ্ণ হওয়ায় বৈকালে পরিক্রমা পার্টি দর্শনে যাইতে পারে নাই।

শ্রীনাথজী— শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সেবিত গোবর্দ্ধনধারী গোপালই পরবর্ত্তিকালে শ্রীনাথজী নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে—"উদয়পুর হইতে ১১ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বকোণে বনাসনদীর দক্ষিণ-কূলে শ্রীনাথদ্বার অবস্থিত। যখন আউরঙ্গজেব মথুরায় শ্রীবিগ্রহকে ধ্বংস করিতেছিলেন, তখন উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রকটিত শ্রীগোপালজীউকে উদয়পুরে লইয়া যাইতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। রাজসিংহ মহাড়ম্বরে রথোপরি শ্রীবিগ্রহকে স্থাপন করতঃ উদয়পুর যাইতে যাইতে পথে 'সিয়ার' নামক স্থানে রথচক্র মৃত্তিকামধ্যে বসিয়া যায়। সেইস্থানে একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাজসিংহ শ্রীগোপালদেবকে স্থাপিত করেন। তত্রত্য লোকেরা গোপালকে 'শ্রীনাথজী' বলেন বলিয়া স্থানটিও উত্তরকালে 'নাথদ্বার' আখ্যালাভ করে।" শ্রীনাথজী শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সেবিত হওয়ায় উহা বল্লভ সম্প্রদায়ে 'শ্রীনাথজী' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে আনন্দবাজারে যেরূপ জগন্নাথের প্রসাদ পাওয়া যায় শ্রীনাথদ্বারেও তদ্রূপ পাওয়া যায়। শ্রীনাথদ্বারে শ্রীজগন্নাথের মত অন্ন ভোগ হয় না, বহু মূল্যবান্ মিষ্টিদ্রব্য শ্রীনাথজীকে ভোগে অর্পিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও গোবর্দ্ধনে চড়িয়া গোপালদেব দর্শন না করার লীলা করিয়াছেন। তখন শ্রীগোপালদেব ম্লেচ্ছ ভয় উঠাইয়া গাঠোলিগ্রামে আসিলে মহাপ্রভু সেখানে যাইয়া গোপাল দর্শন করেন। শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ জানিয়া তাঁহার উপর চড়িয়া গোপালদেব দর্শন করিতে যান নাই।

সেইজন্য গোপালদেব তাঁহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য গাঠোল গ্রামে আসিয়াছিলেন।

বৃদ্ধকালে শ্রীল রূপগোস্বামী যখন বৃন্দাবনে অবস্থানকালে গোবর্দ্ধনে যাইতে রপারগ হইত কিন্তু গোপালের সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন তখন গোপাল রূপগোস্বামীকে দর্শন দিবার জন্য ম্লেচ্ছ ভয় রূপ ছল উঠাইয়া মথুরানগরে শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে শুভবিজয় করতঃ একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভভট্টের দুইপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীবিঠ্ঠলনাথ।

"বৃদ্ধকালে রূপ গোসাই না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলের ঘরে॥
তবে রূপ গোসাই সব নিজগণ লইয়া।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৪৬-৪৮

শত্রুঘ্ন-মন্দির— শ্রীমধুদৈত্যের পুত্র শ্রীলবণাসুর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলে ঋষিগণের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লবণদৈত্যকে দমনের জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন লক্ষণ দৈত্যকে বধ করিয়া মথুরা শহরের সমৃদ্ধি করতঃ রাজধানীতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ২৪শ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ২১৬ পৃষ্ঠায় 'মথুরা' প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। আদিবরাহ সম্বন্ধে বরাহ পুরাণে যাহা লিখিত আছে তাহাতে জানা যায় আদিবরাহ উপাসক বিপ্রর্ষি কপিলের নিকট হইতে ইন্দ্র, ইন্দ্রের নিকট হইতে রাবণ প্রাপ্ত হন। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া উক্ত বরাহমূর্ত্তি অযোধ্যায় লইয়া আসেন। শ্রীশত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে বধ করার পর অযোধ্যা হইতে শ্রীবরাহবিগ্রহ মথুরায় আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই বিষয়টিও চৈতন্যবাণী পত্রিকা ২৫বর্ষ২য় সংখ্যায় ১১১পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। দশরথ মহারাজ ও তৎপত্নী সুমিত্রাকে অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অংশে শত্রুঘ্নের আবির্ভাব হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি ভরতের অনুগত হইয়া নন্দিগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। লবণদৈত্যকে বধ করায় শত্রুঘ্নের বিশেষ মহিমা প্রচারিত হয় এবং তদবধি শত্রুঘ্নের শ্রীমূর্ত্তি মথুরাধামে পূজিত হইতেছে।

পদ্মনাভ মন্দির— নারায়ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রত্যেকের আবার তিনমূর্ত্তি করিয়া বিস্তার রহিয়াছে। তন্মধ্যে অনিরুদ্ধের বিস্তার তিনমূর্ত্তির মধ্যে পদ্মনাভ অন্যতম। নারায়ণের সবমূর্ত্তি দেখিতে একপ্রকার হইলেও অস্ত্রভেদে পৃথকত্ব অনুভূতির বিষয় হয়। পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাধর। ব্রহ্মের উৎপত্তির কারণভূত পদ্ম বিষ্ণুর নাভিজাত বলিয়া বিষ্ণুর একনাম পদ্মনাভ। শয়নকালে পদ্মনাভ বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিতে হয়।

'ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দন।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং॥'

—বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ।

দীর্ঘবিষ্ণু মন্দির— ইংরাজী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে যে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায়' দীর্ঘবিষ্ণু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

'শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘাকার শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া কংসের চাণুর এবং মুষ্টিক মল্লের সাহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি দীর্ঘবিষ্ণু নামে খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমথুরায় পদার্পণ পূর্ব্বক দীর্ঘবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭। ১৯১)। মথুরা শহরে মনোহরপুর মহল্লায় ভরতপুর দরজায় যাইবার পথে দীর্ঘবিষ্ণুর শ্রীমন্দির বিরাজিত। দীর্ঘবিষ্ণুর বর্ত্তমান মন্দির কাশীর রাজা পাটলিমল নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।'

অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দীর্ঘবিষ্ণুর মন্দিরে পৌঁছিতে হয়। চতুর্দ্দিকে পরিক্রমার প্রশস্ত রাস্তা আছে। ভক্তগণ তথায় ছায়ার নীচে বসিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ এবং সেইস্থানের মহিমা শ্রবণ করিলেন। ব্রজবাসীদের মধ্যে কেহ আবার বলিলেন কৃষ্ণ দীর্ঘ হইয়া কংসের কেশ আকর্ষণ করতঃ মাটিতে ফেলিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম দীর্ঘবিষ্ণু হইল।

মথুরায় দীর্ঘবিষ্ণু ও পদ্মনাভ একবার দর্শনেও সমস্ত কামনা পূর্ত্তি হয়, এইরূপ মহিমা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। 'দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য মথুরা নগরে। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি সদা শোভা করে॥

দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ, স্বায়ম্ভুব নাম। যে দেখে সকৃৎ তার পুরে সর্ব্বকাম॥'

'দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বায়ম্ভুবম্।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি সর্ব্বাভিষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥
—আদিবরাহ

ভূতেশ্বর মহাদেব—শ্রীবিষ্ণুধাম শ্রীমথুরাপুরীকে রক্ষা করিবার জন্য মথুরানগরের চারিদিকে যে চারিজন ক্ষেত্রপাল শিব অবস্থান করিতেছেন, তাহার পশ্চিম-দিকস্থ ক্ষেত্রপাল শিবের নামই শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব। শ্রীচৈতন্যবাণী ২৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠায় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

'ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্লভং ফলম্॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং চ মুমুক্ষুণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীস্থোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ॥'
—স্কন্দপুরাণ মথুরা মাহাত্ম্যে

'যে মথুরায় ক্ষেত্রপাল মহাদেব সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন, যথায় বিশ্রামঘাট নামক তীর্থ, তথায় কোন্ ফল দুর্লভ? সেই মথুরা ভোগিগণের ত্রিবর্গদায়িকা, মোক্ষকামিগণের মোক্ষদায়িনী, ভগবৎসেবাভিলাষি-গণের ভক্তিপ্রদা অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই মথুরা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।'

ভূতেশ্বর মহাদেবের দর্শনে সমস্ত পাপ ধ্বংস ও কৃষ্ণভক্তিলাভ হয়। যথা—

'এই মহাদেব ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল।
দৃষ্টিমাত্র হরে পাপ পরম—দয়াল॥
কৃষ্ণভক্তি লভে কৈলে ইঁহার পূজন।
ইহাতে যে বিরূপ—তাহার বিড়ম্বন॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ ২২৪-২২৫

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যামি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥'
—আদিবরাহ

'হে দেব! তুমি মথুরায় ক্ষেত্রপাল হইবে। হে মহাদেব! তোমার দর্শন হইলে আমার ক্ষেত্রফল লাভ করিবে।

'যত্র ভূতেশ্বরো দেব মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্নহি॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমান্তি স্তুবন্তি বা॥'
—আদিবরাহ পুরাণ নিধানখণ্ড এবং পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড।

'সেই মথুরাধামে পাপিগণেরও মোক্ষদাতা ভূতনাথ মহাদেব বিরাজিত আছেন। মহাদেব ভূতনাথ সর্ব্বদা আমার প্রিয়তম। যে ব্যক্তি আমার পরম ভক্ত শিবের সম্যক্ পূজা করে না, সে পাপী কি করিয়া আমাতে ভক্তিলাভ করিবে? যাহাদের বুদ্ধি আমার মায়ায় মোহিত সেই সকল অধম মানব প্রায়ই ভূতনাথকে স্মরণ করে না, নমস্কার করে না কিংবা স্তুতি করে না।'

ভূত—শিবের অনুচর। ভূতগণের ঈশ্বর এইজন্য শিব ভূতেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল শিবের দর্শন লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভূতেশ্বর মহাদেবের দর্শনের জন্য দর্শনার্থী প্রচুর ভীড় হওয়ায় রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তথায় ভূতেশ্বর ষ্টেশন স্থাপন করিয়াছেন।

পাতালদেবী (যোগমায়া)— ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকটে গুহার ভিতরে পাতালদেবীর (পাতাল-বাসিনী, পাতালেশ্বরী) মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। রামায়ণে রাবণের একপুত্র মায়াবী মহীরাবণ বিভীষণের রূপ লইয়া হনুমানকে বিভ্রান্ত করতঃ রাম লক্ষ্মণকে লঙ্কা হইতে হরণ করিয়া পাতালপুরে আনিয়াছিলেন এবং তথায় হনুমানের দ্বারা মহীরাবণের বধ হয়, এইরূপ ঘটনা বর্ণনের কথা রামায়ণ পাঠক মাত্রই জানেন। ব্রজবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকটে যে পাতালদেবীর মন্দির উহাই রামায়ণ কথিত পাতালপুর। বৈষ্ণবগণ ভূতে-শ্বর মহাদেবকে বিষ্ণুধামরক্ষক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া জানেন তাঁহারা কখনও মহাদেবকে তামসিকগণের ন্যায় তমোগুণাধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি করেন না। ঠিক তদ্রূপ তাঁহারা কৃষ্ণবিমুখমোহিনী মহামায়ার উপাসনা না করিয়া উন্মুখতোষণী এবং কৃষ্ণের চিন্ময়ীলীলার আনুকূল্যকারী যোগমায়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-

বিনোদ তাঁহার রচিত কল্যাণ কল্পতরু গীতিতে কৃষ্ণ-প্রেমপ্রার্থী ব্যক্তিগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন।

"আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাপারে ॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী ॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি করাও সংসার ॥
শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি, দিয়া কর অশোক অভয় ॥
এ দাসে জননি করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান, তুমি যোগমায়া ॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাম প্রকটিল তোমার কৃপায় ॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ চিন্তামণি ॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হউক প্রতিক্ষণে ॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে গোপকুমারীগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য যেভাবে যোগমায়া কাত্যায়নীকে প্রণাম করিয়াছেন, বৈষ্ণবগণ সেইভাবেই যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া থাকেন।

'কাত্যায়নি মহামায়ে মহা যোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥'
ভাঃ ১০।২২।৪

ঐ কুমারীগণ কাত্যায়নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক,—"অয়ি মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরী কাত্যায়নী দেবি, তুমি নন্দসূত শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি" এইরূপ মন্ত্র জপ করিতে করিতে পূজা করিতে লাগিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উপরিউক্ত শ্লোকের টীকায় নারদ পঞ্চরাত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, গোপকুমারীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য যোগমায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন। যিনি আবরিকাশক্তি মহামায়া অখিলেশ্বরীরূপে দেহাভিমানী জগদ্বাসীকে মোহিত করিয়া বঞ্চনা করেন। তিনিই আবার প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাব গোকুলেশ্বরী হইয়া কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তগণকে প্রেম প্রদান করতঃ কৃপা করিয়া থাকেন।

পোত্‌রাকুণ্ড (পুত্‌রাকুণ্ড)— শ্রীকৃষ্ণজন্ম ভূমির পার্শ্বেই পোত্‌রাকুণ্ড অবস্থিত। কৃষ্ণের আবির্ভাবের পরদিবস ভাদ্র কৃষ্ণানবমী তিথিতে দেবকী মাতা ঐ কুণ্ডে বস্ত্র ধৌত করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, পোত্‌রাকুণ্ড অর্থে পুত্রদাকুণ্ড—যেখানে কংস বসুদেবের ছয় পুত্রকে হত্যা করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ-জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া ভক্তগণের পরাকাষ্ঠা অবস্থা অপ্রাকৃত ভূমিকায় কৃষ্ণজন্মাদিলীলা অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণলীলাদি প্রাকৃতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রাকৃত নয়। অধোক্ষজ ভূমিকাকে অতিক্রম করিয়া উহা চিদ্‌বিলাসময়ীলীলা। কৃষ্ণলীলাকে কেহ প্রাকৃত বলিয়া মনে না করেন, এই হেতু অপ্রাকৃত শব্দের প্রয়োগ।

আদিকেশব মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান—ইংরাজী ১৯৩২ সালে লিখিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাগ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—'পদ্মাকৃতি শ্রীমথুরার কর্ণিকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁহার দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র এবং বামাধঃ হস্তে গদা। শ্রীকেশব-দেবের দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী বামে শ্রীসরস্বতী। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ বিশ্রামতীর্থে স্নানলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারই অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের সহিত কেশবদেবের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন।'

(ক্রমশঃ)
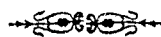
নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২৬৬ পৃষ্ঠার পর]

তর্করত্ন— তোমার গোত্র ও প্রবরাদি অটুট রহিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।

মহোপদেশক— যাঁহার ঔরস-জাত সন্তান নাই, অথচ যিনি অপরের ঔরস-জাত পুত্রকে গোত্রান্তরিত করিয়া পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই পোষ্যপুত্রের পরবর্ত্তী সন্তানগণের একই গোত্র থাকিলেও শৌক্রধারা অটুট থাকিল কোথায় ? সুতরাং গোত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণতা অক্ষুণ্ণ রহিল, উহা কি করিয়া প্রমাণ করা যায় ? বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিয়াছিলেন যে, সকলবর্ণের পুরুষই সকলবর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ, মনুষ্যত্বে সকলবর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি-নিরূপণ-কার্য্য দুষ্পরীক্ষ্য।

"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥" (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২)

একদিন সত্যপ্রিয় বৈদিকঋষিগণও এইজন্য বলিয়াছেন—

"ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি"
(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩২ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা-ধৃত-শ্রুতি)

তর্করত্ন— অতিপ্রাচীনকালে যদি ঐ প্রকার কিছু ঘটিয়াও থাকে, তাহা হইলেও আমরা উহা জানিতে পারিতেছি না বলিয়া উহার জন্য ব্রাহ্মণতার কিছু হানি হইতে পারে না। আমাদের সম্মুখে তো এইসব ঘটনা হয় নাই।

মহোপদেশক— দশ বৎসর পূর্ব্বে বা এখনই যে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে ঐরূপ কার্য্য না হইতেছে বা হইবে না, উহারই বা কি তাম্রশাসন আছে ?

তর্করত্ন—অসদাচারী, গায়ত্রী-সন্ধ্যা-বন্দনাদি-রহিত ব্রাহ্মণগণের আমি প্রশংসা করি না, কিন্তু আজকালও সদাচারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আছেন।

মহোপদেশক—ব্রহ্মা হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ধারা সংরক্ষণকারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে কে কে আছেন, তাহা দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন কি ?

তর্করত্ন— বাঙ্গলাদেশে অবশ্য আজকাল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নাই। কাশীতে কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন।

মহোপদেশক— ঐরূপ দুই একটি ব্রাহ্মণকে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, তবে তাঁহারাও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের সহিত সমান নহেন। কারণ বৈষ্ণব কর্ম্মমার্গীয় বিচারমাত্রে অধিষ্ঠিত নহেন ; অপ্রাকৃত বিষ্ণুভক্তিতেই সমধিষ্ঠিত। পাপ হইতে পুণ্য, অসৎকর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তি বা বৈষ্ণবতা পাপ ও পুণ্য বা সদসৎকর্ম্মের অতীত অপ্রাকৃত আত্মবৃত্তি।

তর্করত্ন— কাশীতে শুনিয়াছি, তোমরা দেবদেবী মান না এবং গৌড়ীয়মঠবাসী কেহই বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যায় না।

মহোপদেশক— শ্রীগৌড়ীয় মঠই দেবদেবীর যথার্থ সম্মান করেন এবং যাঁহারা দেবদেবীকে ইহজগতের কোন স্বার্থ বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনার যোগানদার অর্থাৎ নিজেদের সেবক করিয়া

লইতে চাহেন, তাঁহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ আমাকে বলেন—"দেব-দেবীকে দিয়া তোমার অপস্বার্থের সেবা করাইয়া লইও না ; তোমার সেবক, তোমার বাগানের মালি, তোমার প্রজা করিয়া লইও না ; তাঁহাদিগের নিকট হইতে তোমার অপস্বার্থ দোহন করিতে যাইও না ; তাঁহাদের সহিত বেনেগিরি করিও না। তাঁহাদের নিকট হইতে তোমার আত্মবৃত্তিবিকাশের জন্য প্রার্থনা কর ; সেই আত্মবৃত্তির বিকাশই অধোক্ষজ-ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ।" আমি তো গৌড়ীয়মঠের সাধুগণের সঙ্গে কএক বৎসর যাবৎ সর্ব্বক্ষণ বাস করিতেছি এবং সমগ্র ভারতের তীর্থস্থানসমূহ তাঁহাদের অনুসরণে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ও জনসাধারণের সহিত আলাপ করিয়াছি। আলাপ করিয়া দেখিয়াছি যে, যাঁহারা আপনাদিগকে 'হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী' বলেন বা যাঁহারা মুখে বেদ মানেন, তাঁহাদের অধিকাংশই স্ব স্ব আরাধ্যদেবের স্বরূপে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা কেহ ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের উপাসনা, কেহ অর্থের জন্য গণদেবতার উপাসনা, কেহ কাম-পূরণের জন্য শক্তির উপাসনা, কেহ বা মোক্ষ-কামনা চরিতার্থের জন্য রুদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বিষ্ণুকে উক্ত চারি দেবতার অন্যতম পঞ্চমদেবতা মনে করিয়া তাঁহার অনিত্য বা সাময়িক মূর্ত্তি কল্পনা করেন। সকলেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কাঙ্গাল হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ব্যস্ত। অধোক্ষজ-পরমতত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা কাহারও মুখে নাই। অধোক্ষজ-বস্তুর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে। সেই ইন্দ্রিয়-দ্বারা তিনি অপ্রাকৃত বিলাস করেন। তাঁহার সেই বিলাস নিত্য। সেই বিলাসের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই প্রত্যেক জীবের আত্ম-ধর্ম্ম, ইহা শ্রীচৈতন্যবাণী-ব্যতীত আর কোথায়ও শোনা যায় না। বিষ্ণু—ভোগীর কামদ দেবতা নহেন। তিনি স্বয়ং কামদেব। সেই কামদেবের কামের নিত্য যোগানদারী করাই প্রত্যেক স্বরূপোদ্বুদ্ধ জীবের নিত্য বা সনাতন ধর্ম্ম। আমরা অনেকেই কাশীতে শ্রীবিশ্বনাথকে দর্শন করিয়াছি। মথুরায় ভূতেশ্বর দর্শন করিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ভুবনেশ্বরও দর্শন করিয়াছি। বিশ্বনাথকে আমরা দর্শন করি না, ইহা কে বলিল ? তবে আমাদের আচার্য্যের শিক্ষা—বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে গিয়া বিশ্বদর্শনে বঞ্চিত হইও না ; ভূত ও ভুবন দেখিয়া ভূতেশ্বর ও ভুবনেশ্বর দর্শন হইল বলিয়া মনে করিও না।

তর্করত্ন— তোমরা বিশ্বনাথকে কিভাবে দর্শন করিয়া থাক ?

মহোপদেশক— আমরা তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এই বিচারে দর্শন করিয়া থাকি, আবার গোপীশ্বরকে গুরুবর্গের অনুসরণে 'বৃন্দাবনাবনিপতে' এই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রণাম করি। বিশ্বনাথ তাঁহার তমোময় রৌদ্রমূর্ত্তি উপসংহার করিয়া কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নিত্য জগদ্গুরুর মূর্ত্তি প্রকাশিত করুন, ইহা আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি এবং আমরা সেই নিত্য-মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকি।

তর্করত্ন—তোমরা শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ কি ?

মহোপদেশক— শ্রীগৌড়ীয় মঠই বর্ত্তমানে শাস্ত্রীয় দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃপ্রচার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৭।১১।৩৫) দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

মনুষ্যগণের বর্ণের প্রকাশক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যদি জন্মগত বর্ণ-ব্যতীত অন্যত্র লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণের দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল জাতি-নিমিত্তে বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও যাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি জগদ্‌গুরু শ্রীধর স্বামিপাদ উক্তশ্লোকের টীকায় বলিতেছেন "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন তু জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ; ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" —(ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)

শমাদিগুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি-দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব

নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে ; ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই "যস্য যল্লক্ষণং" (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র বা সংস্কারহীন ব্রাহ্মণই অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই—এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শৌক্র-জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণদ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত জন্মগত বর্ণকে 'চ্যুতগোত্রীয়' এবং বৈষ্ণবকে 'অচ্যুতগোত্রীয়' বলিয়া জানাইয়াছেন (ভাঃ ৪।১১।২২) ; কারণ, বৈষ্ণবতা জন্মগত কোন ব্যাপার নহে। জন্ম ব্যাপারটি চ্যুতি বা স্খলন হইতে উদিত। জন্মগত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী পরজন্মে যে কোন নীচ-যোনি, এমনকি, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও হইতে পারেন ; এজন্মেও নানাভাবে তাঁহার চ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবতা অচ্যুত ও নিত্য, তাহা আত্মচেতনের বৃত্তি, তাহাতে জড়ের কোন স্পর্শ নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে, যাহা জন্মাগত, তাহাই নশ্বর ও পরিণামশীল ; তাহাতেই নানাপ্রকার হেয়তা ও অনুপাদেয়তা আছে—

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—(গীতা)

শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১১।১৯।১৮) এই কর্ম্ম-সৃষ্ট ব্যাপারকে চিরদিনই গর্হণ করিয়াছেন—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট পুণ্যকেও কর্ম্মজনিত জানিয়া অমঙ্গল-স্বরূপ ও ক্ষণ-স্থায়ী বলিয়া বিচার করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।৪।১২, ৯।১৭।৩, ৯।২০।১ শ্লোক এবং আরও বহু বহু প্রমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভাগবতে জন্মগত বর্ণ-বিধান অপেক্ষা বৃত্তগত বর্ণ-বিধানেরই অধিকতর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ঋষভদেব ক্ষত্রিয়া দেবদত্তা ভার্য্যার গর্ভে যে একশত সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভরত ভারতবর্ষের এবং তাঁহার অনুজ নয় জন নয়টি বর্ষের রাজা হইয়া-ছিলেন ; কবি হবি প্রভৃতি নয়টি পুত্র 'নবযোগেন্দ্র' নামে খ্যাত হইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণব হন এবং অবশিষ্ট একাশীতিটি সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। পুরুবংশে অনেক ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। সেই বংশে শৌনক ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মুনি হইয়াছিলেন। এইরূপ শত শত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র—এইরূপ বর্ণবিভাগ ছিল না ; ত্রেতাযুগের আরম্ভ হইতেই গুণকর্ম্মের বিভাগদ্বারা চারিটি বর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'গুণ-কর্ম্ম'—এই কথাটি বর্ণনির্ণয়ের মূল কথা ; ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বর্ণশব্দের কোন প্রকার মর্য্যাদাই থাকে না। গুণের দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে সকলে চিহ্নিত ও পূজিত হন।

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥　　(ভাঃ ১১।১৭।১০, ১২, ১৩)

তর্করত্ন— তুমি একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান, ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়াই তোমাকে আমি স্নেহ করি।

মহোপদেশক— স্বজাতি-প্রীতি মনুষ্য কেন, বদ্ধপ্রাণিজগতেও স্বাভাবিক ; তবে শাস্ত্র কেবল জাতিকেই ব্রাহ্মণ বলেন নাই। বৃত্তের দ্বারাই মুখ্যভাবে ব্রাহ্মণ নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যোপেত বজ্রসূচিকোপনিষদের মন্ত্র জানেন ; সেই শ্রুতি কি বলিতেছেন ? "তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ,

জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞান-প্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতির্ব্রাহ্মণঃ।"

[তাৎপর্য্য— তাহা হইলে কি 'জাতিই ব্রাহ্মণ', ?—তাহা নহে। অন্যজাতীয় প্রাণি-মধ্যে জাত্যোদ্ভূত মহর্ষিগণও উৎপন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্ত-কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন, শুনা যায়। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন জাত্যুৎপন্নও বহু ঋষি আছেন ; তজ্জন্য জাতি 'ব্রাহ্মণ' নহে।]

শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য জয়তীর্থ তাঁহার শ্রুতপ্রকাশিকা টীকায় 'বৃশ্চিকতাণ্ডুলীয়ক' ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাদেব ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মস্য কৃচিদন্যথাত্বোপপত্তের্বৃশ্চিকতাণ্ডুলীয়কাদিবদিতি।"

বৃশ্চিকের ঔরসে বৃশ্চিকীর গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন সময় তণ্ডুল হইতেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি দেখা যায়। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত সাধারণবীর্য্য-প্রবাহান্তর্গত ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব জন্ম এবং বৃত্ত (বৃত্তি বা গুণানুসারে) উভয়ভাবেই বর্ণ-নিরূপণ শাস্ত্রবিধি। শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকও তাহাই বলিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মধ্যে বিষয়বস্তু দ্রুত অবধারণের এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সদুত্তর প্রদানের এক অলৌকিক শক্তির অভিব্যক্তি বহুক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়াছে। তিনি আধুনিক যুগের তর্কপ্রবণ মানুষকে অতি আধুনিক যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইবার অসাধারণ ক্ষমতা রাখিতেন। এইজন্য যিনিই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতেন, তিনিই তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতেন। শ্রীল গুরুদেব হরিকথামৃত পরিবেশনকালে যেসব দৃষ্টান্ত দিতেন, তদাশ্রিত জনগণ অনেকেই তাহা অবগত আছেন। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসেন নাই, তাঁহাদের জন্য একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে—যাহা শ্রীল গুরু-দেবের শ্রীমুখে হরিকথা প্রসঙ্গে শ্রুত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেবের সহিত ডক্টর রমণের কথোপকথন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ১৯৩০ সালের ঘটনা, যখন কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মাসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইত এবং এক একদিন এক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। তদানীন্তন ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর সি-ভি রমণের কতিপয় ছাত্র উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে গৌড়ীয় মঠে বিদ্বান্ স্বামীজীগণের ভাষণ শ্রবণ করিতে আসিতেন। একদিন তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন করিলেন, প্রত্যহ কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণকে সভাপতিপদে আসীন হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু তাঁহাদের অধ্যাপক ডক্টর সি-ভি রমণকে ত' নিমন্ত্রণ করা হয় না—যাঁহার বিশ্বজোড়া নাম। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন তাঁহাদের কোনই আপত্তি নাই বৈজ্ঞানিক রমণকে সভায় নিমন্ত্রণ করিতে। ডক্টর রমণকে আমন্ত্রণ জানাইতে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের গুরুদেবকে নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীল গুরুদেব প্রথমে ডক্টর রমণের বাড়ীতে গেলেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। কিন্তু তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী চাপ্‌রাশির সাহায্যে সার্কুলার রোড্‌স্থ লেবেরটরীতে (গবেষণাগারে) শ্রীল গুরুদেবকে প্রেরণ করিলেন। উক্ত গবেষণাগারে দ্বিতলে ডক্টর রমণের সহিত শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎকার হয়। দ্বিতলে সুবৃহৎকক্ষে একটি কোণে ডক্টর রমণ গবেষণা করিতেছিলেন। রমণ সাহেব বাংলা বা হিন্দী ভাল জানিতেন না, তাঁহার সহিত ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন হয়। শ্রীল

গুরুদেবকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল গুরুদেব বলিলেন—'কলিকাতায় বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে মাসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আপনি একদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন এই আমাদের প্রার্থনা।' রমণ সাহেব তাহা শুনিয়া বলিলেন—'তোমাদের কেষ্ট-বিষ্টুকে আমি মানি না। যা' ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় না এমন কাল্পনিক বস্তুর জন্য আমি সময় দিব না। আমার সময়ের দাম আছে। বিজ্ঞানের বা শিক্ষাবিষয়ের কোন সভা হ'লে আমি যেতে পারি।'

শ্রীল গুরুদেব—'আপনার ছাত্রগণ আমাদের বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ আসেন স্বামীজীগণের ভাষণ শুনতে। সেই সভায় আমরা কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সভাপতি করি। আপনার ছাত্রগণের ইচ্ছা আপনিও একদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।'

ডক্টর রমণ—'তোমাদের ভগবান্‌কে দেখাতে পারবে?—দেখাতে পারলে যাব।'

[যে কক্ষে কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেই কক্ষটির একদিকে কোন দরজা-জানালা ছিল না শুধু দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে সমগ্র উত্তর কলিকাতা]

শ্রীল গুরুদেব— 'আমি আমার সম্মুখে এই দেওয়ালের পিছনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। আমি যদি বলি দেওয়ালের পিছনে কিছুই নেই, আমার একথা সত্য হবে কি?'

ডক্টর রমণ— 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আমি যন্ত্রের সাহায্যে দেখ্‌ব।'

শ্রীল গুরুদেব— 'যন্ত্রের ত' একটা' সীমা আছে। যতদূর যন্ত্রের যোগ্যতা আছে ততদূর না হয় দেখলেন। তারপরে কিছু নেই, একথা বলা কি ঠিক হবে?

ডক্টর রমণ— 'থাকুক, তারজন্য আমি সময় দিব না। আমার Sense Experience এর মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত আমি সে বিষয়ে ধ্যান দিব না। ভগবান্‌কে দেখাতে পারবে? যদি দেখাতে পার তবে সময় দিব।'

শ্রীল গুরুদেব— 'আপনি যে বৈজ্ঞানিক সত্য অনুভব করেছেন, আপনার ছাত্রগণ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, অগ্রে তা'দিগকে বৈজ্ঞানিক সত্য অনুভব করিয়ে দিন, পরে তা'রা আপনার শিক্ষা বিষয়ে ধ্যান দিবে, আপনি কি বলবেন?

ডক্টর রমণ (বেশ জোরের সহিত বলিলেন)— 'আমি তা'দিগকে অনুভব করিয়ে দিব (I shall make them realised)।

শ্রীল গুরুদেব—'আগে অনুভব করিয়ে দিন। পরে তা'রা আপনার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করবে।'

ডক্টর রমণ— 'না, আমি যে পদ্ধতিকে অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে অনুভব করেছি, সে পদ্ধতি তা'দিগকে অবলম্বন করতে হবে। (No, they are to come to my process through which I have realised the truth.) প্রথমে তারা B.Sc তে এই এই বিষয় নিয়ে পড়বে। তারপরে M.Sc পড়বে। শেষে আমার নিকট পাঁচবছর শিক্ষা গ্রহণ করবে। তখন আমি তা'দিগকে বুঝিয়ে দিব।'

শ্রীল গুরুদেব— 'আপনি যে কথা বল্লেন, ভারতীয় ঋষিমুনিগণ কি সে কথা বল্‌তে পারেন না? তাঁ'রা যে পদ্ধতিতে আত্মা-পরমাত্মা-ভগবান্‌কে অনুভব করেছেন, আপনি সে পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখুন ভগবান্‌কে অনুভব করা যায় কি না। আপনি ত' আপনার উপলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য আপনার ছাত্রগণকে প্রথমে অনুভব করাতে পারছেন না, তা'দিগকে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হচ্ছে। সুতরাং যে উপায়ে ভগবানের উপলব্ধি হয় সেই উপায় গ্রহণ ক'রে দেখুন উপলব্ধি হয় কি না। না হ'লে নাকচ করবেন, কিন্তু আগেই আপনি নাকচ করেন কি করে?'

ডক্টর রমণ—নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ বাদে ডক্টর রমণ বলিলেন, তাঁহার কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু জানা নাই, তিনি তথায় গিয়া কি বলিবেন ? সে বিষয়ে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয়।

শ্রীল গুরুদেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উপস্থিত বুদ্ধি এইরূপ ছিল, তাঁহার নিকট কোন অযৌক্তিক কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় ছিল না। কেবল তথাকথিত পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই অসাধারণ যোগ্যতা হয় না। যিনি গুরুদেবেতে সমর্পিতাত্মা, গুরুদেবের কৃপায় সত্যবস্তুকে সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিয়াছেন, গুরুশক্তি-প্রভাবে একপ্রকার ঐশ্বরিক শক্তি তিনি লাভ করেন—যাহার নিকট ভগবদ্ অনুভূতিরহিত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিমত্তার বাহাদুরী চলে না।

পুরুষোত্তমধাম হইতে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশের পূর্ব্বে সমাগত ভক্তগণকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬, প্রাতঃকালে যে অন্তিমবাণী প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি তদাশ্রিত শিষ্যগণের প্রতি এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—

"সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। .... আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হয়ে মূল আশ্রয় বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। ......"

শ্রীল প্রভুপাদ তদাশ্রিত শিষ্যগণকে আশ্রয় বিগ্রহের (গুরুপাদপদ্মের) আনুগত্যে একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হইয়া রূপরঘুনাথের বাণী প্রচারে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর যে লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অনর্থযুক্ত অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনুষ্যের নিকট বাহ্যানুভূতিতে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞার ব্যত্যয় হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছায় যাহা হয় মঙ্গলের জন্যই হয়, পরমার্থজীবনের এই মূল বিষয়টীর প্রতি ধ্যান না থাকিলে আমরা সঙ্গতি দেখিতে না পাইয়া বা সামঞ্জস্য বিধানে অসমর্থ হইয়া দুঃখী হই। শ্রীভগবদিচ্ছা ব্যতীত কোনও কিছুই সংঘটিত হয় না, আবার ভগবান্ মঙ্গলময় হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছায় যাহা হয়, তাহাতে মঙ্গলই নিহিত আছে। কোনও একটা বিরাট্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবদিচ্ছায় পর পর যেসব ঘটনার উদ্ভব হয়, অদূর দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অনেক পরে উহা বুঝিতে পারেন। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।' —শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই-বাণীর সত্যতা প্রদর্শনের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অভিন্নপ্রকাশমূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত তদাশ্রিত দিক্‌পালগণকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রচারের জন্য প্রেরণা প্রদান করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ জগতের মঙ্গল বিধানে আচার্য্য শক্তি-সম্পন্ন তাঁহার শিষ্যগণকে একটী স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের যোগ্যতাকে এবং প্রচারের ব্যপকতাকে সঙ্কুচিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। আজ শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শিষ্যগণের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত, সমাদৃত ও গৃহীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। তাঁহারা যদি গুর্ব্বানুগত্যরহিত অনর্থযুক্ত জীব হইতেন, তাঁহাদের দ্বারা এই প্রকার ব্যাপক প্রচার সম্ভব হইত না। ভগবদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ একের বন্দনা, অন্যের নিন্দা করিতে গিয়া পরমার্থপথ হইতে চ্যুত ও অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের পার্ষদগণ সকলেই তাঁহাদের নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়াছিলেন বা করিতেছেন। তাঁহাদের নিষ্কপট প্রচার ফলে বহু দুর্ভাগা বদ্ধজীব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে নিয়োজিত হইয়া নিজেদের জীবনকে ধন্য করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন

শ্রীল গুরুদেব ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সতীর্থগণের, বিশেষ করিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের সহিত একত্রে বিপুলভাবে প্রচার ফলে মেদিনীপুর শহরে শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়। শ্রীল গুরুদেব এবং তাঁহার সতীর্থগণ প্রথমে মেদিনীপুরে প্রচার আরম্ভ করিলে বহু বিশিষ্ট নরনারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধ ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌর-বিহিত ভজনে ব্রতী হইলে অল্পদিনের মধ্যে মেদিনীপুর অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুখ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং মেদিনীপুর শহরে বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মেদিনীপুরে গৌড়ীয় মঠের শাখা স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়া পড়েন। তাঁহাদের সাহায্যে মেদিনীপুর শহরের শিববাজারে সংগৃহীত জমি সমেত দ্বিতল বৃহৎ অট্টালিকায় মঠ সংস্থাপিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীগোবর্দ্ধন পিড়ি মহোদয় কিভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেন, তাঁহার চরিত্রের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল, তিনি সমস্ত অসদাচার পরিত্যাগকরতঃ গৌড়ীয় মঠাশ্রিত হইয়া কিভাবে কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবায় নিয়োজিত হইলেন, তাঁহার ইতিহাস আমরা শ্রীল গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি। শ্রীল গুরুদেব গোবর্দ্ধন পিড়ি মহোদয়ের সহিত মঠের জন্য স্থূল আনুকূল্য সংগ্রহেচ্ছায় দেখা করিতে প্রস্তাব করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলেই গুরুদেবকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন—"তিনি অত্যন্ত কঞ্জুস লোক, একজন দরিদ্রকেও একটি পয়সা দেন না, আপনি গেলে আপনাকে অপমান করিতে পারেন, আপনি কখনও যাইবেন না, ইত্যাদি।" গুরুদেব তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "সাধুর আবার মান অপমান কি? যদি গোবর্দ্ধন পিড়ি কঞ্জুস হইয়া থাকেন, তিনি যাহাতে কঞ্জুস না হন, সৎ হন, তাহার জন্য ত সাধুদের চেষ্টা করা উচিত। ভাল লোককে ভাল করার প্রয়োজন হয় না, খারাপ লোককে ভাল করিতে পারিলেই প্রকৃত প্রচারের ফল বুঝা যাইবে।" শ্রীগুরুদেব একদিন গোবর্দ্ধন পিড়ি মহোদয়ের গদীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবর্দ্ধন বাবু গুরুদেবকে দেখিয়াই স্বাগত করিয়া বসিবার জন্য যথোপযুক্ত, আসন প্রদান করিলেন। কেন কিজন্য আসিয়াছেন গোবর্দ্ধন বাবু জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল গুরুদেব মেদিনীপুর শহরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার কথা জানাইয়া জীবের আত্যন্তিক মঙ্গললাভের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবলম্বনে হরিকথা উপদেশ প্রদান করিতে থাকিলে গোবর্দ্ধন বাবু অত্যন্ত উৎসাহ ভরে বলিলেন,—'আমাদের গৃহদেবতাও রাধাকৃষ্ণ, তাঁহার নিত্য সেবাপূজা হইয়া থাকে, তাঁহাকে দর্শন করিবেন চলুন।' শ্রীগুরুদেব গোবর্দ্ধন বাবুর উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার সহিত তাঁহার গৃহের উপরে স্থিত মন্দিরে গেলেন। রাধাকৃষ্ণের মনোরম বিগ্রহ দর্শন করিয়া গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"আমাদের আরাধ্য রাধাকৃষ্ণ, এখন পর্য্যন্ত আমাদের মঠে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হয় নাই, আপনি ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রদান করিলে আমরা সুখী ও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।" গোবর্দ্ধন বাবু তখন বলিলেন,—"ইনি আমাদের গৃহদেবতা, ইঁহার অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। এই বিগ্রহ আপনাদের মঠে পূজার জন্য আমরা কি প্রকারে দিতে পারি? তবে যদি আপনারা বিগ্রহ আনাইয়া লন, তাহার খরচা আমি দিব।" শ্রীগুরুদেব তখন তাঁহাকে বলিলেন,—"গৌড়ীয় মঠের বিগ্রহ জয়পুর হইতে আসেন।" শ্রীবিগ্রহগণের সেবানুকূল্য যাহা লাগিবে তাহা গোবর্দ্ধনবাবু দিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীল গুরুদেব মঠে আসিয়া গোবর্দ্ধন বাবুর সেবার কথা সকলকে জানাইলে সকলেই শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন বাবু কেবল বিগ্রহ সেবার আনুকূল্য নহে, শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি এবং মহোৎসবের জন্য আনুকূল্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হরিকথা শ্রবণের জন্য নিবেদন করিলে তিনি হরিকথা শ্রবণ করিতে নিত্য মঠে আসিতে থাকিলেন। ক্রমশঃ সাধুসঙ্গ প্রভাবে সংসারের অসারতা উপলব্ধি করতঃ হরিভজনই মনুষ্যজন্মের একমাত্র কৃত্য এবং তাহা দ্বারাই যথার্থ-সুখ শান্তিলাভ হয় বিচার করিয়া সমস্ত কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগ এবং শুদ্ধভক্তি সদাচার অবলম্বন-

করতঃ নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া হরিভজনে ব্রতী হইলেন। গোবর্দ্ধন বাবুর এইরূপ অদ্ভূত পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্থানীয় অধিবাসীগণ বিস্মিত ও উল্লসিত হইলেন। একদিন গোবর্দ্ধন বাবুর সহধর্ম্মিণী মঠে— শ্রীগুরুদেবের নিকট আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন— "আপনারা আসায় আমি স্বামীকে ফিরিয়া পাইলাম, আমার সকল অশান্তি দূরীভূত হইল।" শ্রীল গুরুদেবকে দেখিয়া কত লোক যে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে কতলোক যে মুগ্ধ হইয়াছেন, কতলোকের জীবনের যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটি ক্ষুদ্র ঘটনামাত্র নমুনা স্বরূপ উপরে উল্লিখিত হইল।

সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেব কেথের ডাঙ্গা, ওন্দা, ঝাণ্টিপাহাড়ী, বাঁকুড়া প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলার এবং গড়বেতা আদি মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে বিপুলভাবে প্রচার করিলে শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ চরিত্র ও বীর্য্যবতী হরিকথায় তত্রস্থ নরনারীগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীল গুরুদেবের প্রচারে সহায়করূপে ছিলেন শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ কুঞ্জলাল প্রভু, শ্রীমদ্ হরিবিনোদ প্রভু প্রভৃতি কয়েকজন সতীর্থ। কেথের ডাঙ্গায় শ্রীরাধাগোবিন্দ শেঠ এবং ওন্দায় শ্রীঅবিনাশ পাল শ্রচৈতন্যবাণী প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীল গুরুদেবকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেশ প্রদানের অভিপ্রায় থাকিলেও ভিক্ষা সংগ্রহ-সৌকর্য্যার্থে শ্রীল গুরুদেব সেই সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানের পর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ সুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সতীর্থগণের বিশেষ অনুরোধ ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে প্রতিপালনের জন্য শ্রীল গুরুদেব প্রচারানুকুল ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে ৪৫৭ শ্রীগৌরাব্দে গৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) শ্রীপুরুষোত্তম ধামে, টোটা গোপীনাথ জীউর মন্দিরে তাঁহার সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নিকট সাত্বতঃ বিধানানুযায়ী ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সন্ন্যাস গ্রহণকালে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পর্ব্বত মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজ প্রভৃতি সতীর্থগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল গুরুদেব পুরুষোত্তমধামে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করার পর মেদিনীপুরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার পক্ষ হইতে সদস্যগণ কর্ত্তৃক ৪৫৮ গৌরাব্দ, ৩ বিষ্ণু বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা হইতে যে লিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল গুরুদেবের নির্ভীকতা, সৎসাহস, প্রচারে জনসাধারণকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা, সর্ব্বোপরি শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দবর্দ্ধনকারী বৈষ্ণবপ্রীতি প্রভৃতি সুমহান্ গুণাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীল গুরুদেবের গুরুনিষ্ঠা ও গুরুদেবের বৈভব সতীর্থগণের প্রতি প্রীতি আদর্শস্থানীয় ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার সতীর্থগণ যখনই কোনও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, তিনি নিজের সুখদুঃখের কথা চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান্ হইয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া ছিলেন। তৎকালে মঠের বাহ্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া শ্রীল প্রভু-পাদের আশ্রিত অনেক যোগ্য শিষ্যগণ গৃহে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করিলে বা গৃহে প্রত্যাগমন করিলে

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৯২
৪ নারায়ণ ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২৬৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের কথা বেদ, পুরাণাদি ও মহাভারতপ্রমুখ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে। মহাভারতাদি ঐতিহ্যগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ইতিহাস এতদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বর্ণিত হইতেছে।

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন জন্মে সেই বাস্তব-সত্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই সত্য ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্কপথের আবাহন করিয়াছে।

(১) ব্রহ্মার প্রথম মানস জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেণপগণ, তাঁহাদের নিকট হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে চন্দ্র প্রথমে বাস্তব-সত্য লাভ করেন। (২) ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণের কৃপা-ক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালিখিল্যগণ সেই সত্যে উপনীত হন। (৩) ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকর-মন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘশাসিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহোদধি (রত্নাকর) ঐকান্তিকধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। (৪) ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রৌত জন্মে আরণ্যক-সহ বেদশাস্ত্রে সাত্বত-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, মনু হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং তাঁহা হইতে সুবর্ণাভ সাত্বত-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত মানস, চাক্ষুষ, বাক্যজ ও শ্রবণজ,—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগের ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

তৎকালে ত্রেতাযুগের ন্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার আরব্ধ হয় নাই। ফেণপ, বৈখানস, সোম, রুদ্র, বালিখিল্য, সুপর্ণ, বায়ু, মহোদধি, স্বারোচিষ মনু, শঙ্খপদ ও সুবর্ণাভ প্রভৃতি প্রাগ্‌বন্ধ-যুগের হরিজনগণের সকলেই একায়ন-স্কন্ধী ছিলেন। তৎকালে বৈদিকশাখার কোন বিভাগ ছিল না বলিয়াই বৈদিক ঋষিগণ 'একায়ন-স্কন্ধী'-নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাগুক্ত ফেণপ, বৈখানস, বালিখিল্য ও পরবর্তিকালে ঔড়ুম্বরগণ পূর্ব্বসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের

অনুসরণে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার কালেও বানপ্রস্থের শাখাবিশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন।

(৫) ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐ ধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করেন। (৬) তৎকালে ব্রহ্মার ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বত-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন।

(৭) ব্রহ্মার সপ্তম পাদ্মজন্মেই শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘশাসি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজ জন্মে প্রকটিত হন।

ব্রহ্মার চাক্ষুষ-জন্মে ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপা লাভ করেন। তাঁহাদের অধস্তন বালিখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায় সংরক্ষণ করেন।

সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চমজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক-ধর্ম্ম লাভ করেন।

কালপ্রভাবে চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক যথার্থ বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দ্দশপ্রকার প্রবল মতবাদ কলিকালে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাদের কথা শ্রীসায়ন-মাধব 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা সংক্ষেপে এই—

১। বেদবিদ্বেষী, অন্যাভিলাষী, আধ্যাত্মিক গুণোপাসক নাস্তিক চার্ব্বাক-সম্প্রদায়।

২। ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়।

৩। স্যাদ্‌বাদী গুণোপাসক তার্কিক জৈন আর্হত-সম্প্রদায়।

৪। নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্যবাদী কাপিল-সম্প্রদায়।

৫। সেশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক পাতঞ্জল-সম্প্রদায়।

৬। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী শ্রৌতব্রুব কেবলাদ্বৈত-বিচারপর (হরিবিমুখ) শাঙ্কর-সম্প্রদায়।

৭। বাক্যার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক মীমাংসক-সম্প্রদায়।

৮। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরাঙ্গীকারী সগুণোপাসক নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়।

৯। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরানঙ্গীকারী সগুণোপাসক বৈশেষিক-সম্প্রদায়।

১০। পদার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়।

১১। নিরস্ততর্ক ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্তবিচারপর সগুণোপাসক শৈব রসেশ্বর-সম্প্রদায়।

১২। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মৈক্যবাদী সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ-সম্প্রদায়।

১৩। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক নকুলীশ পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়।

১৪। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদবাদী কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায়।

শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক পারমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু "নানামত-গ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্। কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥"—শ্লোকদ্বারা আধ্যক্ষিক জড় তর্কপন্থিদিগকে শ্রীব্যাসের আনুগত্যলাভের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী আশ্রমীর বেষে সেই পরমহংস্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য দৈববর্ণাশ্রমি-জগতের মহোপদেশক হইয়াছেন। তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী-বহন-সূত্রে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত প্রচারক-সম্প্রদায়কে 'শ্রীরূপানুগ' বলিয়া জানিতে যেন কাহারও বিবর্ত্ত উপস্থিত না হয়, —ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা। বাহ্য প্রাপঞ্চিক জড় ধারণা-বশে পরমহংসানুগত বৈষ্ণবদাসানুদাসের আনুষ্ঠানিক অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ যেন কাহারও সত্যদর্শনে বাধা না দেয়।

ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর-

প্রকাশিত সাধন-তত্ত্ব অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক সকল-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐগুলি সাধন বলিয়া বহুমানিত হয়। অন্যাভিলাষীর ঐহিক-ফললাভ, কর্ম্মীর পারলৌকিক নশ্বর-ফললাভ, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বাভাব-জন্য স্বরূপ-নির্ব্বাণ-চেষ্টা প্রভৃতি সাধ্যবস্তুর ভগবৎ-প্রেমার সহিত তুলনা হয় না। ভগবৎপ্রেমা যাঁহার নিকট সাধ্যবস্তুরূপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহাদের সাধ্য-বিচার— প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক অজ্ঞানের সহিত সমশ্রেণীস্থ। এই সকল সাধ্য-সাধন-বিচারের কথা শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনকারী পরমহংস-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীকবি-রাজগোস্বামী স্বীয় উপাস্যবস্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লীলা-বিগ্রহে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধ্যের উদ্দেশে সাধকের চেষ্টার নামই 'সাধন'। সাধকের স্বরূপজ্ঞানের অন্তর্গত বর্ত্তমান প্রপঞ্চও পঞ্চ-কোষাবৃত, সুতরাং এই আবরণ-পঞ্চকের উন্মোচন সাধিত না হইলে সাধ্য-ভূমিকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার, সাধ্য-বস্তুকে প্রপঞ্চান্তর্গত করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে সাধ্যাভিধেয়ের প্রতি অবিচারিত বিধান পরিলক্ষিত হয়। এজন্য, সাধনকালীয় ভক্তের অনর্থনিবৃত্তি-চেষ্টা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেও সাধনভক্তি কেবল-মাত্র ঔপাধিক-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মক ব্যাপারমাত্র নহে। উহা নিরুপাধিকা-সেবা-প্রবৃত্তি-স্বরূপা ও তৎফলে গৌণভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ অতদ্বস্তুর সংসর্গরহিত মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মিকা। এতদ্বিষয়ে পঞ্চরাত্রে বলেন,—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"
"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥"
'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥"
"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত সেই বিচারসমর্থনকল্পে

(১) শ্রীপ্রহলাদের উক্তি-মুখে (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২),—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তে-
ঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"

(২) ব্রাহ্মণবর্য্য ভরতের উক্তিমুখে (ভাঃ ৫।১২। ১২),—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা
মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্ ॥"

এবং (৩) শ্রীব্রহ্মার উক্তি-মুখে (ভাঃ ৩।৯।৬),—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে শুদ্ধভক্তিরই সাধনত্ব এবং উন্নত-রসাত্মিকা প্রেম-ভক্তিকেই সাধ্য-প্রেমার সহিত অবিচ্ছিন্ন অভিধেয়রূপে স্থির করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২৭১ পৃষ্ঠার পর]

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব জনকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্তা ও জীবসত্তার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীবসত্তা চৈতন্যময় ও স্বাধীন ক্রিয়া বিশিষ্ট। জড়সত্তা জড়-ময় ও চৈতন্যাধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে সন্দেহ নাই, যেহেতু বদ্ধজীব ভগবৎস্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন।

সপ্ত ধাতু নির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়জ্ঞানা-ধিষ্ঠানরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, অবস্থানভাবাত্মক দেশ ও কাল তত্ত্ব ও চৈতন্য এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে নরসত্তায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূতধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র নির্ম্মিত শরীরটী সম্পূর্ণ ভৌতিক। জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নরসত্তায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষুকর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠান রূপ অবস্থা লক্ষিত হয়। তাহার নাম ইন্দ্রিয়, যদ্দ্বারা ভৌতিক বিষয় জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতপ্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যুক্ত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা মন বলি। ঐ মনের চিত্তবৃত্তিক্রমে বিষয়জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতিবৃত্তিক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনাবৃত্তিদ্বারা বিষয়জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক্রমে লাঘবকরণ ও গৌরবকরণ রূপ প্রবৃত্তিদ্বয়ের সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নরসত্তায় বুদ্ধি ও চিত্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত অহং-ভাবাত্মক একটী চিদাভাস সত্তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে অহং ও মম অর্থাৎ আমি ও আমার এই প্রকার নিগূঢ়ভাব নরসত্তার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম অহঙ্কার। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূত-গঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্তা ভূতমূলক অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্তা সিদ্ধ হয় না। ইহারা কিয়ৎপরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব ভাবই ইহাদের জীবনীভূত তত্ত্ব; কেন না বিষয়জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়াপরিচয়। এই চৈতন্যভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণ বশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার আনন্দাভাব বিচার করিলে এ অবস্থাকে চৈতন্যসত্তার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপ-লব্ধি হয়। এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়, এইরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত হইলেও আত্ম-প্রত্যয় বৃত্তিদ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলা বিচারে ভূত-মূলক যুক্তির গতিশক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য যে, শুদ্ধ আত্মার জড়সন্নিকর্ষে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। ঐ চিদাভাস আত্মার মুক্তি হইলে আর থাকিবে না। অতএব নরসত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস যন্ত্র ও শরীর। বেদান্ত বিচারে আত্মাকে জীব, চিদাভাস যন্ত্রকে লিঙ্গ-শরীর ও ভৌতিক শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থূল শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধ জীব চিদানন্দ স্বরূপ। অহঙ্কার হইতে শরীর পর্য্যন্ত প্রাকৃত সত্তা হইতে শুদ্ধ জীবের সত্তা ভিন্ন। শুদ্ধজীব-সত্তা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার তত্ত্ব সত্ত্বে সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার

উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্ম-সমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন বৃত্তির দ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদীগণ শুদ্ধজীবের সত্তা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা কাযে কাযে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ, ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রহলাদ উক্তিতে কথিত হইয়াছে।

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌ঘেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহংমমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। অব্যয়, অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই। শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতভাব-রহিত। এক, অর্থাৎ গুণগুণী, ধর্ম্মধর্ম্মী, অঙ্গঅঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাব রহিত। ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ দ্রষ্টা। আশ্রয়, অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে। অবিক্রিয়, অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকাররহিত। বিকার ছয়প্রকার, জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। স্বদৃক্, অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে। প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নয়। হেতু, অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতিমূলক নয়। ব্যাপক, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্তা নাই। অসঙ্গী, অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। অনাবৃত, অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহজনিত অহংমম ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২৭৪ পৃষ্ঠার পর]

অনন্তলীলাময় শ্রীহরির লীলা-বৈচিত্র্য অত্যদ্ভুত, অন্বয় ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যতিরেক ভাবের উদ্ভবদ্বারা অন্বয় ভাবের পুষ্টি বা উৎকর্ষ এবং ব্যতিরেক ভাবের অপকর্ষ বিধানই তাঁহার এই লীলা-রহস্য। দুইটি বিরুদ্ধগুণের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য একমাত্র তাঁহাতেই বিদ্যমান্ থাকিয়া তাঁহার লীলারসচমৎকারিতা প্রদর্শিত হইতেছে—"বিরুদ্ধ সামান্যং তস্মিন্ন চিত্রম্"। আলোক এবং অন্ধকার এই উভয় অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাব তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। অন্ধকারই আলোকের উৎকর্ষ জ্ঞাপক। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিরই ছায়ারূপিণী বিপরীত ভাবপ্রকাশিনী বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই ব্যতিরেকভাবে অন্বয়রূপিণী স্বরূপশক্তির চিৎসৌন্দর্য্যপ্রকাশিনী। কাম-প্রেম, বিদ্যা-অবিদ্যা, ভক্তি-অভক্তিও ঐরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে বিদ্যমান্ থাকিয়া ব্যতিরেকভাবস্বরূপ কাম, অবিদ্যা ও অভক্তি ইত্যাদি, অন্বয়ভাবস্বরূপ প্রেম, বিদ্যা ও ভক্তি প্রভৃতির ব্যতিরেকভাবে চিৎ সৌন্দর্য্য প্রকাশক। কাম যেমন—অন্ধতম, প্রেম তেমন—নির্ম্মল ভাস্কর-সদৃশ, মায়াবাদও তেমন অমানিশার ঘোর অন্ধতমঃ সদৃশ—ভক্তিরূপ চিদালোকের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব, পরন্তু ভক্তি সম্পূর্ণ চিদানন্দময়ী। কলিযুগপাবনাবতারী পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ গৌরহরি যেরূপ শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ নিজজনগণকে মায়াবাদমতান্ধতমঃ হইতে উদ্ধার করিয়া

অপূর্ব্ব চিদানন্দময় ভক্তিরাজ্যের অধিবাসী করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতীব রোমাঞ্চকর লীলা-রহস্য। পরমেশ্বরের করুণা— দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী।

আমরা মায়াবাদ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিন্ময়ী লেখনী হইতে জানিতে পাই—

"ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয়া তটস্থা জীবশক্তি এবং ছায়াপ্রকাশস্থলীয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈবজগৎ। মায়াশক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি বা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎসম্বন্ধ।

জীবের সত্তায় মায়া-গন্ধ নাই। জীব চিদ্‌বস্তুতে গঠিত, কিন্তু নিতান্ত অণুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্‌বলের অভাবে তিনি মায়ার অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য হইয়া পড়েন।

মায়াবাদীরা বলেন—(১) 'ব্রহ্মের চিৎখণ্ড মায়া-পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে। আকাশ যেমন সর্ব্বদাই মহাকাশ, কিন্তু আবৃত হইলে ঘটাকাশ হয়, জীবও তদ্রূপ স্বভাবতঃ ব্রহ্ম, মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া জীব হইয়াছে।' ইহাই মায়াবাদিগণের জীব-ব্রহ্মৈক্য-বাদ। ইহা স্থাপিত হইলে ভক্তি বলিয়া কোন কথার আর নামগন্ধও থাকে না। মায়াবাদী আপাততঃ কৃষ্ণে ভক্তি দেখাইলেও তাহার নিত্যত্ব না থাকায় তদ্দ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্রূপই করা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবস্তুকে মায়া কি করিয়া স্পর্শ করিতে পারে? ব্রহ্মকে যদি লুপ্তশক্তি বা নিঃশক্তিক বল, তাহা হইলেই বা মায়াসান্নিধ্য কি করিয়া হইতে পারে? মায়াশক্তি যেখানে লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মায়ার আবরণে ব্রহ্মের দুর্দ্দশা কখনই সম্ভব হয় না। আর যদি ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জাগরিত রাখ, তাহা হইলে মায়া তুচ্ছশক্তি, সে কিরূপে চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করিয়া ব্রহ্ম হইতে জীব সৃষ্টি করিবে? আবার ব্রহ্ম অপরিমেয়, তাঁহাকে ঘটাকাশের ন্যায় কিরূপেই বা খণ্ড খণ্ড করা যায়? ব্রহ্মের উপর মায়ার ক্রিয়া কখনই স্বীকার্য্য হইতে পারে না। জীব-সৃষ্টিতে মায়ার কোন অধিকার নাই, জীব স্বরূপতঃ অণু হইলেও মায়ার পরতত্ত্ব। ব্রহ্ম মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। সুতরাং জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

(২) কোন কোন মায়াবাদী বলেন—জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ; সূর্য্য যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত হন, ব্রহ্ম সেরূপ মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হইয়াছেন।

ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সীমিত বস্তু হইলে তাহার প্রতিবিম্ব সম্ভাবিত হয়, কিন্তু অসীম অনন্ত বস্তু ব্রহ্ম, তিনি কি করিয়া প্রতিবিম্বিত হইবেন? অসীম ব্রহ্ম বস্তুকে সীমাবিশিষ্ট করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ মত। সুতরাং প্রতিবিম্ববাদও কিছুতেই স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

অপর কোন কোন মায়াবাদী বলেন—(৩) জীব বস্তুতঃ কিছুই নয়, ভ্রমবশতঃই ব্রহ্মে জীববুদ্ধি হইয়াছে; ভ্রম অপসারিত হইলেই একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুই প্রতীত হন, জীব বলিয়া কোন বস্তুর স্বতন্ত্র প্রতীতি থাকে না।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬।২।১ অর্থাৎ এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু মাত্র ছিলেন)—এই বেদবাক্যানুসারে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই না থাকিলে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাপারটি কোথা হইতে আসিল? কাহারই বা ভ্রম? যদি বল—ব্রহ্মের ভ্রম, তাহা হইলে ব্রহ্মকে একটি নিতান্ত—অকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ তত্ত্ব করিয়া রাখিতে হয়। আবার ভ্রমকে যদি একটি পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলেও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাঘাত হয়।

আর একপ্রকার মায়াবাদী বলেন—(৪) জীবই আছেন। তিনি স্বপ্নে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন, স্বপ্নান্ত হইলেই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।

ব্রহ্মাবস্থা হইতে জীবাবস্থা ও স্বপ্ন প্রভৃতি কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? মায়াবাদী শুক্তিতে রজত জ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানাদি বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ দ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানকে স্থির রাখিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাহাতে শেষরক্ষা সম্ভব হয় না।

বস্তুতঃ বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ—একতত্ত্ব নহে। আচার্য্য শঙ্কর বিবর্ত্তবাদকে মায়াবাদের সহিত একাকার করিতে চাহেন। 'অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধি-

বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ' অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নামই বিবর্ত্ত। 'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান'—চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ। চিৎকণ বস্তু জীব জড়ীয় স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ তাহাকেই 'আমি' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য অন্যথা বুদ্ধি। জীবের জড়দেহ মন আত্মা নহে, অনাত্মবস্তু, অনিত্য,—ইহাকে আত্মবুদ্ধি করার নামই প্রকৃত বেদসম্মত বিবর্ত্ত, কিন্তু মায়াবাদাচার্য্য শঙ্কর উহাকে তাঁহার মায়াবাদ স্থাপনের অস্ত্র করিয়া লইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—'আমি ব্রহ্ম' এইটিই প্রকৃত তাত্ত্বিকবুদ্ধি, তাহার অন্যথা 'আমি জীব' এই বুদ্ধিকেই তাঁহারা 'বিবর্ত্ত' বলিতেছেন। সুতরাং ঐরূপ বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে প্রকৃত সত্য নিরূপিত হয় না। ব্রহ্ম জগদ্রূপে বা জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে ব্রহ্মের বিকার স্বীকাররূপ ভ্রমাবর্ত্তে পতিত হইতে হয়; এজন্য মায়াবাদী তথাকথিত বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাবস্থা বা জগদবস্থাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়াই উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মের অবিচিন্ত্যশক্তি পরিণত হইয়া জীব-শক্ত্যংশে জৈবজগৎ ও মায়াশক্ত্যংশে মায়িক জগৎ বা জড়জগৎ পরিণত হইয়াছে, ইহা মানিলে ব্রহ্মকে বিকৃত হইতে হয় না। ইহাকেই বলে শক্তিপরিণাম-বাদ।

"সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"

অর্থাৎ একটি সত্যতত্ত্ব হইতে অন্য একটি সত্য তত্ত্ব উদিত হইলে তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই বিকার অর্থাৎ পরিণাম।

যেমন দুগ্ধ অম্লসংযোগে দধিরূপে বিকারপ্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ একটি সত্যবস্তু, দধিরূপে তাহার অন্যথা হইলে সেই অন্যথারূপকে তাহার 'বিকার' বলে। জড়বস্তুর দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে সমীচীন হয় না। দুগ্ধ-শক্তিই দধিরূপে বিকৃত বা পরিণত হয় জানিতে হইবে। তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু অবিকৃত থাকেন, তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিই অণুকল্পে জীব ও ছায়া-কল্পে জড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেছেন। ব্রহ্ম নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, জীবজগৎ হউক, অমনি তাঁহার পরাশক্তিগত জীব-শক্তি অনন্ত জীব প্রকট করিল। আবার ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—জড়জগৎ হউক, অমনি তাঁহার পরা-শক্তির ছায়ারূপা মায়াশক্তিই এই অসীম জড়জগৎকে প্রকট করিল। তাহাতে ব্রহ্মকে বিকৃত হইতে হয় না। যেমন প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ অনন্ত অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিদ্বারা অনন্ত জীবজগৎ ও মায়িকজগৎ প্রকট করিয়াও নিজে অবি-কৃত রূপে অবস্থান করিতে পারেন। ব্রহ্মের ইচ্ছা হইবামাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন। সেই শক্তিরই পরিণতি হয়, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন। তাঁহার সৃষ্টি-ইচ্ছা হইবামাত্র জীবশক্তি ক্রিয়াবতী হইয়া জৈব জগৎ ও মায়াশক্তি ক্রিয়াবতী হইয়া মায়িকজগৎ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মকে বিকারশূন্য বলিলে তাঁহাকে আবার নিরা-কার নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে—নিত্যসবিশেষ ও নিত্যনির্ব্বিশেষ। তাঁহাকে কেবল-নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার অর্দ্ধস্বরূপমাত্র মানা হয়। ইহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ (বরুণনন্দন ভৃগু পিতা বরুণ সমীপে 'ব্রহ্ম' বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হইলে বরুণ কহিলেন)—'যাঁহা হইতে এইসকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন ও সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।"

এস্থলে 'যাঁহা হইতে এইসকল ভূত জাত হইয়াছে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অপাদান কারকত্ব, 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—ইহা দ্বারা করণ কারকত্ব এবং 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ কারকত্ব বিচারিত হয়। সুতরাং এই তিনটি লক্ষণ দ্বারা পরতত্ত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই সবিশেষতত্ত্ব। শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম

শ্লোকেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও সর্ব্বকারণকারণ বলা হইয়াছে। তাঁহার কোন কারণ নাই, তিনিই সকলের মূল কারণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥

নিরাকার বলিতে তিনি প্রাকৃত আকারশূন্য হইলেও অপ্রাকৃত আকৃতিবিশিষ্ট, নির্ব্বিশেষ বলিতে তিনি তদ্রূপ অপ্রাকৃত নাম-ধাম-রূপ-গুণ-লীলাদিবিশিষ্ট তত্ত্ব। মায়াবাদী তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলিতে চাহেন, কিন্তু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥"

অর্থাৎ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রাকৃতদেহ ও ইন্দ্রিয় নাই এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্যও নাই। অবিচিন্ত্যশক্তির আধারস্বরূপ তাঁহার সমান বা অধিক কেহই নাই, তিনি অসমোর্দ্ধ্ব তত্ত্ব। তাঁহার স্বাভাবিকী পরাশক্তির জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হলাদিনী) ভেদে ত্রিবিধ ভেদ-বৈচিত্র্য শ্রুত হয়। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি সমস্তই সন্ধিনীশক্তির কার্য্য; চিদ্গত সন্ধিনী ও মায়া-গত সন্ধিনীভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত ভেদ সিদ্ধ। তদ্রূপ চিদ্গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্‌ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ এবং চিদ্গত হলাদিনী ও মায়াগত হলাদিনী-ভেদে চিৎসুখ ও মায়িক সুখ—এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হলাদিনী শক্তি—মহাভাবস্বরূপিণী বৃষ-ভানুরাজনন্দিনী—শ্রীরাধিকা।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১১১

ঐ আদি ২য় পরিচ্ছেদেও লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
চিচ্ছক্তি—স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥
এই ত' স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (৬ষ্ঠ অঙ্ক ৭ম অঃ ৬১ শ্লোক) শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির কথা এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ "বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই—জীবশক্তি, [যাহাকে মায়ারূপা অবিদ্যা হইতে অপরা (ভিন্না) বলিয়া উক্ত হইয়াছে], কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তির নাম—'মায়া'।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২২)

শ্রীল রূপগোস্বামী

"শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্যগোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ ॥"

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৮০ শ্লোক

যিনি বৃন্দাবনে পূর্ব্বে রূপমঞ্জরী নামে খ্যাতা ছিলেন, তিনি অধুনা গৌরলীলা পুষ্টির জন্য রূপ-গোস্বামীরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

রাধারাণীর অনুগতা সখীগণের মধ্যে প্রধানা ললিতা সখী, ললিতার অনুগতা মঞ্জরীগণের মধ্যে প্রধানা রূপমঞ্জরী। এইজন্য গৌরলীলাতে ষড়্-গোস্বামীর মধ্যে প্রধান রূপগোস্বামী। শ্রীআশুতোষ দেবের ‍নূতন বাংলা অভিধানে রূপগোস্বামীর প্রকট-কালের স্থিতি ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ অথবা ১৪১০ শকাব্দ হইতে ১৪৭৯ শকাব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামী ভৌমলীলায় ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ-রাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন শ্রীকুমারদেব। শ্রীজননীদেবীর পরিচয় জানা যায় না। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ঘনশ্যাম দাস) রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (১৫৪০-৫৬৮) শ্রীরূপগোস্বামীর বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে শ্রীরূপগোস্বামীর বংশপরিচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকায় পূর্ব্বে শ্রীজীবগোস্বামীর চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত বংশপরিচয় বর্ণন-প্রসঙ্গে রূপগোস্বামীর পিতৃদেব মহাসদাচারী কুমার-দেবের বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে নিবাস এবং যশোহর জেলার ফতেয়াবাদে তাঁহার অবস্থিতি বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজকার্য্য ব্যপদেশে শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীসনাতন গোস্বামী ও কনিষ্ঠভ্রাতা অনুপমের সহিত মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত রামকেলিগ্রামে শ্রীকেলিকদম্ব-বৃক্ষ ও তমালবৃক্ষের তলদেশে রাত্রিতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তথায় শ্রীরূপগোস্বামী প্রতিষ্ঠিত রূপ-সাগর নামে একটি বৃহৎ সরোবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হুসেনশাহের অধীনে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅনুপম রাজকার্য্য করিতেন। সনাতন গোস্বামী প্রধানমন্ত্রী, রূপগোস্বামী শাসনবিভাগের বিশেষ দায়িত্বশীল উজীর (মন্ত্রী) পদবী লাভ করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামীর বাদশাহ প্রদত্ত নাম 'দবিরখাস' এবং সনাতন গোস্বামীর নাম 'সাকরমল্লিক' ছিল। যে সময়ে মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের সহিত রামকেলিগ্রামে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে অসংখ্য হিন্দু দেখিয়া হুসেন-শাহ বাদশাহ চিন্তিত হইয়া রূপগোস্বামীর নিকট মহাপ্রভুর পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন। রূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর মহিমা বাদশাহকে কৌশলে বুঝাইয়া দিলে বাদশাহ নিশ্চিন্ত হইলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে হুসেনশাহ রূপ-গোস্বামীকে যে দবিরখাস নামে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "দবিরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে। গোসাঞির মহিমা তেঁহ লাগিল কহিতে॥" —চৈঃ চঃ ম ১।১৭৫)

"শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবিরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি, দুই ভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ-সনাতন॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ২।১৭১-১৭২

"হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান্॥
সাকর মল্লিক আর রূপ—দুই ভাই।
দুই-প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিলা গোসাঞি॥"
—চৈঃ ভাঃ অ ৯।২৩৮-২৩৯

শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপরি উল্লিখিত প্রমাণের দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে রূপ গোস্বামীর বাদশাহ প্রদত্ত নাম 'দবিরখাস' এবং সনাতন গোস্বামীর বাদশাহ প্রদত্ত নাম 'সাকর মল্লিক' স্থিরীকৃত হয়।

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ-সনাতনের সংসার ত্যাগ করতঃ শ্রীগৌরলীলাপুষ্টির সময় আসিলে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ রামকেলি গ্রামে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ভৌমলীলায় জগদ্বাসীর শিক্ষার জন্য ভক্ত ও ভগবান্ নিজেদের স্বরূপগত ভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও পরস্পরের সান্নিধ্যে স্বরূপগত ভাবের প্রাকট্য হইয়া পড়ে। এইজন্য রূপ-সনাতন মহাপ্রভুকে দর্শন করামাত্রই স্বাভাবিকভাবে মহাপ্রভুতে আকৃষ্ট এবং মহাপ্রভুও তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সাংসারিক লোকের শিক্ষার জন্য তাঁহারা সাংসারিক লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অগণিত ভক্তসহ রামকেলি গ্রামে আসিলে তদানীন্তন বাংলার বাদশাহ হুসেন শাহ ভীত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুকে

সন্দেহ করিয়াছিলেন। কেশব নামক একজন ক্ষত্রিয় ভক্ত মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিলেন, তিনি এইজন্য বাদশাহকে বুঝাইলেন—'একজন ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই চারিটী লোক আছে, তজ্জন্য ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।' বাদশাহ রূপগোস্বামীকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে রূপ গোস্বামীও মহাপ্রভুর মহিমা বলিয়া তাঁহার সংশয় দূরীভূত করিলেন। পরে রূপ-সনাতন দুইভাই মধ্য-রাত্রে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎকারের আশায় প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা রূপ-সনাতনকে মহাপ্রভুর নিকট আনিলে রূপ-সনাতন দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করতঃ গলবস্ত্র হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া এইরূপ দৈন্যোক্তিসহ রোদন করিতে লাগিলেন—

"জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে-গলায় বান্ধিঞা।
কুবিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের অত্যন্ত দৈন্যোক্তিপূর্ণ বাক্য সমূহ শ্রবণ করতঃ কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া রূপ-সনাতন সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে রূপ-সনাতন যে বদ্ধজীবান্তর্গত সাধারণ মনুষ্য নহেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্য পার্ষদ, ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়, যথা—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ ২১২-২১৬)

"গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে॥
ভাল হৈল, দুই-ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥
এত বলি' দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি' প্রভুর পদ নিল মাথে॥"

'ভক্তকৃপাদ্বারাই জীবের উদ্ধার হয়'—জগদ্বাসীকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর আদি ভক্তবৃন্দের দ্বারা রূপ-সনাতনকে আশীর্ব্বাদ করাইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে—

'যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটী।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥'

—সনাতন গোস্বামীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়া স্থগিত করতঃ কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবেন তাহার সূচনা রামকেলিগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় রূপ-সনাতনের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল, সংসার ত্যাগের ইশারা তাঁহারা লাভ করিলেন। দুইভাই বিষয় ত্যাগের উপায় চিন্তা করিয়া বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণকে বরণ করতঃ কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করাইলেন। 'পুরশ্চরণ' সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর চরিত্র বর্ণনে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীল রূপগোস্বামী রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন গোস্বামীর জন্য গৌড়ে মুদিঘরে দশ হাজার মুদ্রা রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ধন লইয়া নৌকাযোগে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে আসিলেন। তথায় অর্দ্ধেক ধন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে প্রদান করিলেন। এক চতুর্থাংশ কুটুম্ব ভরণপোষণের জন্য এবং এক চতুর্থাংশ আপদধন হিসাবে বিশ্বাসী বিপ্রস্থানে গচ্ছিত রাখিলেন। মহাপ্রভু বনপথে কখন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন তাহা জানিবার জন্য তিনি দুইজন চর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পাঠাইলেন। এদিকে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া পীড়াচ্ছলে পণ্ডিতগণকে লইয়া গৃহে ভাগবত আলোচনা করিতে থাকিলে বাদশাহ হুসেনশাহ প্রথমে বৈদ্যের মাধ্যমে এবং পরে নিজে যাইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে উহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিলেও তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করতঃ যুদ্ধের জন্য ওড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন সংবাদ আসিলে শ্রীরূপগোস্বামী গৃহত্যাগ করতঃ নিজভ্রাতা

অনুপম মল্লিকের সহিত মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী পত্রের মাধ্যমে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে কারাগারে উক্ত সংবাদ জানাইয়া যেকোন-ভাবে মুক্ত হইয়া বৃন্দাবন যাত্রার জন্য সঙ্কেত করিলেন। রূপগোস্বামী প্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিলে মহাপ্রভু তথায় আছেন জানিতে পারিলেন, দাক্ষিণাত্য বিপ্রগৃহে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। দন্তে দুইগুচ্ছ তৃণ ধারণ করতঃ শ্রীরূপ ও অনুপম নানা শ্লোক উচ্চারণমুখে অত্যন্ত দৈন্যভরে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে। বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজনে॥' ভগবানের অভক্ত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্ত ভগবানের প্রিয়, ভগবান্ যে প্রকার পূজ্য, তদ্ভক্তও তদ্রূপ পূজ্য—এইরূপ ভক্ত-মহিমাসূচক শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু দুইজনকে আলিঙ্গন এবং দুইজনের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করতঃ কৃপা করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হইয়া দুইজনে জোড়হস্তে প্রণাম করিলেন—'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥' মহাপ্রভু রূপ-গোস্বামীর নিকট সনাতন গোস্বামীর কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া সনাতন গোস্বামী অচিরেই কারামুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন এইরূপ ভবিষ্যদ্ বাণী করিলেন। দাক্ষিণাত্য বিপ্রের নিমন্ত্রণে শ্রীরূপ-গোস্বামী ও শ্রীঅনুপম সেইদিন তথায় অবস্থান করতঃ মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ পাইলেন। যমুনার অপর-পারে আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভ ভট্টের নিকট মহাপ্রভুর শুভাগমন-সংবাদ পৌঁছিলে তিনি মহাপ্রভুর নিকট ছুটিয়া আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথা আলাপে মহাপ্রভুর প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া বল্লভ ভট্ট চমৎকৃত হইলেন। বল্লভ ভট্টকে দেখিয়া শ্রীরূপ ও অনুপম দূর হইতে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বল্লভ ভট্ট তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক হইলে দুইভাই 'তাঁহারা অস্পৃশ্য পামর, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করা উচিত নহে' এইরূপ বলিয়া দূরে সরিয়া গেলেন। রূপ ও অনুপমের দৈন্য দেখিয়া মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন, ভট্টের বিস্ময় হইল। মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে বলিলেন,—'তিনি বৈদিক কুলীন ব্রাহ্মণ, বয়সে প্রবীণ, রূপ অনুপন তাঁহার স্পর্শযোগ্য নহেন, কারণ তাঁহারা জাতিতে হীন।' বল্লভ ভট্ট বুঝিলেন, মহা-প্রভুর এইকথার মধ্যে কোন রহস্য আছে। যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহারা কি করিয়া অধম হন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে গণসহ তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতঃ নৌকায় চড়িলেন, যমুনার জল দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া নৌকায় উঠাইলেন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালন করতঃ পদ-ধৌত জল মস্তকে ধারণ এবং বিবিধ উপচারে তাঁহার মহাপূজা বিধান করিলেন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে বিবিধ উপচারে ভোজন করাই-লেন, অবশেষ প্রসাদের দ্বারা শ্রীরূপ অনুপমকে পরি-তৃপ্ত করাইলেন, পরে মহাপ্রভুকে মুখশুদ্ধি প্রদান করতঃ তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার পাদ-সম্বাহনাদি সেবা-দ্বারা কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহা-প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে বল্লভ ভট্ট ভোজন করিয়া পুনরায় আসিলে তিরহুত দেশীয় পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রঘুপতি উপাধ্যায়ের নিকট কৃষ্ণের মহিমা-বর্ণনসূচক তৎকৃত অপূর্ব্ব শ্লোকসমূহ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর 'শ্রেষ্ঠরূপ', 'শ্রেষ্ঠ ধাম', 'শ্রেষ্ঠ বয়স' এবং 'শ্রেষ্ঠ আরাধ্য' সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে উপাধ্যায় 'শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ', 'মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী', 'কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠরূপে ধ্যেয়' এবং 'শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠরস' এইরূপ বলিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আড়াইল গ্রামবাসী সকলেই মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলেন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে গঙ্গাপথে নৌকাযোগে পুনরায় প্রয়াগে লইয়া আসিলেন। লোকসংঘট্ট ভয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশ দিন অবস্থান করতঃ দশাশ্বমেধ ঘাটে নিভৃতস্থানে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব—সর্ব্বতত্ত্ব এবং কালধর্ম্মে লুপ্ত বৃন্দা-বনের রসকেলিবার্ত্তা শ্রীরূপগোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার

পূর্ব্বক বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাই 'শ্রীরূপশিক্ষা' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর নিজগ্রন্থে মহাপ্রভুর সহিত রূপের মিলনের কথা প্রচুর-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥"

—শ্রীচৈঃ চঃ নাটকে ৯।৩৮

কালে বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনা-তনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥"

—শ্রীচৈঃ চঃ-নাটকে ৯ম অঙ্কে

নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট মুখ্যরূপ এবং নিজের অনুরূপ,—এবম্ভূত স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে প্রভু (ভক্তিরস-শাস্ত্র) বিস্তার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে স্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপদামোদরের আনুগত্যে পুরুষোত্তমধামে ১৬ বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা সম্পাদনের পর শ্রীমন্মহা-প্রভু এবং শ্রীল স্বরূপদামোদর অন্তর্ধানলীলা করিলে, রঘুনাথ দাস গোস্বামী অত্যন্ত তীব্র বিরহব্যাকুল অবস্থায় বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের পাদপদ্ম দর্শন করতঃ গোবর্দ্ধনে ভৃগুপাত করিয়া দেহত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া বৃন্দাবনে আসিলে রূপ-সনাতন তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া তৃতীয় ভাইরূপে নিজের নিকটে রাখিয়া মরিতে দেন নাই। রঘুনাথের সহিত রূপগোস্বামীর বৃন্দাবনে প্রথম সাক্ষাৎকার হয়।

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বারাণসীধামে থাকাকালে রঘুনাথের পিতা তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন, তখন বাল্যাবস্থায় শ্রীরঘুনাথের শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন ও পাদসম্বাহনাদি সেবার সৌভাগ্য হয়। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বয়সে বড় হইলে নীলাচলে গিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুকে বহুপ্রকার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে আটমাস ভোজন করাইয়াছিলেন। পরে মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার জন্য কাশীতে আসিয়া চারি বৎসর ছিলেন। পিতামাতা অন্তর্ধান করিলে রঘুনাথ গৃহ ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুরীতে আসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ-গোস্বামীর আনুগত্যে অবস্থান করিতে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বৃন্দা-বনে রূ গোস্বামীর পাদপদ্মে আসিয়া পেঁ ছেন এবং রূপগোস্বামীর ইচ্ছাক্রমে কৃষ্ণপ্রেম বিভাবিত হইয়া তাঁহাকে ভাগবত শ্রবণ করান।

শ্রীরূপ-সনাতনের অত্যদ্ভুত ভজনাদর্শ—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি' ॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১২৭-১৩১

(ক্রমশঃ)

জম্মুতে ও অমৃতসরে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবানুষ্ঠান

জম্মুনিবাসী ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ চৌদ্দ মূর্ত্তি ভক্তবৃন্দ সহ ১৪ আশ্বিন, ১লা অক্টোবর মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ ৩রা অক্টোবর মধ্যাহ্নে জম্মু-টাওয়াই রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শতাধিক ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তবৃন্দ রিজার্ভ বাসযোগে ষ্টেশন হইতে নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান প্যারেড গ্রাউণ্ডের পার্শ্বস্থিত শ্রীগীতাভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী চণ্ডীগঢ় ও রোপরের পঞ্চাশমূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সহ তৎপূর্ব্ব দিবস রিজার্ভ বাসযোগে গীতাভবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীঅনন্তরাম দাস, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ বোস) ও সস্ত্রীক শ্রীসুশীল দাস। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ ও শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, দেরাদুন হইতে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, জালন্ধর হইতে শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিপিনকুমার, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস প্রভৃতি, অমৃতসর হইতে প্রফেসার শ্রীখেরাইতি রামজী গুলাটি গুরুদাসপুর হইতে পরিজনবর্গসহ শ্রীমনমোহন আগরওয়াল প্রভৃতি উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। ৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে গীতাভবনে, অপরাহ্নে রাণীতালাবে, রাত্রিতে ঢাক্কিসরজিনস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং ৬ অক্টোবর অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ৬ অক্টোবর প্রাতঃ ৭-৩০টায় গীতাভবন হইতে বিশাল নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নগর পরিভ্রমণ করতঃ বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় গীতাভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত মহোৎসবেও সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

তৎপরে জম্মু শহরের অপর একটী অঞ্চল গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সদস্যগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে গান্ধীনগরে উপনীত হইয়া তাঁহাদের অতিথিভবনে অবস্থান করেন ১০ অক্টোবর পর্য্যন্ত। গান্ধীনগরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এবং শাস্ত্রীনগরে শ্রীরামমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। ৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার গান্ধীনগরস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে রাত্রির সভাতে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীএস্, এস্, ওয়াজির—ডি-আই-জি। তিনি মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা শুনিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। উভয় স্থানেই শ্রোতৃবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

৯ অক্টোবর প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় গান্ধীনগর হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শাস্ত্রীনগরস্থ রামমন্দির পর্য্যন্ত গিয়া পুনঃ গান্ধীনগরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। এইজাতীয় নগর-সংকীর্ত্তন এতদঞ্চলে এই প্রথম। নরনারীগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহংসরাজজী, শেঠ শ্রীফকিরচাঁদজী, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণাকোলির বাসভবনেও শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন।

শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, এম্-এ, শ্রীসদেশ কুমার শর্ম্মা এম্-এস্সি, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র এম্-কম্ এবং গৃহস্থ ভক্তগণের আপ্রাণ সেবাপ্রচেষ্টায় ধর্ম্মসম্মেলন এবং অন্যান্য উৎসবানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

অমৃতসর (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সদস্য ও গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীমণ্টু দাস, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ বোস), শ্রীসুশীল কুমার দাস প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বিগত ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় জম্মু হইতে বাসযোগে শুভযাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিলে অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি, শ্রীমদনলাল আগরওয়াল, শ্রীসুভাষ আগরওয়াল প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। চণ্ডীগড় হইতে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুরেশ্বর দাস, গোকুল মহাবন হইতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, ভাটিণ্ডা হইতে শ্রীরাজকুমার গর্গ, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীকুলদীপ, শ্রীপ্রেম গুপ্ত প্রভৃতি, জলন্ধর হইতে শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস, শ্রীহিন্দপাল আগরওয়াল প্রভৃতি, রোপর হইতে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজ শেখরী, শ্রীপুরুষোত্তম দাস প্রভৃতি, জম্মু হইতে শ্রীগোবিন্দদাস ভাটিয়া প্রভৃতি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত অমৃতসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী শুভাবির্ভাব অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ দুর্গিয়ানা মন্দিরের অতিথিভবনে সাধুগণের ও ভক্ত অতিথিবৃন্দের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল। অমৃতসরবাসী শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে নিমকমণ্ডিস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে ১২ অক্টোবর হইতে ১৯ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এবং গোস্বামী শ্রীতুলসীজীর মন্দিরে ১১ অক্টোবর হইতে ১৮ অক্টোবর পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভাসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীআচার্য্যদেবের জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া স্থানীয় নরনারীগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। দুর্গিয়ানার বিশাল সভাকক্ষ কথাভবনে ২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীচিমন্ লালজী, শ্রীমদনলাল আগরওয়াল, শ্রীসুভাষ আগরওয়াল এবং সর্ব্বশেষে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। শ্রীসৎপালজী ও শ্রীবনওয়ারীলালজীর শ্রীকৃষ্ণের লীলামহিমা-উদ্দীপক সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনদিন কথাভবনে প্রাতঃকালীন সভায় হরিকথা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। নিমকমণ্ডিতে প্রাতঃকালীন বিশেষ সভায় এবং রবিবার কথাভবনে অনুষ্ঠিত অপরাহ্নকালীন বিশেষ সভায় নরনারীগণের বিপুল সমাবেশ হয়। সভার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও অচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সুখবিধান করেন।

পাঞ্জাবের ভক্তবৃন্দ বাংলা কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের রচিত পদাবলী কীর্ত্তন সুমধুর কণ্ঠস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলে পাঞ্জাবদেশবাসী ভক্তবৃন্দের উল্লাস অধিকতরভাবে বর্দ্ধিত হয়। শ্রীমদন আগরওয়ালার পুত্র শ্রীসুভাষ আগরওয়ালার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ অপূর্ব্ব ভাষণ শ্রবণ করিয়া এবং একজন পাঞ্জাবী মহিলা ভক্তের মুখে নরোত্তম ঠাকুরের কীর্ত্তন শুনিয়া

শ্রীল আচার্য্যদেব ও গৌড়দেশাগত বৈষ্ণবগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

১৩ অক্টোবর রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় নিমকমণ্ডিস্থিত বাবা পুরুষোত্তমদাসজীর মন্দির হইতে সুসজ্জিত রথোপরি সংস্থাপিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ আলেখ্যার্চ্চার অনুগমনে বিশাল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় লৌহগড় গেটের সন্নিকটস্থ গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে ভক্তগণ পরমোল্লাস-সহকারে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন। পথে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাতেও বিভিন্ন দলে বিভক্ত ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যাহ্নে দুর্গিয়ানা-কথাভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে যে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজাকালে লক্ষ লক্ষ নরনারীগণের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসবানন্দ পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ অমৃতসরে নবরাত্র ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব (দশহরা) উপলক্ষে তদ্দেশবাসিগণের মধ্যে অভিনব উৎসবানন্দ দেখিয়া বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ ও অতিথিবর্গ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। নবরাত্রকালে অমৃতসরে অল্পবয়স্ক বালকগণ টুপি ও পোষাক পরিয়া হনুমান্-সজ্জায় ঢাক-ঢোলাদি বাদ্যসহ নৃত্য করিতে থাকিলে তদ্দর্শনে বহিরাগত দর্শনার্থিগণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রাদুর্ভাব হয়। এমনকি বড় বড় যুবকগণকেও লেজযুক্ত হনুমান্ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতে দেখা গিয়াছে। তথায় শ্রীহনুমান্‌জীর কাছে পুত্রকামনা করিয়া এইরূপ মানত করার প্রথা আছে যে, পুত্র হইলে হনুমানের নিকট আনিয়া হনুমান্-সজ্জায় সেই বালককে নৃত্য করাইবে এবং তাঁহার (শ্রীরামচন্দ্রের) সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। হিন্দু-শিখ নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই আনন্দে যোগ দিতে দেখা গিয়াছে।

১৪ই অক্টোবর সোমবার অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরামজী গুলাটি এবং তাঁহার পরিজনবর্গের আহ্বানে, ১৮ই অক্টোবর শ্রীঅযোধ্যাসাগরজীর বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহাদের বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরামজী গুলাটি, শ্রীরঘুনাথজী গুলাটি, শ্রীমদনলাল আগরওয়াল, শ্রীসুভাষ আগরওয়াল, শ্রীসৎপালজী প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় অমৃতসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবানুষ্ঠান সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের নিত্যধাম বিজয়

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ গত ৬ পদ্মনাভ (৪৯৯ গৌরাব্দ), ১৭ আশ্বিন (১৩৯২ বঙ্গাব্দ), 8 অক্টোবর (১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতা ২৯বি হাজরা রোড্স্থ (কলিকাতা-৭০০০২৯) 'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন" নামক নিজমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তদ্‌বিরহবিহ্বল মঠসেবকগণের সম্মিলিত কণ্ঠোত্থ উচ্চ নামসংকীর্ত্তনমধ্যে নিজ ইষ্ট দেবতার অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে চিরাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের গুরুভ্রাতৃবৃন্দ একে একে প্রায় সকলেই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে মহাপ্রয়াণ করিতেছেন। এক একজন এক একটি দিব্যগুণসম্পন্ন অতিমর্ত্ত্য পুরুষ। তাঁহার স্থান পরিপূরণের আর তাদৃশ দ্বিতীয় যোগ্য পুরুষ পাওয়া যাইতেছে না। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ আজ ক্রমশঃ রত্নসারশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের পূজ্যপাদ সিদ্ধান্তী মহা-

রাজ ছিলেন ধরিত্রীদেবীর এক পরমোজ্জ্বল রত্নস্বরূপ।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের একটি বিশেষ ইচ্ছা ছিল—গৌড়ীয় বেদান্তচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যোপেত বেদান্তদর্শন এবং ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্য-ঐতরেয়-তৈত্তিরীয়-ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যক-শ্বেতাশ্বতর ও গোপালতাপনী শ্রুতি প্রভৃতি উপনিষৎ অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও গৌড়ীয় ভাষ্যসহ প্রচার করা। পূজ্যপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই মনোহভীষ্ট পূরণকার্য্যে ব্রতী হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের মহতী সেবা সম্পাদন করিয়াছেন এবং প্রভুপাদেরও প্রচুর কৃপাভাজন হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ৫ই কার্ত্তিক ইং ২২শে অক্টোবর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে পূর্ব্ববঙ্গে বরিশাল জেলায় এক সম্ভ্রান্ত ভক্তপরিবারে প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক মাঘমাসের প্রথমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে শুভাগমন করতঃ ইং ১৯২৪ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীগৌরপূর্ণিমা শুভবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মহামন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণানুরাগবশতঃ অতি অল্পবয়সে পঠদ্দশায়ই তিনি মঠে চলিয়া আসেন, এজন্য শ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছায় তাঁহার আরব্ধ অধ্যয়নাদি কার্য্য সমাপনার্থ তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। পরে তাহা শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া পুনরায় ১৩৩৪ সালে, ইং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অনুমান ফাল্গুন বা ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পূর্ণ উদ্যমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবাচেষ্টায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তদনুগ বৈষ্ণবগণ তৎপ্রতি খুবই প্রসন্ন হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতাক্রমে তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা হইতে ১৮৫৪ শকাব্দায় 'উপদেশক', ১৮৫৫ শকাব্দায় 'মহোপদেশক' এবং ১৮৫৭ শকাব্দায় 'বিদ্যাবাগীশ'—শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ এই উপাধিভূষণে ভূষিত হন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী। তিনি প্রবীণ ও প্রাচীন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণের সহিত বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যে যাইতেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ব্রহ্মচারীনাম বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভুর) সহিতও তিনি অনেক স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপায় তিনি একজন বিশিষ্ট বক্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে ওজস্বিনী ভাষায় সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতে থাকিলে গুণগ্রাহী সারগ্রাহী সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতায় খুবই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কতকগুলি অশ্রৌতপন্থী অসারগ্রাহী ব্যক্তি তঁাহাদের অপস্বার্থে আঘাত পাইয়া অপপ্রচারে রত হইলেও তিনি নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য কীর্ত্তনে—শ্রৌতপথানুসরণে কখনই পশ্চাৎপদ হন নাই, এজন্য পরমারাধ্য প্রভুপাদের তিনি প্রচুর পরিমাণে কৃপাশীর্ভাজন হইয়াছিলেন।

১৯৪১ সালে পূজ্যপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু আমাদের একজন সতীর্থ গুরুভ্রাতার নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ—এইরূপ নাম ধারণ করেন।

কলিকাতা শ্রীসারস্বত আসন ও মিশন ব্যতীত—শ্রীধামনবদ্বীপ ও শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার আর দুইটি মঠ আছে। প্রত্যেক মঠেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ জীউর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তিসেবা বিরাজিত এবং মঠত্রয়েরই দেওয়ালে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলার বহু অপূর্ব্বদর্শন শ্রীমূর্ত্তি শাস্ত্রীয় শিক্ষাসারসহ বিদ্যমান। তাহা দর্শনে সারগ্রাহী দর্শকমাত্রই বহু সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞানার্জ্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। আজও সেই-সকলই যথাযথ দেদীপ্যমান, কিন্তু তৎসমুদয় দর্শনমাত্রেই পূজ্যপাদ মহারাজের অদর্শনে হৃদয় বড়ই কাতর হইয়া উঠিতেছে।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২৮২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল গুরুদেব অনেক ক্লেশ সহ্য করতঃ তাঁহাদের গৃহাদিতে যাইয়াও তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া পুনরায় মঠে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগকে মঠে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যেরূপ কৃষ্ণের বৈভব কৃষ্ণভক্তের প্রীতিদ্বারাই কৃষ্ণপ্রীতির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়, তদ্রূপ গুরুদেবের বৈভব সতীর্থগণের প্রীতিদ্বারাই গুরুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ-প্রীতির পরাকাষ্ঠা তাঁহার আদর্শজীবনের অন্তর্দ্ধানের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুপরিস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত ছিল।

পূর্ব্বপাকিস্থানে (বর্ত্তমানে বাংলাদেশে) শ্রীল গুরুদেবের শুভপদার্পণ ও প্রচার

শ্রীল গুরুদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভারত ও পূর্ব্বপাকিস্তানের (বর্ত্তমানে বাংলাদেশের) স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার-ব্যপদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন—শ্রীমিহির প্রভু, শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভু, শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রৈলোক্য প্রভু, শ্রীমহেন্দ্র প্রভু, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি। তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার যেসব স্থানে প্রচারপার্টি সহ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বালিয়াটী, ঢাকা-নবাবগঞ্জ, কলাকোপা গ্রাম, জামুর্কি, পাকুল্লা ও চুড়াইন। জামুর্কি-পাকুল্লার ডাঃ শ্রীমেঘলাল পোদ্দার, ডাঃ রমণীমোহন শেঠ, জমিদার হরিদাস চৌধুরী এবং চুড়াইনের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজের (শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ডাক্তার প্রভুর) পূর্ব্বাশ্রমের ব্যক্তিগণ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের শিষ্য শ্রীপ্রকাশ দাসাধিকারী প্রভু ও ডাঃ শ্রীশক্তিসাধন শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে আন্তরিকতার সহিত যত্ন ও আনুকূল্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যকুলের রাজবাড়ী এবং কলা-কোপায় শ্রীশম্ভু সাহার বাসভবনেও অবস্থান করিয়াছিলেন। ঢাকা নবাবগঞ্জস্থিত কলেজে শ্রীল গুরুদেবের অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া কলেজের অধ্যাপকগণ বিস্মিত এবং তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলাকোপায় শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী নামক একজন দরিদ্র মহিলাভক্তের অদ্ভুত বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল গুরুদেব বৈষ্ণবগণসহ তাঁহার বাড়ীতে উপনীত হইলে এবং সাতদিন অবস্থান করিলে কুসুমকুমারী দেবী যেভাবে বৈষ্ণবসেবা করিয়াছিলেন, তাহা ধনীর গৃহেও দৃষ্ট হয় না। শ্রীমতী কুসুম-কুমারী দেবী তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি বসতবাড়ীটি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থের দ্বারা গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়াছিলেন। বাড়ীটি যাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট গুরুবৈষ্ণবের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ব্যবহারের অনুমতি লইয়াছিলেন। গুরুবৈষ্ণবগণ চলিয়া গেলে তিনি বৃক্ষতলবাসী—রাস্তার ভিখারী-রূপে পরিণত হইবেন, ইহা জানিয়াও তিনি বৈষ্ণবসেবার আর্ত্তিতে ও সেবার সুযোগ গ্রহণ করিতে ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব পরে উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব কুসুমকুমারী দেবীকে ঐরূপ অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্য করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—বৈষ্ণবসেবা দ্বারাই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়, বৈষ্ণবসেবার সুযোগ জীবনে আর লাভ হইবে কি-না জানা না থাকায় জীবনের মত সেবা করিয়া লইলাম, তাহার পরে এ দেহপাত হইলেও দুঃখ নাই। শ্রীল গুরুদেব একটি মহিলার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিলেন—এইরূপ বৈষ্ণবসেবা-

প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত বিরল। পরবর্ত্তিকালে কুসুমকুমারী দেবী শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে অবস্থান করতঃ ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত গৌরভজনে ব্রতী হইয়া তথায় স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবকে হরিকথা-প্রসঙ্গে কুসুম-কুমারী দেবীর আদর্শ-বৈষ্ণবসেবা এবং অদ্ভুত গৌরাঙ্গনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে তদাশ্রিত শিষ্যগণ অনেকেই শুনিয়াছেন।

শ্রীল গুরুদেব হরিকথা-প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ জেলায় জামুর্কি-পাকুল্লা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক মহতী ধর্ম্মসভায় তাঁহার যোগদানের কথা উল্লেখ করিতেন। উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে হিন্দু-মুসলমান জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত সভায় স্কুলের অনেক অধ্যাপক ও ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় কয়েকজন বন্ধুভাবাপন্ন পুলিশকর্ম্মচারী শ্রীল গুরুদেবকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র পূর্ব্বপাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে, এইজন্য শ্রীল গুরুদেবের গতিবিধির এবং বক্তব্যবিষয়ের উপর পূর্ব্বপাকিস্তান-সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছে। "স্বামীজির এই বাক্য পাকিস্তানের স্বার্থবিরুদ্ধ",—পাকিস্তান-সরকারের নিকট এইরূপ একটি বাক্যের উপস্থাপন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে যথেষ্ট। শ্রীল গুরুদেব এইরূপ সাবধান-বাণী শুনিয়া এবং সাক্ষাদ্ভাবে সভামণ্ডপে পুলিশ অফিস'রদের দেখিয়া চিন্তিত হইলেন—কোন কারণবশতঃ কারারুদ্ধ হইলে ভক্তিসদাচার-প্রতিকূল দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসার আশঙ্কায়। সভায় বক্তৃতাকালে শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণের পূর্ব্বে শ্রোতৃবৃন্দকে এইরূপ বলিয়া নিবেদন করিলেন,—তাঁহাদের কোন প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইলে যেন বক্তৃতার মধ্যে প্রশ্ন না করিয়া পরে করেন। বক্তৃতার শেষে তিনি ১৫।২০ মিঃ সময় দিবেন প্রশ্নের উত্তর দিতে, যদি তাঁহার বক্তব্যবিষয় হইতে প্রশ্ন হয়। বক্তব্যবিষয়ের বহির্ভূত প্রশ্ন হইলে তাঁহার আবাসস্থানে যাইয়া উহার উত্তর শুনিতে হইবে। বক্তৃতার মাঝে প্রশ্ন করিলে সকল শ্রোতার সুখ হইবে না। শ্রীল গুরুদেবের উক্ত নিবেদন সত্ত্বেও তাঁহার ভাষণের মধ্যে আধ ঘণ্টা বাদে একজন মৌলবী খাড়া হইয়া প্রশ্ন করিলেন—'হিন্দুদের মধ্যে যে ব্যুৎপরস্তবাদ আছে অর্থাৎ হিন্দুরা যে ব্যুৎপূজা করেন, ইহার যৌক্তিকতা কি?' মৌলবী সাহেব মাঝপথে প্রশ্ন করায় শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া শ্রীল গুরুদেবকে উহার উত্তর দিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শ্রীল গুরুদেব মৌলবী সাহেবের প্রশ্নকে স্বাগত জানাইলেন। মৌলবী সাহেব যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা উত্তম প্রশ্ন হইয়াছে, তাহার উত্তর সকলেরই শুনা উচিত। তিনি যে বিষয়টি বলিতেছেন, সেই বিষয় হইতে তাঁহাকে তফাৎ হইতে হইবে না, বরং এই প্রশ্নের উত্তরদানের দ্বারা বক্তব্য বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হইবে। এইজন্য শ্রীল গুরুদেব মৌলবী সাহেবের প্রশ্নের উত্তর এই সভাতেই দিতেছেন, এইরূপ বলিলেন।

শ্রীল গুরুদেব মৌলবী সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে একটি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন। 'মৌলবী সাহেব খোদাকে মানেন কি না' গুরুদেব এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মৌলবী সাহেব 'নিশ্চয়ই মানি' এইরূপ উত্তর করিলেন। শ্রীল গুরুদেব পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'খোদার কোন শক্তি আছে কি না'? তদুত্তরে মৌলবী সাহেব অতীব জোরের সহিত বলিলেন 'খোদা সর্ব্বশক্তিমান'। শ্রীল গুরুদেব মৌলবী সাহেবের ঐরূপ উত্তর শুনিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন—তাঁহার প্রশ্নের উত্তর তিনি পাইলেন। 'সর্ব্ব-শক্তিমান' শব্দের তাৎপর্য্য প্রথমে অনুধাবন করিতে না পারিয়া মৌলবী সাহেব তাঁহার কথার দ্বারা কি উত্তর হইল, বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাকে এবং অন্যান্য ছাত্রগণকে বুঝাইবার জন্য শ্রীল গুরুদেব একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন,—'একটি ক্ষুদ্র সূঁচ, তাহার ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে ৯০ নম্বরের সূক্ষ্ম সূতাও তাহাতে গলানো সুকঠিন, সেই সূঁচের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া মৌলবী সাহেবের সর্ব্বশক্তিমান খোদা ময়মনসিংহ জেলার হাতীকে অক্ষতাবস্থায় একটি লোমও নষ্ট হইবে না, এইরূপভাবে এদিক হইতে ওদিক লইতে,

ওদিক হইতে এদিক আনিতে পারেন কি না।' মৌলবী সাহেবকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া শ্রীল গুরুদেব বলিলেন—"মৌলবী সাহেবের খোদার কতটুকু শক্তি আছে তিনি জানেন না, কিন্তু তিনি যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মানেন, তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব। 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স এব ঈশ্বরঃ'। তিনি করিতে পারেন, করাটাকে উল্টাইতে পারেন, উল্টানোকে আবার পাল্টাইতে পারেন, সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা যে যে শক্তি দিব, ভগবান্ সেই সেই শক্তিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলে না। আমাদের কল্পনার মধ্যে ও কল্পনার বাহিরে সমস্ত শক্তিযুক্ত তত্ত্বকেই সর্ব্বশক্তিমান বলা হয়। যখন ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানিয়া লইলাম, তখন তিনি ইহা করিতে পারেন, উহা করিতে পারেন না—এইরূপ বলিবার আমাদের অধিকার থাকে না। সর্ব্বশক্তিমান ভক্তের ইচ্ছার পূর্ত্তির জন্য সর্ব্বশক্তি লইয়া যে কোন মূর্ত্তিতে যেকোনও স্থানে আসিতে পারেন। যদি বলেন পারেন না, তাহা হইলে ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান বলা নিরর্থক। মানুষ কর্ত্তারূপে মৃত্তিকার দ্বারা, প্রস্তরের দ্বারা, ধাতুর দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা যাহা নির্ম্মাণ করে এবং জড়ীয় মনের দ্বারা সাকার বা নিরাকার যাহা চিন্তা করে, তাহা সবই জড়ীয়, তাহাকে পুতুল বলে। সনাতন ধর্ম্মে পুতুল পূজার ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন। ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ যে বিশেষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহ বলে। শ্রীবিগ্রহ ও পুতুলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দময় সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবন্মায়ামোহিত কামাতুর বদ্ধ জীব শ্রীবিগ্রহের চিন্ময়স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ, এমনকি সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারে না। শুদ্ধভক্তি-নেত্রেই ভগবৎস্বরূপের অনুভূতি হইয়া থাকে। ভগবদ্দর্শনের যে যোগ্যতা, তাহা অর্জ্জিত না হইলে ভগবদ্দর্শন হয় না।"

আসাম প্রচার-ভ্রমণে শ্রীল গুরুদেব

আসামের নরনারীগণের মধ্যে সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং সরলতা দেখিয়া আসামে প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশের কথা শ্রীল গুরুদেবের স্মরণ হইলে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ প্রতিপালনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারান্তে প্রচারপার্টি সহ আসামে কামরূপ জেলান্তর্গত (বর্ত্তমানে বরপেটা জেলান্তর্গত) সরভোগে শ্রীল গুরুদেব সর্ব্বপ্রথম শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শ্রীমদ্ ভুবন প্রভু, শ্রীমদ্ উদ্ধারণ প্রভু ও শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এবং তথায় অবস্থানের অসুবিধা হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠভ্রাতার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভীষণ বর্ষায় তখন বিস্তৃত অঞ্চল জলমগ্ন ছিল। গোশকটে বিছানাপত্র দিয়া সকলকে পদব্রজে একহাঁটু জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হইয়াছিল। গৃহের উঠানটি জলমগ্ন এবং গৃহাভ্যন্তরে জল প্রবিষ্ট হওয়ায় বাঁশের তৈরী মাচাংএ থাকার এবং দূরবর্ত্তী আরও একটি মাচাংএ শৌচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমৎ কেশব প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভক্তিমতী সেবাপরায়ণা জননী দেবী ঐ জলের মধ্যেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া বৈষ্ণবগণের যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময়ে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এবং জাপানী সৈন্য ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করিয়া আসামের সীমান্তে আসিয়া পড়ায় আসামের বহুস্থানের গৃহাদি ভারতীয় সৈন্যগণের অবস্থিতির জন্য তদানীন্তন ইংরেজ শাসনাধীন ভারত সরকারের সৈন্যবিভাগের পক্ষ হইতে দখল করা হইয়াছিল। শ্রীমৎ কেশব প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের গৃহ সেইসূত্রে সৈন্যবিভাগ দখল করিয়া লইলে সরভোগের অদূরবর্ত্তী কোন গ্রামে যাইয়া তাঁহাদিগকে থাকিতে হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার গুরুদেবের আদেশ পালন এবং কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের কল্যাণ বিধানের জন্য যে কোনও প্রকার ত্যাগ স্বীকার এবং ক্লেশকে বরণ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, ইহা তাঁহার একটি নিদর্শনস্বরূপ। শ্রীল গুরুদেব ঐপ্রকার অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ৭ দিন

তথায় প্রচারান্তে সরভোগস্থ শ্রীগোপাল প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। সরভোগে থাকাকালে স্থানীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি মহোদয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হইল। সরভোগে প্রচারকালে যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীগোপাল দাসাধিকারী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, শ্রীশিবানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীখগেন দাসাধিকারী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরির গৃহে শ্রীল গুরুদেবের নিকট হরিকথা শুনিতে স্থানীয় অল্পবয়স্ক যুবক শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী প্রত্যহ আসিতেন। হরিকথা শুনিতে শুনিতে শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করতঃ প্রচারপার্টিতে যোগ দিলেন। শ্রীশিবানন্দ প্রভু এবং তাঁহার ভাগিনেয়ের বিশেষ আগ্রহক্রমে শ্রীল গুরুদেব সরভোগ হইতে তাঁহাদের গ্রাম ভবানীপুর-তাপায় আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামীও শ্রীল গুরুদেবের সহিত তাপায় চলিয়া আসিলে শ্রীকমলাকান্তের পিতৃদেব শ্রীঘনকান্ত গোস্বামী উহা জানিতে পারিয়া তাপায় আসিয়া তাঁহার পুত্রকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করতঃ জোর করিয়া গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ঘনকান্ত গোস্বামীর তদানীন্তন সমাজের প্রচলিত ব্রাহ্মণ-সংস্কার প্রবল ছিল। তজ্জন্য তিনি গৌড়ীয় মঠের দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সমর্থক হইতে না পারায় গৌড়ীয় মঠে ভোজনে তাঁহার পুত্রের জাত গিয়াছে এইরূপ বিচার করিলেন এবং তাঁহার পুত্রের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহাকে ঘরের বাহিরে রাখিলেন। শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীল গুরুদেবের নিকট হরিকথা শ্রবণমুখে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের পার্থক্য, বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা, বৈষ্ণব যেকোন কুলে আসিতে পারেন ইত্যাদি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত বাক্য শ্রবণ করায় শাস্ত্রবিহিত আচার-পরায়ণ শুদ্ধভক্তের পাচিত এবং তদীয় শ্রীহস্তপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া তিনি কি দোষ করিলেন বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার পিতৃদেবের বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-হানিকর ব্যবহারকে শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি বৈষ্ণবাপরাধ হইতে পরিত্রাণের জন্য পরদিনই পুনঃ গৃহ পরিত্যাগ করতঃ তাপায় শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাপা গ্রামটি সরুপেটা রেলষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী। শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পিতা ও পরিজনবর্গ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন আশঙ্কায় শ্রীল গুরুদেব সেখানে তাঁহাকে শ্রীনামমন্ত্র প্রদান করা সমীচীন মনে করিলেন না। তাপার বিশিষ্ট মাড়োয়ারদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীল গুরুদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবার জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়াছিলেন। শিবানন্দ প্রভু গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও বিষয়বিরক্ত ছিলেন, অধিকাংশ সময় ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীশিবানন্দ প্রভু তাঁহার যোগ্যপুত্র শ্রীলোকেশকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিয়োজনের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। পিতা পুত্রকে স্বেচ্ছায় শ্রীগুরুসেবায় সমর্পণ করেন ইহার দৃষ্টান্ত বিরল। তাপায় শ্রীতুলারাম বাবুর বাড়ীতে শিবানন্দ প্রভুর ভাগিনেয় শ্রীলোহিত এবং পুত্র শ্রীলোকেশ শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিত হইলেন। পরবর্ত্তিকালে আসাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী, শ্রীরামপ্রসাদ ও শ্রীভবানন্দের হরিনাম হয়। আসাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরুদেব মেদিনীপুর মঠে পেঁছিলে শ্রীলোহিত, শ্রীলোকেশ ও শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী মন্ত্র-দীক্ষিত হন। তাঁহারা যথাক্রমে 'শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী', 'শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী' এবং 'শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী' এই নামে পরিচিত হইলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেবের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষ লাভ করতঃ ইঁহাদের নাম হইল যথাক্রমে 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ', 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ' ও 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ'।

গৌহাটীতে শ্রীগোপীনাথ বড়দলইএর গৃহে শ্রীল গুরুদেব

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেব আসামে গৌহাটীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু এবং শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি মহোদয়ের বিশেষ সেবাপ্রচেষ্টায়

শ্রীল গুরুদেব গৌহাটীতে আসামের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসিবার এবং তাঁহাদের নিকট হরিকথা পরিবেশনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্যে শ্রীল গুরুদেব আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসামের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বড়দলই, শ্রীদুর্গেশ্বর শর্ম্মা, শ্রীকুমুদেশ্বর গোস্বামী, শ্রীভুবন গোস্বামী, শ্রীকনকেশ্বর গোস্বামী, শ্রীরোহিণী চৌধুরী, শ্রীনবীন বড়দলই, শ্রীগিরিজা দাস, শ্রীধীরেন দেব, শ্রীচরিত্র বাবু, শ্রীনরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি। শ্রীগোপীনাথ বড়দলইএর বাসভবনে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সুযুক্তিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন। শ্রীগোপীনাথ বড়দলই একদিন ভাগবতপাঠ শেষে শ্রীল গুরুদেবের ভাগবত ব্যাখ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অত্যন্ত উল্লাসের সহিত শ্রীল গুরুদেবকে এইরূপ বলিলেন—"আপনার নিকট ভাগবতপাঠ শুনিয়া আমার এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে, আপনার ভাগবত পাঠের এবং মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার উদ্দেশ্য এক। আপনি শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা অনেক কিছু বুঝাইয়া শেষে সকলকে কৃষ্ণনাম করান ; গান্ধীজিও তাঁহার বক্তৃতাসমূহে অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া শেষে সকলকে 'রামধুন' করান। আপনাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য সকলকে হরিনাম করানো। আমি ত' উভয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ দেখিতেছি না। আপনার এ সম্বন্ধে কি অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।" শ্রীগোপীনাথ বড়দলইএর শ্রীল গুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব চিন্তা করিলেন, তাঁহাকে যদি এখন অপ্রীতিকর সত্যকথা বলা যায়, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না। সত্য হইলেও উহা সকলকে সকল সময়ে বলা যায় না। গ্রহণ করিবার অধিকার বিবেচনা করিয়াই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অধিকারোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল গুরুদেব সহাস্যবদনে গোপীনাথ বড়দলইকে বলিলেন—'আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমার অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি।' তদুত্তরে গোপীনাথ বড়দলই বলিলেন—'আপনার অতীব মূল্যবান্ উপদেশসমূহ শ্রবণ করিয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আমরা এইরূপ জ্ঞান-গর্ভ ভাগবত-ব্যাখ্যা কখনও পূর্ব্বে কাহারও নিকট শুনি নাই। আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কিছু বলিলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব, ইহা হইতেই পারে না। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিতে পারেন।'

শ্রীল গুরুদেব তখন বলিলেন—"আমি যখন পূর্ব্বাশ্রমে ছিলাম, কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও কিছুটা যুক্ত ছিলাম। সেই সময় সবরমতি হইতে কংগ্রেসের 'Young India' নামে একটি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হইত। আমি সেই পত্রিকাটি পড়িতাম। তাহাতে কোন একস্থানে গান্ধীজি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার দেশপ্রেম কিরূপ, তাহা দেশবাসীকে জানাইবার জন্য বলিয়া-ছিলেন—যদি দেশের জন্য প্রয়োজন হয়, তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় 'রামধুন'কেও পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, পত্রিকায় এইরূপ লিখিত ছিল—"I can sacrifice 'Ramdhun' for my country', কিন্তু আমরা ঠিক উহার বিপরীত—'We can sacrifice country for Ramdhun'. আমাদের আরাধ্য 'রাম' কাহারও জন্য নহেন, তিনি নিজের জন্য নিজে, সমস্ত বস্তু তাঁহার জন্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও 'Absolute'-এর সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন—'Absolute is for itself and by itself'. আমরা 'It-God' বলি না। আমাদের ভগবান্ পরমপুরুষ 'He-God', এইজন্য আমরা বলি 'Absolute is for Himself and by Himself'. ভগবান্ হইতে অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভগবানেতে উহাদের স্থিতি, ভগবানের দ্বারা উহাদের সংরক্ষণ, সুতরাং অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের জন্য। ভগবদারাধনার জন্য ভগবত্তত্ত্ববোধের আবশ্যকতা রহিয়াছে।"

শ্রীগোপীনাথ বড়দলই শ্রীল গুরুদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্বে এইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া মঠে বাস করতঃ সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্পের কথা শ্রীল গুরুদেবের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে

রাজনীতি হইতে মুক্তি দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় তিনি তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। রাজনীতি এমনই একটী চক্র যে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন।

গৌহাটীতে আসামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে ও বাণীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলে গৌহাটীর স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এমনকি গৌহাটীর বাহিরেও উক্ত প্রচার-প্রভাব বিস্তৃত হয়। গৌহাটী প্রচারান্তে শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গোয়ালপাড়া শহরে শ্রীল গুরুদেবের শুভপদার্পণ

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেব পুনঃ আসাম প্রচার-ভ্রমণে আসিলে আসামের গোয়ালপাড়া মহকুমা সদর (বর্ত্তমানে গোয়ালপাড়া জেলা সদর) গোয়ালপাড়ার শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভুর বিশেষ আমন্ত্রণে গোয়ালপাড়ায় শ্রীল গুরুদেব শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত প্রচারপার্টিতে যাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ মাধবানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীমদ্ রথারূঢ় দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীল গুরুদেব বৈষ্ণবগণসহ রাধামোহন প্রভুর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। স্থানীয় হরি-সভায় যে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীক্ষীরোদ সেন মহোদয়। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন, মেচপাড়া এষ্টেটের প্লীডার শ্রীপ্রিয়কুমার গুহরায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় শ্রীধীরেন্দ্র কুমার গুহরায়ের পুত্র শ্রীকামাখ্যাচরণের (—যিনি পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী এবং তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছেন) শ্রীমদ্ রাধামোহন প্রভুর গৃহে শ্রীল গুরুদেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীকামাখ্যাচরণ ও তাঁহার বন্ধু দেবব্রত (রবি) তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সুনিশ্চিত পথনির্দ্দেশের প্রার্থনাযুক্ত অন্তঃকরণের সহিত রাধামোহন প্রভুর গৃহে খট্টোপরি উপবিষ্ট শ্রীল গুরুদেবকে প্রণাম করিলে শ্রীকামাখ্যাচরণ শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদবর্ষণ হইতেছে, এইরূপ অনুভব করিয়া পুলকিত হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের নিকট তিনি এইরূপ একটি প্রশ্ন করিলেন—'হরিনাম করিতে করিতে এইরূপ মনে হয় একটুকু বাদেই ভগবানের দর্শন হইবে, তখন সংসারে যাহাদের প্রতি প্রীতিসম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় সেই সময় হরিনাম বন্ধ হইয়া যায়, যাহাতে সেই সময়ও হরিনাম বন্ধ না হয়, তাহার জন্য আপনার উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি।'

যদিও প্রশ্নটি স্বল্পমেধাপ্রসূত গুরুত্বরহিত, তথাপি শ্রীল গুরুদেব উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রশ্নের প্রশংসা করিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন, একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন—'একটি দুর্গন্ধযুক্ত পচা ডোবার ন্যায় পুষ্করিণীতে কতকগুলি পাতিহাঁসের বিহারস্থান ছিল। তাহারা সেই পচা ডোবায় শামুক, গুগ্‌লি, কেঁচো, চিংড়ি এইসব পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত। একদিন তাহারা দেখে আকাশে বহু উচ্চে তাহাদের কতকগুলি জাতভাই হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। তাহারা দেখিতে খুব সুন্দর, তাহাদের পালকগুলি চিত্রবিচিত্র অতীব মনোরম এবং আকারেও অনেক বড়। পাতিহাঁসগুলির মনে এইপ্রকার আক্ষেপ হইল, আকাশে উড্ডীয়মান হাঁসগুলি যে স্থানে থাকে, নিশ্চয়ই সেই স্থান অতীব রমণীয়, তাহারা যদি সেখানে থাকিতে পারিত, তাহাদের চেহারাও সুন্দর হইত এবং তাহারা পরম সুখী হইতে পারিত। আকাশে উড্ডীয়মান হাঁসগুলি জাতিতে রাজহংস, সমুদ্রে গিয়াছিল, এখন মানস সরোবরে ফিরিয়া যাইতেছে। পাতিহাঁসগুলি অত্যন্ত করুণভাবে রাজহংসগুলির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলে একটি

রাজহংসের পাতিহাঁসগুলির দুরবস্থা দেখিয়া দয়া হইল। রাজহংসটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূমিতে অবতরণ করিলে তাহার অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড রমণীয় চেহারা দেখিয়া পাতিহাঁসগুলি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পাতিহাঁসগুলি রাজহংসকে প্রার্থনা করিল তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য। রাজহংস বলিলেন, তাহাদিগকে দুর্গন্ধস্থান হইতে উদ্ধারের জন্যই তিনি আসিয়াছেন। রাজহংস পাতিহাঁসগুলিকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য বলিলে পাতিহাঁসগুলি তদুত্তরে জানাইল, তাহাদের বেশী উড়িবার শক্তি নাই। রাজহংস তখন তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাহাদিগকে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিতে বলিল। পাতিহাঁস-গুলি তখন চিন্তিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা করতঃ রাজহংসকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি যেখানে তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন, সেখানে তাহাদের জীবিকোপযোগী—শামুক, গুগলি, কেঁচো, চিংড়ি আদি খাদ্য পাওয়া যাইবে কি না? রাজহংস তদুত্তরে বলিলেন, তাঁহারা হিমালয়ে মানস সরোবরে থাকেন, সেখানে এইজাতীয় কদর্য্যবস্তু পাওয়া যায় না, তাঁহারা সেখানে পদ্মের মৃণাল ভক্ষণ করেন। পাতিহাঁসগুলি তাহা শুনিয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, তাহা হইলে তাহারা সেখানে কি খাইয়া বাঁচিবে? তাহারা যাইতে স্বীকৃত হইল না। পাতিহাঁসগুলির ইতর আসক্তিই তাহাদের রমণীয় স্থানে যাওয়ার বাধা হইল। তদ্রূপ ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াসৃষ্ট নশ্বরদেহ এবং দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের প্রতি আসক্তিই ভগবানের নিকট যাইবার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়। ভগবান্ নির্গুণ মঙ্গলময় পরমানন্দস্বরূপ এবং তিনি যেখানে থাকেন, সেই ধামও তদ্রূপ। সেখানে নাশবান্ কদর্য্যবস্তুর অধিষ্ঠান নাই। যাহারা ভগ-বদিতর বস্তুর আসক্তি ছাড়িতে পারে না, ভগবদিতর বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহারা কখনই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ ও মায়া দুইটী বিপরীত বস্তু। সাধুসঙ্গের দ্বারা ইতর চাহিদার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের যথার্থ মঙ্গল হয় না। 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥' —(ভাঃ ১১।২৬।২৬) 'অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু-উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন।'

শ্রীমদ্ রাধামোহন প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। তিনি দীক্ষিত হওয়ার পর 'শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী' এই নামে শ্রীগৌড়ীয় মঠে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়ার পর তিনি শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী নামে গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হইলেন। তাঁহার ভজননিষ্ঠা এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে পারঙ্গতি দেখিয়া গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ভক্তগণ তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি গোয়ালপাড়া শহরের স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট 'রামমোহন দা' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীকামাখ্যাচরণের (শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থের) পূর্ব্বাশ্রমের খুল্লতাতের সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন বলিয়া গ্রাম্য সম্বন্ধেও তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য যে প্রকার স্নেহ প্রদর্শন ও যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থের গৌড়ীয় মঠে আসার মূলে তিনি বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুরূপে ছিলেন। তাঁহাকে তজ্জন্য অনেক কটূক্তি সহ্য করিতে এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে শ্রীকামাখ্যাচরণের যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহার উত্তর রাধামোহন প্রভুর গৃহের ঠিকানায় আসিত। রাধামোহন প্রভুর ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিণী এবং পরিজনবর্গের স্নেহঋণ অপরিশোধনীয়। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার স্নেহপূর্ণ কৃপাশীর্ব্বাদ-পত্রে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থের প্রশ্নের উত্তরপ্রদানমুখে সংশয়সমূহ নিরসন করতঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থ অধ্যয়নের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। জৈবধর্ম্ম গ্রন্থপাঠে শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থের বহু-দিনের সঞ্চিত সংশয়সমূহ দূরীভূত হয়। শ্রীল গুরুদেব নিবৃত্তিমার্গানুগামী একান্ত পারমার্থিক জীবনের পক্ষে সরকারী চাকুরী গ্রহণ অনুচিত ; কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে গৃহে থাকিয়া ভজনের ইচ্ছা হইলে সরকারী চাকুরীর

সুযোগ গ্রহণ সমীচীন, এইরূপ উপদেশও পত্রে প্রদান করিলেন। গৃহের পরিবেশে থাকিয়া ভজন সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

পরম গুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য মঠ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও সপার্ষদে গোয়ালপাড়া শহরে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তদাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমন্ নিমানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী হুলুকান্দা পাহাড়ের উপরে রমণীয় স্থানে "শ্রীপ্রপন্নাশ্রম" নামে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছিল। উপযুক্ত সেবকাভাবে এবং নানাপ্রকার অসুবিধাহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠানটি লুপ্ত হইয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে শ্রীশরৎ কুমার নাথ গোয়ালপাড়ায় মঠ সংস্থাপনের জন্য গৃহাদিসহ জমি দান করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল প্রভুপাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীল গুরুদেব উহা গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটি শাখা সংস্থাপন করিয়াছেন।

হাউলি বন্দরে শ্রীল গুরুদেব

শ্রীল গুরুদেব গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ জেলার ভক্তগণের আহ্বানে যে যে স্থানে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিজনী, ভাটিপাড়া, হাউলী, বরপেটা স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য। হাউলীতে এক মহতী ধর্ম্মসভায় হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে আশঙ্কা হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণের প্রথমেই 'যদি কাহারও মধ্যে কোন প্রশ্নের উদয় হয়, তিনি ভাষণকালে প্রশ্ন না করিয়া সভার শেষে প্রশ্ন করিবেন, প্রশ্নের উত্তরের জন্য সভার শেষে ১৫।২০ মিঃ সময় দেওয়া হইবে'—শ্রোতৃবৃন্দের নিকট এইরূপ নিবেদন করিলেও একজন মৌলবী ভাষণ প্রদানকালে মাঝপথে প্রশ্ন করিলেন—'আত্মা পরমাত্মা কেহ দেখেছে কি? আপনি আত্মা পরমাত্মার কথা ব'লে দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন না ইহার প্রমাণ কি?' মৌলবী সাহেব নিয়ম-বহির্ভূতভাবে প্রশ্ন করায় শ্রোতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল গুরুদেবকে প্রশ্নের উত্তর দিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিলে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহার উত্তর নাই, এইরূপ মনে করিতে পারে বিচার করিয়া শ্রীল গুরুদেব সভাতেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। মৌলবী সাহেবের হাতে একটি গ্রন্থ ছিল। শ্রীল গুরুদেব মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার হাতের গ্রন্থের নাম কি? মৌলবী সাহেব গ্রন্থকে কিতাব বলেন এবং কিতাবের কি একটা নাম বলিলেন। বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি অনেক ভাষা শ্রীগুরুদেবের জানা ও তাঁহার চক্ষুও ঠিক থাকা সত্ত্বেও তিনি কিতাবের ঐ নাম দেখিতে পাইতেছেন না কেন, মৌলবী সাহেব যে ধোঁকা দিতেছেন না তাহার প্রমাণ কি,—শ্রীল গুরুদেব ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎশ্রবণে মৌলবী সাহেবের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ কিতাবটি ভালভাবে দেখিয়া মৌলবী সাহেব কিতাবের যে নাম বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, উহা সমস্বরে গুরুদেবকে জানাইলেন। গুরুদেব তদুত্তরে তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে একযোগে ধোঁকা দিতেছেন, এইরূপ বলিলেন। মৌলবী সাহেব কিছুটা বিস্মিত হইয়া শ্রীল গুরুদেব কি দেখিতেছেন, তাঁহার ঐরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি, জানিতে চাহিলেন। শ্রীল গুরুদেব বলিলেন, তিনি একটী কাক কালিতে বসিয়া পরে কাগজের উপর বসিয়াছিল, কাকের পায়ের চিহ্ন দেখিতেছেন। মৌলবী সাহেব শ্রীল গুরুদেবের ঐরূপ মন্তব্য শুনিয়া অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর করিলেন—তিনি নিশ্চয়ই উর্দ্দু জানেন না। শ্রীল গুরুদেব তদুত্তরে উর্দ্দু জানেন না, স্বীকার করিলেন। মৌলবী সাহেব তখন বলিলেন, তাহা হইলে তিনি কি করিয়া উর্দ্দু বহির লেখা বুঝিতে পারিবেন? উর্দ্দু-ভাষা তাঁহাকে শিখিতে হইবে, তাহা হইলে তিনিও দেখিতে পাইবেন। শ্রীল গুরুদেব মৌলবী সাহেবের কথার

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্‌-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৫শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৯২
৪ মাধব ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, বুধবার, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮৬ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৯৩ পৃষ্ঠার পর]

প্রপঞ্চে উদিত সকল আচার্য্যই ভগবদ্‌বস্তুকে 'সম্বন্ধ', ভগবৎসেবাকে 'অভিধেয়' এবং ভগবৎপ্রীতি-কেই 'ফল'রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের অধস্তনগণ সেইসকল কথায় অন্যাভিলাষ-মিশ্রা, কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা সেবাকে সাধনাত্মক অভিধেয়-রূপে গ্রহণ করায় ফলকালে নিত্যভক্তির অধিষ্ঠান বিস্মৃত হইবার ছলনা দেখাইয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মার নির্ম্মলা বৃত্তি 'ভক্তি' আচ্ছাদিত হওয়ায় শ্রীব্যাসদেবের নিজ-গুরূপদেশের সহিত উহা অমিল হইয়া পড়ে, এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেবের বাস্তব-বস্তুর নির্ম্মল দর্শনে আমরা অবগত হই যে,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের সাধ্য-সাধন-বিচার-প্রণালীতেও ভাগবতের এই পরম সত্য প্রাপ্ত হই। এজন্যই আমাদের কোন পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষানু-সরণে—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

এই শ্লোক-মুখে সাধ্যসাধন-বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রেমা—প্রাপ্যাধিকারের সকল প্রাপ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা লাভ করিতে হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লিপ্সু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই একমাত্র সম্বল। এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই আ-জন্মমরণকাল আমাদের সহায়। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভগবানের অচিচ্ছক্তি-পরিণত-জগতে বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। এই অচিচ্ছক্তি-পরি-

ণামই প্রতিকূলভাবে আমাদের অভিনিবেশ বর্দ্ধন করে এবং উত্তরোত্তর অচিচ্ছক্তি-পরিণত বস্তু ব্যতীত অন্য-কোন বস্তুর সন্ধান আমরা পাই না। কিন্তু ঔদার্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের কল্যাণ-বিধানের নিমিত্তই এই অসীম, পরিচ্ছন্ন, কালক্ষোভ্য সংসারে তাপত্রয়ের বিধান করিয়া স্বয়ং সেই তাপত্রয়ের উন্মীলন-সাধক শ্রীব্যাসদেব-কথিত শ্রীভাগবত-গানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার, স্বীয় পার্ষদ শিক্ষক-সম্প্রদায়ের অভাবাদি পূরণ করিবার জন্য স্বয়ং আচার্য্যের বেষে স্বীয় ভজনমুদ্রা অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-লিখিত চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গের এবং তন্মধ্যে নবধা ভক্তিরই প্রাধান্য বর্ত্তমান; আবার, তদপেক্ষা পাঁচপ্রকার সেবাই অধিকতর ফলপ্রদ, তন্মধ্যে আবার শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র অপরিহার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ, অপর-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইলেও শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হন। শ্রীভগবদ্ বাণীতে যে শ্রীনামের সেবারূপ কীর্ত্তন প্রচারিত হয়, তাহা শ্রবণ-মুখেই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদিমুখে শ্রীরূপদর্শন, গুণগ্রহণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্যোপলব্ধি ও লীলাবস্থিতিরূপ বিবিধ বৈচিত্র্যময় নিত্যসেবা-কার্য্যে আমাদিগকে অবস্থিতি করায়। তৎকালে আমরা নশ্বর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি প্রদেশে অবস্থান করি। তথায় আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর অস্থি, মাংস, মজ্জা ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যসমূহ সঙ্গে লইয়া যাই না। এই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি-লাভের একমাত্র সাধনই বৈকুণ্ঠ-নামকীর্ত্তন। বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম মায়িক-নামের সহিত তুল্য-পর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে।

প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তু বা ভাবের পরিচয়-প্রদান-কারি-সংজ্ঞা বা নাম ও বৈকুণ্ঠ-নির্দ্দেশক শ্রীনাম—পরস্পর শক্তিগত সামর্থ্যে পৃথক্। বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম—শ্রীনামীর সহিত অভিন্ন, কিন্তু মায়িক নামসমূহ—চক্ষুঃ প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাব-দ্বারা সমর্থন-যোগ্য বস্তু হইতে ভিন্ন। বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, সচ্চিদানন্দরসবিগ্রহ ও চিন্তামণি, আর মায়িক সংজ্ঞাসমূহ—অনিত্য, অপূর্ণ, বদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন, অশুদ্ধ ও খণ্ডিত। সুতরাং বৈকুণ্ঠ শ্রীনামকে যদি কেহ মায়িক খণ্ডিত নশ্বর বস্তুর নির্দ্দেশক নামমাত্র জ্ঞান করেন, তাহা হইলে ঐ ধারণা শ্রীনাম-ভজনে অন্তরায় উপস্থান করিবে। ইহাকেই শ্রীগৌরসুন্দর 'নামাপরাধ' বা 'বৈষ্ণবাপরাধ' বলিয়াছেন। যেরূপ অলব্ধজ্ঞান শিশু অভিজ্ঞ অভিভাবকের হিতোপদেশ বাক্য অবহেলা করিয়া প্রচুর ক্লেশ পায়, তদ্রূপ ভক্তি-পথে বিচরণশীল জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে অনাদর করিয়া অপর দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিকে আচার্য্য-জ্ঞানে অনুগমন করিলে তাঁহার নিত্য-মঙ্গলের পথে কণ্টকই আরোপিত হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

শ্রীনামভজন-কালে যে সকল অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে সেব্যের প্রতি সেবকের বৈপরীত্য-বুদ্ধিনাম্নী ভোগপিপাসা ও মুক্তিপিপাসা প্রধান অন্তরায়রূপে বাধা দেয়। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রপঞ্চে ঔদার্য্য-লীলাভিনয়ই আমাদের সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য এবং সেই মহাজন-পথই সর্ব্বথা অনুসরণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত (১১।২৩।৫৮),—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাম-
ধ্যুষিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

এই শ্লোক ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধনের আদর করিতে গেলে আমাদের বৃথা সময় নষ্ট হইবে মাত্র।

আমরা ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের প্রচার প্রণালী অবলম্বন করিয়াই কীর্ত্তন-পথে অগ্রসর হইব,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৯৫ পৃষ্ঠার পর]

শুদ্ধজীবের স্থানীয় ও কালিক সত্তা আছে কি না এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই চিদাভাসনিষ্ঠ,—চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে প্রকৃতি শব্দে কেবল ভূতসকলকে বুঝায় এমত নয়, কিন্তু ভূত, তন্মাত্র ও চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্তাক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায় উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্ত্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে সকল সত্তা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্তাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্তা দোষপূর্ণ অতএব শুদ্ধ দেশ কাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশকাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে, ইহাই দেশ কালতত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার। শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না। শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটী শুদ্ধ দেশকালনিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্তা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব সত্তে, আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়; নিশ্চিত অবস্থান সত্তে, কোন শুদ্ধাত্মক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছা-শক্তি, বোধ-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইত্যাদি, শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না, কেননা উহা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূল দেহে করণ সমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূল দেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণ সমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রভেদ এই যে, স্থূল দেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তু মাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে, অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ, শুদ্ধাহংকার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ সত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাস রূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ আনন্দ বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়াপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তি প্রভাব বিশেষ। যেমন জীবসম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্বসদ্গুণ-সম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সেই সুন্দর

স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দ প্রকাশ, বৈকুণ্ঠের পরমশোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধ চিদ্‌গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন, এবং বদ্ধ জীবগণ ব্রজবিলাস ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে জীবস্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম স্বরূপ নারায়ণে ঐ পঞ্চাশটী গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আর দশটী গুণ তাঁহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দ প্রকাশ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্টি গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, ভগবচ্ছক্তি প্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৯৮ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ এরূপ অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তত্ত্ব যে, চিজ্জগতে তাঁহার সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্ম এক অপূর্ব্ব চিৎসামঞ্জস্যের সহিত অপূর্ব্ব চিৎসৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। "তিনি যুগপৎ সরূপ ও অরূপ, বিভু ও মূর্ত্তিমান্, নির্লেপ (যিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নন—নির্লিপ্ত—আসক্তিশূন্য) ও ক্রিয়াময়, অজ ও নন্দাত্মজ, সর্ব্বারাধ্য ও গোপ, সর্ব্বজ্ঞ ও নরভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও সীমাবান্, অত্যন্ত দূরস্থ ও নিকটস্থ, নির্ব্বিকার ও গোপীদিগের মানে ভীত—এইপ্রকার অসংখ্য পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে, শ্রীকৃষ্ণধামে ও শ্রীকৃষ্ণলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জসভাবে চিল্লীলাপোষক। ইহাই শক্তির অচিন্ত্যত্ব।"

শ্বেতাশ্বতর (৩।১৯) উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥"

[অর্থাৎ "সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান্ এবং সর্ব্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত হস্তপদযুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞেয় বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মাপিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্ত-চরণ-চক্ষুঃকর্ণযুক্ত চিন্ময় রূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীমবুদ্ধি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্ব্বকারণকারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।"]

ঈশোপনিষদে ৫ম ও ৮ম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥"৫॥

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম-
স্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্য-
তোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥"৮॥

অর্থাৎ স (সেই পরমাত্মা) পর্য্যগাৎ (সর্ব্বব্যাপী), শুক্রম্ (শোকরহিত—শুদ্ধ), অকায়ম্ (প্রাকৃত স্থূল ও লিঙ্গ শরীররহিত), অব্রণম্ (অচ্ছিদ্র অর্থাৎ পূর্ণ, কর্ম্মজন্য শরীরের অভাববশতঃ অক্ষত), অস্নাবিরং (স্নাবা অর্থাৎ শিরারহিত), শুদ্ধম্ (অজ্ঞানাদি দোষরহিত—উপাধিশূন্য), অপাপবিদ্ধম্ (মায়াতীত—ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পর্কশূন্য), কবিঃ (সর্ব্বজ্ঞ—সেই পরমাত্মা প্রাকৃত কায় প্রভৃতি রহিত হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে জগৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন, ইহাই কবি ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা বোধিত হইতেছে), মনীষী (জীবের মন প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা), পরিভূঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা), স্বয়ম্ভূঃ (স্বপ্রকাশ—স্বয়ংই প্রকাশশীল), তিনি শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া অর্থাৎ নিত্যকাল), যাথাতথ্যতঃ (যথার্থ স্বরূপে—সত্যস্বরূপে)

অর্থাৎ (কার্য্যপদার্থ প্রপঞ্চ) ব্যদধাৎ (সৃষ্টি করিতেছেন)।

তলবকার বা কেনোপনিষদে (৩।৬) সেই স্বচ্ছন্দ-শক্তি ভগবানের অপূর্ব্বসুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে—অবতীর্ণ হইবার কথাও উল্লিখিত আছে। ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ ভগবৎকৃপায় অসুরদলনে সমর্থ হইলেও পরে অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া পরস্পরে নিজ নিজ সামর্থ্যবিষয়ে দর্প প্রকাশ করিতে থাকিলে পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ এক অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হন। ইন্দ্র তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণার্থ প্রথমে অগ্নি ও পরে বায়ুকে প্রেরণ করেন। শ্রীভগবান্ তৎকৃপাপেক্ষাশূন্য তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তির অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদনার্থ তদুভয়সমীপে একটি শুষ্ক তৃণ ধারণ করেন। অগ্নি ও বায়ু তাঁহাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণটি পোড়াইতে বা উড়াইতে অসমর্থ হন, তখন ইন্দ্র নিজে ঐ জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পুরুষের তত্ত্বনিরূপণার্থ উদ্যত হইলে সেই পুরুষটি সহসা অন্তর্হিত হন। ইন্দ্র হতভম্ব হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃক্‌পাত করিতেছেন, এমন সময়ে আকাশমার্গে বিমানযোগে সমাগতা হৈমবতী উমা দেবীকে দর্শন করতঃ ইন্দ্র দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক তৎসমীপে ঐ পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হন। দেবী কহিলেন—তিনিই একমাত্র সর্ব্বোপাস্য বননীয় বা ভজনীয় তত্ত্ব, তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ইত্যাদি। সুতরাং অনন্ত অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তত্ত্ব লীলাময় শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাক্রমে অচিন্ত্যসুন্দর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া জীবের সহিত লীলা করেন। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব পরমতত্ত্বই রস। রসময় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তকে এইরস বা চিদানন্দ প্রদান করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ব্রহ্মানন্দবল্লী ৭ম অনুবাকে) স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

"যদ্বৈতৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।"

উক্ত ৭ম অনুবাকের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে—'অসদ্‌বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে।' ইতি। অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এই ব্যক্ত জগৎ (ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম-স্বরূপ) উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম আপনাকে পুরুষরূপে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করিলেন; তজ্জন্য সেই পুরুষরূপকে ['সুকৃতম্' (সুষ্ঠু কৃতম্) উচ্যতে (ঋষিভিঃ)] 'সুকৃত' বলা হয়। যিনি সেই সুকৃত-স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তাহা হইলে এই সংসারে কে জীবনধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত? তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

এমন যে রসময় আনন্দময় বস্তু ভগবান্, তাঁহাকে বহির্ম্মুখ জীবগণ দর্শন করিতে পারে না। কঠোপ-নিষদে (২।১।১) উক্ত হইয়াছে—

"পরাঞ্চি যানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ
পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত-
চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।"

অর্থাৎ "সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য জীব বাহ্যবিষয় দর্শন করিয়া থাকে। বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তিনিবন্ধন তাহারা নিজ নিজ অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, তিনি বহির্ম্মুখ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অন্তরস্থ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন।"

শ্রীকৃষ্ণনামরূপাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন, জিহ্বাদি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়সমীপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত নামরূপগুণলীলাদিসহ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া থাকেন।

তাঁহার চরাচর বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদনকারী অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী অপ্রাকৃত রসমূর্ত্তি সম্বন্ধে গোপালতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—

"গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।।"

অর্থাৎ গোপবেশ, নির্ম্মল পদ্মপলাশলোচন, মেঘের ন্যায় শ্যামচিক্কণ আভাযুক্ত, বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় পীতবর্ণ-বসনপরিহিত, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাসম্বলিত

(জ্ঞানমুদ্রাঢ্য পাঠান্তরে 'সম্বেত্রা' অর্থ), গলদেশে বনমালাবিলম্বিত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে (চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেরিতি'—চিত্তদ্বারা যিনি চিন্তা করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন ।)

কঠোপনিষদেও (২।২।১৩) উক্ত হইয়াছে—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ।।"

অর্থাৎ যিনি নিত্য বাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যে পরম নিত্য বা পরম সত্যবস্তু, চেতন জীবসমূহের মধ্যে যিনি চৈতন্যবিধায়ক মুখ্য চেতনবস্তু, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র এক অদ্বিতীয় যে পরমেশ্বর বহুলোকের কাম্যবস্তু বা অভিপ্রেতবিষয় বিধান বা ব্যবস্থা করেন, আত্মস্থ অর্থাৎ শরীরমধ্যে হৃদয়াকাশে বিরাজমান সেই পরমেশ্বরকে যে সকল আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আচার্য্য ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা উপাসনার ফলে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহাদিগেরই চিরন্তনী শান্তি বা নিত্যসুখ লাভ হইয়া থাকে, অনাত্মদর্শীদিগের তাহা হয় না। তাঁহাদিগকে বার বার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

ঐ কঠে (১।২।২৩) শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত-
স্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ।।"

অর্থাৎ এই পরমাত্মা শাস্ত্রব্যাখ্যা রূপ বহু বাক্যবিন্যাসদ্বারা লভ্য নহেন, প্রজ্ঞা বা তর্ক দ্বারাও বোধ্য নহেন, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা বহুবার শাস্ত্র শ্রবণদ্বারাও লভ্য নহেন, তবে তিনি যাঁহার ভক্তিদ্বারা তুষ্ট হইয়া যাঁহাকে দয়া করিয়া দর্শন দিতে চাহেন বা যাঁহাকে স্বীয়ত্বে বরণ করেন, সেই ভগবৎপ্রিয় ভাগ্যবান্ কর্ত্তৃকই শ্রীভগবান্ লভ্য বা দর্শনীয় হন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-পাত্র সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকটই এই পরমাত্মা পরমেশ্বর তাঁহার নিজ-তনুস্বরূপ—মূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকেন। ভগবৎ কৃপা ব্যতীত কেহই সেই দুরবগাহ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। এইরূপ শ্রুতিমন্ত্র মুণ্ডকেও (৩।২।৩) পাওয়া যায়।

একমাত্র নিষ্কপটে শরণাগত ব্যক্তিই শ্রীভগবানের কৃপালাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪২) উক্ত হইয়াছে—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্ ।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ।।"

[অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারহিত হইয়া— 'জ্ঞান কর্ম্মাদি নিরপেক্ষতয়া'—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ) শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত জনগণই শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হন। সেই এই শ্রীভগবান্ অনন্ত (যেষাং দয়য়েৎ—যান্ প্রতি দয়াং কুর্য্যাৎ) যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহারাই এই দুরতিক্রমণীয়া দৈবীমায়া অতিক্রম করিতে পারেন। এষাং অর্থাৎ এই সকল নিষ্কপট ভগবচ্চরণাশ্রিত ভক্তগণের কুক্কুরশৃগালভক্ষ্য নিজদেহে বা তৎসম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদি দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি থাকে না।]

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১০।১৪।২৮) ব্রহ্মস্তবে উক্ত হইয়াছে—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্ ।।"

[অর্থাৎ হে দেব. হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণা কণামাত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন, তদ্ব্যতীত আপনার কৃপাবঞ্চিত অন্য কোন ব্যক্তিই অশ্রৌত বা তর্কপন্থায় দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও তাহা জানিতে সমর্থ হন না।]

এইরূপে দেখা যাইতেছে—শ্রীভগবানের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব কেহই জানিতে পারেন না। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিয়া জানান, তিনিই তাহা জানিতে পারেন। তচ্চরণে শরণাগত ভক্তই তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র যোগ্য পাত্র, ভ্রম (অসত্যে সত্য বা সত্যে অসত্য বুদ্ধি), প্রমাদ (অনবধানতা বা অমনোযোগিতা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা দোষ) ও বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা—আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা)—মায়াবদ্ধ জীবমাত্রই এই দোষ-

চতুষ্টয় দুষ্ট। স্বয়ং শ্রীভগবান্ ও তৎকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তকে ঐসকল দোষ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। এজন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখে শ্রবণ না করিলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য কখনই উপলব্ধির বিষয় হইবে না, পরন্তু বিপরীতার্থবোধক বেদবিরুদ্ধ মতবাদে প্রবিষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইবে। 'ব্রহ্ম' শব্দে অভিধা বা মুখ্য অর্থে অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব ভগবান্‌কেই বুঝায়; কিন্তু শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ সেই পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীভগবানের চিদ্‌বিভূতি, চিদাকৃতি প্রভৃতিকে তাঁহাদের মায়াবাদীয় ভাষ্যমেঘে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে (শ্রীভগবান্‌কে) নিরাকার নির্ব্বিশেষাদিরূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য সচেষ্ট হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু তাই শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ—সব চিদাকার।
চিদ্‌বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ দেহ, তাঁর স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর (শঙ্করাচার্য্যের) দোষ নাহি,
তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥

—চৈঃ চঃ আ ৭।১১১-১১৭, ১২০

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর কৃপায় আমাদের পরমশুভদা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা সপরিকর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃতা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে পঞ্চবিংশতিতম বর্ষ অতিক্রম করিতে যাইতেছেন। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Silver jubilee—the twentyfifth anniversary অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতম বর্ষপূর্ত্তি আনন্দোৎসব বা 'রজত-জয়ন্তী' বলে। পঞ্চাশত্তম (fiftieth) বর্ষপূর্ত্তি উৎসবকে বলে—Golden jubilee এবং ষষ্ঠিতম (sixtieth) বর্ষপূর্ত্তি উৎসবকে বলে Diamond jubilee বা হীরক জয়ন্তী—the celebration of a sixtieth anniversary. ইহুদীগণের দাসত্বমোচনের উৎসব প্রতি পঞ্চাশ বৎসরে পালিত হয়।

এই পত্রিকার প্রবর্ত্তক পরমপূজনীয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ প্রকট থাকিলে আজ তিনি কতই না আনন্দোৎসব করিতেন। অবশ্য তিনি অপ্রকটকালেও প্রকটলীলা করিয়া পরোক্ষে আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনসেবার প্রেরণা জাগাইতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্য প্রভুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অনন্তশ্রীবিমণ্ডিত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়তম অধস্তন নিজজন তিনি, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত তৎপ্রবর্ত্তিত পত্রিকার ভাবগাম্ভীর্য্য—রসমাধুর্য্য-মর্য্যাদা সংরক্ষণমুখে তন্মনোজ্ঞ সেবাপারিপাট্যবিধান দ্বারা তাঁহার সুখসম্পাদন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার কৃপাপ্রার্থী।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের পরম প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর ভক্তরাজ উদ্ধব বারম্বার বলিয়াছিলেন—আমি সেই অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিত শ্রীহরি-অনুরাগিণী নন্দব্রজরমণীগণের পাদরেণু নিরন্তর বন্দনা করি, যাঁহাদের

হরিকথোদ্‌গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ঐকান্তিকী কৃপা ব্যতীত সেই শ্রীহরি-অনুরাগ কি করিয়া লাভ হইবে? শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'র প্রথমেই শিক্ষা দিয়াছেন—পরমদয়াল শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের কৃপা ব্যতীত কখনও জড়সংসারবাসনা তুচ্ছ হয় না, জড় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাত্মক জড়বিষয়-বাসনা-ত্যাগ ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না, 'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিতে শরীর পুলকিত হয় না, নেত্রে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় না, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনাদিপূর্ণ জগদ্ দর্শন করা চক্ষুর্দ্বারা চিন্ময়ধাম বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য দর্শন হয় না, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথপাদপদ্মসান্নিধ্যও পাওয়া যায় না, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বে রতিমতি জাগে না, যুগলভজনলালসার উদয় হয় না। পরম সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম ভগবৎকৃপায় এবার সুখলভ্য হইলেও ভগবদনুরক্ত ভক্তসঙ্গাভাবে তাহা শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন বঞ্চিত হইয়া বিফল হইয়া যায়, ভক্তীতর পথানুগামী অসৎসঙ্গে পড়িয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। এজন্য শ্রীভগবচ্চরণে তদীয় শুদ্ধভক্তসঙ্গই আমাদের মনুষ্য-জীবনের একান্ত প্রার্থনীয়। কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ-শূন্য, ভুক্তি (ঐহিক ও পারত্রিক অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগাকাঙ্ক্ষা)-মুক্তি (ভগবানে মিশিয়া যাইবার দুর্ব্বাসনা)-সিদ্ধি (যোগিজনপ্রাপ্য অষ্টাদশ বা অষ্ট সিদ্ধি কামনা)-কামনাদি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাশূন্য, অসুরজনোচিত প্রতিকূলোপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুকূল ভাবে—কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত যে কৃষ্ণানুশীলন—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা, তাহারই নাম—শুদ্ধা ভক্তি। সেইরূপ ভক্তিমান্ শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর হইলেই কৃষ্ণে শুদ্ধ প্রেমোদ্গম সম্ভাবিত হয়। কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতির নামই প্রেম। সেই প্রীতির মধ্যে কোন আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে শুদ্ধপ্রেম বলা যাইবে না। সেই বিশুদ্ধপ্রেমই মনুষ্য-জীবনের চরম পরম কাম্য।

শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত হইয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্বই শিক্ষণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধানাথ বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই আরাধ্য বা উপাস্য তত্ত্ব, ব্রজবধূশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানু রাজনন্দিনীর কৃষ্ণানুরাগময়ী আরাধনাকেই একমাত্র উপাসনা, সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ-শিরোমণি এবং পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকেই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাসারই শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার নিত্য আলোচ্য বিষয়।

আজ সমগ্র বিশ্বে বিশ্বম্ভর শ্রীভগবান্ গৌরহরির পঞ্চশত বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজার বিরাট্ আয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে। মহাপ্রভুর জয় জয়ধ্বনিতে আজ দিগ্‌দিগন্তের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতেছে। কিন্তু যে পূজা যত শুদ্ধভক্তিমূলে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা সহকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই পূজাতেই পূজ্যবস্তু তত আনন্দ অনুভব করিতেছেন। শ্রীভগবান্ অদ্বৈতাচার্য্য চোখের জলে বুক ভাসাইয়া একগণ্ডুষ জল ও একটি তুলসীদলে যে পূজা করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমাকৃষ্ট হইয়া শ্রীশচীজগন্নাথ মিশ্রসুতরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে অহিন্দুগণের অত্যাচার অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল—চরম সীমায় উঠিয়াছিল,—হিন্দুগণকে অতি বিনীত ভাবে অহিন্দু কালেক্টরকে কর দিতে হইত। যদি সেই কালেক্টর ইচ্ছা করিতেন, তাহাদের মুখমধ্যে থুথু দিতে, সেইসকল হতভাগ্য হিন্দুকে অম্লানবদনে হাঁ করিতে হইত, স্পর্শদোষ বা জাতিনাশের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার কোন অধিকার তাহাদের ছিল না। সেই সকল অত্যাচারিত হিন্দু চিরতরে জাতিচ্যুত—সমাজচ্যুত হইত। বেশী অত্যাচার হইত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপর, ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িয়া দিত, মুখে থুথু দিত, বৈষ্ণবের গলার মালা ছিঁড়িয়া দিত ইত্যাদি। এইরূপ অসংখ্য অত্যাচারে হিন্দুসমাজ উৎপীড়িত—জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল।

হিন্দুসমাজের এইরূপ এক মহাদুঃসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার দুষ্ট দলনের একমাত্র অস্ত্র ছিল—নাম ও প্রেম। সুবুদ্ধি রায় যখন সমাজচ্যুত, তখন কাশীতে মহাপ্রভুই তাঁহাকে নামভজনের উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। কাজী উদ্ধারের অস্ত্রও ছিল ঐ নাম।

ব্রজপ্রেমরস আস্বাদন ও বিতরণই মহাপ্রভুর

অবতারের গূঢ় রহস্য। ভারহরণ কাল আসিয়া তাহাতে মিশিয়াছিল।

যে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণাবির্ভাব, সেই দ্বাপরান্তে কলির প্রারম্ভেই গৌরাবতার। এইরূপ গৌরকৃষ্ণ-প্রকটলীলা নিত্যকাল চলিতেছে। সত্যের ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ ও দ্বাপরের অর্চ্চন কলিতে সুষ্ঠুভাবে হইবার উপায় নাই। কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন, ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ যজনের ইচ্ছা হইলে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযোগেই তাহা বিধেয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল—৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ-কালে। সর্ব্ব নবদ্বীপ যখন নামসঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত, সেই নামের মধ্যেই মহাপ্রভু প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। নামকেই তিনি সাধ্য ও সাধন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীদামোদর স্বরূপ, শ্রীমুরারি গুপ্ত, রায় রামানন্দ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এবং পরবর্ত্তিসময়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বিদ্বৎকুলশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অনুভব লাভ করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম সমীপে মহাপ্রভু ষড়্ভুজ স্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি শতশত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার ভগবত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন। উড়িষ্যার প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর একটু কৃপাকটাক্ষ পাইবার জন্য কিরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচরিতামৃতের পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করিয়াছেন। অদ্যাপি উড়িষ্যার প্রায় গৃহেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ পরমাদরে সেবিত হইয়া থাকেন।

আজ সমগ্র বিশ্বে যেভাবে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির পূজা বিহিত হইতেছে, তাহাতে প্রেমাবতার গৌরকৃষ্ণ যে বিশ্ববাসী সর্ব্বজীবহৃদয়কেই আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নামপ্রেমই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র প্রাপ্য হউক, বিশ্বে সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হউক, হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য অপসারিত হউক, সকলেই পরস্পরে প্রেমালিঙ্গনরত হইয়া "নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব"—এই শ্রীমুখবাক্য অনুধাবন করুন, ইহাই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

কানাডা রাজ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব

[সুদূর পাশ্চাত্যে কানাডা রাজ্যের অণ্টারিয়ো প্রদেশান্তর্গত টরণ্টো মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ গান্ধীভবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের একাশীতি (৮১) তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা মহা-মহোৎসব]

বিগত (২৩ নভেম্বর শনিবার ১৯৮৫) কানাডা রাজ্যের টরণ্টো মহানগরীতে ৭২২নং ল্যান্সডাউন এভেনিউস্থ গান্ধীভবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের তথা শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ কর্ত্তৃক আয়োজিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এক মহান্ সমাবেশে শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্যদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের একাশীতিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে এই তিথিবরাকে এক বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ দিবস বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনসহ শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতালের বিপুল মাঙ্গলিক ধ্বনি গগন-পবন প্লাবিত করিয়া উত্থিত হইল।

ইতিমধ্যে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের

সুসজ্জিত সুন্দর একখানি আলেখ্যপট উচ্চবেদির উচ্চাসনে বিরাজমান ছিলেন। তদনতিদূরে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর আসন এবং অপরপার্শ্বে সভাপতির আসনে Toronto University-র Philosophy বিভাগের প্রধান অধ্যাপক Dr. Joseph T. O'Connell এর সহিত শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ। Mr. Geoffrey Givliano (জগন্নাথদাস) শুভবাসর উল্লেখ করিয়া সমাগত সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে কিছু সময় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইল।

শ্রীমঙ্গল মহারাজ মঙ্গলাচরণমুখে সর্ব্বপ্রথম শ্রীউত্থান-একাদশী তিথিবরার প্রশস্তিমুখে শ্রীদামোদর-উত্থান ও শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবের জয়গান করিলেন। অতঃপর সমাগত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে Reality-র (বাস্তব সত্যের) সম্মুখীন না হইলে আমাদের অর্থাৎ মানবজাতির কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। বাস্তব সত্য শিব, ব্রহ্মাদির ন্যায় অগাধ বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়েই মাত্র চিন্তিত হইলেও তদনুগত জনগণই মহাজন শব্দবাচ্য। তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের যাবতীয় অন্ধকাররাশিকে সমূলে বিদূরণ করিতে সমর্থ। যেরূপ অঙ্গারকে শত ধৌত করিলেও তাহার মলিনত্ব যায় না, পরন্তু অগ্নি-স্পর্শমাত্রেই তাহা নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ চির-অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীবের হৃদয়ান্ধকার বিদূরণে একমাত্র সত্যদ্রষ্টা মহাজনই সমর্থ; জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি কোনকিছুই তাহাতে সমর্থ নহে। আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ কেবল কর্ম্মীর গুরু, জ্ঞানীর গুরু বা যোগীর গুরুমাত্রই নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মহান্ শিক্ষক জগদ্‌গুরু মহাজন। কর্ম্মিগুরু শিষ্যগণকে প্রতি-ক্রিয়াশীল জগতের জন্ম-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, জ্ঞানিগুরু শিষ্যগণকে বৈরাগ্যসিদ্ধিতে কতকটা সহায়তা করিলেও তাহাদের নিরাপত্তাবিধানে সমর্থ নহেন, যোগিগুরু শিষ্যের চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতঃ তাহাকে মৃতবৎ চিরসমাধি প্রদানের গৌরবেই ক্ষান্ত হন, কিন্তু ভক্তগুরু শিষ্যকে শ্রীভগবৎপ্রেমের আস্বাদন করাইয়া তাঁহাকে যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার হস্ত হইতে চিরতরেই রক্ষা করেন। কর্ম্মের তিক্ততা, জ্ঞানের শুষ্কতা ও যোগের জড়তা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এহেন ভক্তগুরু ও ভক্তিমান্ শিষ্য শ্রীভগবৎপ্রেমলাভে ধন্যাতিধন্য হন। ভক্তগুরুর ভক্তি-মান্ শিষ্যের নিকট যেমন অদেয় কিছুই নাই, ভক্তিমান্ শিষ্যেরও তদ্রূপ ভক্তগুরুর নিকট অদেয় কিছুই নাই। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ও শ্রীগৌরহরির কথোপকথন এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য। "এই দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে······ কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতরস পান করাও তুমি এই চাহি দান", "কেবল মন্ত্র মাত্রই নহে, প্রাণ আমি সর্ব্বথা দিতে পারি যে তোমারে।" ইত্যাদি। ইহাই প্রেমের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের অন্বয়েই মাত্র শ্রীগুরু পরিচয়ের নিত্যতা, পূর্ণতা ও শুদ্ধতা। আমাদের শ্রীগুরুদেবের শ্রীগুরুদেব বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই শ্রীচৈতন্যাম্নায়ী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পরতত্ত্বের শেষসীমা হইয়াও তিনি ভক্তগুরুরূপে জীবজগৎকে কৃষ্ণভক্তিই শিক্ষা দিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্র হইতে তিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিকেই সর্ব্বতোভাবে অভিধেয়-রূপে স্থাপন, আচরণ ও প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রচার হইতেই প্রাণিমাত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিত্য-সিদ্ধাবস্থা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালীন সঙ্কেতে আমরা জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, তিনি বাল্যজীবনে স্বপ্নাবস্থায় জগদ্-গুরু শ্রীল নারদ গোস্বামীর দর্শন ও তাঁহা হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি সেই মন্ত্র স্মরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় পাগলের ন্যায় তদনুসন্ধানে তীর্থস্থান-সমূহে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তরাংশে শ্রীহরিদ্বার ক্ষেত্রে হিমালয়ের পাদদেশে সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় রত থাকাকালে তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, অনতিকালমধ্যেই তিনি শ্রীনারদাম্নায়ী শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। তীর্থ ভ্রমণান্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি সত্বরই তাঁহার নিত্যগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ তাঁহার সেবায় রত হন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর তিনি মাদৃশ অধম জীবগণের ত্রাতারূপে

দীর্ঘকাল জগদ্‌গুরুর কার্য্য করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার আচার আচরণ সম্পূর্ণ নিখুঁত ও শুদ্ধ ছিল। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণকুলে ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার কাঞ্চনপল্লীতে শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশৈবালিনী দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব ও জননীদেবী পরম সদাশয় ও ধর্ম্মপরায়ণ সজ্জন ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম শ্রীহেরম্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী। আমি তাঁহার শুভাবির্ভাব তিথিতে তাঁহার বরাভয়প্রদ রাতুল চরণকমল আপনাদের সমভিব্যাহারে বন্দনার সৌভাগ্য পাইলাম, ইহা অপেক্ষা আমার ভাগ্যের অধিক সীমা কি হইতে পারে? সকলকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

সভাপতির ভাষণ

প্রফেসর কর্ণেল তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন, "আমি আজ বিশ বছর যাবৎ শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজের সহিত পরিচিত। University-র কার্য্যব্যপদেশে হিন্দুধর্ম্মের বিষয় জানিবার আগ্রহে কলিকাতায় কিছুদিনের অবস্থানের মধ্যে আমি নিয়মিতরূপে শ্রীমন্ মাধব মহারাজের মঠে রাসবিহারী এভেনিউতে যাইতাম। মঙ্গল মহারাজ যে সকল কথা বলিলেন, তাহা সারগর্ভ ও একান্ত পারমার্থিক উপদেশ। তাঁহার শ্রীগুরুসেবা-প্রাণতা ও তত্ত্বজ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। Toronto University-তেও তাঁহার ভাষণ আমি শুনিয়াছি। আমি Swami B. H. Bon Maharaj ও Swami Bhakti Vedanta Swami Maharaj এর সঙ্গেও পরিচিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। আমি কৃতজ্ঞ যে আমাকে এই মহতী সভার সভাপতির আসনে বসাইয়াছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমি শ্রবণের জন্যই আসিয়াছিলাম। আমার বলিবার অধিক কিছু নাই। ধন্যবাদ।'

সভাপতির ভাষণান্তে শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ সভাপতি মহাশয়কে এবং সমাগত সজ্জনবৃন্দকে পুনরায় আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। অতঃপর মহারাজ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যসহ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরতি করেন। জয়ধ্বনির পর সমাগত সকলকে একাদশীর অনুকল্পস্বরূপ বিচিত্র ফলমূল প্রসাদ প্রদত্ত হয়।

এই সেবাকার্য্যে শ্রীমন্মথনাথ দাস, শ্রীলছমন্‌দাসজী, প্রেমসাগর, ইন্দ্রসাগর, মঞ্জিত দুবে, ছবিল তেজুরা, জগন্নাথ দাস (Geoffrey Givliano), নীলমাধব দাস ও দেবেন্দ্র সেইনীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
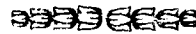
আগরতলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতী শুভাবির্ভাবানুষ্ঠান

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে ত্রিপুরায় আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবানুষ্ঠান বিগত ৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর রবিবার হইতে ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত মহোৎসব, ধর্ম্মসম্মেলন, নগর সংকীর্ত্তনাদি সহযোগে নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব, অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব এবং চাতুর্ম্মাস্যব্রত ও শ্রীনিয়মসেবাব্রত সমাপ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহামহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৯ অগ্রহায়ণ সোমবার এবং ১১ অগ্রহায়ণ বুধবার প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০টায় শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে

বিশেষ সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিপুরা পাবলিক্ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা ও ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের চীফ্ সেক্রেটারী শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গুপ্তা যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার এবং শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভাগবতশাস্ত্রী।

১০ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের সুসজ্জিত আলেখ্যার্চ্চাদ্বয়ের অনুগমনে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দীর্ঘপথ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় অরুন্ধতীনগরস্থ বিশাল সভামণ্ডপে আসিয়া উপনীত হন। শোভাযাত্রা দর্শনে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব, মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে সংকীর্ত্তন করেন। অরুন্ধতী নগরস্থ সভামণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট বেদীতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চাদ্বয় সংস্থাপিত হইলে তাঁহাদের সন্ধ্যারতি সংকীর্ত্তনসহ অনুষ্ঠিত হয়। তদ্দর্শনে স্থানীয় নরনারীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তৎপর সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে পানিসাগর বেসিক ট্রেনিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীপ্রসূন কুমার রায় এবং ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্র দাস যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

'বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমভক্তি' এবং 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' সভায় যথাক্রমে আলোচিত হয়। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অরুন্ধতী নগরে ও শ্রীজগন্নাথমন্দিরে সান্ধ্যধর্ম্মসভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হয়। শ্রীমঠের তরফ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীমঠে গৌর-লীলা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। 'নিমাইর শেষ শয্যায় শয়ন', 'চৌরদ্বয় মোহন', 'জগাই মাধাই উদ্ধার' প্রভৃতি গৌরলীলার অপূর্ব্ব প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়। প্রদর্শনীর মূর্ত্তিসমূহের ভাবের সুন্দর প্রকাশ দেখিয়া দর্শনার্থীমাত্রই কারিগরের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করেন। মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীতারক দাসাধিকারী উপরিউক্ত গৌরলীলা প্রদর্শনীর সেবা সম্পাদন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

আগরতলা মঠে শ্রীনিয়মসেবাব্রত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী (শ্রীসন্তোষ কুমার মল্লিক), শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীমাণিক কুণ্ডু, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস এবং ৫ জন মহিলা ভক্তসহ কলিকাতা হইতে বিমানযোগে ৬ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর বুধবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় আগরতলা বিমানবন্দরে শুভ পদার্পণ করিলে আগরতলাবাসী ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। পরদিবস শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী একজন মহিলা ভক্তসহ কলিকাতা হইতে বিমানযোগে আসিয়া পৌঁছেন। গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী এবং ধর্ম্মনগর হইতে শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ মহোদয় আগরতলা মঠে শ্রীদামোদরব্রত পালনের জন্য আসেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ—শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সমভিব্যাহারে আগরতলা মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর সোমবার বিমানযোগে আগরতলায় শুভ পদার্পণ করেন।

আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীবিষ্ণুপদ দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী মঠবাসী এবং শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ-

গোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের এবং শ্রীনন্দদুলাল দাসের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চ-শতবার্ষিকী মহোৎসবের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আগরতলাবাসী গৃহস্থ সজ্জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আনুকূল্য প্রদান খুবই প্রশংসনীয়। করুণাময় শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

অরুন্ধতী নগরস্থ জনকল্যাণসমিতির সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ এবং মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীহরিবল্লভ দাসাধিকারী অরুন্ধতী নগরে বিরাট্ ধর্ম্মসভা এবং মহোৎসবের আয়োজন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

নিয়মসেবাকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে একমাসকাল প্রত্যহ প্রত্যূষে নগরসংকীর্ত্তনে স্থানীয় বিপুলসংখ্যক নরনারীর যোগদান খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক। শ্রীনেপালবাবুর পুত্রগণের ব্যবস্থায় একদিন দুইটী বাসযোগে ভক্তগণ যোগেন্দ্রনগরে যাইয়াও মহোল্লাসে নগরসংকীর্ত্তন করেন।
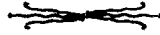
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের দশম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ১২ চৈত্র ১৩৯২, ইং ২৬ মার্চ্চ ১৯৮৬ বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

কার্য্য-তালিকা

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত বৎসরের সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বৎসর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৮০-৮১ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাবপরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তিকালের জন্য হিসাব পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসর ব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান। (৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২৫ জানুয়ারী ১৯৮৬

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে

হরিদ্বারে পন্তদ্বীপে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শিবির

প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং লীলাভূমি শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি এবং বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশ অনুসারে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে হরকিপৌড়ী (ব্রহ্মকুণ্ডের) সন্নিকটস্থ পন্তদ্বীপ (ফ্লাইংফক্স) মহল্লায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শিবির সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী ১৮ চৈত্র, ১ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে শিবিরের কার্য্যারম্ভ হইয়া ৩০ এপ্রিল ১৬ বৈশাখ বুধবার পর্য্যন্ত উহা খোলা থাকিবে। এতদুপলক্ষে মঠ-শিবিরে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শুদ্ধভক্তি অনুকূল বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে।

নিজ নিজ ব্যয়ে যাতায়াত করতঃ মঠ-শিবিরে অবস্থান ও আহারের ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ (স্ত্রী-পুরুষ) পূর্ব্বে সংবাদ দিলে মঠ-শিবিরে বাসস্থান ও শাস্ত্রবিহিত আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

প্রত্যেক যাত্রী শীতনিবারক নিজ নিজ জামাকাপড় ও বিছানার সহিত মশারি এবং থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, টর্চ্চ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য অবশ্য সঙ্গে লইবেন।

স্নান যোগ

১৮ চৈত্র ১ এপ্রিল মঙ্গলবার পুণ্যতরাস্নান
২৩ চৈত্র ৬ এপ্রিল রবিবার বারুণীস্নান
২৫ চৈত্র ৮ এপ্রিল মঙ্গলবার পুণ্যতরাস্নান
২৬ চৈত্র ৯ এপ্রিল বুধবার অমাবস্যার স্নান
২৯ চৈত্র ১২ এপ্রিল শনিবার মন্বন্তরা স্নান
৩০ চৈত্র ১৩ এপ্রিল রবিবার স্নান
৩১ চৈত্র ১৪ এপ্রিল সোমবার পূর্ব্বার্দ্ধ মহাবিষুব সংক্রান্তির মুখ্যস্নান
৪ বৈশাখ (১৩৯৩) ১৮ এপ্রিল শুক্রবার রামনবমী-তিথির স্নান
১০ বৈশাখ ২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার স্নান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ক্যাম্প
পন্তদ্বীপ (ফ্লাইংফক্স)
পোঃ টেলি ঃ হরিদ্বার, উত্তর প্রদেশ

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
হরিদ্বার কুম্ভ-শিবির কার্য্যনির্ব্বাহক
শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

মুখ্য কার্য্যালয় ঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
১৮৭, ডি, এল্, রোড
দেরাদুন, ইউ-পি
পিন ঃ ২৪৮০০১

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
পিন ঃ ৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
জগন্নাথ মন্দির
আগরতলা, ত্রিপুরা
পিন ঃ ৭৯৯০০১

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
গৌহাটী, আসাম
পিন ঃ ৭৮১০০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য মঠকর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না। দৈবানুরোধে অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য। আরও জানান যাইতেছে যে, কুম্ভে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ কলেরার ইনজেক্সন ও তৎসহ প্রমাণপত্র (সার্টিফিকেট) অবশ্য লইবেন।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ৩১৪ পৃষ্ঠার পর]

দ্বারাই মৌলবী সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন—বহু ভাষা জানিলেও, বহু অভিজ্ঞতা থাকিলেও যেমন উর্দ্দুভাষা বুঝিতে হইলে উর্দ্দুজ্ঞান আবশ্যক, চোখের দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও দৃষ্টিশক্তির পিছনে উর্দ্দুজ্ঞান না থাকিলে উর্দ্দু শব্দের রূপ ও অর্থ বুঝা যায় না, দেখা যায় না, তদ্রূপ জাগতিক বহু অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা থাকিলেও আত্মা ও পরমাত্মাকে বুঝিবার যে বিশেষ যোগ্যতা তাহা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মা বা পরমাত্মার অনুভূতি হয় না। দর্শন দুইপ্রকার—বেদদৃক্ ও মাংসদৃক্—জ্ঞানময় দর্শন ও মাংসময় দর্শন। মাংসময় নেত্রে—জড়নেত্রে জড় বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু দেখা যায় না। জড়াতীত অতীন্দ্রিয় বস্তু স্বয়ং প্রকাশময় হওয়ায় তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহাকে দর্শন করা যায়। শরণাগতের হৃদয়েতেই তত্ত্ববস্তুর আবির্ভাব হয়।

হাউলিতে কতিপয় ব্যক্তি শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামেশ্বর বর্ম্মণ, যিনি দীক্ষিত হওয়ার পর শ্রীরামেশ্বর দাসাধিকারী এই নামে পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশকে স্মরণ করিয়া শ্রীল গুরুদেব প্রায় প্রতিবৎসরই আসামে আসিতেন এবং তাঁহার সতীর্থ এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে আসামের শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিলে আসামের বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হইলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিকূলাবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলেও তিনি অবিচলিত থাকিয়া নির্ভীকভাবে প্রচার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতাত্ম মহাভাগবতগণ সর্ব্বত্র নিশ্চিন্তভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, কোনও প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাদের হরিসেবার প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, উহা অহৈতুকী, এজন্য অপ্রতিহতা। 'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কনীকপমূর্ধসু প্রভো ॥' (ভাঃ ১০।২।৩৩) 'মাধবের স্তাবকগণ মাধবের অনন্যাশ্রিত ভক্ত হওয়ায় কখনও ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হন না। মাধবের দ্বারা রক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকারিগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বত্র নিশ্চিন্তে বিচরণ করেন।' জীবদুঃখকাতর হইয়া জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য,জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য শ্রীল গুরুদেব গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কখনও পদব্রজে, কখনও গো-শকটে অনেক ক্লেশ সহ্য করতঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যেসব স্থানে তিনি শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন তাহার স্মরণান্তর্গত কতিপয় স্থানের বিবৃতি ঃ—গোয়ালপাড়া জেলায়—গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী, বাসুগাওঁ, বিলাসীপাড়া, কাশীকোট্‌রা, সিদলী, আগিয়া, দেপালচুং, বড়দামাল, লক্ষ্মীপুর, কৃষ্ণাই, দুধনই প্রভৃতি ; কামরূপ জেলায় (বর্ত্তমানে কামরূপ ও বড়পেটা জেলা)—গৌহাটী, সরভোগ, চক্‌চকাবাজার, কেতকীবাড়ী, হাউলী, বড়পেটা, বড়পেটা রোড, পাঠশালা, টিহুঁ, বিজনী, রঙ্গিয়া, নলবাড়ী, জালাহঘাট, ভাটিপাড়া, উন্নিকুড়ী, আমিনগাওঁ প্রভৃতি ; দরং জেলায়—তেজপুর, টাংলা, বিন্দুকুড়ি, রাঙ্গাপাড়া, ঢেকুয়াজুলি, মঙ্গলদৈ ; কাছাড় জেলায়—শিলচর, হাইলাকান্দি ; শিলং, শিবসাগর প্রভৃতি।

আসামের অধিবাসিগণ অধিকাংশ ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী। শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীমাধবদেব, শ্রীদামোদরদেব ও শ্রীহরিদেব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আসামে ভাগবতধর্ম্মের প্রচার করেন। শ্রীশঙ্করদেব সম্প্রদায়ের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য (যাঁহাকে আসামে সত্রাধিকারী বলা হয়) শ্রীনারায়ণদেব মিশ্র পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীল গুরুদেব যখন বড়পেটায় শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন তখন স্কুল ও কলেজে যে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল তাহার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন শ্রীনারায়ণদেব মিশ্র। শ্রীল গুরুদেবের অগাধ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে শ্রীনারায়ণদেব মিশ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি

শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব বড়পেটায় শ্রীঅমিয়কান্তি দাস রায় ও শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীঅঘদমন দাস এবং শ্রীহরিদাস নামে পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীল গুরুদেবের যেবার হাউলি হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বড়পেটায় শুভপদার্পণ করিয়া শ্রীঅমিয়কান্তি দাস রায়ের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন তৎকালে শ্রীল গুরুদেবের প্রচারপার্টীতে ছিলেন শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী।

টিহুঁর স্বনামখ্যাত শ্রীলজীবেশ্বর গোস্বামীও শ্রীল গুরুদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাতেই হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে আসাম প্রদেশস্থ গৌড়ীয় মঠের কোনও গৃহস্থাশ্রমে স্থিত তেজস্বী প্রচারকের রূঢ়ভাষায় অন্য সম্প্রদায়ের বিচারসমূহের খণ্ডন শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীল গুরুদেবের শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের নিরসনমুখে সেই সকল বিচারই শুনিয়া তাঁহাদের কোনও দুঃখ ত' হয়ই নাই বরং সুখ হইয়াছে, শ্রীল গুরুদেবের কথার মধ্যে এইরূপ মাধুর্য্য বিদ্যমান ছিল। ইহা মহাপুরুষোচিত অলৌকিক ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে।

শ্রীল গুরুদেবের বিপুল প্রচারফলে তাঁহার প্রকটকালে আসামে প্রথমে তেজপুরে, তৎপরে গৌহাটীতে এবং শেষে গোয়ালপাড়ায় তিনটী মঠ সংস্থাপিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের আসাম-প্রচারে প্রথম দিকে এবং পরবর্ত্তিকালে যাহারা সহায়করূপে ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ মাধবানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ), শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ), শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ), শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ), শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ), শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী (শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণান্তে শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ) শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ), শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ), শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ), শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী, শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী (শ্রীশশাঙ্ক শেখর দাস), শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস), শ্রীউপানন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী), শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী), শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারী।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—ইংরাজী ১৯৪৭ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে তেজপুর শহরে শুভপদার্পণ করতঃ একাদিক্রমে দুইমাসাধিককাল তথায় প্রথমে স্থানীয় মাড়োয়ারী ধর্ম্ম-শালায় পরে দুর্গাবাড়ীতে অবস্থান করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। দুর্গাবাড়ীর সংলগ্ন বাঙ্গালী থিয়েটার হলে ভাষণপ্রদানকালে শ্রীল গুরুদেবের বীর্য্যবতী হরিকথায় এবং অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া বিপুল নরনারীর সমাবেশ হইতে থাকে। স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনগণের প্রতিগৃহে মহোৎসব অনুষ্ঠান, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের আয়োজন এবং মধ্যে মধ্যে নগরসংকীর্ত্তনের দ্বারা বিপুল প্রচারের ফলে শহরে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীচূণীলাল দত্ত এবং স্থানীয় আরও কতিপয় ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া শুদ্ধভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইলেন। ইং ১৯৫০ সালে শ্রীচূণীলাল দত্ত মহোদয় মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হইলেন। গুরু-গতপ্রাণ শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী শ্রীল গুরুদেবের মনোহভীষ্ট পূর্ত্তির জন্য তেজপুর শহরের নিজ বসত-বাড়ী বিক্রয় করিয়া শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে নবচূড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ সুরম্য শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, শ্রীল গুরুদেবের অবস্থানকক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আদর্শ গুরুদেবৈকনিষ্ঠ সেবকরূপে খ্যাত হইলেন। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে অবস্থান করিয়া ভজন করিবার জন্য তিনি একটি কুটীরও নির্ম্মাণ করিলেন। ক্রমশঃ তেজপুরে বিপুল প্রচারফলে বিশিষ্ট ধনাঢ্য সজ্জন শ্রীরজনীকান্ত পাল মহোদয় তথায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপনের জন্য জমিবাড়ী দানের প্রস্তাব লইয়া আসিলেন। শ্রীল গুরুদেব উহা গ্রহণে স্বীকৃত হইলে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল মহোদয় এবং তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তেজপুর শহরের কাছাড়ীপাড়াস্থ তাঁহাদের জমিবাড়ী ইং ১৯৪৮ সালে (বাং ১৩৫৪) দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া সমর্পণ করিলে তথায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হয়। ইং ২৩ জানুয়ারী ১৯৫০, ৯ মাঘ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ শ্রীপঞ্চমীবাসরে শ্রীল গুরুদেবের মূল পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীভাগবত ও শ্রীপঞ্চরাত্র বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এতদুপলক্ষে প্রস্থানত্রয় পারায়ণ, বৈষ্ণবহোম, শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, শৃঙ্গার, পূজা, ভোগরাগারাত্রিকান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে এবং সান্ধ্য-ধর্ম্মসম্মেলনে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। ২২ মাঘ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ সোমবার শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী তিথিবাসরে শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে সংকীর্ত্তনমুখে পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন হইল এবং শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণ নবমন্দিরে শুভবিজয় করিলেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত শুভবাসরে শ্রীরাধানয়নমোহন বিজয়বিগ্রহ-যুগলও প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উক্ত মহদনুষ্ঠানে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ প্রভৃতি শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সান্ধ্যধর্ম্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মা, শ্রীভগবৎ প্রসাদ আগরওয়াল, ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী ডি, এন, বরা, অধ্যাপক শ্রীঅজয় কুমার বসু, দরং জেলার ডেপুটী কমিশনার শ্রীঅনিল কুমার চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী, শ্রীউমাকান্ত গোস্বামী, শ্রীমহাদেব শর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী। মন্দিরনির্ম্মাণ সেবায় মুখ্য আনুকূল্যকারী শ্রীভগবৎ প্রসাদ আগরওয়াল। শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, ডাঃ শ্রীসনীল আচার্য্য, শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস প্রভৃতি শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যগণ উৎসবানুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী ঃ—ইং ১৯৫৩ সনে শ্রীল গুরুদেব গৌহাটীতে আসামের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি শ্রীরামকুমার হিম্মৎসিংকা মহোদয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে দীর্ঘ এক মাসকাল অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিলেন। শ্রীগিরিজা কুমার দাস, শ্রীধীরেন দেব, ডাক্তার শ্রীগৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জ্জি, ডি-এম্‌ও, চরিত্রবাবু প্রভৃতি স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল গুরুদেবের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ শ্রীগিরিজা কুমার দাস গৌহাটীতে একটী মঠ স্থাপন করিতে জমী-বাড়ী দানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীগিরিজা কুমার দাসের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তাঁহার পতির এবং পুত্রগণ পিতার অভীষ্ট পূরণে বাধা প্রদান করিলেন না। স্থানীয় উকীলগণ প্রবলভাবে বাধা দিলেও তিনি সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া নিজেই দলিল লিখিয়া ২৭ জানুয়ারী, ১৯৫৩ সনে শিলং রোড ও নিউফিল্ডের পার্শ্বে অবস্থিত ভূমি ও গৃহসমূহ দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলে শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখামঠ তথায় সংস্থাপিত হয়। ডাক্তার শ্রীগৌরী-শঙ্কর চ্যাটার্জ্জি মহোদয় গৌহাটীতে মঠ সংস্থাপনে শ্রীল গুরুদেবকে এবং দাতাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেবের মূল পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দজীউ শ্রীবিগ্রহগণ মহাজনানুমোদিত শাস্ত্রবিধানানুসারে ইং ১৯৫৩ সনের ১ জুলাই (১৭ আষাঢ়) বুধবার বৈষ্ণবহোম,

সংকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি সহযোগে প্রকটিত হইলেন। এতদুপলক্ষে ১৬ আষাঢ়, ৩০ জুন মঙ্গলবার হইতে ২০ আষাঢ়, ৪ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবস পঞ্চকব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। ৩০ জুন অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, ১লা জুলাই শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা মহোৎসব, ৪ জুলাই শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহযোগে নগর ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হইল।

১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩), ৩ ফাল্গুন, ১৩৭৯ বৃহস্পতিবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী শুভবাসরে গৌহাটীস্থ শ্রীমঠের নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরের এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধানয়নানন্দজীউ বিজয়বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-উৎসব এবং শ্রীবিগ্রহগণের নবমন্দিরে শুভপ্রবেশ মহোৎসব শ্রীল গুরুদেবের মূল পৌরোহিত্যে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত বিধানমতে সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে ২ ফাল্গুন হইতে ৬ ফাল্গুন পর্য্যন্ত পাঁচ-দিনব্যাপী যে বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে উপস্থিত ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন, শ্রীমদ্ হরেকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ উদ্ধব দাসাধিকারী প্রভৃতি। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ, বিজয়বিগ্রহ প্রকাশ ও মহোৎসবে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন শ্রীগিরিজা কুমার দাস ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, শ্রীরামকুমার হিম্মৎসিঙ্কা, শ্রীভগবতীপ্রসাদ হিম্মৎসিঙ্কা, শ্রীকাশীনাথ সিন্ধী, শ্রীজোয়ালা প্রসাদ শিকারিয়া, শ্রীগঙ্গাধর শিকারিয়া, শ্রীবাসুদেব শিকারিয়া, শ্রীকেশবদেব বাউল, শ্রীকুমুদরঞ্জন সাহা, শ্রীরাধাশ্যামজী, শ্রীতীর্থবাসী পাল, শ্রী এন, কে, সুর, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দেব, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শ্রীলক্ষেশ্বর ভড়ালী, শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ নিয়োগী ও শ্রীভবেশ চন্দ্র নিয়োগী।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া ঃ—"আসাম প্রদেশের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর বহুল প্রচার-প্রসারার্থ শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখাস্বরূপে ও তৎসেবাপরিচালনা-ধীনে তেজপুর, গৌহাটী ও সরভোগ নামক স্থানে তিনটি প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্প্রতি আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য জগদ্গুরু ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত গোয়ালপাড়া শহরেও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও এখানে 'গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম' নামে একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

গোয়ালপাড়া জেলার বলবলা গ্রামনিবাসী স্বনামধন্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বদান্যবর সজ্জন শ্রীশরৎ কুমার নাথ মহোদয় গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শুদ্ধভক্ত মাধ্যমে প্রচার-প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়া গোয়ালপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার ধারে ১/২। (একবিঘা সওয়া দুই কাঠা) জমিসহ তদুপরিস্থিত দুইটী স্যানিটারী শৌচাগার, দুইটী রান্নাঘর, ছোট বড় আটখানি কামরা, টিউবওয়েল এবং ইলেক্ট্রিক লাইট্ সমেত দুইখণ্ড বসতবাটী তথায় একটি স্থায়ী মঠ স্থাপনার্থ নির্ব্যূঢ় স্বত্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীহস্তে অর্পণ করিয়াছেন। গত ইং ১৫।১২।৬৯ তারিখে ঐ দানপত্র নির্ব্বিঘ্নে রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল ও অন্যান্য সজ্জনবৃন্দ শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর এই সেবা-বৈশিষ্ট্যে সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন। জগতে হরিকথার দুর্ভিক্ষই প্রকৃত দুর্ভিক্ষ, তাহা

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চবিংশ বর্ষ

[১৩৯১ ফাল্গুন হইতে ১৩৯২ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৯৯

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

পঞ্চবিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — ,,	১৪.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬